এ নভেল অফ রুমি

দ্য ফরটি রুলস অফ লাভ

এলিফ শাফাক

অনুবাদ
শাহেদ জামান

BanglaBook.org

"শাফাকের জাদুময়ী, উপভোগ্য এবং মনোমুগ্ধকর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে শামস এবং রুমির খুঁজে পাওয়া চিরন্তন সত্য। একই সাথে দারুণ সাহসীভাবে তুলে ধরেছেন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার তফাৎ, ভালোবাসা এবং ঘৃণার বৈষম্য; আর আমাদের ক্ষমাহীন পৃথিবীতে জীবনের প্রতি ভয় এবং ভালোবাসার স্বরূপ।"

— *বুকলিস্ট*

"নিকোলাস স্পার্কস অথবা রবার্ট জেমস ওয়ালারের ভক্তদের এই বইটি দারুণভাবে আকর্ষণ করবে।"

— *লাইব্রেরি জার্নাল*

"মধ্যবয়স্ক এক মহিলার জীবনের একঘেয়ে গল্পকে বিস্ময়কর উপায়ে মহাকাব্যিক ইতিহাসের সাথে একই সুতোয় বুনেছেন এই জনপ্রিয় তুর্কি লেখিকা।"

— *পাবলিশার্স উইকলি*

"আকর্ষণীয় কাহিনি... পুরো বইয়ের গল্প আবর্তিত হয়েছে যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক আর অবাধ্য, আহত হৃদয়ের দ্বন্দ্বকে ঘিরে। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের কাছেই হার মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাফাকের নায়িকা, এবং একবারও পেছনে না তাকিয়ে সেই পথেই এগিয়ে গেছে।"

— *মোর ম্যাগাজিন*

ISBN 978 984 92380 4 1
9 789849 238041

তুরস্কের জনপ্রিয় লেখিকা এলিফ শাফাক এই বইতে লিখেছেন আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আলাদা দুই সময়ের কাহিনি। একটি গল্প সমসাময়িক। অন্যদিকে আরেকটি গল্পের পটভূমি রচিত হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক রুমি তার আত্মিক পথপ্রদর্শক, রহস্যময় দরবেশ শামস তাবরিজির দেখা পেলেন। লেখিকার সাবলীল লেখনীতে দুই সময়ের দুই গল্পে মিলেমিশে রচিত হয়েছে ভালোবাসার এক চিরন্তন উপাখ্যান।

এলা রুবিনস্টাইনের বয়স চল্লিশ। স্বামী সন্তান সবই আছে, কিন্তু ভালোবাসা নেই। আর তাই দাম্পত্যজীবনে সুখ নেই তার। একঘেয়েমী থেকে বাঁচতে এক লিটারেরি এজেন্টের অধীনে পাঠক হিসেবে কাজ নিল সে। প্রথম যে পাণ্ডুলিপি তার হাতে এল তার নাম *মধুর অবিশ্বাস*, লেখকের নাম আজিজ জাহারা। প্রথমে বেশ অনীহার সাথে বইটা পড়তে শুরু করলেও ধীরে ধীরে সে ডুবে যেতে লাগল কাহিনিতে। জানতে পারল, কিভাবে রুমির জীবন বদলে গিয়েছিল ভবঘুরে দরবেশ শামস তাবরিজির স্পর্শে। পরিচিত হলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ভালোবাসার অদৃশ্য নিয়মের সাথে, যার কাছে সব ধর্ম, সব মানুষ একই সমান। এক সময় এলা আবিষ্কার করল, রুমির এবং তার নিজের জীবনের গল্পে কোনো পার্থক্য নেই। রুমির জীবনে যেমন শামস এসেছিল; তেমনি তার জীবনে এসেছে জাহারা, তাকে মুক্তি দিতে...

www.BanglaBook.org

১৯৭১ সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে জন্ম এলিফ শাফাকের। তুরস্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখিকা তিনি, পেয়েছেন নানা পুরস্কার। ত্রিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার বই। এ পর্যন্ত দশটি বই বের হয়েছে তার, যার মাঝে উপন্যাস সাতটি। তুর্কি এবং ইংরেজি-দুই ভাষাতেই লেখেন তিনি। তার লেখায় পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে মিশেল ঘটে প্রাচ্যের প্রাচীনতার। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, নারীসমাজ, অভিবাসী এবং সীমান্তবিহীন জীবনদর্শনই তার লেখার মূল বিষয়বস্তু। নানা অজানা রীতিনীতি এবং দর্শন খুঁজে পাওয়া যায় তার লেখা বইগুলোতে। সেই সাথে পাওয়া যায় ইতিহাস, দর্শন এবং রাজনীতির প্রতি গভীর অনুরাগের প্রমাণ।

বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার শিক্ষক তিনি, সময়কে সমানভাবে ভাগ করে নিচ্ছেন তুরস্ক আর আমেরিকার মাঝে।

অনুবাদক

শাহেদ জামানের জন্ম ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন। নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা। স্কুল ও কলেজ নারায়ণগঞ্জেই। মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স করেছেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একই বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। লেখালেখির শুরু ব্লগ থেকে। ছোটগল্প ও কবিতা দিয়ে শুরু, এখন প্রধানত গল্প ও উপন্যাস লিখছেন। ইতোমধ্যে তার আটটি অনুবাদ বের হয়েছে। সামনে নিজের মৌলিক উপন্যাস লিখতে চান।

www.BanglaBook.org

দ্য ফরটি রুলস অফ লাভ

[এ নভেল অফ রুমি]

এলিফ শাফাক

অনুবাদ শাহেদ জামান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য ফরটি রুলস অফ লাভ
এলিফ শাফাক
অনুবাদ : শাহেদ জামান

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১৭

রোদেলা ৪৩৯

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

The Forty Rules of Love By Elif Shafak
Translated by Shahed Zaman
First Published *Ekushe Baimela 2017*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 460.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-92380-4-1 Code: 439

লেখিকার উৎসর্গ

জহির এবং জেলডাকে

পূর্বকথা

বহমান স্রোতের মাঝে আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় ছুঁড়ে দাও একটি নুড়ি পাথর। এর ফলে যা ঘটবে তা হয়তো চোখে দেখে বোঝা যাবে না। পাথরটা যেখানে পানির সংস্পর্শে আসবে সেখানে ছোট্ট কয়েকটা ঢেউ উঠবে, শোনা যাবে ছপ করে একটা শব্দ। যদিও নদীর স্রোতের শব্দে সেই শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ব্যস, এটুকুই।

এবার হ্রদের মাঝে একটি পাথর ছুঁড়ে মারো। এবার যা ঘটবে তাকে তো চোখে দেখা যাবেই, বরং তা বহু গুণ বেশি সময় ধরে স্থায়ী হবে। পানির যেখানে পাথরটা পড়বে সেখানে বৃত্তাকারে তৈরি হবে ঢেউ, তারপর কয়েক মুহূর্তের মাঝেই তাদের সংখ্যা হবে অসংখ্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মাত্র পাথরের কারণে তৈরি হওয়া গোলাকার ঢেউগুলো ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে, যতক্ষণ না পানির উপর সব জায়গায় তাদের উপস্থিতির চিহ্ন তৈরি হয়। কেবলমাত্র তারপরেই হ্রদের কিনারে বাড়ি খাবে ঢেউগুলো, এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসবে।

নদীর বুকে যদি কোনো পাথর এসে পড়ে, তাহলে নদী তাকে স্রোতের সাথে বহমান অগণিত যাত্রীর মাঝে স্রেফ আরও একজন বলে ধরে নেয়। তার কাছে এটা মোটেই অকল্পনীয় নয়, এমন কিছুও নয় যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

কিন্তু পাথরটা যদি কোনো হ্রদের বুকে পতিত হয়, তাহলে সেই হ্রদ আর কখনও আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

চল্লিশ বছর ধরে নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেছে এলা রুবিনস্টাইনের জীবন, যাকে বলা যায় কিছু অভ্যাস, প্রয়োজন আর বাছবিচারের সহজ সমষ্টি কেবল। নানা দিক দিয়ে একঘেয়ে এবং সাধারণ মনে হলেও, এতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেনি ও। গত বিশ বছর ধরে ওর প্রতিটি ইচ্ছে, প্রত্যেকটি বন্ধুর সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তকে ও যাচাই করে নিয়েছে নিজের বৈবাহিক সম্পর্কের কষ্টিপাথরে। ওর স্বামী, ডেভিড একজন সফল ডেন্টিস্ট। কঠোর পরিশ্রম করে সে, যথেষ্ট উপার্জনও করে। এলা সব সময়ই জেনে এসেছে যে তাদের দুজনের মাঝে এমন কোনো সম্পর্ক নেই যাকে খুব গভীর বলা যায়। কিন্তু এলার ধারণা, একটা দম্পতিকে যে পরস্পরের সাথে মানসিকভাবে ঘনিষ্ঠ

BanglaBook.org

হতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই। বিশেষ করে যখন এত দীর্ঘ একটা সময় বিবাহিত অবস্থায় পাড়ি দিয়েছে তারা। বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে প্রেম এবং ভালোবাসার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে, যেমন পারস্পরিক বোঝাপড়া, মমতা, দয়া; এবং মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে কাছাকাছি যে জিনিসটা নিয়ে যেতে পারে-ক্ষমা। এসবের কাছে ভালোবাসার অবস্থান গৌণ। অবশ্য কেউ যদি সারা জীবনটা উপন্যাস বা রোমান্টিক সিনেমার মাঝে কাটাতে চায়, যেখানে প্রধান চরিত্ররা বাস্তবের চাইতে আলাদা, এবং যাদের ভালোবাসার সাথে কেবল কিংবদন্তীরই তুলনা চলে–তাহলে আলাদা কথা।

এলার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর তালিকায় প্রথমেই রয়েছে ওর ছেলেমেয়েরা। জিনেট নামে খুব সুন্দরী একটা মেয়ে আছে তাদের, কলেজে পড়ছে এখন। আর আছে এক জোড়া যমজ ছেলে মেয়ে, অরলি এবং আভি। এছাড়াও তাদের পরিবারের আরও একজন সদস্য হচ্ছে বারো বছর বয়সের একটি গোল্ডেন রিট্রিভার জাতের কুকুর, যার নাম স্পিরিট। সেই ছোট্টবেলা থেকে এলার প্রাণোচ্ছল একজন বন্ধু এবং ওর সকালবেলায় হাঁটতে যাওয়ার সঙ্গী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে সে। এখন অবশ্য বয়স হয়েছে তার, ওজন বেড়ে গেছে বেশ। কানে মোটেই শুনতে পায় না, চোখের দৃষ্টিও অত্যন্ত ক্ষীণ। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে স্পিরিটের। কিন্তু এলা ভাবতে ভালোবাসে যে স্পিরিট চিরকাল বেঁচে থাকবে। অবশ্য ওর চিন্তাভাবনার ধরণটাই এমন। মৃত্যু জিনিসটার মুখোমুখি ও কখনই হতে পারেনি, সেটা যে কোনো কিছুরই হোক না কেন। কোনো অভ্যাস, কোন অবস্থা, এমনকি একটা বৈবাহিক সম্পর্ক-এই ব্যাপারগুলোরও যদি অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, তবু তা দেখেও না দেখার ভান করে এলা।

রুবিনস্টাইন পরিবার বাস করে ম্যাসাচুসেটসের নর্দাম্পটনে। বাড়িটা ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের, বেশ বড়। কিছুটা মেরামতি দরকার হয়ে পড়েছে, কিন্তু এখনও অনেক সুন্দর দেখতে। পাঁচটা বেডরুম আছে বাড়িতে, তিনটে বাথরুম। শক্ত কাঠের তৈরি চকচকে মেঝে, আর তিনটে গাড়ি রাখা যায় এমন একটা গ্যারেজ। সেই সাথে ফ্রেঞ্চ ডোরের ব্যবস্থা, এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক যেটা–বাড়ির বাইরে তৈরি করা একটা জাকুজি। লাইফ ইনস্যুরেন্স, কার ইনস্যুরেন্স, রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান, কলেজ সেভিংস প্ল্যান, যৌথ ব্যাংক একাউন্ট সহ অনেক কিছুই আছে তাদের। যে বাড়িটায় বাস করছে সেটা ছাড়াও আরও দুটো আরামদায়ক এপার্টমেন্টের মালিক তারা একটা বোস্টনে, আরেকটা রোড আইল্যান্ডে। এই সব কিছুই কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করেছে সে আর ডেভিড। ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকার জন্য দামি আসবাবসহ বিশাল বাড়ি, যার ভেতরে ভেসে বেড়ায় ঘরে বানানো খাবারের জিভে জল আনা সুগন্ধ-এমন চিন্তাভাবনা হয়তো কারও কারও কাছে একটু প্রাচীন ধারার মনে

BanglaBook.org

হতে পারে। কিন্তু এই পরিবারের কাছে এটাই আদর্শ জীবনের প্রতিচ্ছবি। উভয়ের মিলিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন একটা দৃশ্যপটকে মাথায় রেখেই বৈবাহিক জীবনকে গড়ে তুলেছে তারা; এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সবটুকু না হলেও, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের অনেকটাই সফল করে তুলেছে।

গত ভ্যালেন্টাইন ডে'তে এলার স্বামী ওকে একটা হৃদয় আকৃতির হীরার লকেট উপহার দিয়েছিল। তার সাথে একটা কার্ড, যাতে লেখা ছিল :

প্রিয় এলাকে, অত্যন্ত মৃদুভাষী হলেও যার মনটা অনেক বড়, যার ধৈর্য প্রায় অসীম। ধন্যবাদ তোমাকে, আমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী হওয়ার জন্য। তোমারই, ডেভিড।

যদিও ব্যাপারটা কখনও ডেভিডের কাছে স্বীকার করেনি এলা, কিন্তু কার্ডের লেখাগুলো পড়তে গিয়ে ওর মনে হয়েছে, ওগুলো যেন কোনো মৃতব্যক্তির কবরফলকে লেখা হয়েছিল। আমি মারা গেলেও ঠিক এই কথাগুলোই লেখা হবে, মনে মনে ভেবেছিল ও। আর যারা লিখবে তারা যদি সৎ হয়, তাহলে হয়তো এই কথাগুলোও যোগ করে দেবে

স্বামী আর সন্তানকে ঘিরে নিজের সম্পূর্ণ জীবন গড়ে তুলেছিল এলা, তাই জীবনের কঠোর দিকগুলোকে একাকী মোকাবেলা করার মতো কোনো ক্ষমতা ছিল না তার মাঝে। খেয়ালখুশিমতো যারা জীবন চালাতে চায় তাদের দলে ছিল না সে। তার জন্য এমনকি কফির নিয়মিত ব্র্যান্ড বদল করাও ছিল অনেক বড় ব্যাপার।

আর ঠিক এই সব কারণেই, এলা যখন তার বিশ বছরের বিবাহিত জীবন শেষে, ২০০৮ সালের শরতে ডিভোর্সের জন্য আবেদন করল তখন কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারল না। এমনকি এলা নিজেও না।

কিন্তু কারণ একটা ছিল। আর তা হলো : ভালোবাসা।

একই শহরে বাস ছিল না দুজনের। এমনকি একই মহাদেশেও নয়। দুজনের মাঝে যে পার্থক্য, তা কেবল দূরত্বের হিসেবেই বিশাল নয়, এমনিতেও ওরা ছিল দিন আর রাতের মতো আলাদা। দুজনের জীবনযাপন ছিল এত বেশি আলাদা, যে একজন আরেকজনের উপস্থিতি সহ্য করবে এটাই ছিল অচিন্ত্যনীয়; প্রেমে পড়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু তবুও ঠিক তাই হলো। আর ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল, এত দ্রুত যে এলা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না, নিজেকে সামলানোর কোনো সময়ই পেল না। অবশ্য ভালোবাসার সামনে পড়লে কেউ কি নিজেকে সামলাতে পারে?

ভালোবাসা এমন আচমকা পা রাখল এলার জীবনে, যেন হঠাৎ করেই কেউ একজন তার জীবনের নিস্তরঙ্গ হ্রদে ছুঁড়ে দিয়েছে একটা পাথর।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ১৭ মে, ২০০৮

বসন্তের সেই সুন্দর দিনটায় এলার কিচেনের জানালার ওপাশে গাছের ডালে বসে গান গাইছিল পাখিরা। পরবর্তীতে এই মুহূর্তটাকে এলা এতবার নিজের মনের ভেতর জাগিয়ে তুলেছে যে একে আর এক টুকরো অতীত বলে মনে হতো না। বরং মনে হতো যেন এখনও মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও ওই সময়টুকুর পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে।

টেবিলে বসে ছিল সবাই। শনিবারের বিকেল, একটু দেরি করেই দুপুরের খাবার খেতে বসেছে পরিবারের সদস্যরা। নিজের প্রিয় খাবার, মুরগির ভাজা রান দিয়ে প্লেট ভর্তি করে নিচ্ছে এলার স্বামী ডেভিড। ছুরি আর কাঁটাচামচ দিয়ে ড্রাম বাজানোর ভঙ্গি করছে আভি, আর তার যমজ বোন অরলি মনে মনে হিসেব কষছে যে ঠিক কতটুকু খাবার খেলে তার দৈনিক সাড়ে ছয় শ ক্যালরির হিসেবটা ঠিক থাকবে। কাছেই অবস্থিত মাউন্ট হলিওক কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছে জিনেট। এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় মগ্ন, আনমনে এক টুকরো রুটির উপর মাখন আর পনির লাগাচ্ছে। টেবিলে আরও বসে আছেন আন্ট এসথার। তার বিখ্যাত মার্বেল কেকগুলোর একটা এলাদের দিতে এসেছিলেন তিনি, পরে লাঞ্চ পর্যন্ত থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এলার হাতে অনেক কাজ রয়েছে, তবে এই মুহূর্তে টেবিল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না তার। ইদানীং পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে খেতে বসাই হচ্ছে না বলতে গেলে। আজ যে সুযোগটা পাওয়া গেছে সেটা কাজে লাগিয়ে সবার মাঝে আরও শক্ত একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় ও।

'এসথার, এলা তোমাকে সুসংবাদটা জানায়নি?' হঠাৎ করেই প্রশ্ন করল ডেভিড। 'দারুণ একটা চাকরি পেয়েছে ও।'

যদিও এলা ইংরেজি সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, এবং গল্পের বই পড়তে খুবই ভালোবাসে; কিন্তু কলেজ শেষ করার পর এসব ব্যাপারে তেমন কিছু করেনি ও। মাঝে মাঝে মেয়েদের ম্যাগাজিনের জন্য কিছু ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখেছে, কয়েকটা বুক ক্লাবে যোগ দিয়েছে, সেই সাথে স্থানীয় খবরের কাগজে বইয়ের রিভিউ লিখেছে কয়েকটা—এই যা। একটা সময় ওর ইচ্ছে ছিল

BanglaBook.org

একজন তুখোড় বই সমালোচক হওয়ার। কিন্তু তারপর জীবনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে ও, বুঝে নিয়েছে যে তিন সন্তানের মা একজন পরিশ্রমী গৃহকর্ত্রী হিসেবেই থাকতে হবে ওকে, পালন করতে হবে সংসারের অজস্র দায়িত্ব।

তাতে অবশ্য কোনো অভিযোগও নেই ওর। কারও মা হওয়া, কারও স্ত্রী হওয়া, কুকুরটাকে হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া, সেই সাথে সংসারের কাজগুলো ওকে যথেষ্ট ব্যস্ত রাখে। এসবের পাশাপাশি ওকে রোজগারের চিন্তা করতে হয়নি কখনও। যদিও স্মিথ কলেজে ওর যে সব নারীবাদী বন্ধুবান্ধব ছিল তারা কখনই এলার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু এলা কখনও গৃহবধূর ভূমিকায় অস্বস্তি বোধ করেনি, বরং ওর কৃতজ্ঞ থেকেছে যে ওদের পরিবারের পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, বইয়ের প্রতি ওর ভালোবাসাটা কখনই কমেনি, এখনও প্রচুর বই পড়ে ও।

কয়েক বছর আগে অবশ্য একটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। বাচ্চারা বড় হয়ে উঠছে, এবং পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এলাকে তাদের আগে যতটা দরকার ছিল এখন আর ততটা না হলেও চলে। এলা যখন বুঝতে পারল যে ওর হাতে এখন প্রচুর সময়, এবং সেটা কাটানোর মতো কোনো সঙ্গী নেই, তখনই ভাবতে শুরু করেছিল যে একটা চাকরি করলে কেমন হয়। ডেভিড ওকে উৎসাহই দিয়েছিল। কিন্তু দুজন মিলে নানা রকম আলোচনা করলেও বিভিন্ন সময়ে হাতের সামনে আসা সুযোগগুলো কেন জানি সরিয়ে দিচ্ছিল এলা। আবার যে চাকরিগুলো ও করতে চাইত, দেখা যেত যে সেখানে আরও অভিজ্ঞ অথবা কম বয়স্ক কাউকে চাওয়া হচ্ছে। বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়ে শেষ পর্যন্ত চাকরির চিন্তাভাবনাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল এলা।

তবে ২০০৮ সালের মে মাসে হঠাৎ করেই যেন ওর চাকরির পথে যত বাধা ছিল সব হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। চল্লিশতম জন্মদিনের দুই সপ্তাহ আগে থাকতে এলা আবিষ্কার করল, বোস্টনের এক লিটারেরি এজেন্সির হয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছে ও। চাকরিটা খুঁজে দিয়েছিল ওর স্বামী। নিজের ক্লায়েন্টদের কারও সাহায্যে চাকরিটা খুঁজে পেয়েছে সে, অথবা কে জানে, কোন রক্ষিতার কাছ থেকেও পেতে পারে।

'ওহ, ওটা তেমন কিছু না,' এই মুহূর্তে তাড়াতাড়ি বলে উঠল এলা। 'একজন লিটারেরি এজেন্টের হয়ে পার্ট-টাইম রিডারের চাকরি নিয়েছি আর কি।'

কিন্তু ডেভিডের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো নতুন চাকরি নিয়ে এলার চাইতে সে নিজে অনেক বেশি উৎসাহী। 'আরে বলোই না। আন্টকে বলো, এটা কত বিখ্যাত একটা এজেন্সি,' তাড়া দিল সে। তারপরেও যখন এলার মাঝে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না তখন নিজেই নিজের কথার খেই ধরল। 'দারুণ একটা জায়গা, বুঝলে এসথার? অন্যান্য অ্যাসিস্ট্যান্টদের দেখলে তো

BanglaBook.org

তুমি অবাক হয়ে যাবে! ভালো ভালো সব কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়ে আসা ছেলেমেয়েরা এখানে চাকরিতে ঢুকছে। এলা হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যে এতগুলো বছর গেরস্থালির কাজ করার পর আবার চাকরিতে যোগ দিচ্ছে। কি, দারুণ না?'

এলার কেন জানি মনে হলো, ওর স্বামীর মনে হয়তো একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। এতগুলো বছর ধরে ওকে চাকরি থেকে দূরে রাখার অপরাধবোধ, অথবা ওর বিশ্বাস ভঙ্গ করার অপরাধবোধ। এই মুহূর্তে ডেভিডের অতি-উৎসাহের পেছনে এই কারণদুটো ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না ও।

হাসতে হাসতেই কথার ইতি টানল ডেভিড। বলল, 'একেই বলে সাহস। আমরা সবাই ওকে নিয়ে দারুণ গর্বিত।'

'ও খুব সাহসী একটা মেয়ে। সব সময়ই তাই ছিল,' বলে উঠলেন আন্ট এসথার। এমন গদগদ কণ্ঠে কথাগুলো বললেন তিনি, মনে হলো যেন এলা আর টেবিলে নেই, চিরতরে চলে গেছে সবাইকে ছেড়ে।

সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। এমনকি আভির মুখ থেকেও কোনো তীর্যক মন্তব্য শোনা গেল না, এবং মনে হলো যেন প্রথমবারের মতো নিজের চেহারা বাদে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করছে অরলি। এই মুহূর্তটুকুর জন্য অনেকটা জোর করেই যেন নিজের ভেতরে কিছুটা কৃতজ্ঞতা নিয়ে আসতে চাইল এলা। কিন্তু হঠাৎ করেই অনুভব করল, এক সর্বগ্রাসী ক্লান্তি ঘিরে ধরেছে ওকে। আগে কখনও এমনটা হয়নি। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, কেউ যেন এখন আলোচনার বিষয়বস্তুটা বদলায়।

ওর প্রার্থনা নিশ্চয়ই জিনেট, মানে এলার বড় মেয়ের কানে গিয়েছিল। কারণ হঠাৎ করেই সে বলে উঠল, 'আমিও সবাইকে একটা ভালো খবর দিতে চাই।'

সবগুলো মাথা এবার তার দিকে ঘুরে গেল। হাসিমুখে তাকিয়ে রইল সবাই, অপেক্ষা করছে জিনেটের খবরটা শোনার জন্য।

'বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আর স্কট,' ঘোষণা করল জিনেট। 'আমি জানি তোমরা কি বলবে! আমরা এখনও কলেজ শেষ করিনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটা ব্যাপার তোমাদের বুঝতে হবে, আমরা দুজনেই অনুভব করছি যে জীবনের পরবর্তী বড় পদক্ষেপটা নেয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

খাওয়ার টেবিলের উপর নেমে এল একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত আগেই যে আরামদায়ক উষ্ণতা সবাইকে ঘিরে রেখেছিল তা এক লহমায় উধাও হয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল অরলি এবং আভি। আপেল জুস ভর্তি একটা গ্লাসের উপর চেপে বসল আন্ট এসথারের হাত, সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেছেন তিনি। হাতের কাঁটাচামচটা সরিয়ে রাখল

BanglaBook.org

ডেভিড, যেন খিদে নষ্ট হয়ে গেছে তার। হালকা বাদামি চোখগুলো ভ্রুকুঁচকে তাকিয়ে রইল জিনেটের দিকে। দুই চোখের বাইরের কোণে ভাঁজ পড়েছে তার। ওগুলো আসলে তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারার চিহ্ন, তবে এই মুহূর্তে তার মুখে যে অভিব্যক্তি খেলা করছে তাকে আর যাই হোক, হাসি বলা যায় না। মুখটা বেঁকে গেছে তার, যেন এইমাত্র এক ঢোক ভিনেগার খেয়ে ফেলেছে সে।

'বাহ! কোথায় ভেবেছিলাম তোমরা সবাই আমার আনন্দ দেখে খুশি হবে। তার বদলে সবাই কি রকম ঠাণ্ডা মেরে গেলে!' গুঙিয়ে উঠল জিনেট।

'এইমাত্র তুমি বলেছ যে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ,' মন্তব্য করল ডেভিড। তার কথা শুনে মনে হলো, নিজের কথার অর্থ বুঝতে পারেনি জিনেট, এবং তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই কথাটা বলেছে সে।

'বাবা, আমি জানি যে ব্যাপারটা একটু বেশিই তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গতকালই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে স্কট, আর আমি রাজিও হয়েছি।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করল এলা।

জিনেট যেভাবে ওর দিকে তাকাল, তাতে এলা আন্দাজ করতে পারল যে আর যাই হোক, ওর কাছ থেকে অন্তত এমন প্রশ্ন আশা করেনি সে। হয়তো শুনতে চেয়েছিল যে "কবে?" অথবা "কিভাবে?" এবং এই দুটো প্রশ্ন শোনার অর্থ দাঁড়াত, বিয়ের জন্য কেনাকাটা শুরু করতে পারে সে। কিন্তু তার বদলে "কেন?" প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের, এবং জিনেটকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

'কেন? মনে করো যে আমি ওকে ভালোবাসি, তাই?' কিছুটা চড়ায় উঠল জিনেটের কণ্ঠস্বর।

'আমি বলতে চেয়েছি, এত তাড়াহুড়ো কেন?' আবার প্রশ্ন করল এলা। 'তুমি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়োনি তো?'

অস্বস্তিভরে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন আন্ট এসথার। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ভেতরে ভেতরে রেগে উঠেছেন তিনি। পকেট থেকে একটা এন্টাসিড ট্যাবলেট বের করলেন, তারপর মুখে ফেলে চিবোতে শুরু করলেন।

'আমি মামা হতে যাচ্ছি,' হি হি করে হেসে বলে উঠল আভি।

জিনেটের হাতটা ধরে আলতো করে চাপ দিল এলা। 'সত্যি কথাটা আমাদের বলতে পারো, জিনেট। তুমি তো জানো যে যাই হোক না কেন, আমরা সব সময় তোমার পাশেই থাকব।'

'মা, তুমি থামবে?' ধমকে উঠল জিনেট, তারপর নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল এলার কাছ থেকে। 'এর সাথে আমার প্রেগন্যান্ট হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি শুধু শুধু আমাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছ।'

BanglaBook.org

'আমি স্রেফ তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম,' শান্ত গলায় জবাব দিল এলা। যদিও ইদানীং ওর মনে হচ্ছে, নিজেকে শান্ত রাখাটা আগের চাইতে অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠছে ওর জন্য।

'সাহায্য করতে গিয়ে আমাকে শুধু অপমানই করছিলে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি প্রেগন্যান্ট না হলে বোধহয় জীবনেও স্কটকে বিয়ে করতাম না! তোমার কি কখনও মনে হয়েছে যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমি ওকে ভালোবাসি? আট মাস হয়ে গেছে আমাদের সম্পর্কের, সেই খবর রাখো তুমি?'

এবার বিদ্রূপাত্মক একটা শব্দ বেরিয়ে এল এলার নাক থেকে। 'ওহ, তাই নাকি? আট মাসেই একটা মানুষের সব কিছু জেনে বসে আছ তুমি, তাই না? তোমার বাবা আর আমার প্রায় বিশ বছর হলো বিয়ে হয়েছে, এবং এমনকি আমরাও দাবি করতে পারি না যে পরস্পরের সম্পর্কে সব কিছু জানি আমরা। একটা সম্পর্কের জন্য আট মাস কোনো সময়ই নয়!'

'স্রষ্টা কিন্তু ছয় দিনেই পুরো বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন,' দাঁত বের করে হেসে বলে উঠল আভি। কিন্তু টেবিলের সবাই এমন ঠাণ্ডা চোখে তাকাল তার দিকে যে হাসিটা গিলে ফেলতে বাধ্য হলো সে।

খাওয়ার টেবিলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার বিস্তার লক্ষ্য করে এবার ডেভিড আলোচনায় যোগ দিল। মেয়ের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল সে, বলল, 'সোনামণি, তোমার মা যেটা বলতে চাইছে তা হলো, কারও সাথে প্রেম করা আর তাকে বিয়ে করা মোটেই এক কথা নয়। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

'কিন্তু বাবা, তুমি কি ভেবেছিলে আমরা সারা জীবন শুধু প্রেমই করে যাবো?' প্রশ্ন করল জিনেট।

লম্বা একটা দম নিল এলা। তারপর বলল, 'যদি সত্যি কথাটা জানতে চাও তাহলে বলব, আমরা ভেবেছিলাম তুমি আরও যোগ্য কাউকে খুঁজে নেবে। তাছাড়া, এখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে তোমার বয়স খুবই কম।'

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো, মা?' বলে উঠল জিনেট। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক তিক্ততা ভর করেছে তার গলায়, মনে হচ্ছে যেন অন্য কেউ বলল কথাটা। 'আমার মনে হচ্ছে, তুমি তোমার নিজের ভয়গুলো আমার উপরে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ। অনেক অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল তোমার, এবং আমার সমান বয়সেই মা হয়েছিলে তুমি। কিন্তু তাই বলে ভেবো না যে আমিও সেই একই ভুল করব।'

টকটকে লাল হয়ে উঠল এলার মুখ, যেন কেউ কষে চড় মেরেছে ওকে। মনের গভীর থেকে উঠে এল সেই স্মৃতি, মনে করিয়ে দিল যে জিনেটের জন্ম হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের আগেই, ফলে অনেক জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল ওকে। জন্মের পর এবং ছোটবেলায় মেয়ের পেছনে প্রচুর সময় আর

শক্তি খরচ হয়েছে ওর। তাই আরও একবার সন্তান নেয়ার আগে পুরো ছয়টা বছর অপেক্ষা করেছিল এলা।

'স্কটের সাথে তোমার সম্পর্কটা যখন শুরু হলো তখন আমরা সবাই অনেক খুশি হয়েছিলাম, সোনামণি,' এবার একটু অন্য রাস্তায় চেষ্টা করতে চাইল ডেভিড। 'ও সত্যিই খুব ভালো মানুষ। কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের পরে তো তোমাদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তনও আসতে পারে, তাই না? কে জানে, হয়তো এখনকার চাইতে তখন সম্পূর্ণ বদলে যাবে পরিস্থিতি।'

খুব আস্তে করে একবার মাথা ঝাঁকাল জিনেট, বোঝা গেল যে মাথা ঝাঁকালেও বাবার কথায় সম্মতি দেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই তার। তারপর বলল, 'স্কট আমাদের মতো ইহুদী নয়, এ কারণেই তোমরা আপত্তি জানাচ্ছ, তাই না?'

অবিশ্বাস ফুটে উঠল ডেভিডের চোখে। নিজেকে সব সময়ই একজন খোলামনের সংস্কৃতিমনা পিতা হিসেবে ধারণা করেছে সে, এবং সেটা নিয়ে গর্বও আছে তার। নিজের বাড়িতে মানুষের গায়ের রঙ, ধর্ম অথবা লিঙ্গ নিয়ে কখনই কোনো রকম খারাপ মন্তব্য করে না সে, কাউকে করতেও দেয় না।

কিন্তু জিনেট যেন হার মানবে না বলে পণ করেছে। মায়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে এবার সে প্রশ্ন করল, 'আমার চোখে চোখ রেখে একটা কথা বলতে পারবে? আজ যদি স্কটের জায়গায় কোনো অ্যারন বা অন্য কোনো নামের কোনো ইহুদী যুবক থাকত, তাহলেও কি তুমি একই ভাবে আপত্তি করতে?'

তিক্ততায় ভরে উঠেছে জিনেটের কণ্ঠস্বর। এলার ভয় হলো, ওর মেয়ের মনের ভেতর হয়তো সেই একই তিক্ততা আর বিতৃষ্ণা খেলা করছে।

'সোনামণি, তোমাকে তাহলে এবার সত্যি কথাগুলোই খুলে বলি। যদিও সেগুলো তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। অল্পবয়সে প্রেমে পড়ার মতো সুন্দর অনুভূতি আর কিছুই নেই, আমি জানি। কিন্তু তোমার চাইতে খুব বেশি আলাদা এমন কাউকে বিয়ে করার অর্থ হচ্ছে অনেক বড় একটা জুয়া খেলা। আর তোমার বাবা-মা হিসেবে আমরা শুধু এটাই নিশ্চিত করতে চাই যে তুমি ঠিক পথেই এগোচ্ছ।'

'তোমার ঠিক পথ যে আমার জন্যেও ঠিক হবে, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?'

প্রশ্নটা শুনে একটু হলেও থমকে গেল এলা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, এক হাতে কপাল ডলতে লাগল। মনে হলো যেন এখনই মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হবে তার।

'আমি ওকে ভালোবাসি, মা। কথাটার অর্থ কি বোঝো তুমি? ভালোবাসা শব্দটার মানে কি, তোমার মনে আছে? স্কটের সামনে দাঁড়ালে আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।'

BanglaBook.org

হাসির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল এলার গলা দিয়ে। নিজের মেয়ের ভালোবাসা নিয়ে হাসিঠাট্টা করার ইচ্ছে ওর মোটেই ছিল না, কিন্তু নিজের হাসির শব্দটা ঠিক যেন তেমনই মনে হলো ওর কাছে। কোনো এক অজানা কারণে হঠাৎ দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। এর আগে যে জিনেটের সাথে ওর কখনও কথা কাটাকাটি হয়নি তা নয়, বহুবার হয়েছে। কিন্তু আজ এলার মনে হতে লাগল, অন্য কিছুর সাথে লড়াই করছে ও। এমন কিছু, যা ওর চাইতে অনেক শক্তিশালী।

‘মা, তুমি কখনও ভালোবাসোনি, তাই না?’ ফিসফিস করে বলে উঠল জিনেট। তিক্ততার জায়গায় এখন তীব্র ঘৃণা দখল করছে তার কণ্ঠস্বর।

‘ওহ্, এই কথাটা বাদ দেবে তুমি? এসব দিবাস্বপ্ন দেখা বাদ দিয়ে বাস্তবে এসো, ঠিক আছে? এত বেশি...’ জানালার দিকে সরে গেল এলার চোখ, একটা যুৎসই শব্দ খুঁজছে মনে মনে। শেষ পর্যন্ত শব্দটা খুঁজে পেল সে। ‘ রোমান্টিক আচরণ করছ তুমি!’

‘রোমান্টিক আচরণ করলে সমস্যাটা কি?’ আহত গলায় প্রশ্ন করল জিনেট।

তাই তো, রোমান্টিক হলে সমস্যা কোথায়? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল এলা। রোমান্টিকতার প্রতি ওর এই বিরক্তি কবে জন্ম নিল? নিজের মনের ভেতর সদ্য জন্ম নেয়া প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর খুঁজে পেল না ও। অগত্যা আবার আগের রাস্তাতেই ফিরে এল। ‘বোঝার চেষ্টা করো, জিনেট। কোন শতাব্দীতে বাস করছ তুমি? এই কথাটা মাথার ভেতর ঢুকিয়ে নাও যে মেয়েরা তাদের ভালোবাসার পুরুষকে কখনও বিয়ে করে না। যখন বিয়ের সময় হয়, তখন তারা এমন কাউকেই বেছে নেয় যে একজন ভালো পিতা এবং একজন নির্ভরযোগ্য স্বামী হতে পারে। ভালোবাসা হচ্ছে স্রেফ একটা মধুর অনুভূতির নাম, যা মানুষের জীবনে এলেও খুব দ্রুতই আবার চলে যায়।’

কথাগুলো বলা শেষ হতে স্বামীর দিকে তাকাল এলা। নিজের হাতদুটো ধীরে ধীরে এমনভাবে মুখের সামনে নিয়ে এসেছে ডেভিড, যেন পানির মাঝে নড়াচড়া করছে সে। এমন ভঙ্গিতে এলার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এই প্রথমবার দেখছে ওকে।

‘তুমি এসব কথা কেন বলছ আমি জানি,’ বলল জিনেট। ‘আমার বয়স কম, এবং তোমার চাইতে অনেক সুখী আমি। এসব নিয়ে তোমার হিংসে হচ্ছে। তুমি চাইছ, আমিও যেন একজন অসুখী গৃহিণীতে পরিণত হই। আমাকে তোমার মতো করে গড়ে তুলতে চাইছ তুমি, মা।’

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো এলার পেটের ভেতর, মনে হলো যেন হঠাৎ করে বিশাল একটা পাথর এসে চেপে বসেছে ওর তলপেটে। সত্যিই কি ও অসুখী একজন গৃহিণী? একজন মধ্যবয়স্কা মা, যে কিনা একটা প্রায় ব্যর্থ

BanglaBook.org

বিয়েকে প্রাণপণে ধরে রাখার চেষ্টা করছে? ওর ছেলেমেয়েরা কি তাহলে এই দৃষ্টিতেই দেখে ওকে? আর ওর স্বামীও কি তাই ভাবে? ওর বন্ধুরা, প্রতিবেশীরা? হঠাৎ করেই এলার মনে হতে লাগল, চারপাশের সবাই মনে মনে করুণা করে ওকে। চিন্তাটা এতই ভয়ানক যে সশব্দে চমকে উঠল ও।

'তোমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাও, জিনেট,' মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল ডেভিড। ভ্রু কুঁচকে উঠেছে তার।

'থাক। আমি চাই না কেউ আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুক,' মৃদু গলায় বলল এলা।

মায়ের দিকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে হাসল জিনেট, যেন মুখ ভেঙাল। তারপরেই চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ন্যাপকিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল। এক মিনিট পর অরলি আর আভিও একই কাজ করল। হয় তারা বড় বোনের সাথে নিঃশব্দে একাত্মতা ঘোষণা করেছে, অথবা বড়দের এসব কথাবার্তা তাদের আর ভালো লাগছে না। এর পর আন্ট এসথারের পালা। যাওয়ার আগে অজুহাত হিসেবে বিড়বিড় করে কি বলে গেলেন কিছুই বোঝা গেল না। শেষ এন্টাসিড ট্যাবলেটটা দ্রুত গতিতে চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

টেবিলে রইল কেবল ডেভিড আর এলা। দুজনের মাঝে বাতাসে যেন নিরেট পদার্থের মতো ভারি হয়ে ঝুলে আছে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। এই নীরবতার মুখোমুখি হতে প্রচণ্ড খারাপ লাগছে এলার। ওরা দুজনেই জানে, এই অস্বস্তির কারণ জিনেট বা তাদের ছেলেমেয়েদের কেউ নয়, বরং অন্য কিছু।

একটু আগে নামিয়ে রাখা কাঁটাচামচটা তুলে নিল ডেভিড, কয়েক মুহূর্ত মনোযোগের সাথে তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর বলল, 'তাহলে কি আমি ধরে নেবো যে তুমি যে মানুষটাকে বিয়ে করেছ তাকে তুমি ভালোবাসো না?'

'ওহ, ডেভিড। আমি তা বলতে চাইনি।'

'তাহলে কি বলতে চেয়েছিলে?' প্রশ্ন করল ডেভিড, এখনও কাঁটাচামচটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছ তুমি।'

'তোমাকে আমি ভালোবাসতাম,' বলল এলা। কিন্তু তারপরেই আরেকটা কথা না বলে পারল না, 'সেই সময়।'

'তাহলে সেই ভালোবাসাটা কখন হারিয়ে গেল?' সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল ডেভিড।

অবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল এলা। যে কখনও নিজের চেহারা দেখেনি, তার সামনে আয়না ধরলে তার মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটবে ঠিক সেটাই

BanglaBook.org

এখন দেখা যাচ্ছে ওর চেহারায়। ডেভিডের প্রতি ওর ভালোবাসা কি হারিয়ে গেছে? প্রশ্নটা কখনও জাগেনি ওর মনে। জবাব দিতে চাইছে ও, কিন্তু কি জবাব দেবে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে ওর জানা আছে, ছেলেমেয়েদের চাইতে বরং নিজেদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত ওদের। কিন্তু তা না করে ওরা নিয়মিতভাবে সেটাই করে যাচ্ছে যেটায় ওরা দুজনেই দক্ষ দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া, একই রুটিনে জীবনযাপন করা, একই স্রোত ধরে চলতে দেয়া সময়কে।

কাঁদতে শুরু করল এলা। নিজের অজান্তেই এক বিষণ্নতাকে নিজের অংশ হিসেবে জায়গা করে দিয়েছে ও, এখন আর তার ভার বইতে পারছে না। কাতর চেহারায় অন্য দিকে তাকাল ডেভিড। দুজনেই জানে, এলা যেমন ডেভিডের সামনে কাঁদতে চায় না, ঠিক তেমনি ডেভিডও এলার কান্না দেখতে চায় না। সৌভাগ্যক্রমে দুজনের জন্যেই আশীর্বাদ হয়ে হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা।

ডেভিড ধরল ফোন। 'হ্যালো... হ্যাঁ, আছে ও। একটু ধরুন, প্লিজ।'

নিজেকে সামলে নিয়ে ফোনটা কানে ঠেকাল এলা। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করল গলা। বলল, 'হ্যাঁ, এলা বলছি।'

'হাই, আমি মিশেল। উইকেন্ডের সময় তোমাকে বিরক্ত করলাম, কিছু মনে কোরো না,' ওপাশ থেকে একটা নারীকণ্ঠ বলে উঠল। 'আসলে স্টিভ আমাকে গতকালই বলেছিল তোমার খবর নিতে, কিন্তু আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। সেই পাণ্ডুলিপিটার উপরে কাজ শুরু করেছ তুমি?'

'ওহ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এলা। এইমাত্র কাজটার কথা মনে পড়েছে ওর।

লিটারেরি এজেন্সির কাছ থেকে ওকে প্রথম যে এসাইনমেন্টটা দেয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে অপরিচিত এক ইউরোপিয়ান লেখকের একটা বই পড়ে শেষ করা। বলা হয়েছিল, পড়া শেষ হলে ওটার উপর একটা বিস্তারিত রিপোর্ট লিখতে হবে ওকে।

'তাকে বোলো, দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ওটা পড়তে শুরু করে দিয়েছি আমি,' মিথ্যে বলল এলা। মিশেল বেশ রগচটা আর উচ্চাকাঙ্খী ধরনের মানুষ, এবং প্রথম এসাইনমেন্টেই তাকে চটানোর কোনো ইচ্ছে নেই এলার।

'বাহ, দারুণ! কেমন লাগছে?'

থমকে গেল এলা, কি বলবে তাই ভাবছে। পাণ্ডুলিপিটা সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা নেই তার, শুধু জানে যে বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি রুমিকে নিয়ে, যাকে বলা হয় "মুসলিম পৃথিবীর শেকসপিয়ার"

BanglaBook.org

'বইটা খুব... কি বলে, আধ্যাত্মিক,' একটু হাসির চেষ্টা করে বলে উঠল এলা। মনে মনে আশা করছে যে ঠাট্টা করে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু মিশেলকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়। 'বুঝেছি,' নিরুত্তাপ গলায় বলল সে। 'শোন, আমার মনে হয় তোমার যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করা উচিত। এ ধরনের একটা উপন্যাসের উপর রিপোর্ট লিখতে মাঝে মাঝে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়...'

একটু দূরে সরে গেল মিশেলের কণ্ঠস্বর, বিড়বিড় ধরনের শব্দ শোনা যেতে লাগল কেবল। কল্পনার চোখে এলা দেখতে পেল, একসাথে কয়েকটা কাজ সামলাচ্ছে সে–ই-মেইল চেক করছে, লেখকদের কোনো একজনের উপর লেখা একটা রিভিউ পড়ছে, টুনা-সালাদ স্যান্ডউইচে কামড় বসাচ্ছে, আবার নখে পালিশও লাগাচ্ছে। এবং এই সবই করছে ফোনে কথা বলতে বলতে।

'শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?' মিনিটখানেক পর প্রশ্ন করল মিশেল।

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'বেশ। শোনো, এখানে খুব ব্যস্ত আছি আমি। এখন রাখছি। শুধু মনে রেখো যে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে তোমাকে।'

'আমি জানি,' তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল এলা। গলায় আত্মবিশ্বাস ফোটানোর চেষ্টা করতে করল ও। 'ওই সময়ের আগেই জমা দিয়ে দেবো।'

সত্যি কথা বলতে, এলা আসলে নিজেও জানে না যে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে ওর কাজ করার কোনো ইচ্ছে আছে কি না। শুরুতে খুব আগ্রহী ছিল ও, দারুণ আত্মবিশ্বাসী বোধ করছিল। অচেনা একজন লেখকের একটি অপ্রকাশিত বই প্রথমবার পড়ার কথা চিন্তা করে দারুণ উত্তেজনা বোধ করছিল। লেখকের জীবনে ওরও একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকছে, তা সে যতই ছোট হোক না কেন। কিন্তু এখন ঠিক বুঝতে পারছে না যে সুফিবাদের মতো একটা অচেনা বিষয়ের উপর ও মনযোগ বসাতে পারবে কি না। ওর জীবনের সাথে সুফিবাদের সম্পর্ক তো সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর মতোই আবছা, অচেনা।

মিশেল নিজেও বোধহয় ওর দ্বিধার কথা ধরতে পেরেছে। 'কোনো সমস্যা?' প্রশ্ন করল সে। যখন কোনো জবাব পাওয়া গেল না, তখন একটু অধৈর্য গলায় আবার বলে উঠল, 'কোনো অসুবিধে থাকলে আমাকে বলতে পারো।'

আরও কয়েক মুহূর্ত নিরব থাকার পর তাকে সত্যি কথাটা খুলে বলল এলা।

'আসলে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে ইদানীং আমার মানসিক অবস্থা যে রকম, তাতে কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাসে মন বসাতে পারব কি না। রুমি

BanglaBook.org

বা ওই ধরনের ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে ঠিকই, কিন্তু এর আগে কখনও এসব জিনিস নিয়ে পড়াশোনা করিনি আমি। আচ্ছা, আমাকে অন্য একটা উপন্যাস দিতে পারো না তুমি? এমন কিছু, যাতে মন বসানো আমার জন্য সহজ হয়?'

'না, না, সেটা ঠিক হবে না,' বলল মিশেল। 'তোমার কি মনে হয়, আগে থেকে জানা থাকলে সেই বইয়ের উপর কাজ করতে তোমার সুবিধা হবে? মোটেই না! তুমি এই স্টেটে থাকো বলেই যে শুধু ম্যাসাচুসেটসের উপর লেখা বই নিয়ে কাজ করবে, এমনটা নিশ্চয়ই আশা করতে পারো না?'

'আমি আসলে তা বলতে চাইনি...' বলল এলা, এবং প্রায় সাথে সাথেই বুঝতে পারল, এই কথাটা আজ বিকেলে বেশ কয়েকবার বলে ফেলেছে ও। আড়চোখে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল যে ব্যাপারটা সেও ধরতে পেরেছে কি না। কিন্তু ডেভিডের অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

'বেশিরভাগ সময়েই আমাদের এমন সব বই পড়তে হয় যার সাথে আমাদের জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আমাদের কাজেরই একটা অংশ। এই তো, গত সপ্তাহেই একটা বই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিলাম আমি। বইটা লিখেছে এক ইরানি মহিলা। তেহরানে একটা পতিতালয় চালাত সে, পরে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমার কি উচিত ছিল তাকে বলা যে বইটা যেন সে কোন ইরানি এজেন্সিতে পাঠায়?'

'না, না, তা কেন হবে,' বিড়বিড় করে বলল এলা। ইতোমধ্যেই অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করেছে ও।

'ভালো সাহিত্যের প্রধান শক্তিই তো হচ্ছে দূরের দেশ এবং সংস্কৃতিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসা, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আচ্ছা শোনো, আমি কি বলেছি তা ভুলে যাও। নির্ধারিত সময়ের আগেই তোমার টেবিলের উপর রিপোর্টটা পেয়ে যাবে তুমি,' বলল এলা। মিশেলের উপর রাগ হচ্ছে ওর, কারণ তার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা মানুষের সাথে কথা বলছে সে। সেই সাথে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পা দেয়ার জন্য নিজের উপরেও রাগ হচ্ছে।

'দারুণ, এমনই তো চাই,' সুর পাল্টে ফেলল মিশেল। 'আমাকে ভুল ভেবো না। কিন্তু এমন অনেক মানুষই আছে যারা তোমার চাকরিটা করার সুযোগ পেলে বর্তে যাবে। এবং তাদের বেশিরভাগেরই বয়স তোমার বয়সের অর্ধেক, খুব বেশি হলে। এই কথাটা মাথায় রাখলেই দেখবে কাজ করতে আর অসুবিধে হচ্ছে না।'

ফোন রাখার পর এলা দেখল, গম্ভীর চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড। দেখে মনে হলো একটু আগে যেখানে ওদের আলাপে ছেদ পড়েছিল

BanglaBook.org

সেখান থেকেই আবার নতুন করে শুরু করতে চায় সে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করতে একটুও ইচ্ছে করছে না এলার। যদিও ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক এটা ছিল বলে ওর মনে হয় না।

●●●

বেশ কিছুক্ষণ পরের কথা। বারান্দায় নিজের প্রিয় রকিং চেয়ারটায় একাকী বসে ছিল এলা। নর্দাম্পটনের আকাশ কমলা-লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়ে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল সে দিকে।

আকাশটা মনে হচ্ছে এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ওর, মনে হচ্ছে সমস্ত দিনের অত্যাচারের কারণে ক্লান্ত হয়ে গেছে মস্তিষ্ক।

এক এক করে সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলোকে বাক্সে ভরে তালাবন্ধ করে রাখল এলা। এই মাসের ক্রেডিট কার্ডের বিল, অরলির না খেয়ে থাকার অভ্যাস, আভির খারাপ রেজাল্ট, আন্ট এসথার আর তার একঘেয়ে কেক, পোষা কুকুর স্পিরিটের বুড়ো হয়ে যাওয়া, জিনেটের বিয়ে করার পরিকল্পনা, স্বামীর গোপন সম্পর্কগুলো, জীবনে ভালোবাসার অভাব–সবগুলোকে।

তারপর, মনকে এভাবে শান্ত করে প্যাকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করল এলা। হাতের তালুতে রেখে নাচাল কয়েকবার, যেন ওজন করার চেষ্টা করছে। উপন্যাসের নামটা লেখা রয়েছে সবার উপরে, নীল কালিতে *মধুর অবিশ্বাস।*

এলাকে বলা হয়েছে যে লেখক সম্পর্কে কেউই খুব একটা জানে না। এ জেড জাহারা নামে একজন লোক, বাস করে হল্যান্ডে–এতটুকুই। আমস্টারডাম থেকে লিটারেরি এজেন্সির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে পাণ্ডুলিপিটা, খামের ভেতরে একটা পোস্টকার্ড সহ। কার্ডের এক পিঠে উজ্জ্বল গোলাপি, হলুদ আর বেগুনি রঙের টিউলিপ ফুলে ভরা একটা মাঠের ছবি। অন্য পিঠে পরিপাটি হাতের লেখায় কয়েকটা লাইন

প্রিয় স্যার/ম্যাডাম,
আমস্টারডাম থেকে শুভেচ্ছা রইল। আমি যে গল্পটি আপনাকে পাঠাচ্ছি তা লেখা হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পটভূমিতে, এশিয়া মাইনরের কোনিয়া অঞ্চলকে নিয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর কাহিনি আসলে সব দেশের, সব সময়ের, সব সংস্কৃতির। মধুর অবিশ্বাস নামের এই বইটি লেখা হয়েছে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দক্ষ কবি এবং সম্মানিত আধ্যাত্মিক নেতা রুমি, এবং নানা রকম রহস্যের জালে ঘেরা এক অদ্ভুত, অচেনা দার্শনিক শামস তাবরিজির মাঝের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের গল্প নিয়ে। আশা করব, এই ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক বইটি পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বের করতে পারবেন

BanglaBook.org

আপনি। ভালোবাসা সব সময় আপনার সাথে থাকুক, সর্বক্ষণ আপনাকে জড়িয়ে রাখুক।

এ জেড জাহারা

এলার ধারণা হলো, এই পোস্টকার্ডটাই লিটারেরি এজেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু স্টিভের হাতে এত বেশি সময় নেই যে একজন নতুন লেখকের পাণ্ডুলিপি পড়ে শেষ করবে। তাই সেটা নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিশেলের হাতে তুলে দিয়েছে, যে আবার সেটাকে হস্তান্তর করেছে তার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে। আর এভাবেই মধুর অবিশ্বাস নামের বইটা এসে পৌঁছেছে এলার হাতে।

এলা এখনও জানে না যে এটা সাধারণ কোনো বই নয়, বরং এমন একটা বই যা ওর জীবনকেই বদলে দেবে। এই বইটা যখন ও পড়বে, সেই সময়ের মাঝে নতুন করে লেখা হবে ওর জীবনের গল্প।

প্রথম পাতাটা ওল্টালো এলা। লেখকের সম্পর্কে কিছু কথা লেখা রয়েছে এখানে।

বইপত্র, কিছু বেড়াল এবং কচ্ছপদের নিয়ে আমস্টারডামে বাস করেন এ জেড জাহারা, অন্তত যে সময়টা তিনি বিশ্বভ্রমণে ব্যস্ত থাকেন না। মধুর অবিশ্বাস তার প্রথম বই, এবং খুব সম্ভবত শেষ। লেখক হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই তার। এই বইটা তিনি লিখেছেন শুধুমাত্র মহান দার্শনিক, আধ্যাত্মবাদী কবি রুমি; এবং তার ভালোবাসার সূর্য, শামস তাবরিজির প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে।

পৃষ্টার নিচের দিকে নেমে এল এলার চোখ। এবং এখানে এমন একটা কথা ওর চোখে পড়ল, যেটা দারুণ পরিচিত লাগল ওর কাছে

কারণ, মানুষ যাই বলুক না কেন; ভালোবাসা স্রেফ কোনো মধুর অনুভূতি নয়, যা মানুষের জীবনে এলেও খুব দ্রুতই আবার চলে যায়।

নিজের অজান্তেই হাঁ হয়ে গেল এলার মুখটা। মনে পড়ে গেছে যে আজ বিকেলে কিচেনে বসে ও জিনেটকে ঠিক এর উল্টো কথাটাই বলেছে। এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। এই লেখক—তার পরিচয় যাই হোক না কেন; অথবা মহাবিশ্বের কোনো রহস্যময় শক্তি ওর উপর নজরদারি করছে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছে। হয়তো লোকটা এই বই লেখার সময়ই জানত যে এই বই যে প্রথম পড়বে সে কি ধরনের মানুষ। এলাকে পাঠক হিসেবে ধরে নিয়েই বইটা লিখেছে সে। অদ্ভুত হলেও সত্যি, চিন্তাটা একই সঙ্গে যেমন ভয় জাগাল, তেমনি উত্তেজনাও তৈরি করল এলার মনে।

একবিংশ শতাব্দী আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝে বিস্ময়করভাবেই অনেকগুলো মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুটি সময়কেই ইতিহাসে তুলে ধরা হবে

BanglaBook.org

এমন এক যুগ হিসেবে, যখন অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গিয়েছিল ধর্মীয় সংঘর্ষ, সাংস্কৃতিক গোঁড়ামি, এবং পরস্পরের প্রতি মানুষের ভয় আর নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি। আর এই ধরনের সময়গুলোতেই ভালোবাসার প্রয়োজন অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে অনেক বেশি।

হঠাৎ এক ঝলক বাতাস বয়ে এল এলার দিকে। ঠাণ্ডা, জোরালো হাওয়া, বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতাগুলোকে উড়িয়ে দিল। সূর্যাস্তের সৌন্দর্য খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের ওপাশে। বাতাসটা কেমন নিষ্প্রাণ, বিস্বাদ মনে হলো।

কারণ ভালোবাসাই হচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র, মূল উদ্দেশ্য। রুমি ঠিক এই কথাটাই বলেছেন : ভালোবাসা সবাইকেই স্পর্শ করে–এমনকি যারা ভালোবাসাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, "রোমান্টিক" শব্দটি যাদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়–তারাও ভালোবাসার কাছে হার মানে।

এমনভাবে চমকে উঠল এলা, যেন ওখানে লেখা ছিল *"ভালোবাসা সবাইকেই স্পর্শ করে, এমনকি নর্দাম্পটনে বসবাসকারী এলা রুবিনস্টাইন নামের এক মাঝবয়েসী গৃহিণীকেও।"*

ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলতে চাইল, পাণ্ডুলিপিটা হাত থেকে নামিয়ে রাখো। তারপর ঘরের ভেতরে গিয়ে মিশেলকে ফোন করে বলো, এই উপন্যাসের উপর রিপোর্ট লেখা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তা না করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিল এলা। তারপর পৃষ্ঠা উল্টে পড়তে শুরু করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মধুর অবিশ্বাস

উপন্যাস

এ জেড জাহারা

সুফি সাধকরা বলেন, কোরআনের গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে সুরা আল-ফাতিহার মাঝে, আর আল ফাতিহার গোপন রহস্য রয়েছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কথাটির মাঝে, আর বিসমিল্লাহ-র রহস্য রয়েছে 'বা' অক্ষরের মাঝে। সেই অক্ষরের নিচে রয়েছে একটি ফোঁটা বা বিন্দু... আর সেই বিন্দু ধারণ করেছে সমগ্র মহাবিশ্বকে...

ب

•••

মসনবীর শুরু হয়েছে *বা* অক্ষর দিয়ে, আর এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়েও ঠিক তাই...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

বিভিন্ন ধর্মীয় কলহ, রাজনৈতিক দ্বন্দ আর ক্ষমতার জন্য অন্তহীন লড়াইয়ের কারণে ত্রয়োদশ শতকের আনাতোলিয়ায় তৈরি হয়েছিল এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশ। পশ্চিম দিকে রয়েছে ক্রুসেডাররা, জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে যারা দখল করে নিয়েছে কনস্টান্টিনোপল। ফলে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য। পুবে রয়েছে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল মোঙ্গল সেনাবাহিনী, চেঙ্গিস খানের অসাধারণ নেতৃত্বে দ্রুত বেড়ে উঠছে তারা। আর এই দুই দলের মাঝখানে রয়েছে বিভিন্ন তুর্কী উপজাতি, নিজেদের মাঝে অবিশ্রান্ত লড়াইয়ে লিপ্ত; সেই সাথে হারানো সাম্রাজ্য, সম্পদ আর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রত বাইজ্যান্টাইনরা। এমন এক বিশৃঙ্খল সময়, যখন লড়াই চলছে খ্রিস্টানে খ্রিস্টানে, খ্রিস্টানে মুসলিমে, এবং মুসলিমে মুসলিমে। যে দিকেই তাকানো হোক না কেন, শত্রুতা আর দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না; ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকিয়ে আছে তাই নিয়ে আতঙ্কে ভুগছে সবাই।

এই উত্তাল সময়েই বাস করতেন এক সম্মানিত ইসলামি গবেষক, যার নাম জালাল-উদ-দীন রুমি। অনেকের কাছে যার ডাকনাম ছিল মাওলানা-*"আমাদের শিক্ষক"।* সমগ্র দেশে, সেই সাথে দেশের বাইরে ছিল তার অসংখ্য ছাত্র এবং অনুরাগী। মুসলিমদের কাছে এক জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

১২৪৪ সালে রুমির সাথে দেখা হলো শামস-এর। ভবঘুরে এক সাধক, আচরণে সে অসামাজিক, কথাবার্তায় ধর্মবিরোধী। পরিচয়ের সাথে সাথে দুজনের জীবনই বদলে গেল। একই সাথে শুরু হলো এক নিখুঁত, অনন্য বন্ধুত্বের, যাকে পরবর্তীতে অনুসারী সুফিরা তুলনা করেছিল দুই মহাসাগরের মিলনের সাথে। অসাধারণ এক সঙ্গীকে পেয়ে রুমি এক সাধারণ ধর্মযাজক থেকে পরিণত হলেন একনিষ্ঠ সাধক, বিদগ্ধ কবি এবং প্রেমিকে। তার হাত ধরেই সৃষ্টি হলো দরবেশের ঘূর্ণিনৃত্যের, যে নাচের মাধ্যমে মুক্ত হওয়া যায় সকল পার্থিব নিয়মকানুনের বেড়াজাল থেকে। ধর্মীয় বিভেদ আর সংঘর্ষে জড়িয়ে থাকা সেই যুগে তিনি প্রচার করেছিলেন সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে একাত্মতার কথা, সব ধর্মের মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিলেন নিজের দরজা। বাইরের জিহাদ, যাকে বলা হতো "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"—এবং সেই যুগে

BanglaBook.org

বহু মানুষ যার পথ বেছে নিয়েছিল, তার বদলে রুমি প্রচার করেছিলেন অন্তরের জিহাদের কথা, যেখানে মূল লক্ষ্য থাকে মানুষের অহংকার বা নাফস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এবং তাকে পরাজিত করা।

তবে তার এসব ধারণা অনেকেরই পছন্দ হয়নি, কারণ সব মানুষ ভালোবাসাকে খোলা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারে না। শামস এবং রুমির মাঝে গড়ে ওঠা শক্তিশালী আধ্যাত্মিক বন্ধনকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা গুজব, বহু রকম বদনাম ছড়ানো হয়েছিল তাদের নামে। লোকে তাদের ভুল বুঝেছিল, হিংসা করেছিল, শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কাছের মানুষদের একজনই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। পরিচয়ের তিন বছর পর তাদের আবার নিষ্ঠুরভাবে আলাদা করে দেয়া হয়।

কিন্তু গল্পটা সেখানে শেষ হয়নি।

সত্যি কথা বলতে, শেষ বলতে কখনও কোনো কিছু ছিলই না। প্রায় আট শ বছর পর, আজও রুমি এবং শামসের আত্মা আমাদের মাঝে বেঁচে আছে, ঘূর্ণি তুলে নেচে চলেছে কোথাও না কোথাও...

BanglaBook.org

খুনী

আলেকজান্দ্রিয়া, নভেম্বর ১২৫২

বহু আগেই মারা গেছে সে, কূপের অন্ধকার পানির নিচে পড়ে আছে তার শরীর। কিন্তু তার চোখগুলো আমাকে অনুসরণ করছে, আমি যেখানেই যাই না কেন। উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, মনে হয় যেন মাথার উপর আকাশে ঝুলে আছে দুটো জ্বলজ্বলে তারা, ভয়াল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলাম এই ভেবে যে বহু দূরে পালিয়ে গেলে হয়তো তার স্মৃতিকে এড়িয়ে চলতে পারব, পালিয়ে যেতে পারব আমার মাথার ভেতর চলমান ওই তীক্ষ্ণ আর্তনাদের হাত থেকে। ছুরির আঘাত করার পর চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল তার, চিৎকারের মাঝ পথে থেমে গিয়েছিল গলা। কিন্তু তার আগে যে আর্তনাদ তার গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাই আমাকে তাড়া করে ফিরছে। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম চিৎকার, ফাঁদে পড়া নেকড়ের করুণ আর্তনাদের মতো যেন।

যখন তুমি কাউকে খুন করো, তখন সেই খুন হওয়া মানুষটার মাঝ থেকে কিছু একটা চলে আসে তোমার মাঝে-হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা গন্ধ, অথবা একটা অঙ্গভঙ্গি। আমি এর নাম দিয়েছি "শিকারের অভিশাপ"। তোমার শরীরের সাথে লেগে থাকে এটা, তোমার জীবন ভাগ করে নিয়ে বেঁচে থাকে। রাস্তাঘাটে যারা আমাকে দেখে তারা এই ব্যাপারটা জানে না, কিন্তু এ পর্যন্ত আমার হাতে খুন হওয়া সবার চিহ্ন নিজের সাথে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমি। অদৃশ্য কণ্ঠহারের মতো আমার গলায় ঝুলে আছে তারা, শরীরের সাথে তাদের ওজন, তাদের স্পর্শ টের পাই আমি। যদিও ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, কিন্তু এভাবে বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। মেনে নিয়েছি যে এটা আমার কাজেরই একটা অংশ। কেইন যেই মুহূর্তে আবেলকে খুন করল, তার পর থেকেই প্রতিটি খুনীর মাঝে বেঁচে থাকে তার খুন হয়ে যাওয়া শিকার, এটুকু অন্তত আমি জানি। তাতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। আগে হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। কিন্তু তাহলে শেষ ঘটনাটা এত নাড়িয়ে দিল কেন আমাকে?

BanglaBook.org

এবারের কাজটার শুরু থেকেই সব কিছু একেবারে আলাদা ছিল। কাজটা যেভাবে আমার হাতে এল তার কথাই ধরা যাক না কেন? নাকি বলব, কাজটা যেভাবে আমাকে খুঁজে বের করল? ১২৪৮ সালের বসন্তে কোনিয়ার এক পতিতালয়ের মালিকের হয়ে কাজ করছিলাম আমি। মালিক বলতে একজন নপুংসক, রাগ এবং ক্রোধের তীব্রতার জন্য যে কুখ্যাত। আমার কাজ ছিল তার মেয়েগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করা, সেই সাথে খদ্দেরদের মাঝে যারা সুবিধের ছিল না তাদের শায়েস্তা করা।

দিনটার কথা এখনও স্পষ্টভাবে মনে আছে আমার। সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে পতিতালয় ছেড়ে পালিয়ে গেছে এমন এক মেয়েকে খুঁজতে বের হয়েছিলাম আমি। মেয়েটা খুব সুন্দর ছিল, বয়সও বেশি হবে না। ফলে কাজটা করতে বেশ খারাপই লাগছিল আমার। কারণ আমি জানতাম, একবার যদি মেয়েটাকে ধরতে পারি তাহলে ওর চেহারা এমনভাবে বিগড়ে দেবো যে আর কোনো পুরুষ কোনো দিন তাকাতে চাইবে না ওর দিকে। বোকা মেয়েলোকটার নাগাল পেয়ে গেছি প্রায়, এই সময় একদিন আমার দরজার সামনে একটা চিঠি খুঁজে পেলাম আমি। কিভাবে পড়তে হয় তা কখনও শেখা হয়নি আমার, তাই চিঠিটা নিয়ে মাদ্রাসায় চলে গেলাম। সেখানে এক ছাত্রকে খুঁজে বের করে কিছু পয়সা দিয়ে বললাম চিঠিটা পড়ে শোনাতে।

জানা গেল, "কয়েকজন সত্যিকারের বিশ্বাসী" নামের একটা দলের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে চিঠিটা।

"নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তোমার পরিচয় এবং তোমার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমরা," চিঠিতে লিখেছে তারা। "তুমি একজন প্রাক্তন আসাসিন! এছাড়া, এটাও আমরা জানি যে হাসান সাব্বাহ-এর মৃত্যু এবং অন্যান্য নেতাদের বন্দী হওয়ার পর এখন আর আগের অবস্থায় নেই তোমাদের দল। আইনের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য কোনিয়ায় পালিয়ে এসেছ তুমি, এবং তারপর থেকে ছদ্মবেশের আড়ালে রয়েছ।"

এরপর চিঠিতে লেখা হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য দরকার তাদের। নিশ্চিত করা হয়েছে যে কাজের বদলে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেয়া হবে আমাকে। যদি আমি আগ্রহী হই, তাহলে যেন সেই দিন সন্ধ্যার পর শহররের এক সুপরিচিত পানশালায় উপস্থিত থাকি। সেখানে পৌঁছানোর পর জানালার সবচেয়ে কাছের টেবিলটায় বসতে হবে আমাকে, দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। মাথা নিচু করে রাখতে হবে, চোখ থাকবে মেঝের দিকে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পরেই যে বা যারা আমাকে ভাড়া করতে চায় তারা এসে হাজির হবে। এবং যা যা জানা দরকার সব তাদের কাছ থেকে জেনে

BanglaBook.org

নিতে পারব আমি। তাদের আসা বা যাওয়ার সময়, এবং আলাপচারিতার মাঝে কখনই তাদের দিকে মুখ তুলে তাকানোর অনুমতি থাকবে না আমার।

অদ্ভুত একটা চিঠি। কিন্তু এটাও ঠিক যে মক্কেলদের উদ্ভট উদ্ভট সব আবদারের সাথে আমি আগে থেকেই পরিচিত। বিগত বছরগুলোতে অনেক ধরনের লোকের হয়ে কাজ করতে হয়েছে আমাকে, এবং তাদের বেশিরভাগই নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছে। অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মক্কেল যত বেশি তার পরিচয় গোপন রাখতে চায়, শিকারের সাথে তার তত বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা। তবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাজ হচ্ছে খুন করা। খুনের পেছনে কি কারণ রয়েছে সেটা নিয়ে অনুসন্ধান করা নয়। অনেক বছর আগে আলামুত ছেড়ে আসার পর এই জীবনই বেছে নিয়েছি আমি।

এমনিতেও আমি খুব বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি না। আর কেনই বা করব? আমার পরিচিত মানুষগুলোর মাঝে প্রায় সবার জীবনেই অন্তত একজন এমন মানুষ আছে যাকে সে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে পারলে খুশি হয়। যদিও তারা সাধারণত এমন কিছু করে না, তাই বলে তাদের মন থেকে খুন করার ইচ্ছেও যে গায়েব হয়ে গেছে সেটা ভাবলে ভুল হবে। সত্যি কথা বলতে, প্রত্যেকের মাঝেই খুন করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু খুনটা করে বসার আগ পর্যন্ত মানুষ সেটা বুঝে উঠতে পারে না। সবাই ভাবে, তাদের পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু একটা খুন হচ্ছে কয়েকটা কাকতালীয় ঘটনার সমষ্টি মাত্র। কখনও কখনও সামান্য একটি অঙ্গভঙ্গির কারণেই কারও মাথায় খুন চড়ে যেতে পারে। কোনো ইচ্ছেকৃত ভুলবোঝাবুঝি, অর্থহীন বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি, অথবা স্রেফ ভুল সময়ে ভুল জায়গায় উপস্থিত থাকার কারণেই মানুষের মাঝে জেগে উঠতে পারে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। অথচ এমনিতে হয়তো তারা সাদাসিধে, নিপাট ভালো মানুষ। যে কেউই খুন করতে পারে। তবে একজন আগন্তুককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ক্ষমতা সবার থাকে না। আর এখানেই গল্পে প্রবেশ ঘটে আমার।

অন্যদের নোংরা কাজটুকু করে দিই আমি। এমনকি সৃষ্টিকর্তাও তার পবিত্র পরিকল্পনা সাজানোর সময় আমার মতো একজন ব্যক্তির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। আর সে জন্যই মৃত্যুর দূত আজরাইলকে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। তাই এখন মানবজাতি এই দূতকেই ভয় পায়, অভিশাপ দেয়, দোষ দেয়, অথচ সৃষ্টিকর্তার হাত থাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। নিঃসন্দেহে আজরাইলের উপর অবিচার করা হয়েছে। কিন্তু সে দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে এই পৃথিবীকে আর যাই হোক, ন্যায়বিচারের জায়গা বলা যায় না।

BanglaBook.org

অন্ধকার নেমে আসার পর সেই পানশালায় গিয়ে হাজির হলাম আমি। জানালার পাশের টেবিলটাতে এক লোককে বসে বসে ঝিমোতে দেখা গেল। সারা মুখে কাটাকুটির দাগ ভর্তি তার। একবার মনে হলো লোকটাকে উঠে অন্য কোথাও চলে যেতে বলি। কিন্তু মাতালরা কখন কেমন ব্যবহার করবে তা আগে থেকে বলা যায় না, আর আমিও নিজের দিকে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে রাজি নই। তাই তার পাশের টেবিলটায় বসলাম আমি, জানালার দিকে ফিরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন লোক এসে উপস্থিত হলো। আমার দুই পাশে বসল তারা, যেন তাদের চেহারা দেখতে না পাই আমি। তবে তাদের দিকে না তাকিয়েও আমি বুঝতে পারলাম যে দুজনই বয়সে একেবারেই তরুণ, এবং যে পদক্ষেপটা নিতে চলেছে সে ব্যাপারে দুজনের কেউই প্রস্তুত নয়।

'তোমার অনেক সুনাম শুনেছি আমরা,' একজন বলল। গলার স্বরে যতটা সাবধানতা, তার চাইতে বেশি ভয়। 'শুনেছি, এই কাজে তোমার কোনো জুড়ি নেই।'

কথাটা শুনে বেশ মজাই লাগল আমার, তবে হাসিটা চেপে রাখলাম আমি। বুঝতে পারছি যে দুজনই আমাকে ভয় পাচ্ছে। ভালো। ভয়ের মাত্রাটা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার সাথে কোনো রকম ঠগবাজি করতে সাহস পাবে না তারা।

তাই আমি বললাম, 'হ্যাঁ। সত্যিই আমার কোনো জুড়ি নেই। আর সে জন্যই আমাকে শেয়ালমুখো বলে ডাকে সবাই। মক্কেলদের কখনও নিরাশ করি না আমি, কাজটা যতই কঠিন হোক না কেন।'

'তাহলেই ভালো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'কারণ এমনিতেও এই কাজটা অত্যন্ত কঠিন।'

এবার দ্বিতীয়জন কথা বলে উঠল। 'শোনো। একজন লোক আছে, যে ইতোমধ্যেই নিজের প্রচুর শত্রু তৈরি করেছে। এই শহরে সে পা রাখার পর থেকে ঝামেলা ছাড়া আর কিছু তৈরি হয়নি। আমরা তাকে বেশ কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছি, কিন্তু আমাদের কোনো কথাই শোনেনি সে। বরং আরও যেন ঝামেলা পাকাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাই এখন আর কোনো উপায় নেই আমাদের হাতে।'

সেই পুরনো ইতিহাস। প্রতিবারই মক্কেলরা আমার সাথে চুক্তিতে আসার আগে নিজেদের কাজের পক্ষে যৌক্তিকতা দেখানোর চেষ্টা করে, যেন আমি সম্মতি দিলেই তাদের পাপের ভার কমে যাবে।

'তোমাদের কথা আমি বুঝতে পারছি। এখন বলো, লোকটা কে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

BanglaBook.org

মনে হলো যেন নামটা উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করছে দুজনই। নানা ররকম ঝাপসা বর্ণনা দিয়ে লোকটাকে চেনানোর চেষ্টা করল তারা।

'লোকটা একজন ধর্মদ্রোহী, ইসলামের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। একটা সমাজবিরোধী লোক, যার ভেতরে শুধু অবিশ্বাস আর অশুভের বসবাস। এক বাউণ্ডুলে দরবেশ।'

শেষ শব্দটা শোনার সাথে সাথে আমার শরীরে একটা অস্বস্তিকর শিহরণ বয়ে গেল, যেন ঝড় বইতে শুরু করল মনের ভেতর। অনেক মানুষকেই খুন করেছি আমি। বাচ্চা, বুড়ো, পুরুষ, মহিলা–অনেক। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পথের মানুষ, বা কোনো দরবেশ এখনও সেই তালিকায় ঢোকেনি। কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস আছে আমার, এবং চাই না যে সৃষ্টিকর্তার আক্রোশ পতিত হোক আমার উপর। কারণ আর যাই হোক না কেন, তাকে বিশ্বাস করি আমি।

'এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। কোনো দরবেশকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমার। তোমরা অন্য কাউকে খুঁজে নাও।'

এই কথা বলেই উঠে দাঁড়ালাম আমি। কিন্তু সাথে সাথে দু'পাশ থেকে দুজন আমার হাত চেপে ধরল। অনুনয় করে বলল, 'একটু দাঁড়াও। এই কাজের জন্য তোমাকে অনেক টাকা দেবো আমরা। তোমার স্বাভাবিক ফি যত, তার দ্বিগুণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আমরা।'

'তিন গুণ দিতে পারবে?' প্রশ্ন করলাম আমি, নিশ্চিত যে এত বেশি টাকা দেয়া সম্ভব হবে না এদের পক্ষে।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার পরে দুজনই রাজি হয়ে গেল। ধপ করে আবার আগের জায়গায় বসে পড়লাম আমি, কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করছি। এই পরিমাণ টাকা হাতে পেলে ইচ্ছেমতো একজন স্ত্রী খুঁজে নিতে পারব আমি, বিয়ে করে সংসারী হয়ে যেতে পারব। দিন এনে দিন খাওয়া লাগবে না আর। এত টাকার জন্য যে কাউকে খুন করা যায়, তা সে দরবেশ হোক আর যেই হোক।

সেই মুহূর্তে আমার জানার কোনো উপায় ছিল না যে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করতে যাচ্ছি আমি, বাকি জীবনটা এর জন্য আফসোস করে কাটাতে হবে আমাকে। ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারিনি যে সেই দরবেশকে খুন করার কাজটা এত কঠিন হবে আমার জন্য, এবং মারা যাওয়ার পরেও দীর্ঘকাল তার ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করে বেড়াবে।

চার বছর আগে সেই নির্জন উঠোনে ছুরির আঘাতে দরবেশকে খুন করে তার দেহটা কুয়োর মাঝে ফেলে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি,

BanglaBook.org

লাশটা ফেলার পরে তা পানিতে পড়ার কোনো শব্দ ভেসে আসেনি আমার কানে। কান পেতে ছিলাম আমি, অথচ কিচ্ছু শুনতে পাইনি। মনে হয়েছিল যেন পানিতে পড়েনি সে, বরং একই গতিতে উঠে গেছে আকাশে। এখনও রাতে ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখি আমি। যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পানির উৎসের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেই এক শীতল আতঙ্ক ঘিরে ধরে আমাকে, হড়হড় করে উগরে দিই পেটের ভেতরের সব কিছু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম অংশ

মাটি

সেই সমস্ত বস্তু, যারা নিরেট,
নির্জীব এবং নিস্তব্ধ

শামস

সমরখন্দের উপকণ্ঠে একটি সরাইখানা, মার্চ ১২৪২

বড় একটা কাঠের টেবিল রয়েছে আমার সামনে, বহু পুরনো। তার উপর জ্বলছে মোমবাতি। আজ সন্ধ্যায় যে অতীন্দ্রিয় দর্শন পেয়েছি আমি, তার রেশ এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

বেশ পুরনো, বড়সড় একটা বাড়ি, তার সামনে উঠোন। সেখানে জন্মেছে অনেকগুলো হলুদ রঙের গোলাপ ফুলের গাছ। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা কুয়ো, তার ভেতরে রয়েছে বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা পানি। শরতের শেষ দিকের শান্ত এক রাত, আকাশে বিশাল এক পূর্ণিমার চাঁদ। দূর থেকে ভেসে এল নিশাচর প্রাণীর হুটোপুটির আওয়াজ। কিছুক্ষণের মাঝেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। দয়ালু চেহারা, চওড়া কাঁধ, একটু কোটরে বসা বাদামি চোখ। আমাকেই খুঁজছে। উদভ্রান্ত হয়ে আছে তার চেহারা, চোখে যেন সাত সাগরের সমান বিষণ্নতা।

'শামস, কোথায় তুমি? শামস?' এদিক ওদিক তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

জোরালো বাতাস বইতে শুরু করল। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ, যেন একটু পরে যা ঘটতে যাচ্ছে তার সাক্ষী হতে চায় না। থেমে গেল পেঁচাদের ডাক, বাদুড়ের ডানা ঝাঁপটানি। এমনকি ঘরের ভেতরের চুল্লীতে যে আগুন জ্বলছিল তার মৃদু শব্দও যেন থেমে গেল। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল পৃথিবীর বুকে।

ধীরে ধীরে কুয়োর কাছে এগিয়ে এল লোকটা, তারপর উবু হয়ে উঁকি দিল নিচে। 'শামস, প্রিয় বন্ধু আমার,' ফিসফিস করে বলে উঠল সে। 'তুমি কি আছো ওখানে?'

জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললাম আমি, কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না আমার মুখ থেকে।

আরও একটু ঝুঁকে এল লোকটা, আবার উঁকি দিয়ে দেখতে চাইল কুয়োর ভেতরে। প্রথমে অন্ধকার, কালির মতো কালো পানি ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না। কিন্তু তারপর, কুয়োর গভীরে পানির মাঝে আমার হাতটাকে

BanglaBook.org

লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াতে দেখল সে, তীব্র ঝড়ের পর যেমন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভেসে বেড়ায় কোনো হালকা ডিঙি নৌকা। তারপর একজোড়া চোখ নজরে পড়ল তার–চকচকে, কালো দুটো পাথরের মতো তাকিয়ে আছে উপরে। মাথার উপর ঘন কালো মেঘের আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে চাঁদ, সেদিকেই যেন তাকিয়ে আছে চোখগুলো। নিজের খুনের বিরুদ্ধে যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রতিবাদ জানাতে চাইছি আমি।

হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল লোকটা, আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল। বুক চাপড়ে বলতে লাগল, 'ওরা ওকে খুন করেছে! আমার শামসকে ওরা খুন করেছে!' চিৎকার করে উঠল সে।

ঠিক তখনই একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়া; দ্রুত, নিঃশব্দ পদক্ষেপে বনবিড়ালের মতো ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে এক লাফে উঠে দাঁড়াল বাগানের প্রাচীরের উপর। কিন্তু খুনীর উপস্থিতি বুঝতে পারল না লোকটা। তীব্র কষ্টে একের পর এক আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে তার গলা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত কাচের মতো ভেঙে গেল যেন তার গলা, সমস্ত রাতের বুকে ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছোট, তীক্ষ্ণ টুকরো হয়ে।

'অ্যাই! তুমি! পাগলের মতো চেঁচানো বন্ধ করো!'

'একদম চুপ! নাহলে লাথি মেরে চুপ করিয়ে দেবো!'

'বলেছি না, একদম চুপ! কানে যায়নি আমার কথা? চুপ!'

কোনো একজন পুরুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে কথাগুলো, এবং যে বলছে সে বিপজ্জনক রকমের নিকটে রয়েছে। তবে তার কথা না শোনার ভান করছি আমি, চাইছি যেন আরও কিছুটা সময় দৃশ্যগুলোর মাঝে থাকতে পারি। নিজের মৃত্যু সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে। সেই সাথে বিষণ্ন চেহারার লোকটাকেও দেখতে চাই আমি। কে সে? আমার সাথে তার কি সম্পর্ক? আর কোনো এক শরতের রাতে এমন পাগলের মতো আমাকে খুঁজবে কেন সে?

কিন্তু সেই সৌভাগ্য হলো না আমার। কারণ তার আগেই অন্য কোনো পৃথিবী থেকে অন্য একজন মানুষ আমার কাঁধ চেপে ধরল, তারপর এত জোরে ঝাঁকি দিল যে মুখের ভেতর দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি। ঝাঁকিটা একটানে বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল আমাকে।

ধীরে ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুললাম আমি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালাম। দীর্ঘদেহী, চওড়া শরীরের অধিকারী একজন মানুষ। মুখে ঘন দাড়িগোফের জঙ্গল, গোঁফগুলো সুচালো করে পাকিয়ে তোলা। চিনতে পারলাম আমি, লোকটা এই সরাইয়ের মালিক। প্রায় সাথে

BanglaBook.org

সাথেই তার দুটো বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ল। এক, গলাবাজি এবং মারপিটের সাহায্যে মানুষকে ভয়ে রাখতে অভ্যস্ত এই লোক। এবং দুই, এই মুহূর্তে সে দারুণ ক্ষেপে আছে।

'কি চাও?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'আমার হাত ধরে টানাটানি করছ কেন?'

'কি চাই?' গর্জে উঠে পাল্টা প্রশ্ন করল সরাইমালিক। 'প্রথমত আমি কি চাই, শুনবে? আমি চাই যে তুমি তোমার চেঁচামেচি থামাও। আমার খদ্দেররা সব ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!'

'তাই নাকি? আমি চিৎকার করছিলাম?' বিড়বিড় করে বলে উঠলাম আমি, সরাইমালিকের বজ্রমুষ্ঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি।

'অবশ্যই! পায়ে কাঁটা ফুটে গেলে ভাল্লুক যেভাবে চেঁচায় সেভাবে চিৎকার করছিলে তুমি। হয়েছে কি তোমার? ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে নিশ্চয়ই, না হলে এভাবে চেঁচায় না কেউ।'

আমি জানি যে একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হিসেবে এটাই চলতে পারে। আমি যদি কথাটা মেনে নেই তাহলে সরাইমালিক শান্ত হয়ে যাবে, এবং আমাকেও শান্তিতে থাকতে দেবে। কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছে করল না আমার।

'না, ভাই। আমি ঘুমিয়েও পড়িনি, দুঃস্বপ্নও দেখছিলাম না,' বললাম আমি। 'সত্যি কথা বলতে, আমি কখনই স্বপ্ন দেখি না।'

'তাহলে ওই চিৎকারের কি ব্যাখ্যা দেবে, শুনি?' জানতে চাইল সরাইমালিক।

'আমি একটা অতীন্দ্রিয় দর্শন পেয়েছিলাম। এটা স্বপ্ন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।'

বিভ্রান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল লোকটা, গোঁফের কোণা মুখে পুরে চুষল কয়েক মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত বলল, 'তোমাদের মতো দরবেশরা হচ্ছে পাগলের হদ্দ। বিশেষ করে যেগুলো ভবঘুরে। সারা দিন না খেয়ে থাকো তোমরা, প্রার্থনা করো, আর কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াও। চোখে যে ভুল দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কি–মাথায় তো মগজ বলে কিছু নেই তোমাদের, সব ভাজা ভাজা হয়ে গেছে!'

হাসলাম আমি। কে জানে, লোকটা হয়তো ঠিকই বলেছে। প্রবাদ আছে না, সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়া আর নিজের মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলার মধ্যে খুব তফাতটা খুব সামান্য।

ঠিক তখনই দুই পরিচারক এসে উদয় হলো, দুজনের হাতে বড় একটা পাত্র। তার উপর রয়েছে অনেকগুলো থালায় ভর্তি খাবার সদ্য ঝলসানো ছাগলের মাংস, শুকনো লোনা মাছ, ভেড়ার মাংসের ঝোল, ময়দার পিঠা, মটরশুটি দিয়ে তৈরি করা মাংসের পিঠা, আর ভেড়ার লেজের চর্বি দিয়ে রান্না

BanglaBook.org

করা মসুরের ডাল। ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে খাবারগুলো সরবরাহ করতে শুরু করল তারা। বাতাসে ভারি হয়ে উঠল পেঁয়াজ, আদা আর মসলার সুগন্ধ। আমার টেবিলের কাছে যখন এল তারা, তখন দেখলাম যে এক বাটি ধোঁয়া ওঠা ঝোল আর কিছু কালো রুটি জুটেছে আমার ভাগ্যে।

'এই খাবার যে খাচ্ছ, দাম দেয়ার মতো পয়সা আছে তোমার কাছে?' প্রশ্ন করল সরাইমালিক, গলায় সন্দেহের ছোঁয়া তার।

'না, তা নেই,' বললাম আমি। 'কিন্তু টাকা না দিতে পারলেও অন্য একটা জিনিস তোমাকে দিতে পারি। খাবার এবং থাকার জায়গার বদলে তোমার স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারি আমি।'

অবিশ্বাসের হাসি ফুটল সরাইমালিকের ঠোঁটে। বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল সে, তারপর বলল, 'এইমাত্রই তো বললে যে তুমি কখনও স্বপ্ন দেখো না।'

'ঠিক ধরেছ,' বললাম আমি। 'আমি এমন এক স্বপ্নব্যাখ্যাকারী, যে নিজে কখনও স্বপ্ন দেখতে পায় না।'

'আমার উচিত তোমাকে এই মুহূর্তে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া। একটু আগেই তো বললাম, তোমাদের মতো দরবেশরা হচ্ছে পাগলের হদ্দ,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল সরাইমালিক। 'শোনো, কিছু উপদেশ দেই তোমাকে। তোমার বয়স কতো আমি জানি না। কিন্তু এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে ইহকাল এবং পরকাল-উভয়ের জন্যেই যথেষ্ট পুণ্যি কামাই করেছ। এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করো, সংসার করো। বাচ্চাকাচ্চার বাবা হও। তাহলে অন্তত পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে না। এই পৃথিবী ঘুরে মরে কি লাভ, যখন সবখানেই একই কষ্ট, একই দুর্দশা? বিশ্বাস করো, নতুন কিছুই নেই। সব একই ব্যাপার। পৃথিবীর দূর দূর কোণা থেকে খদ্দের আসে আমার সরাইয়ে। কয়েক ঢোক মদ পেটে পড়ার পর তাদের সবার মুখেই একই গল্প শোনা যায়। মানুষ সব জায়গাতেই এক। একই খাবার, একই পানি, সেই একই পুরনো কাসুন্দি।'

'আমি তো আলাদা কিছুর সন্ধানে ঘুরছি না। আমি স্রষ্টাকে খুঁজছি,' বললাম আমি। 'আমার লক্ষ্য হলো সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পাওয়া।'

'তাহলে বলব, তাকে ভুল জায়গায় খুঁজছ তুমি,' হঠাৎ করেই বিষণ্ণ হয়ে উঠল সরাইমালিকের কণ্ঠস্বর। 'এই জায়গা ছেড়ে বহু আগেই চলে গেছেন তিনি। আমরা কেউই জানি না, তিনি আবার কবে ফিরবেন।'

এই কথা শুনে বুকের মাঝে কেঁপে উঠল আমার হৃৎপিণ্ড। বললাম, 'যখন কেউ সৃষ্টিকর্তার নামে কটু কথা বলে, তখন সে আসলে নিজেরই বদনাম করে।'

BanglaBook.org

এক অদ্ভুত, বাঁকা হাসি ফুটল সরাইমালিকের ঠোঁটের কোণে। তার চেহারায় তিক্ততা আর বিষণ্নতার ছোঁয়া দেখলাম আমি। তার সাথে আরও কিছু একটা, যার সাথে তুলনা হতে পারে কেবল শিশুতোষ অভিমানের।

'স্রষ্টা কি বলেননি, *আমি তোমাদের গলার ধমনীর চাইতেও কাছাকাছি রয়েছি?'* প্রশ্ন করলাম আমি। 'তিনি ওই দূর আকাশের কোনো দূরতম প্রান্তে বাস করেন না। আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই তার অবস্থান। আর তাই তিনি আমাদের ছেড়ে কখনও যাবেন না। কেউ কি কখনও নিজেকে ত্যাগ করতে পারে, বলো?'

'স্রষ্টা সত্যিই চলে গেছেন,' মন্তব্য করল সরাইমালিক। চোখগুলো ঠাণ্ডা, বিদ্রোহের ছোঁয়া তাতে। 'তিনি যদি এখানে উপস্থিতই থাকবেন, তাহলে আমাদের চরম দুঃখের সময়েও তিনি একটা আঙুলও নাড়ান না কেন? তাহলে তার সম্পর্কে আর কি ধারণা হবে আমাদের?'

'এখানেই প্রথম নিয়মের সূত্রপাত, ভাই,' বললাম আমি। *'স্রষ্টা বলতে আমরা যা বুঝি, তা আসলে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণারই সরাসরি প্রতিবিম্ব মাত্র। তার নাম নেয়ার সাথে সাথে যদি মনের মাঝে ভয় আর দোষারোপের চিহ্ন জেগে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের মাঝে খুব বেশি ভয় আর আফসোস লুকিয়ে আছে। আবার আমরা যদি স্রষ্টাকে ভালোবাসা আর দয়ার সাগর হিসেবে দেখি, তাহলে বুঝতে হবে সেই একই জিনিস রয়েছে আমাদের ভেতরে।'*

সাথে সাথে আপত্তি জানাল সরাইমালিক, কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম যে কথাগুলো তাকে চমকে দিয়েছে। 'তুমি যা বললে তার আরেকটা অর্থ হতে পারে যে স্রষ্টা আমাদের কল্পনারই সৃষ্টি। বলো দেখি, দুটো কথার ভেতরে তফাত কোথায়?'

কিন্তু তার কথার জবাবে আমি কিছু বলার আগেই খাবার ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে হইচইয়ের আওয়াজ ভেসে এল। আমরা যখন সে দিকে তাকালাম, দেখলাম হাট্টাকাট্টা চেহারার দুটো লোক মাতালের জড়ানো গলায় চেঁচামেচি শুরু করেছে। দুর্বিনীত গলায় অন্যান্য খদ্দেরদের উদ্দেশ্য করে গালাগালি করছে তারা, সেই সাথে তাদের থালা থেকে খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছে, জোর করে চুমুক দিচ্ছে মদের পাত্রে। কেউ প্রতিবাদ করলেই মক্তবের দুষ্টু ছেলেদের মতো জিভ ভেঙাচ্ছে তাদের দিকে।

'এই ব্যাটাদের একটা ব্যবস্থা করা উচিত, কি বলো?' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সরাইমালিক। 'এবার দেখো আমি কি করি ওদের!'

চোখের নিমিষে কামরার অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেল সে, তারপর মাতালদের একজনকে এক টানে বসা অবস্থা থেকে দাঁড় করিয়ে ফেলল। তারপরেই দড়াম করে ঘুষি মারল তার মুখে। মাতাল লোকটা নিশ্চয়ই এটা একেবারেই আশা

BanglaBook.org

করেনি, কারণ ঘুষি খাওয়ার সাথে সাথে বিনাবাক্যব্যয়ে খালি বস্তার মতো মাটিতে এলিয়ে পড়ল সে। হড়াস করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, তবে ওটুকুই। আর কোনো শব্দ শুনল না কেউ।

অন্য লোকটা অবশ্য বেশ শক্তিশালী ছিল, এবং যথাসম্ভব লড়াই করার চেষ্টা করল সরাইমালিকের সাথে। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকেও শুইয়ে ফেলল সরাইমালিক, খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। গায়ের জোরে তার পাঁজরে একটা লাথি মারল সে, তারপর ভারি জুতো পরা পায়ে উঠে দাঁড়াল লোকটার হাতের উপর। মট করে একটা, বা কয়েকটা আঙুল ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা সবাই।

'থামো!' বলে উঠলাম আমি। 'লোকটাকে খুন করে ফেলবে তো। নাকি সেটাই চাইছ তুমি?'

একজন সুফি হিসেবে প্রথমেই সবাইকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছি আমি, ঠিক করেছি যে কারও যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব। বিভ্রান্তিতে ভরা এই পৃথিবীতে অকারণে লড়াই করার মতো লোকের কখনও অভাব হয়নি। আর বাকিরাও উপযুক্ত কোনো কারণ পেলে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু সুফি হচ্ছে এমন একজন মানুষ, যে এমনকি নির্দিষ্ট কারণ থাকলেও কখনও লড়াই করে না। তবে নিজে সক্রিয়ভাবে লড়াই না করলেও অন্তত সরাইমালিক আর তার মাতাল খদ্দেরদের মাঝে নিজেকে একটা কম্বল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমি।

'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, দরবেশ। না হলে তোমাকেও পিটিয়ে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবো আমি!' চেঁচিয়ে হুমকি দিয়ে উঠল সরাইমালিক। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি যে কাজটা সে করবে না।

কয়েক মিনিট পর যখন দুই পরিচারক এসে মাতাল খদ্দেরদের মাটি থেকে তুলল, তখন একজনের হাতের কয়েকটা আঙুল ভেঙেছে, আরেকজনের ভেঙেছে নাক। পুরো শরীর আর মেঝে রক্তে মাখামাখি। খাবারের ঘরটার মাঝে নেমে এসেছে ভয়ার্ত নীরবতা। সবার মনে এই ভয় সঞ্চার করতে পেরে বেশ খুশি হয়ে উঠল সরাইমালিক, চোখের কোণ দিয়ে একবার আমার দিকে তাকাল সে। আবার যখন কথা বলল তখন মনে হলো শুধু আমি নয়, বরং সরাইখানায় উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে সে। উঁচু পর্দায়, চড়া গলায় উচ্চারণ করল সে কথাগুলো, শিকার ধরার পর যেভাবে শিকারী পাখি আকাশে চিৎকার করে চক্কর দেয়।

'শোনো, দরবেশ। সারা জীবন এমন ছিলাম না আমি। মারপিট করতে কখনই ভালো লাগত না আমার, কিন্তু এখন ওটাই আমার একমাত্র রাস্তা। স্রষ্টা যখন তার সৃষ্টিদের ভুলে যান, তখন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের উপরেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব এসে পড়ে। এর পরে যখন সৃষ্টিকর্তার সাথে

BanglaBook.org

তোমার কথা হবে, তাকে এই কথাগুলো বলে দিও। জানিয়ে দিও যে তিনি যদি তার ভেড়ার পালকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যান, তাহলে তারাও কসাইয়ের হাতে জবাই হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। তার চেয়ে বরং নিজেরাই পরিণত হবে হিংস্র নেকড়েতে।'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি, দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছি। 'ভুল হচ্ছে তোমার।'

'কোথায় ভুল হচ্ছে? আমি এক সময় ভেড়া ছিলাম, এখন নেকড়েতে পরিণত হয়েছি-এই কথাটা কি ভুল?'

'না, এই কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। আমি দেখতে পাচ্ছি, সত্যিই নেকড়েতে পরিণত হয়েছ তুমি। কিন্তু তুমি যে কাজটা করছ তাকে 'ন্যায়' বলা যায় না, এবং এখানেই ভুল হচ্ছে তোমার।'

'আরে, দাঁড়াও! তোমার সাথে কাজ এখনও শেষ হয়নি আমার,' পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাক দিল সরাইমালিক। 'খাবার আর থাকার জায়গার বদলে আমার স্বপ্নের অর্থ বলে দেয়ার কথা ছিল তোমার।'

'তার চেয়ে আরও ভালো একটা প্রতিদান দিই না কেন?' বললাম আমি। 'তোমার হাত দেখে দিই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাইমালিকের দিকে এগোতে শুরু করলাম আমি, সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল সে। তবে আমি যখন তার ডান হাত চেপে ধরে হাতের তালুটা উপরে তুলে আনলাম, তখন বাধা দেয়ার কোনো লক্ষণ দেখা দেখা গেল না তার মাঝে। তালুর উপর তৈরি হওয়া রেখাগুলো পরীক্ষা করলাম আমি, দেখলাম গভীর, এবড়োখেবড়ো দাগে পরিণত হয়েছে তারা। ধীরে ধীরে তার অন্তর্জ্যোতির চিহ্ন ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে। ফাঁপা হয়ে এসেছে সরাইমালিকের জ্যোতিবৃত্ত, বাইরের দিকে হালকা; যেন সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার মতো সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভেতরে ভেতরে, লোকটা আসলে একটি মৃতপ্রায় গাছে পরিণত হয়েছে। আত্মিক শক্তিতে যে ধস নেমেছে তার, তাকে পুষিয়ে নিতেই যেন শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে সে।

দ্রুত হয়ে উঠল আমার হৃৎস্পন্দন, কিছু একটা ফুটে উঠতে শুরু করেছে আমার চোখের সামনে। প্রথমে ঝাপসা মনে হলো, যেন পর্দার আড়ালে রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল তা। একটি দৃশ্য ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।

গাঢ় বাদামি চুলসহ এক যুবতী, খালি পায়ে কালো রঙের উল্কি আঁকা। কাঁধে জড়ানো রয়েছে নকশা কাটা একটা লাল রঙের শাল।

'ভালোবাসার মানুষকে হারিয়েছ তুমি,' বললাম আমি, তারপর তার বাম হাতের তালুটা তুলে নিলাম নিজের হাতে।

BanglaBook.org

দুধে ভরে উঠল যুবতীর স্তন, পেটটা এত বড় হয়ে উঠল যে মনে হলো বিস্ফারিত হবে। জ্বলন্ত একটা কুঁড়েঘরের মাঝে আটকা পড়েছে সে। বাড়ির চারপাশে সৈনিকদের দেখা যাচ্ছে। রুপার নকশা করা জিন লাগানো ঘোড়ার উপর বসে আছে তারা। বাতাসে ভাসছে খড় আর মানুষ পোড়ার মিশ্র কটু গন্ধ। মোঙ্গল ঘোড়সওয়ার সবাই। নাকগুলো থ্যাবড়া আর ছড়ানো; চওড়া, খাটো ঘাড়। পাথরের মতো কঠিন হৃদয় তাদের। চেঙ্গিস খানের সেই কুখ্যাত সেনাবাহিনী।

'একজন নয়, দুজনকে হারিয়েছ তুমি,' নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম আমি। 'তোমার স্ত্রীর পেটে ছিল তোমার প্রথম সন্তান।'

ভ্রুগুলো কুঁচকে উঠল সরাইমালিকের, চোখগুলো তাকিয়ে আছে পায়ের চামড়ার জুতোর দিকে। ঠোঁটগুলো একটার উপর আরেকটা চেপে বসেছে। দুর্বোধ্য এক মানচিত্রে পরিণত হয়েছে তার চেহারা। হঠাৎ করেই তাকে অত্যন্ত বৃদ্ধ মনে হতে লাগল, কয়েক মুহূর্তের মাঝেই যেন বয়স অনেক বেড়ে গেছে তার।

'কথাটা শুনে তুমি কোনো সান্তনা পাবে কি না জানি না,' বললাম আমি। 'তবুও আমার মনে হয় তোমার জেনে রাখা ভালো।' আগুন বা ধোঁয়ায় মৃত্যু হয়নি তোমার স্ত্রীর। ছাদ থেকে একটা বড় কাঠের টুকরো এসে পড়েছিল তার মাথায়, সেই আঘাতেই সে মারা যায়। কোনো রকম কষ্ট ছাড়া, সাথে সাথে মৃত্যু হয়েছিল তার। তুমি সবসময় ভাবো যে তীব্র কষ্ট পেয়ে মারা গেছে সে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কোনো কষ্টই হয়নি তার।'

ভ্রু কুঁচকেই রাখল সরাইমালিক, মনে হলো যেন দুঃসহ এক ওজন চেপে বসে আছে তার কাঁধে। তারপর কর্কশ, নিচু গলায় প্রশ্ন করল, 'এসব তুমি কিভাবে জানলে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম আমি। 'স্ত্রীকে সঠিকভাবে কবর দিতে পারোনি বলে নিজেকে সবসময় দোষারোপ করতে তুমি। এখনও তাকে স্বপ্নে দেখো তুমি, দেখো যে সেই জ্বলন্ত কুঁড়েঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে সে। কিন্তু তোমার মন তোমাকে নিয়ে খেলা করছে। সত্যি যেটা তা হলো, তোমার স্ত্রী এবং ছেলে দুজনই ভালো আছে। আলোর বিন্দুর মতো মুক্তভাবে অসীমে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা।'

তারপর সাবধানে, মাপা গলায় যোগ করলাম আমি, 'এখনও সময় আছে, নেকড়ে হওয়ার পথ থেকে ফিরে এসো। তোমার মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে।'

কথাটা শুনেই নিজের হাতটা টেনে সরিয়ে নিল সরাইমালিক, যেন গরম কড়াই ছুঁয়েছে তার হাত। 'তোমাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না, দরবেশ,' বলল সে। 'আজ রাতে এখানে থাকতে দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু কাল ভোরে উঠেই এখান থেকে চলে যাবে তুমি। আমি চাই না তোমার সাথে আবার দেখা হোক আমার।'

সবসময় এমনটাই হয়। সত্যি কথা যখন বলা হয়, তখন তার বদলে কেবল ঘৃণাই জোটে। যত বলা হয় ভালোবাসার কথা, তত বেশি ঘৃণা ছুঁড়ে দেয় সবাই।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ১৮ মে, ২০০৮

বিষণ্ন, ক্লান্ত বোধ করছে এলা। ডেভিড আর জিনেটের সাথে কথা কাটাকাটি হওয়ার পর থেকেই এমন লাগছে ওর। শেষ পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য মধুর অবিশ্বাস বইটা পড়া থেকে অবসর নিতে বাধ্য হলো ও। ওর মনে হচ্ছে যেন একটা ফুটন্ত পাত্রের ঢাকনা হঠাৎ করে তুলে নেয়া হয়েছে, ভেতর থেকে বাষ্পের সাথে বেরিয়ে এসেছে পুরনো বিবাদ আর নতুন নতুন সব কষ্টের গন্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঢাকনাটা তোলার জন্য ও নিজেই দায়ী। স্কটকে ফোন করে যখন তাকে অনুরোধ করল যেন সে এলাকে বিয়ে না করে, তখনই আসলে ঢাকনাটা তুলে ফেলেছে ও।

পরবর্তী সময়ে স্কটের সাথে ফোনালাপে উচ্চারিত প্রতিটি কথা নিয়ে আফসোস হবে এলার। কিন্তু মে মাসের এই দিনটায় নিজের সম্পর্কে দারুণ আত্মবিশ্বাসী বোধ করছিল ও, মনে হচ্ছিল সব কিছু ওর পক্ষেই আছে। ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারেনি যে ওর এই কাজের ফলে কি ঘটতে পারে।

'হাই, স্কট। আমি জিনেটের মা, এলা,' কণ্ঠস্বরে আমুদে ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে বলল ও, যেন মেয়ের বয়ফ্রেন্ডের সাথে ওর প্রতিদিনই কথা হয়। 'তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সময় হবে?'

'হ্যাঁ, মিসেস রুবিনস্টাইন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?' বলতে গিয়ে তোতলাতে লাগল স্কট। একেবারেই অবাক হয়ে গেছে সে, তবে তাই বলে ভদ্রতা ভুলে যায়নি।

একই রকম ভদ্র, মধুমাখা গলায় এলা তাকে বুঝিয়ে বলল যে স্কট সম্পর্কে ওর কোনো খারাপ ধারণা নেই। কিন্তু তার বয়স একেবারেই কম, এবং এলার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নয়। সেই সাথে আরও বলল যে ওর কাছ থেকে এসব কথা শুনে হয়তো স্কট মন খারাপ করবে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কথাগুলোর যৌক্তিকতা ঠিকই বুঝতে পারবে সে। এবং তখন এলাকে ধন্যবাদও দেবে। তার আগ পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে সব ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলার জন্য স্কটকে অনুরোধ করল ও, এবং এই

BanglaBook.org

ফোনালাপের ব্যাপারে যেন আর কাউকে কিছু না জানায় সে ব্যাপারেও বলে রাখল।

দীর্ঘ, জমাট নীরবতা ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না ওপাশ থেকে।

'মিসেস রুবিনস্টাইন, আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না,' শেষ পর্যন্ত কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে বলল স্কট। 'জিনেট এবং আমি পরস্পরকে ভালোবাসি।'

এই যে, আবার! মানুষ এত বোকা হতে পারে? তারা কিভাবে আশা করে যে স্রেফ ভালোবাসা দিয়েই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? ভালোবাসা তো আর কোনো জাদুর কাঠি নয়, যা অলৌকিক স্পর্শে খুলে দিতে পারবে সব বন্ধ দরজা।

কিন্তু এসবের কোনো কিছুই মুখে বলল না এলা। তার বদলে কেবল বলল, 'বিশ্বাস করো, তোমার অনুভূতি কেমন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার বয়স এখনও অনেক কম, আর জীবনটা অনেক বড়। কে জানে, আগামীকালই হয়তো অন্য কারও প্রেমে পড়বে তুমি।'

'মিসেস রুবিনস্টাইন, কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে এই কথাগুলো সবার ক্ষেত্রেই সত্যি, এমনকি আপনার ক্ষেত্রেও? আগামীকাল তো আপনিও অন্য কারও প্রেমে পড়তে পারেন।'

হেসে উঠল এলা। মনে হলো যেন প্রয়োজনের চাইতে একটু বেশিই জোরে, একটু বেশি সময় নিয়ে বাজল ওর হাসিটা।

'আমি একজন বিবাহিত মহিলা। সারা জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার। এবং আমার স্বামীও একই কাজ করেছে। আর আমি ঠিক এটাই তোমাকে বোঝাতে চাইছি। বিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত, যেটা অনেক চিন্তাভাবনার পরেই কেবল নেয়া উচিত।'

'তার মানে আপনি এটাই বলতে চাইছেন যে আপনার মেয়েকে আমার বিয়ে করা উচিত হবে না, কারণ ভবিষ্যতে আমি অন্য কারও প্রেমে পড়ে যেতে পারি?' জানতে চাইল স্কট।

এখান থেকেই তিক্ততায় মোড় নিতে শুরু করল ওদের আলাপচারিতা। বিরক্তি আর রাগে ভরে উঠল কথাগুলো। শেষ পর্যন্ত যখন ফোন রাখার সময় হলো, তখন প্রথমেই কিচেনে চলে এল এলা। মানসিক চাপে থাকলে বরাবর যেটা করে সেটাই করতে শুরু করল রান্না।

BanglaBook.org

●●●

আধ ঘণ্টা পর, স্বামীর কাছ থেকে একটা ফোন পেল ও।

'আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তুমি স্কটকে ফোন করে আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছ। দয়া করে আমাকে বলো যে এমন কিছু করোনি তুমি।'

চমকে উঠল এলা। 'সে কি! এই কথা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে? আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।'

কিন্তু কড়া গলায় তাকে বাধা দিল ডেভিড। 'বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। তুমি যেটা করেছ সেটা ভুল। স্কট জিনেটকে জানিয়েছে, এবং এখন জিনেট মন খারাপ করে বসে আছে। আগামী কয়েকদিন বন্ধুদের সাথে থাকবে ও। এই মুহূর্তে তোমার সাথে দেখা করার কোনো ইচ্ছে নেই ওর।' একটু থামল ডেভিড। তারপর বলল, 'এবং সে জন্য আমি ওকে দোষ দিতে পারছি না।'

সেই সন্ধ্যায় জিনেট ছাড়াও আরও একজন বাড়ি ফিরল না। এলাকে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠাল ডেভিড, বলল যে কি একটা ঝামেলা পড়ে গেছে। তবে ঝামেলাটা কি ধরনের সে সম্পর্কে মেসেজে কিছু বলা হলো না।

ব্যাপারটা ডেভিডের সাথে একেবারেই যায় না, এমনকি ওদের দাম্পত্যজীবনের স্বাভাবিক নিয়মের সাথেও ঠিক খাপ খায় না। বহু নারীর সাথে প্রেম করতে পারে ডেভিড, ইচ্ছে করলে শুতেও পারে তাদের সাথে, অঢেল টাকা ওড়াতে পারে তাদের পেছনে। কিন্তু রাত হলে কখনও বাড়ির বাইরে থাকেনি সে, সবসময় ফিরে এসে খাবার টেবিলে খেতে বসেছে সবার সাথে। ওদের দুজনের মাঝে দূরত্বটা যতই গভীর হোক না কেন, এলার রান্না করা খাবার খেতে কখনও আপত্তি করেনি ডেভিড। প্রতি রাতে খাওয়া শেষ হওয়ার পর ওকে ধন্যবাদ দিতে কখনও ভুল করে না সে। এই ধন্যবাদকে ডেভিডের গোপন সম্পর্কগুলোর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা হিসেবে ধরে নেয় এলা। এবং ক্ষমা করেও দেয় ও, বরাবরের মতো।

কিন্তু এই প্রথমবারের মতো ওর স্বামী এমন রুক্ষ্ম আচরণ করল। এই পরিবর্তনের জন্য নিজেকেই দায়ী করল এলা। কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। "অপরাধবোধ" জিনিসটা এলার প্রতিটি কোষে কোষে মিশে আছে।

●●●

যমজ ছেলেমেয়েদের সাথে খাওয়ার টেবিলে বসার পর এলার অপরাধবোধ মোড় নিল বিষণ্নতায়। পিজ্জা অর্ডার করার জন্য আভি'র কান্নাকাটিতে কান দিল না ও, অরলির খাবারের প্রতি অনিহাকেও গুরুত্ব দিল না। দুজনকেই জোর করে মটরশুটি দিয়ে রান্না করা ভাত আর তার সাথে মাস্টার্ড দিয়ে ভাজা গরুর মাংস খেতে বাধ্য করল। বাইরে থেকে দেখলে যদিও ওকে এখন সেই একই সদাব্যস্ত, স্নেহময়ী মা বলে মনে হবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তীব্র বিষণ্নতার একটা স্রোত অনুভব করছে ও। মুখের মাঝে লেগে আছে একটা কটু স্বাদ, যেন তেঁতো ঢেকুর উঠেছে থেকে থেকে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় একা একা টেবিলে বসে রইল এলা, চারপাশে নেমে আসা নীরবতা যেন ভারি হয়ে চেপে আছে ওর কাঁধে।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই মনে হলো, যে খাবার ও রান্না করছে, যে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করছে এগুলোর পেছনে, তার সবই কেমন মূল্যহীন, একঘেয়ে বলে মনে হতে লাগল। নিজের জন্য খারাপ লাগতে শুরু করল ওর। এমনকি এই প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এসেও জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আদায় করে নিতে পারেনি ও। কত কিছু দেয়ার আছে ওর, অথচ কেউ তা কোনো দিন চাইতে এল না।

আবারও মধুর অবিশ্বাসের দিকে ঘুরে গেল ওর মনোযোগ। শামস তাবরিজির চরিত্রটা খুব টানছে ওকে।

'ওর মতো কাউকে সঙ্গী হিসেবে পেলে মন্দ হতো না,' মনে মনে নিজের সাথে ঠাট্টা করল ও। 'এমন একটা মানুষ আশেপাশে থাকলে কখনও একঘেয়ে লাগে না!'

এই কথা চিন্তা করার সাথে সাথে হঠাৎ এক দীর্ঘদেহী, রোদে পোড়া চেহারার রহস্যময় মানুষের ছবি ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। পরনে চামড়ার প্যান্ট, মোটরসাইকেল জ্যাকেট, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল। ঝকঝকে লাল রঙের একটা হারলে-ডেভিডসন মোটরসাইকেল চালাচ্ছে সে, দুই হ্যান্ডেলবার থেকে ঝুলছে রঙবেরঙের ফিতে। আপনমনেই হেসে উঠল এলা। একজন সুদর্শন, সেক্সি, সুফি মোটরসাইক্লিস্ট, শূন্য রাজপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে মোটরসাইকেল নিয়ে! এমন একটা মানুষের সাথে অজানায় হারিয়ে যেতে পারলে কি দারুণই না হতো!

তারপর হঠাৎ এলার জানতে ইচ্ছে করল, ওর হাত দেখে কি বলত শামস। এলার বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে বিষণ্ন সব চিন্তায় ভর্তি অন্ধকার গুহায় পরিণত হয় কেন, এই প্রশ্নের জবাব কি দিতে পারত সে? বলতে পারত, এত সুন্দর একটা পরিবার থাকার পরেও কেন এত একলা একলা লাগে ওর? এলার অন্তর্জ্যোতির কি রঙ ধরা পড়ত তার চোখে? উজ্জ্বল, সাহসী? ওর জীবনে কি কখনও এমন কিছু ঘটেছে যাকে সাহসী বলা যায়? কখনও কি ঘটবে?

ঠিক সেই মুহূর্তে, কিচেন টেবিলে একা একা বসে থাকা অবস্থায়, যখন ওভেন থেকে ভেসে আসা সামান্য আলো ছাড়া রান্নাঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার; এলা একটা জিনিস উপলব্ধি করল। যতই অগ্রাহ্য করুক না কেন, যত কড়া কথাই বেরিয়ে আসুক না কেন ওর মুখ দিয়ে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও এখনও ভালোবাসার কাঙাল।

BanglaBook.org

শামস
সমরখন্দের উপকণ্ঠে একটি সরাইখানা, মার্চ ১২৪২

বিষণ্ন একাকীত্বের বোঝা, আর প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্বপ্নের ভার মাথায় নিয়ে সরাইখানার উপর তলায় ঘুমিয়ে আছে বেশ কয়েকজন ক্লান্ত মুসাফির। তাদের খালি পা আর হাতের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম আমি, লক্ষ্য আমার জন্য নির্ধারিত এক টুকরো বিছানা। ঘাম আর ছত্রাকের দাগ লেগে আছে তাতে। অন্ধকারের মাঝে শুয়ে রইলাম আমি, সমস্ত দিনে যা যা ঘটে গেছে তার কথা ভাবছি। সেই সাথে মনে করতে চাইছি এমন কোনো স্বর্গীয় চিহ্নের কথা, যা আমার দেখার কথা ছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ো বা অন্যমনস্কতার কারণে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

সেই ছোটোবেলা থেকেই অতীন্দ্রিয় দর্শন পেতাম আমি, শুনতাম অলৌকিক কণ্ঠস্বর। সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রায়ই কথা বলি আমি, এবং তিনিও কখনও জবাব দিতে ভুল করেন না। কোনো কোনো দিন আমি ফিসফিস আওয়াজের মতো হালকা হয়ে ভাসতে ভাসতে উঠে যাই সেই সপ্তম আকাশ পর্যন্ত। তারপর আবার নেমে আসি বিশাল সব গাছের গোড়ায় মাটির ভেতর লুকিয়ে থাকা এক টুকরো পাথরের মতো এই পৃথিবীর গভীর গর্তে, যেখানে মাটির গন্ধে বাতাস ভারি। প্রায়ই দেখা যায় খিদে বলে কিছু নেই আমার, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছি কোনো খাবার ছাড়াই। এসব জিনিসের কিছুতেই এখন আমার ভয় লাগে না, যদিও বুঝতে শিখেছি যে এগুলো নিয়ে সবার সামনে কথা বলা ঠিক নয়। মানুষের স্বভাব হচ্ছে, যা তাদের বোধগম্য হয় না তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাওয়া। ব্যাপারটা হাতে কলমে, অনেক কঠিন উপায়ে শিখতে হয়েছে আমাকে।

প্রথম যে ব্যক্তি আমার অতীন্দ্রিয় দর্শনকে ভুল বুঝেছিল সে আমার বাবা। তখন আমার বয়স হবে এই বছর দশেকের মতো। সেই সময় থেকেই নিয়মিতভাবে আমার অভিভাবক দেবদূতকে দেখতে শুরু করি আমি। অবুঝ বালকের মতো ধরে নিয়েছিলাম, আর সবাই বোধহয় আমার মতোই দেখতে পায় তাকে। এক দিন আমার বাবা যখন আমাকে কাঠমিস্ত্রী হওয়ার তালিম দিচ্ছিল, শেখাচ্ছিল যে কিভাবে সিডার কাঠ দিয়ে সিন্দুক বানাতে হয়, তখন তাকে প্রথম আমার অভিভাবকের কথা বলি আমি।

BanglaBook.org

'তোমার কল্পনাশক্তি একেবারেই লাগামছাড়া, শামস,' নিরাসক্ত গলায় বলেছিল বাবা। 'এসব কথাবার্তা আর কাউকে বলতে যেও না। আমি চাই না যে গ্রামবাসীরা ক্ষেপে উঠুক।'

কয়েক দিন আগেই আমার বাবা-মার কাছে নালিশ নিয়ে এসেছিল প্রতিবেশীরা। বলেছিল, আমি নাকি অদ্ভুত আচরণ করি মাঝে মাঝে, তা দেখে ভয় পেয়ে যায় তাদের ছেলে-মেয়েরা।

'তোমার ভাবগতিক আমার মাথায় ঢোকে না, শামস। তুমি কেন মানতে চাও না যে তোমার বাবা-মা'র সাথে তোমার কোনো পার্থক্য নেই?' প্রশ্ন করেছিল আমার বাবা। 'প্রতিটি শিশুই তার বাবা এবং মায়ের স্বভাব পায়। তুমিও তার ব্যতিক্রম নও।'

সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদিও আমি আমার বাবা-মাকে ভালোবাসি এবং তাদের ভালোবাসা চাই, কিন্তু তারা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক ছাড়া আর কিছুই নয়।

'বাবা, তোমার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো নই আমি। আমাকে এমন এক হাঁসের বাচ্চা হিসেবে ধরে নাও যে বেড়ে উঠেছে মুরগীদের মাঝে। সারা জীবন মুরগির খোপের মাঝে জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য জন্ম হয়নি আমার। যে পানিকে তুমি ভয় পাও, তা আমাকে নতুন জীবন দেয়। কারণ তুমি সাঁতার জানো না, কিন্তু আমি জানি। আর আমাকে সাঁতরাতে হবেই। সমুদ্রই আমার ঘর। যদি তুমি আমার সঙ্গী হতে চাও, তাহলে সাগরে এসো। আর যদি তা না চাও, তাহলে ফিরে যাও তোমার মুরগীর খোপে। আমাকে বাধা দিতে এসো না।'

প্রথমে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল আমার বাবার চোখগুলো, তারপর রাগে কুতকুতে হয়ে উঠল। 'নিজের বাবার সাথেই যদি এভাবে কথা বলো তুমি,' গম্ভীর গলায় বলেছিল সে, 'তাহলে তোমার শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করবে তাই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি।'

আমার বাবা-মা বেশ বিব্রত বোধ করত, যখন তারা দেখল যে বড় হওয়ার পরেও আমার সেই অতীন্দ্রিয় দর্শনগুলো বন্ধ হচ্ছে না। বরং আরও যেন বেড়ে উঠল তাদের পরিমাণ, আগের চাইতেও স্পষ্ট আর ভীতিকর হয়ে উঠতে লাগল। আমি জানতাম এ আমার আচরণে ভয় পায় আমার বাবা আর মা, এবং এ কারণে কিছুটা খারাপও লাগত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, দর্শনগুলো কি করে বন্ধ করতে হবে তা আমার জানা ছিল না। আর জানা থাকলেও বন্ধ করতাম কি না বলা মুশকিল। তার কয়েক দিনের মাঝেই চিরতরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি আমি। তারপর থেকে তাবরিজ শব্দটি আমার কাছে একটি মিহি, মসৃণ অনুভূতির নাম, একটি মিষ্টি শব্দ; উচ্চারণ করার সাথে সাথে যা গলে যায়, শুধু জিভে রেখে যায় এক মিষ্টি আস্বাদ। তাবরিজ

BanglaBook.org

গ্রামের ওই জায়গার সাথে জড়িয়ে আছে তিনটি গন্ধ, আমার স্মৃতিতে যারা চির অম্লান কাঁচা কাঠ, পপির বীজ দিয়ে তৈরি রুটি, এবং তুষারের নরম, তাজা ঘ্রাণ।

তারপর থেকেই ভবঘুরে সন্ন্যাসী, দরবেশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। এক জায়গায় কখনও দুবার ঘুমাইনি, একই পাত্র থেকে পরপর দুবার খাইনি খাবার। প্রতি দিন নিজের চারপাশে দেখেছি নতুন নতুন মুখের আনাগোনা। যখন খিদে পায়, তখন মানুষের স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়ে কয়েক পয়সা রোজগার করি। এই অবস্থাতেই পুব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, সব জায়গায় করছি সৃষ্টিকর্তার সন্ধান। খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন কোনো জীবন যাকে যাপন করা যায়, এমন কোনো জ্ঞান যাকে আহরণ করা যায়। কোথাও কোনো শেকড় নেই আমার, তাই সর্বত্র আমার অবাধ বিচরণ।

এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় সব ধরনের পথেই চলেছি আমি। বাণিজ্যিক কাফেলার সুপরিচিত রাস্তা থেকে শুরু করে মানুষের ভুলে যাওয়া পথে, যেখানে দিনের পর দিন কোনো জীবিত প্রাণীর দেখা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ সাগরের তীর থেকে শুরু করে পারস্যের শহরসমূহে, সেই সাথে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থেকে শুরু করে আরবের আদিগন্ত মরুভূমিতে ঘুরেছি, থেকেছি কাফেলাসরাই আর পান্থনিবাসে। আলোচনায় বসেছি সুপ্রাচীন গ্রন্থাগারের মাঝে শিক্ষিত মানুষদের সাথে, মক্তবে শিশুদের পড়াতে শুনেছি শিক্ষকদের। মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে আলোচনা করেছি তাফসির আর যুক্তি নিয়ে। মন্দির, মঠ আর উপাসনালয়ে ঘুরেছি; সাধুদের সাথে ধ্যানে বসেছি তাদের গুহায়, দরবেশদের সাথে করেছি জিকির; সন্তদের সাথে উপবাস করেছি, ভোজে মেতেছি ধর্মদ্রোহীদের সাথে। পূর্ণ চন্দ্রের নিচে নেচেছি ওঝাদের সাথে; সব ধর্ম, বিশ্বাস, বয়স আর পেশার মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি, এবং একই সাথে সাক্ষী হয়েছি অলৌকিকতা আর দুর্ভাগ্যের।

দারিদ্র্যে জর্জরিত গ্রাম দেখেছি আমি, দেখেছি আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মাঠ। লুণ্ঠনের শিকার শহরেও পা রেখেছি, যেখানে নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে গেছে, যেখানে দশ বছরের উপরে বয়স এমন কোন পুরুষ বেঁচে নেই। মানবতার সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপ–উভয় দিকই দেখা হয়ে গেছে আমার। তাই এখন আর কিছুই আমাকে আশ্চর্য করে না, ব্যথিত করে না।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলোর মাঝ দিয়ে যেতে যেতেই একটি তালিকা তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলাম আমি। কোন বইতে লেখা নেই এই তালিকা, আছে শুধু আমার হৃদয়ের মাঝে। এই একান্ত ব্যক্তিগত তালিকাটিকে আমি নাম দিয়েছি, *ইসলামের পথে ভবঘুরে সাধকদের মৌলিক নীতিসমূহ।* আমার কাছে এরা প্রকৃতির নিয়মের মতোই সার্বজনীন, নির্ভরযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয়। এই নীতিগুলোকে একসাথে করেই তৈরি হয়েছে ভালোবাসার

BanglaBook.org

ধর্মের চল্লিশ নীতি, যাকে শুধুমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এই নীতিগুলোর মাঝে একটিতে বলা হয়েছে, *সত্যের দিকে যেই পথ, তাকে পাড়ি দিতে হয় হৃদয় দিয়ে, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। হৃদয়কে তোমার পথপ্রদর্শক বানিয়ে নাও, মনকে নয়। হৃদয়ের শক্তি দিয়ে তোমার নাফসের মুখোমুখি হও, তাকে দ্বন্দ্বে আহবান করো, এবং পরাজিত করো। নিজের অন্তরকে যখন জানতে পারবে, তখনই স্রষ্টাকে জানতে পারবে তুমি।*

এই নীতিগুলোর উপর কাজ শেষ করতে বহু বছর সময় লেগে গেছে আমার। সব মিলিয়ে চল্লিশটি নীতি। এখন আমার কাজ শেষ, এবং বুঝতে পারছি যে এই পৃথিবীতে আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। ইদানীং এমন প্রচুর দর্শন পাই যাতে এই ইঙ্গিত থাকে। মৃত্যুকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই, কারণ আমার জানা আছে যে মৃত্যুর সাথে সাথে সব শেষ হয়ে যায় না। আমি শুধু ভয় পাচ্ছি এই ভেবে, যে জ্ঞান আমি সংগ্রহ করেছি তা কারও হাতে দিয়ে যেতে পারব না। আমার বুকের ভেতর জমে আছে অনেক অনেক কথা, অনেক না বলা গল্প। আমি চাই, এই জ্ঞান এমন কারও হাতে তুলে দিয়ে যেতে, যে আমার মনিবও হবে না, শিষ্যও হবে না। এমন কাউকে দরকার আমার, যে হবে সমান সমান–আমার বন্ধু।

"হে মহান স্রষ্টা," অন্ধকার কামরার মাঝে শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলাম আমি। 'সমস্ত জীবন এই পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, তোমার পথ অনুসরণ করেছি। প্রতিটি মানুষকে খোলা বইয়ের মতো পড়েছি আমি, চলমান কোরআন হয়ে তারা ধরা দিয়েছে আমার কাছে। জ্ঞানীদের গড়ে তোলা সুউচ্চ মিনার থেকে দূরে থেকেছি আমি, তার বদলে সময় কাটিয়েছি ঘৃণিত, দেশত্যাগী আর ভবঘুরেদের সাথে। এখন আর পারছি না আমি। দয়া করে তোমার এই জ্ঞান কোনো সঠিক ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। তারপর আমাকে নিয়ে তাই কোরো, যা তোমার ইচ্ছা।'

আমার চোখের সামনে কামরার মাঝে অত্যুজ্জ্বল এক আলো জ্বলে উঠল। এত তীব্র সেই আলো, যে ঘুমন্ত মানুষগুলোর মুখ ফ্যাকাসে নীল মনে হলো তাতে। ঘরের ভেতরের বাতাস যেন হঠাৎ করেই তাজা, সুগন্ধী হয়ে উঠল। মনে হলো যেন সবগুলো জানালা খুলে দিয়েছে কেউ, আর সেই পথ দিয়ে বহু দূরের কোনো বাগান থেকে পদ্ম আর জুঁই ফুলের সুবাস।

'বাগদাদে যাও,' সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠল আমার অভিভাবক, স্বর্গের দেবদূত।

'সেখানে কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য?' জানতে চাইলাম আমি।

'সঙ্গীর জন্য আবেদন করেছ তুমি, এবং সঙ্গী তোমাকে দেয়া হবে। বাগদাদে সেই ব্যক্তিকে খুঁজে পাবে তুমি, যে তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে।'

কৃতজ্ঞতার অশ্রু জমে উঠল আমার চোখে। এখন আমি জানি, আজ সন্ধ্যায় অতীন্দ্রিয় দর্শনে যাকে দেখেছি সেই মানুষটিই আমার আধ্যাত্মিক সঙ্গী। আগে হোক আর পরে, আমাদের দেখা হবেই। এবং যখন আমি তার দেখা পাব, তখন জানতে পারব যে কেন তার দয়ালু চোখে এমন বিশাল বিষণ্ণতা জমেছিল, আর কেনই বা বসন্তের শুরুর দিকের এক রাতে খুন হতে হয়েছিল আমাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এলা

নর্দাম্পটন, ১৯ মে, ২০০৮

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। ছেলেমেয়েদের বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে বুঝতে পেরে পাণ্ডুলিপিতে একটা বুকমার্ক ঢুকিয়ে রাখল এলা, তারপর একপাশে সরিয়ে রাখল সেটা। উপন্যাসটা যেই লোক লিখেছে তার সম্পর্কে কৌতুহল বোধ করছে ও। তাই এবার অনলাইনে ঢুকে গুগলে টাইপ করল, "এ জেড জাহারা"। মনে মনে ভাবছে, কি জানা যাবে এখান থেকে। তবে খুব বেশি কিছু আশা করা যায় বলে মনে হয় না।

তবে এলাকে বেশ অবাক করে দিয়ে একটা ব্যক্তিগত ব্লগ ভেসে উঠল পর্দায়। ওয়েবসাইট সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রধানত নীল এবং ফিরোজা রঙ। পেইজের প্রথমেই একটি পুরুষের ছবি, ডান থেকে বামে ঘুরছে ধীরে ধীরে। পরনে লম্বা, সাদা জামা, নিচের দিকে ঢোলা। এর আগে কখনও ঘূর্ণায়মান দরবেশদের দেখেনি এলা, তাই এবার ভালো করে লক্ষ্য করল ছবিটাকে। ব্লগের নাম দেয়া হয়েছে *জীবন নামের ডিমের খোসা।* তার নিচে একই শিরোনামের একটি কবিতা

এসো, মোরা সঙ্গী হই পরস্পরের,
এসো, বসি পরস্পরের পায়ের কাছে!
অন্তরের গভীরে আমাদের মাঝে যে অসংখ্য মিল
চোখ দিয়ে তার কতটুকুই বা দেখা যায়?

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন শহর এবং দর্শনীয় জায়গার ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে ভর্তি হয়ে আছে পেইজটা। প্রতিটি পোস্টকার্ডের নিচে সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে মন্তব্য লেখা। এই লেখাগুলো পড়তে পড়তেই এলার চোখে এমন তিনটে তথ্য চোখে পড়ল যেগুলো সাথে সাথে ওর মনোযোগ কেড়ে নিল এক, এ জেড জাহারা নামের মাঝে এ দিয়ে বোঝানো হয়েছে আজিজ। দুই, আজিজ নিজেকে একজন সুফি মনে করে। তিন, এই মুহূর্তে সে গুয়াতেমালার কোনো এক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

ওয়েবসাইটের অন্য একটা অংশে রয়েছে আজিজের তোলা বেশ কিছু ছবির নমুনা। বেশিরভাগই মানুষের ছবি, সব রঙের, সব পোশাকের। তবে ছবিগুলোর মাঝে আকাশচুম্বী তফাত থাকলেও একটা জায়গায় সবার মাঝে মিল রয়েছে। আর তা হলো, ছবিতে দেখানো প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু হারিয়েছে। কেউ কেউ হয়তো সামান্য কোনো জিনিস, যেমন একটা কানের দুল, একটা জুতো, অথবা একটা বোতাম। বাকিদের ক্ষেত্রে সেই হারিয়ে ফেলা জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেমন একটা দাঁত, একটা আঙুল অথবা একটা পা। ছবিগুলোর নিচে লেখা রয়েছে :

আমাদের পরিচয় বা ঠিকানা যাই হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই অসম্পূর্ণ বোধ করি। মনে হয় যেন কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছি আমরা, সেটা ফিরে পাওয়া খুব দরকার। কিন্তু সেই কিছু একটা যে আসলে কি, তা আমাদের বেশিরভাগই কখনও বুঝতে পারে না। আর যারা বুঝতে পারে, তাদের মাঝেও খুব কম মানুষই সেই জিনিসটা খুঁজতে বের হওয়ার সুযোগ বা সাহস পায়।

ওয়েব পেইজের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল এলা। প্রতিটি পোস্টকার্ডের উপর ক্লিক করে সেটাকে বড় করে দেখল, আজিজের লেখা প্রতিটি মন্তব্য পড়ল। পেইজের একেবারে নিচে একটা ই-মেইল এড্রেস রয়েছে। azizZzahara@gmail.com, সেটাকে একটা কাগজে লিখে নিল এলা। ইমেইল এড্রেসটার নিচেই লেখা রয়েছে রুমির একটা কবিতা :

ভালোবাসাকেই বেছে নাও, প্রিয়! তুমি তো জানো, ভালোবাসাহীন জীবন কাটানো কত কষ্টের।

এই কবিতাটা পড়ার সময়েই হঠাৎ একেবারেই অদ্ভুত একটা চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল এলার মনের ভেতরে। এক মুহূর্তের জন্য যেন ওর মনে হলো, নিজের ব্লগে আজিজ জাহারা যা কিছু রেখেছে–ছবি, মন্তব্য, উদ্ধৃতি এবং কবিতাগুলো–সবই যেন লেখা হয়েছে কেবল এলার জন্য। সন্দেহ নেই, অদ্ভুত একটা চিন্তা; কিছুটা হাস্যকরও বটে। কিন্তু কেন জানি চিন্তাটা দারুণ স্বস্তি দিল ওকে।

●●●

বিকেলের দিকে জানালার পাশে বসে ছিল এলা। ক্লান্ত লাগছিল ওর, কিছুটা মনমরা। পিঠের উপর এসে পড়ছে সূর্যের কিরণ। রান্নাঘরের বাতাসে ভাসছে ব্রাউনি বিস্কিটের সুবাস, যেগুলো ওভেনে চড়িয়েছে ও। সামনে খোলা রয়েছে মধুর অবিশ্বাস, কিন্তু মাথার ভেতর এতসব চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে যে বইটার দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না। একবার মনে হলো যে ওর নিজেরও উচিত

BanglaBook.org

কিছু প্রধান প্রধান নিয়ম নীতি লিখে ফেলা। যেগুলোর নাম দেয়া যায়, প্রচণ্ড ঘরকুনো, সাদামাটা গৃহিণীর চল্লিশ নীতি।

'এক নাম্বার নীতি,' বিড়বিড় করে বলে উঠল ও। 'ভালোবাসা খুঁজে বেড়ানো বাদ দাও! অসম্ভব স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়ানো বন্ধ করো। চল্লিশ বছর বয়সের একজন বিবাহিত মহিলার জীবনে এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় আছে।'

কিন্তু নিজের কৌতুকটা নিজের কাছেই কেমন আবছা অস্বস্তিকর মনে হলো ওর, আরও বড় দুশ্চিন্তার কথা মনে করিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বড় মেয়েকে একটা ফোন করল ও। মানুষের বদলে ফোন ধরল অ্যানসারিং মেশিন।

'জিনেট, মা আমার,' বলল ও, 'আমি জানি যে স্কটকে ফোন করা উচিত হয়নি আমার। কিন্তু আমি তোমার খারাপ কিছু চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম যেন...'

থেমে গেল ও, আগে থেকে কেন কথাগুলো সাজিয়ে নেয়নি তাই ভেবে এখন প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছে। ওপাশ থেকে অ্যানসারিং মেশিনের রেকর্ড করার মৃদু খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেপ ঘুরে চলেছে, হাতে সময় বেশি নেই–চিন্তাটা আরও নার্ভাস করে তুলল ওকে।

'জিনেট, আমি যা করেছি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি জানি যে তোমাদের সবার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতে আমার সুখী থাকা উচিত। কিন্তু কি বলব, আমি আসলে... প্রচণ্ড অসুখী -'

ক্লিক। বন্ধ হয়ে গেছে অ্যানসারিং মেশিন। এইমাত্র যেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে তার কথা চিন্তা করে ঠাণ্ডা হয়ে এল এলার বুকের ভেতরটা। কি ভর করেছিল ওর মাথায়? ও নিজেও তো জানত না যে ও অসুখী। একজন মানুষ অবসাদে ভুগছে, অথচ সে নিজেই জানে না–এটা কি কখনও সম্ভব? তবে অদ্ভুত হলেও সত্যি, নিজের সুখের অভাবের কথা স্বীকার করার পর কেন জানি খারাপ লাগছে না ওর। সত্যি কথা বলতে, ইদানীং আর কোনো অনুভূতিই কাজ করছে না ওর মধ্যে।

যে কাগজটায় আজিজ জাহারার ইমেইল এড্রেস লিখে রেখেছিল সেটার দিকে চলে গেল এলার চোখ। অত্যন্ত স্বাভাবিক, নিরীহ একটা ঠিকানা। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এলাকে ডাকছে ওটা। তেমন কোনো চিন্তা না করেই কম্পিউটারের কাছে এগিয়ে গেল এলা, একটা ইমেইল লিখতে শুরু করল।

প্রিয় আজিজ জাহারা,
আমার নাম এলা। এই মুহূর্তে লিটারেরি এজেন্সির একজন পাঠক হিসেবে আপনার উপন্যাস, মধুর অবিশ্বাস পড়ছি আমি। সবে শুরু করেছি, তবে খুবই ভালো লাগছে পড়তে। তবে এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিমত, এবং

BanglaBook.org

আমার বসের মতামত থেকে সম্পূর্ণ আলাদাও হতে পারে। আপনার উপন্যাস আমার ভালো লাগুক আর না লাগুক, শেষ পর্যন্ত আপনাকে আমরা ক্লায়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করব কি না সেই সিদ্ধান্তের ভার আমার উপরে নেই। আপনার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, আপনি বিশ্বাস করেন যে ভালোবাসাই জীবনের মূল উপাদান, এবং আর কোনো কিছুরই কোনো গুরুত্ব নেই। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত নই। তবে এ কারণে আপনার কাছে লিখতে বসিনি আমি। আমি লিখছি কারণ যে "সময়ে" আমি মধুর অবিশ্বাস পড়তে বসেছি তা অত্যন্ত অদ্ভুত একটা সময়, অন্তত আমার জন্য। এই মুহূর্তে আমি চেষ্টা করছি আমার বড় মেয়ের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার, তাকে বোঝাতে চাইছি যে এত অল্প বয়সে বিয়ে করা ঠিক হবে না। গতকালই ওর বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করেও একই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি। এখন আমার মেয়ে আমার উপর দারুণ ক্ষেপে আছে, কথাই বলতে চাইছে না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনার সাথে আমার মেয়ের খুব ভালো মিলত। হাজার হোক, ভালোবাসার ব্যাপারে আপনাদের দুজনেরই মনোভাব এক। এভাবে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে লেখার জন্য মাফ করবেন। এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আপনার ব্যক্তিগত ব্লগে (ইমেইল এড্রেসটা সেখানেই পেয়েছি) বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে আপনি গুয়াতেমালায় আছেন। পুরো পৃথিবী এভাবে ঘুরে বেড়ানোটা নিশ্চয়ই খুব মজার কাজ। যদি কখনও বোস্টনে আসেন, তাহলে দেখা করতে পারি আমরা, কফি খেতে খেতে গল্প করতে পারি।

শুভেচ্ছা রইল,
এলা।

আজিজের কাছে এলার প্রথম ইমেইলকে যতটা না চিঠি বলা যায়, তার চাইতে বেশি বলা যায় সাহায্যের আবেদন। কিন্তু ব্যাপারটা তখন এলা মোটেই বুঝতে পারেনি। অন্ধকার, নিস্তব্ধ কিচেনে বসে অচেনা এক লেখকের কাছে ইমেইল লেখায় ব্যস্ত ছিল ও, ওই মুহূর্তে বা ভবিষ্যতে যার সাথে দেখা করার কথা চিন্তাও করেনি কখনও।

BanglaBook.org

আশ্রমপ্রধান

বাগদাদ, এপ্রিল ১২৪২

বাগদাদের মানুষ যদিও শামস তাবরিজির আগমনের দিনটি মনে রাখেনি, কিন্তু যেদিন সে আমাদের আশ্রমে পা রাখল সে দিনটার কথা কখনও ভুলব না আমি। সেই দিন বিকেলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু অতিথি এসেছিল আমাদের এখানে। নিজের কিছু অনুচর নিয়ে এসেছিলেন খোদ প্রধান বিচারক। আমার ধারণা, নিছক সামাজিকতা বাদেও অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল তার আগমনের পেছনে। সুফিবাদকে তিনি পছন্দ করেন না বলেই জানে সবাই। বিচারক আসলে আমাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন যে আমাদের উপরে তার চোখ আছে, ঠিক যেভাবে এই এলাকার প্রত্যেক সুফিকেই নজরদারীর উপরে রেখেছেন তিনি।

বিচারক একজন উচ্চাকাঙ্খী মানুষ। চওড়া মুখ, বড়সড় ভুঁড়ি, আর দামী দামী আংটিতে সাজানো খাটো, মোটা আঙুল তার। প্রচুর খান তিনি, যেটা তার বন্ধ করা উচিত। কিন্তু আমার সন্দেহ, কেউ তাকে সেটা মনে করিয়ে দেয়ার সাহস পায় না, এমন কি তার চিকিৎসকও না। তার পূর্বপুরুষরা সবাই ছিলেন বিখ্যাত ধর্মীয় গবেষক, সেই হিসেবে এই এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে ধরা হয় তাকে। মুখের একটি কথায় যে কোনো মানুষকে ফাঁসিতে চড়াতে পারেন তিনি, এবং একই ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন কোনো প্রমাণিত অপরাধীকে। পরনে সব সময় দামী চামড়ার কোট আর জামাকাপড় থাকে তার, এবং চলাফেরায় ঠিকরে পড়ে আত্মবিশ্বাস। এই অহংকারী ব্যক্তিটিকে আমার ঠিক পছন্দ নয়, কিন্তু আমাদের সুফি আশ্রমের দিকে তাকিয়ে হলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে হয় আমাকে।

'পৃথিবীর সেরা শহরে বাস করছি আমরা,' মুখে একটা পাকা ডুমুর পুরে ঘোষণা করলেন বিচারক। 'কিন্তু আজ, মোঙ্গল সেনাবাহিনীর অত্যাচারে পালিয়ে আসা মানুষের ভীড়ে ভরে গেছে বাগদাদ। তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছি আমরা। এটাই তো পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু, কি বলেন আপনি, বাবা জামান?'

BanglaBook.org

'সত্যিই অসাধারণ এক শহর এটা, সন্দেহ নেই,' সাবধানে জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে শহর-নগর হচ্ছে মানুষের মতো। জন্ম হয় তাদের, শৈশব আর কৈশোর পার করে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তারপর এক সময় মারা যায়। এই মুহূর্তে বাগদাদের যৌবনের শেষভাগ চলছে। খলিফা হারুন অর রশিদের সময় যে সম্পদের অধিকারী ছিলাম আমরা, এখন আর তা নেই। যদিও এখনও সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য এবং সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গর্ব করতে পারি আমরা। কিন্তু কে জানে, আজ থেকে এক হাজার বছর পরে এই শহরের অবস্থা কেমন হবে? সব যদি বদলে যায় তাহলেও অবাক হব না আমি।'

'নিরাশাবাদী লোকজন,' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন বিচারক, তারপর একটা বাটির দিকে হাত বাড়িয়ে একটা খেজুর তুলে নিলেন। 'আব্বাসীয় বংশের শাসন কখনও শেষ হবে না, বুঝেছেন? আরও উন্নতি করব আমরা। অবশ্য সেটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতকদের আমরা চিহ্নিত করতে পারব। এমন অনেকেই আছে যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু ইসলামকে তারা যেভাবে ব্যাখ্যা করে তা বিধর্মীদের হুমকির চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক।'

এবার চুপ করে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করলাম আমি। সবাই জানে যে সুফি এবং সাধকদের বিপজ্জনক মনে করেন বিচারক, তাদের রহস্যময় কথাবার্তা তার ঠিক পছন্দ নয়। তার মতামত অনুযায়ী আমরা আমাদের ধর্মীয় আইনের দিকে কোনো লক্ষ্য রাখি না, এবং তার মতো উঁচুপদের মানুষদের সম্মান দেখাই না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, বাগদাদ থেকে সকল সুফিকে লাথি মেরে বের করে দিতে পারলেই তিনি খুশি হতেন।

'আপনার আশ্রমে যারা আছে তাদের নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে কিছু কিছু সুফি সীমা লঙ্ঘন করে বসে আছে?' দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে প্রশ্ন করলেন বিচারক।

এই প্রশ্নের কি জবাব দেবো বুঝতে পারলাম না। তবে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, সেই মুহূর্তেই দরজায় টোকা দিল কেউ। সেই লাল চুলো শিক্ষানবিস। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে সম্মান দেখাল সে, তারপর আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল যে কেউ একজন আমার সাথে দেখা করতে চায়। একজন ভবঘুরে দরবেশ, যে আমার সাথে ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলতে রাজি নয়।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়তো আমি নবিসকে বলতাম যে দরবেশকে একটা নিরিবিলি কামরায় নিয়ে যেতে, তারপর গরম খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে। নিশ্চিত করতাম যে অতিথিরা চলে যাওয়া পর্যন্ত যেন সে অপেক্ষা করে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু বিচারকের সাথে একটা

ঠাণ্ডা পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে, তাই ভাবলাম যে ওই দরবেশকে এখানে নিয়ে আসা উচিত। হয়তো দূর দূরান্তের অজানা দেশের নানা রকম গল্প বলে পরিস্থিতি হালকা করে তুলতে পারবে সে। তাই নবিসকে বললাম, দরবেশকে যেন এখানেই নিয়ে আসা হয়।

কয়েক মিনিট পরেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল আপাদমস্তক কালো পোশাক পরা একজন মানুষ। হালকা পাতলা, কঙ্কালসার শরীর তার, বয়স বোঝার কোনো উপায় নেই। খাড়া নাক, কোটরে বসা কুচকুচে কালো তীক্ষ্ণ চোখ, আর কোঁকড়ানো, ঘন কালো চুল। চোখের উপরে এসে পড়েছে সেগুলো। পরনে লম্বা আলখাল্লা, উলের তৈরি মোটা চাদর আর ভেড়ার চামড়ার জুতো। গলায় বেশ কয়েকটা তাবিজ ঝুলছে। এক হাতে একটা কাঠের বাটি। সুফি দরবেশরা সাধারণত এমন বাটি সাথে রাখে অন্যের দেয়া সাহায্য গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেদের আত্মাভিমান এবং অহংকারকে পরাজিত করার জন্য। বুঝতে পারলাম, আমার সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সে সমাজে রীতিনীতি বা বিচারের ধার ধরে না। লোকে যে তাকে বাউণ্ডুলে ভিখারি বলে ভুল করতে পারে এই চিন্তা তাকে কোনোভাবেই বিচলিত করতে পারেনি।

যেই মুহূর্তে তাকে দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখলাম আমি, বুঝতে পারলাম যে এই মানুষটি অন্য সবার চাইতে আলাদা। তার চোখের ভাষায়, তার শারীরিক ভঙ্গিমায়, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন এই কথাই লেখা রয়েছে। যেন ছোট্ট কোনো বীজ, দেখতে একেবারেই নিরীহ। কিন্তু তার মাঝে ইতোমধ্যেই উঁকি দিতে শুরু করেছে বিশাল এক মহীরুহের সম্ভাবনা। সেই কুচকুচে কালো চোখগুলো এখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে করে একবার মাথা ঝাঁকাল সে।

'আমাদের আশ্রমে স্বাগতম, দরবেশ,' বললাম আমি, তারপর আমার সামনে রাখা আসনগুলোর একটার দিকে ইঙ্গিত করে বসতে আহ্বান জানালাম তাকে।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানাল দরবেশ, তারপর আমার দেখানো জায়গায় এসে বসে পড়ল। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করছে তার চোখ, প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন মুখস্ত করে নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিচারকের উপর এসে স্থির হলো তার দৃষ্টি। পুরো এক মিনিট সময় ধরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুজন, কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। পরস্পরের প্রতি তাদের মনে কি ধারণা তৈরি হয়েছে তা জানার ইচ্ছে হলো আমার। দেখাই তো যাচ্ছে যে দুজন সম্পূর্ণ দুই মেরুর।

দরবেশকে ঈষদুষ্ণ ছাগলের দুধ, মিষ্টি ডুমুর আর খেজুর খাওয়ার আহবান জানালাম আমি, কিন্তু প্রতিবারই সে প্রত্যাখ্যান করল। যখন তার নাম জানতে

চাইলাম, তখন নিজেকে তাবরিজের অধিবাসী শামস বলে পরিচয় দিল সে। বলল, সে একজন ভবঘুরে দরবেশ, যে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে।

'তাকে কি খুঁজে পেয়েছ তুমি?' জানতে চাইলাম আমি।

কিসের যেন ছায়া দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল দরবেশের চেহারায়। 'সত্যি কথা বলতে, তিনি আমার সাথেই ছিলেন সব সময়,' বলল সে।

বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে উঠল বিচারকের ঠোঁটে, এবং সেটাকে লুকানোর কোনো চেষ্টাই করলেন না তিনি। 'তোমাদের মতো দরবেশরা জীবনকে এত কঠিন করে তোলে কেন এটাই আমার মাথায় ঢোকে না,' বললেন তিনি। 'স্রষ্টা যদি তোমার সাথেই থাকবেন, তাহলে তার সন্ধানে এই দীর্ঘ সময় কেন ঘুরে ঘুরে কাটালে তুমি?'

ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে ফেলল শামস তাবরিজি, এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল। যখন আবার মুখ তুলে তাকাল, তখন তার চেহারা শান্ত। মাপা গলায় বলল সে, 'কারণ যদিও এটা প্রমাণিত সত্য যে স্রষ্টাকে কখনও খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু কেবল তারাই তাকে পায় যারা তাকে খোঁজে।'

'সব কেবল কথার খেলা,' নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বলে উঠলেন বিচারক। 'তুমি কি বলতে চাইছ যে সারা জীবন যদি একই জায়গায় থাকে কেউ, তাহলে তার পক্ষে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়? সম্পূর্ণ বাজে কথা। সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তোমার মতো ছেঁড়া কাপড় পরে রাস্তায় নামার প্রয়োজন হয় না, বুঝলে?'

পুরো কামরার মাঝে হাসির হল্লা বয়ে গেল, কারণ সবাই বিচারকের সাথে একাত্মতা দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। উঁচু পর্দার, আত্মবিশ্বাসবিহীন, অসুখী মানুষের হাসি। এমন কিছু মানুষের হাসি, যারা উঁচু পদে আসীন লোকজনের চাটুকারি করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। বিচারক আর দরবেশকে একই জায়গায় নিয়ে আসার বুদ্ধিটা খুব একটা ভালো হয়নি।

'হয়তো আমার কথা আপনি বুঝতে পারেননি। আমি এটা কখনই বলিনি যে কেউ যদি সারা জীবন নিজের জন্মস্থানে কাটিয়ে দেয় তাহলে সে স্রষ্টাকে খুঁজে পাবে না। সেটা অবশ্যই সম্ভব,' বলল দরবেশ। 'এমন অনেক মানুষই আছে যারা কখনও কোথাও যায়নি, অথচ সারা পৃথিবীকে দেখেছে।'

'ঠিক বলেছ!' বিজয়ের হাসি ফুটল বিচারকের মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই দরবেশ যা বলল তাতে সেই হাসি আবার সাথে সাথে মিলিয়েও গেল।

'আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, হে বিচারক, তা হচ্ছে–আজ আপনি যা পরে আছেন, সেই দামী চামড়ার কোট, রেশমি পোশাক আর অলংকার পরা অবস্থায় কেউ কখনও সৃষ্টিকর্তার দেখা পেতে পারে না।'

BanglaBook.org

বজ্রাহত নীরবতা নেমে এল কামরার ভেতর, যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল সবাই। বুকের ভেতর দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা, যেন আরও বড় কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছি। যদিও এর চাইতে বড় কোনো ঘটনা আর কি হতে পারে, আমার জানা নেই।

'একজন দরবেশ হিসেবে তোমার জিভ খুব বেশি ধারালো,' বললেন বিচারক।

'যখন কোনো কিছু বলার দরকার হয়, তা আমি বলে দিই। তখন এমনকি পুরো পৃথিবীও যদি আমার গলা চেপে ধরে চুপ থাকতে বলে, তবুও আমি তার কেয়ার করি না।'

কুঁচকে উঠল বিচারকের ভ্রু। কিন্তু তারপর কি মনে করে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'বেশ, বেশ,' বললেন তিনি। 'তাহলে তো মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাকেই আমাদের দরকার। একটু আগেই এই শহরের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা। তুমি তো অনেক জায়গা দেখেছ। বাগদাদের চাইতে সুন্দর কোনো শহর আছে কি?'

মৃদু গলায়, ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করল শামস, প্রত্যেকের মুখের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল তার দৃষ্টি। 'বাগদাদ যে অনন্য এক নগরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীর বুকে কোনো সৌন্দর্যই অনন্তকাল টিকে থাকতে পারে না। শহরের ভিত গড়ে ওঠে আধ্যাত্মিক খুঁটির উপর ভর করে। শহরের বাসিন্দাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় সেই শহরের মাঝে, ঠিক যেন বিশাল কোনো আয়না। যদি তাদের হৃদয়ে অন্ধকার বাসা বাঁধে, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তারা; তাহলে সেই শহরও তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এমনটাই ঘটে, এবং বরাবর তাই হয়ে আসছে।'

নিজের অজান্তেই মাথা ঝাঁকালাম আমি। আমার দিকে তাকাল শামস তাবরিজি, মুহূর্তের জন্য সরে এল তার মনোযোগ। তার চোখে বন্ধুত্বের ছোঁয়া দেখতে পেলাম আমি। মনে হলো, যেন এক জোড়া জ্বলন্ত সূর্যকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিল কেউ। তখনই আমি বুঝতে পারলাম তার নামের সার্থকতা কতখানি। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর এই মানুষটি, যা তাকে একটি আগুনের গোলার মতোই ভাস্বর, দীপ্যমান করে তুলেছে। সত্যিই সে শামস, যার অর্থ "সূর্য"।

কিন্তু বিচারক তার সাথে একমত হতে পারলেন না। 'তোমাদের মতো সুফিদের কাজই হচ্ছে সব কিছুকে জটিল করে তোলা। দার্শনিক আর কবিরাও এই একই কাজ করে! এত কথা বলার কি দরকার? মানুষ খুবই সাধারণ প্রাণী, তার প্রয়োজনগুলোও খুবই সামান্য। আর তাদের নেতাদের কাজ হচ্ছে সেই প্রয়োজনগুলো ঠিকভাবে মেটানো হচ্ছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখা, সেই সাথে খেয়াল রাখা যেন তারা কেউ বিপথে না যায়। আর এই কাজ করতে হলে ধর্মীয় আইনকে নিখুঁতভাবে মেনে চলা ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

BanglaBook.org

'ধর্মীয় আইনসমূহকে তুলনা করা যায় একটি মোমবাতির সাথে,' বলল শামস তাবরিজি। 'যা আমাদের মূল্যবান আলো দেয়। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে মোমবাতির মূল কাজ হচ্ছে আমাদের অন্ধকারের মাঝে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সাহায্য করা। আমরা যদি আমাদের গন্তব্যকে ভুলে যাই, এবং মোমবাতির দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রাখি, তাহলে কি লাভ হলো?'

ভ্রু কোঁচকালেন বিচারক, লাল হয়ে উঠল তার মুখ। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি। যেই মানুষের কাজই হচ্ছে ধর্মের আইন অনুযায়ী লোকজনের বিচার করা, এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের শাস্তির বিধান দেয়া; তার সাথে সেই আইনের গুরুত্ব নিয়ে তর্কে নামতে যাওয়া কোনোভাবেই সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়। শামস কি তা বুঝতে পারছে না?

দরবেশকে কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা যুৎসই অযুহাত খুঁজছি আমি, এই সময় হঠাৎ তাকে বলতে শুনলাম, 'এই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি নীতি আছে।'

'কি নীতি?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলেন বিচারক।

সোজা হয়ে বসল শামস তাবরিজি, চোখগুলো এমনভাবে স্থির হয়ে এল যেন কোনো অদৃশ্য বই দেখে দেখে পড়ছে সে। তারপর বলে উঠল

'প্রত্যেক পাঠকের জন্যই পবিত্র কোরআনকে বোঝার ক্ষমতা আলাদা আলাদা, যা নির্ভর করে তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার উপর। এই বুদ্ধিমত্তার চারটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো বাইরের অর্থ। বেশিরভাগ মানুষ এই অর্থটুকু বুঝেই সন্তুষ্ট থাকে। পরবর্তী পর্যায়ের নাম বাতম–বা ভেতরের অর্থ। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ভেতরের মধ্যকার ভেতরের অর্থ। আর চতুর্থ পর্যায়টি এতই গভীর যে তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ফলে তা চিরকালই বর্ণনার বাইরে থেকে যায়।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শামসের চোখ। বলে চলল সে, 'যে সব গবেষকরা ধর্মীয় আইনের উপর মনোযোগ দেন তারা কেবল বাইরের অর্থটুকু বুঝতে পারেন। সুফিরা বোঝেন ভেতরের অর্থ। সাধকরা বোঝেন ভেতরের মধ্যকার ভেতরের অর্থ। আর চতুর্থ পর্যায়ের জ্ঞানটুকুর সন্ধান পান কেবল তারা, যারা নবী এবং সৃষ্টিকর্তার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, কোরআনের অর্থ ধর্মীয় গবেষকদের চাইতে একজন সামান্য সুফিও ভালো বোঝে?' হাতে ধরা ডুমুরের বাটিতে আঙুলের টোকা মারতে মারতে বলে উঠলেন বিচারক।

এক টুকরো মৃদু হাসি ফুটে উঠল দরবেশের ঠোঁটে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে।

'খুব সাবধান, বন্ধু,' বললেন বিচারক। 'তুমি যা বলছ, তার সাথে অবিশ্বাস এবং ধর্মদ্রোহীতার তফাত খুব সামান্যই আছে।'

BanglaBook.org

কথাগুলোর মাঝে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে, কিন্তু সে দিকে দরবেশ খেয়াল করেছে বলে মনে হলো না। 'অবিশ্বাস বলতে আসলে ঠিক কি বোঝায়?' প্রশ্ন করল সে, তারপর বড় একটা দম নিয়ে বলল, 'আপনাদের একটা গল্প শোনাই তাহলে।'

সে আমাদের যা বলল তা হলো এই

একদিন নবী মুসা পাহাড়ের উপর একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এই সময় দূরে এক রাখালকে দেখতে পেলেন। লোকটা হাঁটু গেঁড়ে বসে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করছিল। তাই দেখে মুসা বেশ খুশি হলেন। কিন্তু যখন তিনি তার কাছাকাছি গেলেন, তখন তার প্রার্থনার কথাগুলো শুনে দারুণ অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

"ওহ, আমার প্রিয় স্রষ্টা। তুমি জানো না, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। তুমি যদি বলো, তাহলে তোমার জন্য সব কিছু করতে রাজি আছি আমি। এমনকি তুমি যদি বলো যে আমার পালের সবচেয়ে মোটাসোটা ভেড়াটিকে তোমার নামে কুরবানি দিতে, তবে আমি নির্দ্বিধায় তাই করব। তখন তুমি তাকে আগুনে ঝলসে খেতে পারবে, তারপর লেজের চর্বি দিয়ে রান্না করতে পারবে সুস্বাদু ভাত।"

ধীরে ধীরে তার আরও কাছে এগিয়ে গেলেন মুসা, কান পেতে শুনছেন লোকটার কথা।

"তারপর আমি তোমার পা ধুইয়ে দেবো, কান পরিষ্কার করে দেবো, উকুন বেছে দেবো। এই হলো তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার প্রমাণ।"

আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না মুসা। এবার চিৎকার করে রাখালকে ডাক দিলেন তিনি। "এই যে, নির্বোধ! এবার থামো। এসব কি করছ তুমি? তোমার কি মনে হয় স্রষ্টা ভাত খান? তার পা ধুইয়ে দিতে চাও তুমি, অথচ সত্যিই কি পা আছে তার? একে প্রার্থনা বলে না। এ হচ্ছে পুরোপুরি অবিশ্বাস।"

অবাক হয়ে গেল রাখাল, এবং লজ্জাও পেল খুব। বারবার মুসার কাছে ক্ষমা চাইল সে, ভদ্রলোকেরা যেভাবে প্রার্থনা করে সেভাবে প্রার্থনা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। সেই দিনই তাকে বেশ কিছু প্রার্থনা শিখিয়ে দিলেন নবী মুসা। তারপর তিনি নিজের পথে চলে গেলেন, একজন মানুষকে সৃষ্টিকর্তার পথ দেখাতে পেরেছেন বলে দারুণ খুশি।

কিন্তু সেই রাতেই মুসা একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। সেটি ছিল সৃষ্টিকর্তার।

"ওহ, মুসা, এ তুমি কি করেছ? বেচারা রাখালকে ধমক দিয়েছ তুমি, অথচ তোমার জানা নেই যে সে আমার কতটা প্রিয়। হয়তো সে সঠিকভাবে সঠিক কথাগুলো বলতে শেখেনি, কিন্তু তার ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই।

BanglaBook.org

তার হৃদয় বিশুদ্ধ, তার উদ্দেশ্য সৎ। তার প্রতি আমি অত্যন্ত সদয় ছিলাম। তার কথাগুলো হয়তো তোমার কানে অবিশ্বাস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা ছিল মধুর অবিশ্বাস।"

সাথে সাথে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন মুসা। পরদিন ভোরে উঠেই সেই পাহাড়ে ফিরে গেলেন তিনি, যেখানে রাখালের দেখা পেয়েছিলেন। দেখলেন, এখনও প্রার্থনা করছে সে। তবে আগের উপায়ে নয়, বরং মুসার শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে। এবং প্রার্থনায় যেন কোনো ভুলচুক না হয় সেদিকে তার এত বেশি খেয়াল যে তুতলে যাচ্ছে তার কথাবার্তা। আগের সেই আবেগ এখন আর নেই তার মাঝে। লোকটার মাঝে এই পরিবর্তনের জন্য তিনিই দায়ী, ভেবে দারুণ অনুশোচনা তৈরি হলো নবীর মাঝে। রাখালের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, তারপর তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "বন্ধু আমার, আমি ভুল করেছিলাম। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার নিজের উপায়েই প্রার্থনা করো তুমি। সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে সেটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।"

এই কথা শুনে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল মেষপালক, কিন্তু তার চাইতেও বেশি স্বস্তি পেল সে। তবে এখন আর আগের সেই প্রার্থনার উপায়ে ফিরে যেতে চাইল না সে, এবং মুসার শিখিয়ে দেয়া উপায়েও প্রার্থনা করল না। সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ করার নতুন এক উপায় খুঁজে পেয়েছে সে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি আগের সেই অবোধ ভালোবাসা তাকে তৃপ্তি এবং আশীর্বাদের সন্ধান দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন সে তার সেই মধুর অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে এসেছে।

"সুতরাং বুঝতেই পারছেন, মানুষ কিভাবে সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সেটা তাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার,' বলে উপসংহার টানল শামস। 'প্রত্যেকেরই প্রার্থনার নিজস্ব পথ আছে। স্রষ্টা আমাদের মুখের কথা শোনেন না। তিনি আমাদের হৃদয়ের গভীরে দেখেন। আমাদের ধর্মীয় আচার আচরণ বা উৎসবে কিছু যায় আসে না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আমাদের হৃদয়ের বিশুদ্ধতা।'

বিচারকের দিকে তাকালাম আমি। চেহারায় কোনো বিকার নেই তার, এখনও সম্পূর্ণ শান্ত। তা সত্ত্বেও ঠিকই বুঝতে পারলাম যে ভেতরে ভেতরে রাগে কাঁপছেন তিনি। তবে বোকা বলা যায় না তাকে, পরিস্থিতির মাঝে লুকিয়ে থাকা ফাঁদ ঠিকই তার চোখে পড়েছে। এখন যদি শামসের গল্পটা শুনে রাগ দেখান তিনি, তাহলে তার বেয়াদবীর জন্য শাস্তি দিতে হবে তাকে। আর সে ক্ষেত্রে পানি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠবে, সবাই জেনে যাবে যে এক সামান্য দরবেশ এসে প্রধান বিচারককে অপমান করার সাহস পেয়েছে। তাই এই মুহূর্তে তার উচিত হবে এমন ভাব করা যেন কিছুই ঘটেনি, সব ঠিকঠাক আছে।

BanglaBook.org

বাইরে সূর্য ডুবতে বসেছে। আবির রঙে ছেয়ে গেছে আকাশ, তার মাঝখানে কোথাও কোথাও ধূসর মেঘ। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন বিচারক, বললেন যে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আমার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকালেন তিনি, আর শামসের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে। নিঃশব্দে তার পিছু নিল তার সঙ্গীরা।

'মনে হচ্ছে বিচারক মহোদয় তোমাকে খুব একটা পছন্দ করেননি, বন্ধু,' সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পরে বললাম আমি।

চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে হাসল শামস তাবরিজি। 'তাতে কোনো অসুবিধে নেই। লোকজন সাধারণত আমাকে পছন্দ করে না, এবং এতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

কিছুটা উত্তেজনার ছোঁয়া অনুভব করলাম আমি। বহু দিন ধরে এই আশ্রমের প্রধান আমি, এবং সেই অভিজ্ঞতার কারণেই বুঝতে পারছি যে এমন অতিথির দেখা সাধারণত পাওয়া যায় না।

'বলো আমাকে, দরবেশ,' প্রশ্ন করলাম আমি, 'কি উদ্দেশ্যে বাগদাদে আগমন তোমার?'

প্রশ্নটার উত্তর শোনার জন্য অধীর আগ্রহ জেগেছে আমার মনে, কিন্তু একই সাথে জেগেছে অদ্ভুত এক ভয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এলা

নর্দাম্পটন, ২০ মে, ২০০৮

বেলি ড্যান্সার আর দরবেশরা ভীড় করে এল এলার স্বপ্নে, যে রাতে তার স্বামী বাড়ি ফিরল না। পাণ্ডুলিপির উপর মাথা রেখেই কখন যেন ঘুমিয়ে গিয়েছিল ও। স্বপ্নে দেখল, রুক্ষ চেহারার সৈনিকরা রাস্তার পাশে সরাইখানায় বসে খাবার খাচ্ছে, সুস্বাদু খাবার আর পিঠায় ভর্তি হয়ে আছে তাদের সামনের থালা।

তারপর নিজেকে দেখতে পেল ও। মনে হলো যেন দূর বিদেশের কোনো এক দেশের জনাকীর্ণ শহরে এক বাজারের মাঝে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ও। চারপাশে ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষজন, মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য কোনো বাঁশির গোপন সুরে নাচছে তারা। ঝোলা গোঁফওয়ালা এক মোটাসোটা লোককে থামিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাইল ও, কিন্তু তারপরেই আবিষ্কার করল যে প্রশ্নটা ওর মনে নেই। লোকটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর আবার অন্য দিকে চলে গেল। কয়েকজন দোকানী আর খদ্দেরের সাথেও কথা বলতে চাইল এলা, কিন্তু কেউ মনোযোগ দিল না ওর দিকে। প্রথমে মনে হলো, ওদের ভাষা জানা নেই বলেই বোধহয় কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। তারপর কি মনে হতে নিজের মুখ স্পর্শ করল ও, এবং তীব্র আতঙ্ক নিয়ে অনুভব করল, কেটে ফেলা হয়েছে ওর জিভটা। ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা আয়না খুঁজতে লাগল ও, দেখতে চাইছে যে এখনও সেই আগের মানুষটাই আছে কি না সে। কিন্তু পুরো বাজারে কোথাও একটা আয়না পাওয়া গেল না। কাঁদতে শুরু করল এলা, তারপর বিদঘুটে একটা শব্দ করে জেগে উঠল ঘুম থেকে, যেন নিশ্চিত হতে পারছে না যে সত্যিই জিভটা এখনও ওর মুখের ভেতর আছে কি না।

চোখ খোলার পর এলা শুনতে পেল, পেছনের দরজায় বারবার আঁচড়াচ্ছে কেউ একজন। কে জানে, হয়তো বারান্দায় কোনো বুনো জন্তু উঠে এসেছিল, তাকে দেখেই ক্ষেপে উঠেছে কুকুরটা। স্কাঙ্ক দেখলে বেশ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে সে। গত শীতে একটা স্কাঙ্ক আক্রমণ করেছিল ওকে, সেই স্মৃতি এখনও মিলিয়ে যায়নি। কুকুরটার শরীর থেকে সেই ভয়াবহ দুর্গন্ধ দূর করতে বেশ

BanglaBook.org

কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে গিয়েছিল। এমনকি টমেটো জুস ভর্তি বাথটাবে গোসল করানোর পরেও সেই গন্ধ যায়নি, মনে হচ্ছিল যেন রাবার পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ ঘরের ভেতরে।

দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকাল এলা। রাত পৌনে তিনটে বাজে। ডেভিড এখনও ফেরেনি, আজ রাতে আর ফিরবে বলেও মনে হচ্ছে না। জিনেটের কাছ থেকে কোনো ফোন আসেনি। এলার কেন যেন মনে হতে লাগল, আর ফোন করবে না জিনেট। স্বামী এবং মেয়ের কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে যাওয়ার ভয় বুকে নিয়ে ফ্রিজের দরজাটা খুলল এলা, কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল ভেতরে। চেরি ভ্যানিলা আইসক্রিম খাওয়ার ইচ্ছে হলো একবার, কিন্তু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে শেষ পর্যন্ত বেশ কষ্ট করে নিজেকে সরিয়ে আনল সেখান থেকে। দড়াম করে বন্ধ করে দিল ফ্রিজের দরজাটা, প্রয়োজনের চাইতে একটু বেশিই জোরে।

অগত্যা একটা রেড ওয়াইনের বোতল খুলল এলা, ঢেলে নিল এক গ্লাস। ওয়াইনটা ভালো, বেশ হালকা। কোথায় যেন একটা তেঁতো-মিষ্টি ভাব আছে, যেটা এলার বেশ পছন্দ হলো। তবে দ্বিতীয় গ্লাসটা যখন ঢালতে যাচ্ছে, তখনই ওর মনে হলো যে খুব সম্ভব ডেভিডের দামি বোরদ্যু ওয়াইনগুলোর একটা বোতল খুলে ফেলেছে ও। বোতলের লেবেলে কি লেখা রয়েছে পড়ল ও–শ্যাতো মারগো ১৯৯৬। এ থেকে কি বোঝা যায় মাথায় ঢুকল না এলার। ভ্রু কুঁচকে বোতলটার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

খুব বেশি ক্লান্তি লাগছে ওর, এবং ঘুমও আসছে বেশ। এই অবস্থায় আর পড়া সম্ভব নয়। অগত্যা ইমেইল চেক করার সিদ্ধান্ত নিল ও। পাঁচ-ছয়টা জাংক মেইল আছে, সেই সাথে মিশেলের কাছ থেকে একটা মেইল। পাণ্ডুলিপির অগ্রগতি কেমন জানতে চেয়েছে সে। আর হ্যাঁ, সেই সাথে রয়েছে আজিজ জাহারার কাছ থেকে আসা একটা ইমেইল।

প্রিয় এলা (যদি প্রিয় বলার অনুমতি পাই আর কি),
আপনার ইমেইল যখন পেলাম তখন আমি গুয়াতেমালার একটি গ্রামে, যার নাম মোমোসতেনাংগো। এটা হচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটা জায়গার একটা, যারা এখনও মায়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে। আমার হোস্টেলের ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে একটা ইচ্ছে গাছ। তার সারা শরীরে বাঁধা অজস্র রঙ আর নকশার কাপড়। সবাই এই গাছের নাম দিয়েছে ভগ্নহৃদয়ের গাছ। যাদের মন ভেঙে গেছে, তারা একটি কাগজে নিজেদের নাম লিখে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়, আর প্রার্থনা করে যেন সেরে যায় তাদের মন ভাঙার ব্যথা। আপনার ইমেইল পড়ার পর আমি ইচ্ছে গাছের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছি যেন আপনার মেয়ের সাথে আপনার ভুল বোঝাবুঝিটা ঠিক হয়ে যায়। আশা করি আপনি

BanglaBook.org

কিছু মনে করেননি। ভালোবাসার একটি বিন্দুকেও কখনও অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। কারণ রুমি বলেছেন, ভালোবাসা হচ্ছে জীবনের জন্য পানির সমান। এই কথাটিই অতীতে আমাকে সাহায্য করেছে আমার চারপাশের মানুষের জীবনে হস্তক্ষেপ না করে বেঁচে থাকতে, উৎসাহ দিয়েছে তাদের পরিবর্তন না করে বাঁচে থাকতে। কারও জীবনে অনুপ্রবেশ না করে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করাই আমার মতে সর্বোত্তম পথ। কেউ কেউ হয়তো "আত্মসমর্পণ" কে দুর্বলতার সাথে তুলনা করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক তার উল্টো। আত্মসমর্পণ হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে মহাবিশ্বের সকল শর্তকে মেনে নেয়া, যেগুলোর মাঝে সে সব জিনিসও আছে যাদের আমরা পরিবর্তন করতে পারি না, বা বুঝতে পারি না। মায়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে আজ একটি শুভ দিন। তারকামণ্ডলীর মাঝে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে, যার ফলে উন্মোচিত হবে মানব চেতনার নতুন দিগন্ত। সূর্য ডোবার আগেই আপনাকে ইমেইলটা পাঠাতে হবে আমার। আশা করব ভালোবাসা আপনাকে খুঁজে নেবে এমন কোনো জায়গায়, এমন কোনো পরিস্থিতিতে, যেখানে আপনি মোটেই আশা করবেন না।
আজিজ

ল্যাপটপ বন্ধ করে রাখল এলা। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে কোনো এক আগন্তুক তার জন্য প্রার্থনা করেছে জেনে সত্যিই বিস্মিত হয়েছে ওর ভেতরটা। চোখ বন্ধ করল ও, কল্পনার চোখে দেখতে চাইল যে এক ইচ্ছে গাছের ডালে ঝুলছে ওর নাম লেখা একটি কাগজ, যেন মুক্ত বাতাসে উড়ছে একটি ঘুড়ি।

কয়েক মিনিট পর কিচেনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ও। বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা একটা ভাব। স্পিরিট এসে দাঁড়াল ওর পাশে। কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে সে, মৃদু গরগর শব্দ করতে করতে বাতাস শুঁকছে। ছোট হয়ে এল কুকুরটার চোখগুলো, তারপর আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কানগুলো খাড়া হয়ে উঠছে বারবার, যেন দূরে কোনো ভয়ের চিহ্ন ধরতে পেরেছে সে। বসন্তের চাঁদের নিচে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল এলা আর তার পোষা কুকুর। একই সাথে দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল তারা, দুজনেই যাকে ভয় পায়, দুজনেই যেই অজানার ভয়ে ভীত।

BanglaBook.org

শিক্ষানবিস

বাগদাদ, এপ্রিল ১২৪২

বিচারককে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম আমি, তারপর মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে আবার ফিরে এলাম প্রধান কামরায়। এঁটো পাত্রগুলো পরিষ্কার করার জন্য নিয়ে যেতে হবে। ভেতরে ঢুকেই বেশ অবাক হয়ে গেলাম আমি। বাবা জামান আর সেই দরবেশকে যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিলাম এখনও ঠিক তেমনই আছে তারা, একটুও নড়েনি। কারও মুখে কোনো কথা নেই। চোখের কোণ দিয়ে তাদের লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি, বোঝার চেষ্টা করছি যে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করেই কথা বলা চালিয়ে যাওয়া যায় কি না। যতক্ষণ পারা যায় থাকলাম সেখানে। গদিগুলো সাজিয়ে রাখলাম, গোছগাছ করলাম কামরাটা। গালিচার উপর থেকে তুলে নিলাম এঁটো খাবারের টুকরো। তবে কিছুক্ষণ পরেই সেখানে থাকার মতো আর কোনো অজুহাত খুঁজে পেলাম না আমি।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রান্নাঘরে ফিরে এলাম আমি। আমাকে দেখেই একের পর এক নির্দেশের বন্যা বইয়ে দিতে লাগল বাবুর্চি। 'টেবিলটা পরিষ্কার করো! মেঝেটা মুছে ফেলো! থালাগুলো ধুয়ে রাখো। চুল্লির চারপাশের দেয়াল আর শিকগুলো পরিষ্কার করে রাখো। তারপর কাজ শেষ হলে ইঁদুর ধরার ফাঁদগুলোর কি অবস্থা একবার দেখে নাও!' ছয় মাস আগে এই আশ্রমে পা রাখার পর থেকেই আমার সাথে এমন আচরণ করে আসছে বাবুর্চি। প্রতিদিন কুকুরের মতো খাটায় আমাকে, বলে যে এটা নাকি আমার আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরই একটা অংশ। এঁটো থালাবাসন ধোয়ার সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক কোথায় আমার মাথায় ঢোকে না।

এমনিতে খুব বেশি কথা বলে না সে। প্রিয় একটা বুলি আছে তার, সেটাই আওড়ায় সব সময় "পরিষ্কার করা মানেই প্রার্থনা, আর প্রার্থনা মানেই পরিষ্কার করা!"

'এই কথা সত্যি হলে বাগদাদের যত গৃহিণী আছে তারা সবাই এত দিনে বড় বড় দরবেশ হয়ে যেত,' এক দিন বলে উঠেছিলাম আমি।

BanglaBook.org

সাথে সাথে একটা কাঠের চামচ ছুঁড়ে মেরেছিল সে আমার দিকে, তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এমন ত্যাড়া কথা বললে জীবনেও তোমার কিছু হবে না, খোকা। যদি দরবেশ হতে চাও, তাহলে ওই চামচটার মতোই বোবা হতে হবে তোমাকে। শিক্ষানবিসদের ভেতরে গোয়ার্তুমি থাকা ঠিক নয়। মুখ বন্ধ রাখো, বড় হতে শেখো!'

বাবুর্চিকে আমি যত বেশি ঘৃণা করি, তার চাইতে বেশি ভয় পাই। কখনও তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস পাইনি আমি। অন্তত আজ সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত।

বাবুর্চির চোখ আমার দিক থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে রান্নাঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এলাম আমি, তারপর পা টিপে টিপে ফিরে এলাম প্রধান কামরার কাছে। ভবঘুরে ওই দরবেশ সম্পর্কে জানার জন্য কৌতুহলে মরে যাচ্ছি আমি। কে ওই লোক? এখানে কি করছে সে? আশ্রমের অন্যান্য দরবেশদের সাথে তার কোনো মিল নেই। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, দুর্বিনীত দৃষ্টি তাতে। এমনকি কারও প্রতি সম্মানের সাথে মাথা নোয়ানোর সময়েও সেই দৃষ্টি বদলায় না। লোকটার মাঝে এমন অদ্ভুত, অবাধ্য কিছু একটা আছে যাতে মনের ভেতরে ভয় জেগে ওঠে।

দরজার একটা ফাটল দিয়ে ভেতরে তাকালাম আমি। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় অন্ধকার কামরার মাঝে অভ্যস্ত হয়ে এল আমার চোখ। ভেতরে বসে থাকা দুজন মানুষের চেহারা চিনতে পারলাম আমি।

আশ্রমের প্রধানকে বলতে শুনলাম, 'বলো, শামস তাবরিজি, তোমার মতো মানুষ বাগদাদে কেন পা রাখবে? কোনো স্বপ্নে কি এই শহরকে দেখেছ তুমি?'

মাথা নাড়ল দরবেশ। 'না। কোন স্বপ্নের কারণে এই শহরে আসিনি আমি। সেটি ছিল এক অতীন্দ্রিয় দর্শন। আমি কখনও স্বপ্ন দেখি না।'

'স্বপ্ন সবাই দেখে,' মৃদু স্বরে বললেন বাবা জামান। 'তবে সব সময় তার কথা মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি স্বপ্ন দেখো না।'

'সত্যিই কোনো স্বপ্ন দেখি না আমি,' জোর দিয়ে বলে উঠল দরবেশ। 'স্রষ্টার সাথে এই নিয়ে চুক্তি হয়েছে আমার। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন দেবদূতদের দেখতে পেতাম আমার চোখের সামনে, দেখতাম মহাবিশ্বের গূঢ় সব রহস্য। যখন এই কথা আমার বাবা-মা'কে বললাম, তারা কেউ খুশি হননি। আমাকে বলা হয়েছিল এসব দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে। যখন বন্ধুদের কাছে বলতে চাইলাম তখন তারাও একই কথা বলল। শিক্ষকদের সাথেও কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু কেউ কান দেয়নি আমার কথায়। শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম, মানুষ যখন অস্বাভাবিক কোনো কিছুর কথা শোনে, তখনই তাকে স্বপ্ন বলে চালিয়ে দিতে চায়। এই শব্দটি, এবং এর অর্থ বলতে যা কিছু বোঝায় তার সব কিছুকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

এই কথা বলেই হঠাৎ থমকে গেল দরবেশ, মনে হলো যেন হুট করে কোনো শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। তারপরেই অত্যন্ত অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। উঠে দাঁড়াল সে, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে সোজা এগিয়ে আসতে শুরু করল দরজার দিকে। আমার দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ হয়ে রইল তার দৃষ্টি। মনে হলো যেন কোনো এক রহস্যময় উপায়ে সে বুঝতে পেরেছে যে আমি নজর রাখছি তার উপর।

মনে হলো, কাঠের দরজা ভেদ করেও আমাকে দেখতে পেয়েছে সে।

পাগলের মতো লাফাতে শুরু করল আমার হৃৎপিণ্ড। ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে পালিয়ে যাই রান্নাঘরে, কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারলাম না। আমার হাত, আমার পা, আমার পুরো শরীর যেন বরফের মতো জমে গেছে। দরজার মাঝ দিয়ে শামস তাবরিজির নিকশ কালো চোখগুলো স্থির হয়ে আছে আমার উপরে। যদিও প্রচণ্ড ভয় পেলাম আমি, কিন্তু এটাও অনুভব করলাম যে প্রচণ্ড শক্তির একটা স্রোত বইতে শুরু করেছে আমার শরীরের মাঝ দিয়ে। সামনে এগিয়ে এল সে, তারপর দরজার হাতলের উপর হাত রাখল। কিন্তু আমি যখনই ভাবতে শুরু করেছি যে এবার ধরা পড়তে হবে আমাকে, তখনই থেমে গেল সে। এত কাছ থেকে তার মুখ দেখার কোনো উপায় নেই আমার, বুঝতে পারছি না যে কি চলছে তার মনের ভেতরে। দীর্ঘ এক মিনিট ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়াল সে, উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল আবার। গল্পের যেখানে থেমে গিয়েছিল সেখান থেকে বলতে শুরু করল আবার।

'আরেকটু বড় হওয়ার পরে আমি স্রষ্টাকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আমার স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ফিরিয়ে নেন। যাতে করে প্রতিবার তার সাথে দেখা হওয়ার পর আমি নিশ্চিত হতে পারি যে এটা কোনো স্বপ্ন ছিল না। আমার অনুরোধে রাজি হন তিনি, এবং আমার স্বপ্ন দেখার সব ক্ষমতা তুলে নেন। সে জন্যই আমি কখনও কোনো স্বপ্ন দেখি না।'

কামরার অন্য পাশে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শামস তাবরিজি। বাইরে হালকা বৃষ্টি পড়ছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, "স্রষ্টা আমার স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা সরিয়ে নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরেকটি ক্ষমতা দিয়েছেন আমাকে। এখন আমি অন্যদের স্বপ্নের অর্থ বলতে পারি। আমি একজন স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারী।"

আমি আশা করলাম, বাবা জামাল হয়তো এই বকোয়াজ বিশ্বাস করবেন না। ধমকে উঠবেন তিনি, ঠিক যেভাবে আমাকে ধমকান সব সময়।

কিন্তু তার বদলে কেবল একবার মাথা ঝাঁকালেন তিনি, তারপর বললেন, 'অদ্ভুত এক মানুষ তুমি। বলো, আমি কি করতে পারি তোমার জন্য?'

BanglaBook.org

'আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে, আমি আশা করছি যে সেটা হয়তো আপনিই ভালো বলতে পারবেন।'

'কিভাবে?' কিছুটা বিভ্রান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন বাবা জামান।

'প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভবঘুরে দরবেশের জীবন কাটাচ্ছি আমি। প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল, যদিও সামাজিক রীতিনীতির প্রায় কিছুই আমার জানা নেই। প্রয়োজন হলে বন্য জন্তুর মত লড়াই করতে পারি আমি, কিন্তু কাউকে আঘাত দেয়ার ক্ষমতা নেই আমার। আকাশের তারকামণ্ডলীর নাম জানি আমি, অরণ্যে জন্মানো হাজার রকম গাছগাছড়ার পরিচয় জানি। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তার ছায়ায় যে মানুষদের সৃষ্টি করেছেন তাদের পড়তে পারি খোলা বইয়ের মতো।'

এক মুহূর্ত বিরতি নিল শামস। উঠে দাঁড়িয়ে একটা তেলের প্রদীপ জ্বালালেন বাবা জামান, সেই সময়টুকু অপেক্ষা করল সে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'একটি নীতিতে বলা হয়েছে, *এই মহাবিশ্বের সবার মাঝে, সব কিছুর মাঝে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ তিনি কোনো মসজিদ, সিনাগগ বা গীর্জায় সীমাবদ্ধ নন। কিন্তু তারপরেও যদি জানতে ইচ্ছে করে যে কোথায় তার বাস, তাহলে সেই প্রশ্নের জবাবে একটি কথাই বলা যায় সত্যিকার প্রেমিকের হৃদয়। স্রষ্টাকে একবার দেখার পর কেউ বেঁচে থাকেনি এটা যেমন সত্যি, তেমনি তার দর্শন পাওয়ার পর কেউ মৃত্যুবরণ করেনি এটাও সত্যি। তাকে যে খুঁজে পায়, অনন্তকালের জন্য সে তার মাঝে বিলীন হয়ে যায়।*'

সেই প্রায় অন্ধকার, কাঁপা কাঁপা আলোতে দীর্ঘ, এলোমেলো চুলে ঢাকা শামস তাবরিজিকে আরও বেশি লম্বা মনে হতে লাগল আমার কাছে।

'কিন্তু জ্ঞান হচ্ছে পুরাতন পাত্রের তলায় পড়ে থাকা কটু স্বাদের পানির মতো, যদি না তাকে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। বহু বছর ধরে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছি আমি, অনুরোধ করেছি যেন আমার ভেতরে জমা হওয়া জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করে রাখতে পারে এমন একজন সঙ্গীকে জুটিয়ে দেন তিনি। অবশেষে, সমরখন্দে থাকার সময় এক অতীন্দ্রিয় দর্শনে আমি জানতে পেরেছি যে আমার নিয়তি বাঁধা রয়েছে বাগদাদে। আমার ধারণা, আপনি আমার সঙ্গীর নাম জানেন, এবং এটাও জানেন যে তাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। যদি এখন আপনার জানা না-ও থাকে তাহলে পরে জানবেন।'

বাইরে রাত নেমে এসেছে। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের এতর এসে পড়েছে এক ফালি চাঁদের আলো। অনেক রাত হয়েছে, বুঝতে পারলাম আমি। বাবুর্চি নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাকে। কিন্তু কোনো তাড়া অনুভব করলাম না আমি। এই প্রথমবারের মতো নিয়মের বাইরে বের হতে পেরে ভালোই লাগছে আমার।

BanglaBook.org

'আমার কাছে ঠিক কি ধরনের উত্তর তুমি আশা করছ আমি জানি না,' বিড়বিড় করে বললেন বাবা জামান। 'কিন্তু সত্যিই যদি এমন কোনো তথ্য প্রকাশ করা আমার কর্তব্যে লেখা থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা সঠিক সময়েই ঘটবে। তার আগ পর্যন্ত তুমি আমাদের সাথেই থাকতে পারো, আমাদের অতিথি হয়ে।'

এই কথা শুনে মাথা নিচু করে বাবা জামানকে সম্মান দেখাল দরবেশ, তারপর চুমো খেল তার হাতে। এবং এর পরেই অদ্ভুত প্রশ্নটা উচ্চারণ করলেন বাবা জামান। 'তুমি বলতে চাইছ, তোমার সব জ্ঞান আরেকজনের হাতে তুলে দেয়ার সময় হয়েছে। মনে হচ্ছে, সত্যকে কোনো মূল্যবান পাথরের সাথে তুলনা করছ তুমি, যাকে হাতে ধরে হস্তান্তর করা যায় অন্য কারও কাছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কাছে হৃদয় খুলে দেয়া যে কোনো মানুষের জন্যই অনেক কঠিন কাজ। সৃষ্টিকর্তার গোপন রহস্যকে চুরি করার সামিল বলে ধরা যায় একে। এর বদলে কি মূল্য দিতে প্রস্তুত তুমি?'

এই প্রশ্নের জবাবে দরবেশ যা বলল, সারা জীবন সেই কথাগুলো ভুলব না আমি। একটি ভ্রু উঁচু করল সে, তারপর দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত।'

চমকে উঠলাম আমি, অনুভব করলাম একটা শীতল শিহরণ নেমে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। আবার যখন ফাটলে চোখ রাখলাম, দেখলাম বাবা জামানও আমার মতো একই রকম চমকে গেছেন।

'আজকের মতো যথেষ্ট আলাপ হয়েছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। 'তুমি নিশ্চয়ই অনেক ক্লান্ত। দাঁড়াও, সেই শিক্ষানবিস ছেলেটাকে ডাক দিই। সে তোমাকে বিছানা দেখিয়ে দেবে, সেই সাথে পরিষ্কার জামাকাপড় আর এক গ্লাস দুধেরও ব্যবস্থা করবে।'

এবার শামস তাবরিজি আবার দরজার দিকে তাকাল। আবারও সেই একই শিহরণ অনুভব করলাম আমি, বুঝতে পারলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। শুধু তাকিয়ে আছে বললে ভুল হবে। মনে হচ্ছে, আমাকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে তার দৃষ্টি, আমার আত্মার ভেতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। এমন সব গোপন তথ্য জেনে নিচ্ছে যা এমনকি আমি নিজেও জানতাম না। কে জানে, হয়তো কালো জাদু জানে লোকটা। অথবা ব্যাবিলনের সেই দুই ফেরেশতা হারুত আর মারুত–যাদের ব্যাপারে কোরআন আমাদের সাবধান করে দিয়েছে, তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। আর তা না হলে অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে তার, যার সাহায্যে দেয়াল আর দরজা ভেদ করেও দেখতে পায় সে। যাই হোক না কেন, দারুণ ভয় লাগতে শুরু করল আমার।

'তাকে ডেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই,' গলার স্বর একটু উঁচুতে চড়িয়ে বলল সে। 'আমার মনে হচ্ছে সে আমাদের কাছেই আছে, এবং ইতোমধ্যেই আমাদের কথা শুনেছে।'

BanglaBook.org

সশব্দে চমকে উঠলাম আমি। এবং শব্দটা এত জোরে বের হলো আমার মুখ থেকে, হয়তো কবর থেকে মৃতদেহও উঠে বসত তা শুনে। প্রচণ্ড ভয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, তারপর এক দৌড়ে চলে গেলাম বাগানের অন্ধকারের মাঝে। কিন্তু সেখানে যে অন্য এক বিপদ অপেক্ষা করছিল আমার জন্য তা কে জানত?

'পেয়েছি তোমাকে, শয়তান ইঁদুরের বাচ্চা!' এক হাতে ঝাড়ু নিয়ে দৌড়ে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠল বাবুর্চি। 'কপালে খারাবি আছে তোমার, একবার আমার হাতের নাগালে এসো শুধু!'

এক লাফে সরে গেলাম আমি, ফলে একটুর জন্য ঝাড়ুর বাড়িটা লাগল না আমার গায়ে।

'এদিকে এসো, না হলে পিটিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেবো!' পেছন থেকে চেঁচাতে লাগল বাবুর্চি, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।

কিন্তু তার দিকে ফিরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালাম না আমি। তার বদলে যত দ্রুত পারি দৌড়ে বের হয়ে এলাম বাগান থেকে। শামস তাবরিজির মুখটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে, সেই অবস্থাতেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে দৌড়ে আশ্রম থেকে প্রধান সড়কে উঠে এলাম আমি। বহুক্ষণ ধরে কেবল দৌড়াতেই লাগলাম, যেন আমার পা আর আমার কথা আর শুনতে চাইছে না। যতক্ষণ না আমার হৃৎপিণ্ড বিস্ফারিত হয়ে যেতে চাইল, গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠল, ততক্ষণ দৌড়াতেই থাকলাম। তারপর এক সময় হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম রাস্তার উপরে।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২১ মে, ২০০৮

বুকের উপর মধুর অবিশ্বাস-এর পাণ্ডুলিপি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল এলা। পর দিন ভোরে দুরু দুরু বুকে বাড়ি ফিরল ডেভিড, মনে মনে আশা করছে যে এলার সাথে ঝগড়া হবে তার। এসে দেখল, বুকের উপর পাণ্ডুলিপি আর পাশে ওয়াইনের খালি গ্লাস নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার স্ত্রী। এক পা কাছে এগিয়ে এসে কম্বলটা ভালো করে টেনে দিতে চাইল ডেভিড, নিশ্চিত করতে চাইল যে আরামে ঘুমোচ্ছে তার স্ত্রী। তবে তারপরেই আবার সংযত করল নিজেকে।

দশ মিনিট পর এলার ঘুম ভাঙল। বাথরুমে ডেভিডের গোসল করার শব্দ পেয়ে মোটেই অবাক হলো না ও। ওর স্বামী হয়তো অন্যান্য মেয়েদের সাথে প্রেম করে বেড়াতে পারে, এবং অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের সাথে রাতও কাটাতে পারে, কিন্তু সকালের গোসলটা সে নিজের বাথরুম ছাড়া আর কোথাও করতে রাজি নয়। ডেভিডের গোসল শেষ হতে যখন সে বেরিয়ে এল, তখন ঘুমিয়ে থাকার ভান করল এলা। কাজটা করে আসলে মিথ্যে অযুহাত বানানোর হাত থেকে রেহাই দিল ডেভিডকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ওর স্বামী এবং বাচ্চারা যে যার কাজে চলে গেল। রান্নাঘরে একা বসে রইল এলা। মনে হচ্ছে যেন আবার আগের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পেয়েছে ওর জীবন। এবার প্রিয় রান্নার বইটা খুলল ও, যেটার নাম *কিউলিনারি আর্টিস্ট্রি মেড প্লেইন অ্যান্ড ইজি।* কয়েকটা রান্নার রেসিপি পরীক্ষা করে দেখার পর একটা বেছে নিল ও, যেটা ওকে সারা বিকেল ব্যস্ত রাখতে সাহায্য করবে :

জাফরান, নারকেল আর কমলালেবু দিয়ে ক্ল্যাম চাওডার
মাশরুম, তাজা সবজি আর পনির দিয়ে রান্না করা পাস্তা
ভিনেগার আর ভাজা রসুন দিয়ে রান্না করা বাছুরের মাংস, এবং
লেবুর রসে ভেজানো সবুজ বীন আর ফুলকপি দিয়ে বানানো সালাদ
এর পর একটা ডেজার্টও বেছে নিল ও   গরম চকোলেট সুফ্‌লে।

এলা যে রান্না করতে ভালোবাসে তার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। সাধারণ সব উপকরণ দিয়ে একটি সুস্বাদু খাবার রান্না করার মাঝে কেবল সন্তুষ্টি আর কৃতজ্ঞতাই কাজ করে না, কোথায় যেন অদ্ভুত একটা সুখও পাওয়া

BanglaBook.org

যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে কারণটা কাজ করে তা হলো, এলার রান্নার হাত খুবই ভালো। তাছাড়া, এতে ওর মাথাও পরিষ্কার থাকে। রান্নাঘর ওর কাছে এমন একটা জায়গা যেখানে বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে নিতে পারে ও, নিজের ভেতর থেকে থামিয়ে দিতে পারে সময়ের প্রবাহ। কিছু কিছু মানুষের জন্য সেক্স এই একই অনুভূতিগুলো নিয়ে আসতে সাহায্য করে, জানে এলা। কিন্তু সেখানে দুজন মানুষের প্রয়োজন হয়। আর রান্না করার জন্য প্রয়োজন হয় শুধু সময়, যত্ন আর এক ব্যাগ বিভিন্ন জিনিসপত্র।

টিভিতে যারা রান্নার অনুষ্ঠান করে তাদের দেখলে মনে হয় রান্না হচ্ছে উৎসাহ, সৃষ্টিশীলতা আর নিজস্বতার ব্যাপার। তাদের প্রিয় শব্দ হচ্ছে "পরীক্ষা" করে দেখা। এলা এর সাথে মোটেই একমত নয়। ওসব "পরীক্ষানিরীক্ষা"র ব্যাপার বিজ্ঞানী আর শিল্পীদের হাতে ছেড়ে দিলেই তো ভালো হয়। রান্না করার অর্থ হচ্ছে মূল ধারণাগুলো শিখে নেয়া, নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা, এবং যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা রীতিনীতির উপর শ্রদ্ধা ধরে রাখা। সময় যে নিয়মগুলোকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সেগুলোকে তোমারও শ্রদ্ধা জানানো উচিত, সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা চালানো উচিত নয়। প্রাচীন রীতিনীতি আর প্রথা থেকেই আসে রান্নার দক্ষতা। আধুনিক যুগে যদিও এসব ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিন্তু নিজের রান্নাঘরে যদি প্রাচীন প্রথা মেনে কাজ করা হয় তাতে দোষের কিছু নেই।

নিজের দৈনন্দিন রুটিনটাও এলার খুব প্রিয়। প্রতিদিন সকালে প্রায় একই সময়ে পুরো পরিবার এক সাথে নাস্তা করে। প্রতি উইকেন্ডে একই শপিং মলে বেড়াতে যায় তারা, এবং প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে প্রতিবেশীদের সাথে একটি ডিনার পার্টির আয়োজন করে। এমনিতে ডেভিড দারুণ কাজের মানুষ, হাতে সময় খুবই কম পায় সে। তাই বাড়িতে সব কিছু এলাকেই সামলাতে হয়। হিসেব-নিকেশ সামলানো, বাড়িঘর গুছিয়ে রাখা, আসবাবগুলোকে মেরামত করা, ছোট খাটো কাজ, বাচ্চাদের রুটিন বানিয়ে দেয়া, তাদের হোমওয়ার্কে সাহায্য করা ইত্যাদি সবই ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বৃহস্পতিবারগুলোতে ফিউশন কুকিং ক্লাবে যায়, যেখানে ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন দেশের রেসিপি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কিছু রান্না করার চেষ্টা করে, অথবা পুরনো কোনো রান্নার প্রণালীতে নতুন উপকরণ এবং মশলা ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কিছু বানাতে চায়। প্রতি শুক্রবারে ফার্মার'স মার্কেটে বেশ লম্বা সময় কাটায় ও। চাষীদের সাথে তাদের কাজকর্ম নিয়ে গল্প করে, একই সাথে হয়তো পরীক্ষা করে দেখে এক বোতল লো-সুগার পিচ জ্যাম। অথবা অন্য কোনো ক্রেতাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় যে কিভাবে কচি পোর্টাবেলা মাশরুম রান্না করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এখানে যদি কোনো কিছু

BanglaBook.org

পাওয়া না যায় তাহলে বাড়ি ফেরার পথে হোল ফুডস মার্কেট থেকে কিনে নেয় সেগুলো।

তারপর, শনিবারের সন্ধ্যাগুলোতে এলাকে নিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে (সাধারণত থাই বা জাপানিজ) যায় ডেভিড। ফিরে আসার পর যদিও দুজনের কেউ খুব বেশি ক্লান্ত বা মাতাল না থাকে তাহলে হয়তো সেক্স হয়। সংক্ষিপ্ত কিছু চুমো আর আদর, যাতে যৌন কামনার চাইতে আবেগই বেশি থাকে। এক সময় যা ছিল ওদের দুজনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যম, তা বেশ আগেই আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। কখনও কখনও পরপর কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়, দুজনের কোনো রকম শারীরিক সঙ্গ ছাড়াই। ব্যাপারটা এলার কাছে খুব অদ্ভুত লাগে চিন্তা করলে। এক সময় ওর জীবনে সেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। এবং তাতে বরং কেমন যেন স্বস্তিই বোধ করে ও, মনে হয় যেন স্বাধীনতা পেয়েছে। সব মিলিয়ে এখন ওর কাছে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক লাগে যে দীর্ঘ দিন ধরে বিবাহিত একটি দম্পতি তাদের দৈহিক আকর্ষণকে ভুলে থেকেও সুখী হতে পারে, যদি তাদের মধ্যে আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং স্থায়ী কোনো যোগাযোগের মাধ্যম থাকে।

তবে একমাত্র সমস্যাটা হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে সেক্স করা ছেড়ে দিলেও এমনিতে যে ডেভিড সেক্স থেকে সরে এসেছে তা নয়। কখনও স্বামীর সাথে তার গোপন সম্পর্কগুলো নিয়ে কথা বলেনি এলা, এমনকি আকারে ইঙ্গিতেও কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেনি। তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কেউই এ ব্যাপারে কিছু জানে না, ফলে এলার জন্য কোনো কিছু না জানার ভান করে থাকাটা আরও সহজ হয়েছে। এসব নিয়ে কখনও কোনো গুজব বা কানাঘুষো রটেনি, এমন কিছু ঘটেনি যাতে বিব্রত হতে হয়। ডেভিড কিভাবে কাজটা করে তা এলা জানে না। অনেক মেয়ের সাথেই সম্পর্ক আছে তার, বিশেষ করে তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্টদের সাথে। কিন্তু সব কিছু অত্যন্ত দক্ষ হাতে গোপন রাখে সে। তবে সব কিছুর পরেও, বিশ্বাস ভঙ্গের একটা দুর্গন্ধ আছে, থাকেই। এতটুকু এলা জানে।

সব ঘটনাকে যদি পরপর সাজাতে যাওয়া হয়, তাহলে এলা বলতে পারবে না যে কোনটার পরে কোনটা ঘটল। সেক্সের প্রতি ওর অনীহার কারণেই কি ওর স্বামী অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক জড়িয়েছে? নাকি তার উল্টোটা, ডেভিডই প্রথমে এলার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং ফলশ্রুতিতে নিজের দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে ভুলে গেছে এলা?

যেটাই হোক না কেন, ফলাফলটা একই রকম ওদের দুজনের মাঝে যে বিশ্বাসের আলো ছিল, যার আলোতে বৈবাহিক জীবনের অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিতে চেয়েছিল ওরা, যেটা এমনকি তিনটে সন্তান এবং বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পরেও ওদের ভালোবাসাকে জিইয়ে রেখেছিল, সেটা আর নেই।

BanglaBook.org

●●●

পরবর্তী তিনটে ঘণ্টা ধরে নানা রকম চিন্তায় ভরে রইল এলার মন, আর ওদিকে যন্ত্রের মতো কাজ করে গেল হাতদুটো। টমেটো কাটল ও, রসুন বাঁটল, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াল, সস তৈরি করল, কমলার খোসা ছাড়াল, সেই সাথে রুটি বাবানোর জন্য ময়দা মাখাল একটা পাত্রে। শেষ উপকরণটা তৈরি করছে ডেভিডের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটা উপদেশের কারণে। ওদের এনগেজমেন্টের সময় এলাকে কথাটা বলেছিলেন মহিলা।

'কোনো পুরুষকে তার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য সদ্য বেক করা রুটির ঘ্রাণের চাইতে ভালো কিছু হয় না,' বলেছিলেন তিনি। 'কখনও বাজার থেকে রুটি কিনবে না। নিজেই বানিয়ে নিও। জাদুর মতো কাজ হবে, দেখো।'

সারা বিকেল ধরে কাজ করল এলা। টেবিলের উপর সুন্দর করে সাজালো একই রঙের ন্যাপকিন, সুগন্ধী মোমবাতি, আর এক ঝুড়ি হলুদ আর লাল রঙের ফুল। ফুলগুলোর এত সুন্দর রঙ, হঠাৎ দেখলে নকল বলে মনে হয়। সবার শেষ কাজ হিসেবে উজ্জ্বল রঙের কিছু ন্যাপকিন রিং যোগ করল ও। কাজ যখন শেষ হলো, তখন ডাইনিং টেবিলটা দেখে মনে হতে লাগল কোনো আধুনিক হোম ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে এসেছে।

ক্লান্ত, কিন্তু সন্তুষ্ট অবস্থায় এবার কিচেনের টিভিটা ছেড়ে দিল এলা। স্থানীয় খবর হচ্ছে টিভিতে। এক তরুণী থেরাপিস্টকে তার নিজের বাসায় ছুরি মারা হয়েছে, ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের কারণে একটা হাসপাতালে আগুন লেগেছে, এবং ভাংচুরের দায়ে চার স্কুল ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। খবর দেখার সময় মাথা নাড়তে লাগল ও, পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে আসা বিপদের ভয়াবহতা দেখে ভয় পাচ্ছে। এর মাঝে আজিজ জাহারার মতো লোকজন কিভাবে পুরো দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর মতো সাহস পায়, যেখানে এমনকি আমেরিকার শহরতলীর মতো এলাকাগুলোও আর নিরাপদ নয়?

পৃথিবীর অনাকাঙ্ক্ষিত, বিপদশংকুল চেহারাটা এলার মতো মানুষকে তাদের ঘরে বসে থাকতে উৎসাহ দেয়, আবার একই সাথে আজিজ জাহারার মতো মানুষদের উপর ঠিক উল্টো প্রভাব ফেলে—এটা চিন্তা করে বেশ অবাক লাগল এলার।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ছবির মতো সাজানো একটা টেবিলে খেতে বসল রুবিনস্টাইন পরিবার। সুগন্ধী মোমবাতির কারণে ডাইনিং রুমে বেশ পবিত্র একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। বাইরের কেউ দেখলে নিশ্চয়ই ভাববে যে কি সুন্দর একটা পরিবার, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। এমনকি জিনেটের অনুপস্থিতিতেও ছবিটার মাঝে কোনো খুঁত সৃষ্টি হয়নি। খেতে খেতে স্কুলে সারা দিন কি ঘটল তাই নিয়ে গল্প করল অরলি আর আভি। এই প্রথমবারের

BanglaBoi.org

মতো ওদের এত কথা বলার কারণে কৃতজ্ঞ বোধ করল এলা। তা না হলে যে অসহ্য নীরবতা চেপে বসত ডেভিড আর ওর উপর, তার মুখোমুখি কিভাবে হতো ও জানে না।

চোখের কোণ দিয়ে এলা দেখল, কাঁটাচামচ দিয়ে এক টুকরো ফুলকপি মুখে পুরল ডেভিড, তারপর চিবোতে লাগল আস্তে আস্তে। তার পাতলা ঠোঁটগুলোর উপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল ওর চোখ, দেখল ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো। এই মুখ ওর অত্যন্ত পরিচিত, বহু চুম্বনে অভ্যস্ত। কল্পনার চোখে এলা দেখতে চাইল, অন্য কোনো মেয়েকে চুমো খাচ্ছে ডেভিড। কিন্তু কেন যেন এলার কল্পনায় যে মেয়েটির কথা ভেসে উঠল সে ডেভিডের কোনো তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়, বরং বিশালবক্ষা অভিনেত্রী সুসান স্যারান্ডন। শক্তসমর্থ, আত্মবিশ্বাসী চেহারার অধিকারী, টাইট পোশাকে ফেটে পড়ছে বুক। পরনে লাল রঙের, হাই-হিলসহ লেদার বুট, চেহারায় অত্যধিক মেকআপের কারণে চকচকে ভাব। কল্পনায় এলা দেখতে পেল, তীব্র কামনা আর ক্ষুধা নিয়ে তাকে চুমো খাচ্ছে ডেভিড, এই মুহূর্তে পরিবারের সাথে সে যে অনীহা নিয়ে ফুলকপি চিবোচ্ছে তার সাথে কোনো মিল নেই।

সেই মুহূর্তে এবং সেই অবস্থাতেই, যখন কিউলিনারি আর্টিস্ট্রি মেড প্লেইন অ্যান্ড ইজি বই থেকে তুলে আনা ডিনার খাচ্ছে সবাই, আর স্বামীকে অন্য একজন নারীর সাথে কল্পনা করছে এলা, তখনই তার মাথার ভেতর কিছু একটা হয়ে গেল। হঠাৎ করেই ও সন্দেহাতীতভাবে বুঝে গেল যে ওর অনভিজ্ঞতা আর সরলতা সত্ত্বেও এক দিন এই সব কিছু ছেড়ে চলে যাবে ও। এই রান্নাঘর, পোষা কুকুর, ওর ছেলেমেয়ে, স্বামী, প্রতিবেশী, রান্নার বই আর ঘরে বানানো রুটির রেসিপি... এই সব কিছু ছেড়ে ও বেরিয়ে পড়বে পৃথিবীর অচেনা পথে, যেখানে সব সময় ঘটে চলেছে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা।

BanglaBook.org

আশ্রমপ্রধান

বাগদাদ, ২৬ জানুয়ারি, ১২৪৩

বুকের ভেতর অগাধ ধৈর্য না থাকলে কোনো দরবেশ আশ্রমের অংশ হওয়া যায় না। শামস তাবরিজির মাঝে সেই জিনিসটা খুব অল্প পরিমাণেই আছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখছি আমি, নয় মাস কেটে যাওয়ার পরেও আমাদের সাথে রয়েছে সে।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, যে কোনো মুহূর্তে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নেবে সে, কারণ এমন নিয়মানুবর্তী জীবনের প্রতি ওর যে অনাগ্রহ তা এমনকি কোনো অন্ধ ব্যক্তিও ধরতে পারবে। বুঝতে পারছিলাম যে দিনের পর দিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠা, নিয়মিত একই খাবার খাওয়া, এবং বাকি সবার মতো একই নিয়মে অভ্যস্ত হতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে ওর। নিঃসঙ্গ পাখির মতো মুক্ত অবস্থায় উড়ে বেড়ানোর অভ্যাস ওর। কয়েকবার তো প্রায় পালিয়ে যেতে গিয়েছিল বলেও আমার মনে হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে একাকীত্বের প্রতি ওর আকর্ষণ যতটা তীব্র, তার চাইতেও বেশি তীব্র ওর সঙ্গীকে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্খা। শামস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে একদিন না একদিন ওর দরকারী তথ্যটা খুঁজে পাবো আমি, ওকে জানিয়ে দেবো কোথায় যেতে হবে, কাকে খুঁজতে হবে। এই বিশ্বাস বুকে নিয়েই এত দিন রয়ে গেছে ও।

এই নয় মাসের মধ্যে ওকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করেছি আমি। বোঝার চেষ্টা করেছি যে সময়ের প্রবাহ ওর কাছে আরও দ্রুত, আরও তীব্র কি না। অন্য সব দরবেশদের যা শিখতে কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছর লেগে যায়, সে সব জিনিস ও মাত্র কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহে শিখে ফেলে। যে কোনো নতুন এবং অদ্ভুত জিনিসের প্রতি ওর সীমাহীন কৌতুহল, দারুণ ভালোবাসা নিয়ে লক্ষ্য করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি। বহু দিন ওকে দেখেছি, হয়তো কোনো মাকড়সার জালের মাঝে যে নিখুঁত নকশা তাই তন্ময় হয়ে দেখছে, অথবা রাতের বেলায় ফোটা কোনো ফুলের উপর জমা হওয়া শিশিরের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে আছে। বইপত্র বা পুঁথির চাইতে যেন পোকামাকড়, গাছপালা আর পশুপাখির দিকেই ওর বেশি আগ্রহ। কিন্তু যখনই আমার মনে হয় যে পাঠ্যপুস্তকের

BanglaBook.org

প্রতি ওর কোনো আগ্রহ নেই, তখনই আবার দেখি যে কোনো একটা পুরনো বইয়ের মাঝে ডুবে আছে। তারপর আবার হয়তো কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়, যার মাঝে কোনো বই ছুঁয়েও দেখে না।

এ ব্যাপারে যখন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন ও বলেছিল যে মানুষের উচিত তার বুদ্ধিমত্তাকে সন্তুষ্ট রাখা, এবং একই সাথে তা যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা। এই নিয়েও ওর একটা নীতি আছে। *'ভালোবাসা এবং বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস দিয়ে তৈরি,'* ও বলেছিল। *'বুদ্ধিমত্তা মানুষকে বেঁধে রাখে, এবং এতে কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু ভালোবাসায় সব বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়, আর সব কিছু পড়ে যায় ঝুঁকির মুখে। বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে সদা সতর্ক, উপদেশ দিয়ে বলে, 'অধিক আনন্দ থেকে সাবধান,' আর অন্য দিকে ভালোবাসা বলে, 'কি আসে যায়! চলো, ডুব দিই!' বুদ্ধিমত্তা সহজে ভেঙে পড়ে না, অন্য দিকে ভালোবাসা এমনকি আপনা থেকেই ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সেই ধুলোর মাঝেই* লুকিয়ে থাকে অমূল্য রত্ন। যে হৃদয় ভেঙে গেছে, সে লুকিয়ে রাখে সেই রত্ন।'

ধীরে ধীরে শামসকে চিনতে শুরু করলাম আমি, এবং ওর বুদ্ধি আর সাহস দেখে বিস্মিত হতে লাগলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, শামসের এই অপ্রতিরোধ্য বুদ্ধিমত্তা আর নিজস্বতার একটি খারাপ দিকও আছে। এই যেমন, ওর কথাবার্তা এত বেশি সোজাসাপ্টা যে মাঝে মাঝে ওকে বদমেজাজী বলে ভুল হয়। আমার আশ্রমের দরবেশদের আমি শিক্ষা দিয়েছি তারা যেন অপরের ভুল না ধরে, এবং চোখে পড়লেও তা যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু শামসের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে আর রেহাই নেই। কোথাও কোনো ভুল বা খারাপ কিছু চোখে পড়লে সাথে সাথে কোনো ভূমিকা না করেই তার প্রতিবাদ করে সে। তার সততায় হয়তো অন্যরা কষ্ট পায়, কিন্তু মানুষকে রাগিয়ে দিলে তাদের মাঝ থেকে কি বেরিয়ে আসে সেটা দেখতে পছন্দ করে সে।

ওকে দিয়ে সাধারণ কাজ করানো খুব কঠিন। এসব কাজের ক্ষেত্রে ওর ধৈর্য খুবই অল্প, এবং কোনো কিছুর আগাগোড়া বুঝে নেয়ার সাথে সাথে তা থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। নিয়মিত জীবনের মাঝে প্রবেশ করলেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে ও, যেন খাঁচায় বন্দী কোনো বাঘ। কোনো আলাপচারিতায় একঘেয়ে বোধ করলে অথবা কারও মুখ থেকে বোকার মতো কোনো কথা শুনলে কোনো ভদ্রতার ধার না ধরেই সরাসরি উঠে বেরিয়ে যায়। বেশিরভাগ মানুষের কাছে যেগুলো মূল্যবান, যেমন নিরাপত্তা, আরামআয়েশ বা সুখ–এগুলোর কোনো মূল্যই নেই ওর চোখে। এবং মুখের কথার প্রতি ওর অস্বস্তি এতই প্রবল যে মাঝে মাঝে দিনের পর দিনও কেটে যায় যখন ও একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। এই নিয়েও ওর একটা নিয়ম আছে *পৃথিবীর*

BanglaBoi.org

যত ভুল তার বেশিরভাগেরই উৎপত্তি হয়েছে ভাষাগত সমস্যা এবং সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি থেকে। কারও মুখের কথায় কখনও আস্থা রাখা উচিত নয়। ভালোবাসার বৃত্তের মাঝে যখন তুমি পা রাখবে, তখন ভাষা বলে যে বস্তুকে আমরা জানি তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাবে। কথায় যাকে প্রকাশ করা যায় না, কেবল নীরবতার মাঝ দিয়েই তাকে বোঝা যায়।

এক সময় ওর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি। কারণ মনের গভীরে আমি বুঝতে পারছিলাম যে এমন তীব্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে মানুষ, সে খুব সহজেই নিজেকে বিপদের মাঝে নিয়ে ফেলতে পারে।

দিনের শেষে আমাদের প্রত্যেকেরই ভাগ্য সৃষ্টিকর্তার হাতে, এবং শুধুমাত্র তিনিই বলতে পারেন যে এই পৃথিবী থেকে ঠিক কোন পথে আমরা বিদায় নেব। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, শামসকে যতটুকু সম্ভব শান্ত করে আনার চেষ্টা করব, জীবনের অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ দিকের সাথে ওকে যতটা সম্ভব পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করব। কিছু সময়ের জন্য আমার মনে হয়েছিল, হয়তো সফলতাও পাবো এই কাজে। কিন্তু তারপরেই এল শীতকাল, আর সেই শীতে বহু দূর থেকে এক বার্তাবাহক বয়ে আনল একটা চিঠি।

আর সেই চিঠিতেই বদলে গেল সব কিছু।

BanglaBook.org

চিঠি

কায়সারি থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে, ফেব্রুয়ারি ১২৪৩

বিসমিল্লাহিররাহমানিররাহিম, প্রিয় ভাই বাবা জামান। স্রষ্টার আশীর্বাদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক আপনার উপর। শেষবার আমাদের দেখা হওয়ার পর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। আশা করি এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন আপনি সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। বাগদাদের উপকণ্ঠে আপনি যে আশ্রম গড়ে তুলেছেন তার সম্পর্কে বহু অসাধারণ কথা এসে পৌঁছেছে আমার কানে। সেখানে দরবেশদের জ্ঞান এবং সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি। এই চিঠি আপনার কাছে লিখছি, কারণ আমার মনের ভেতর ঘুরে বেড়ানো একটা ব্যাপারে আপনার সাথে আলাপ করা একান্ত জরুরি। তাহলে শুরু থেকেই শুরু করি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মৃত সুলতান আলাদিন কায়কুবাদ ছিলেন অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ, কঠিন সময়ে নেতৃত্ব দিতে যার জুড়ি ছিল না। তার স্বপ্ন ছিল এমন এক শহর গড়ে তোলা যেখানে কবি, শিল্পী এবং দার্শনিকরা পরস্পরের সাথে শান্তিতে বসবাস করবে, মিলেমিশে কাজ করতে পারবে। এমন এক স্বপ্ন, যাকে এই পৃথিবীর গণ্ডগোল এবং বিবাদ, বিশেষ করে ক্রুসেডার এবং মোঙ্গলদের উভমুখী আক্রমণের কারণে অনেকেই অসম্ভব বলে রায় দিয়েছিলেন। সবই দেখেছি আমরা। খ্রিস্টানরা মারছে মুসলিমদের, মুসলিমরা মারছে খ্রিস্টানদের, খ্রিস্টানরা মারছে খ্রিস্টানদের, এবং মুসলিমরা মারছে মুসলিমদের। পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ করছে বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠি, উপজাতি এমনকি আপন ভাইয়েরা। কিন্তু কায়কুবাদ ছিলেন একজন দৃঢ়চিত্তের নেতা। তার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য কোনিয়া শহরকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি, মহাপ্লাবনের পর সবার প্রথম জেগে উঠেছিল যে শহর। এখন, এই কোনিয়ায় এমন এক গবেষক বসবাস করছেন যার পরিচয় আপনি শুনেও থাকতে পারেন, আবার নাও পারেন। তার নাম মাওলানা জালাল-উদ-দীন, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাকে চেনে রুমি নামে। তার সাথে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার, এমনকি জ্ঞান অর্জনও করেছি তার পাশে থেকে। প্রথমে তার শিক্ষক হিসেবে, তারপর তার বাবার মৃত্যুর পর তার গুরু হিসেবে, এবং সব শেষে অনেক বছর পর তার ছাত্র হিসেবে। হ্যাঁ,

BanglaBook.org

বন্ধু, আমি নিজেই আমার ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। তার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার গভীরতা এতই বেশি যে একটা সময় যাওয়ার পর আমি আর তাকে নতুন করে কিছু শেখাতে পারিনি, বরং নিজেই তার কাছ থেকে শিখতে শুরু করেছি। তার বাবাও একজন বিখ্যাত জ্ঞানসাধক ছিলেন। কিন্তু রুমির মাঝে এমন কিছু জ্ঞান আছে যা খুব কম সাধকের মাঝেই আমি দেখেছি : ধর্মের শস্যকে মাড়াই করে তার গভীর থেকে চিরন্তন এবং সার্বজনীন সত্যকে বের করে আনতে পারে সে। আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এগুলো কেবল আমার ব্যক্তিগত ধারণা নয়। রুমির যুবক বয়সে তার সাথে দেখা হয়েছিল বিখ্যাত সাধক এবং ওষুধ ও সুগন্ধিপ্রস্তুতকারী ফরিদউদ্দীন আত্তারের। আত্তার বলেছিলেন, 'ভালোবাসার হৃদয়ের দরজা খুলে দেবে এই যুবক, এবং ভালোবাসার সকল সাধকের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।' একইভাবে যখন বিখ্যাত দার্শনিক, লেখক ও সাধক ইবনে ফারাবি একদিন যুবক রুমিকে তার পিতার পেছনে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন, অবাক হয়ে বলে উঠেছিলেন তিনি–"স্রষ্টার কি অপার মহিমা, হ্রদের পিছে হেঁটে যাচ্ছে এক মহাসাগর!" চব্বিশ বছর বয়সেই আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো রুমিকে। আজ, তেরো বছর পর কোনিয়ার অধিবাসীরা তাকে একজন সম্মানিত ও আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে জানে, প্রতি শুক্রবারে সারা দেশের মানুষ এই শহরে ছুটে আসে শুধু তার বক্তৃতা শোনার জন্য। আইন, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, রসায়ন এবং গণিতে অসাধারণ পারদর্শীতা দেখিয়েছে সে। বলা হয়ে থাকে যে ইতোমধ্যেই তার শিষ্যের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তার প্রতিটি কথাকে মহামূল্যবান বলে জ্ঞান করে তার ছাত্ররা, এবং তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে ইসলামের ইতিহাসে এবং সেই সাথে পৃথিবীর ইতিহাসেও এক সৌভাগ্যময় পরিবর্তন আসবে রুমির হাত ধরে। কিন্তু আমার কাছে রুমি সব সময় ছেলের মতোই ছিল। আমি তার মৃত বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে তার ছেলেকে দেখে রাখব। কিন্তু এখন আমার বয়স হয়েছে, শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। যাওয়ার আগে নিশ্চিত করতে চাই যে সঠিক লোকের হাতেই রেখে যাচ্ছি রুমিকে। নিঃসন্দেহে সে অত্যন্ত মেধাবী এবং সফল, কিন্তু রুমি বেশ কয়েকবার আমাকে বলেছে যে ভেতরে ভেতরে সে অশান্তিতে ভুগছে। তার জীবনে এখনও এমন একটি জিনিসের অভাব রয়েছে যা তার পরিবার বা তার শিষ্যরা কেউই পূরণ করতে পারেনি। একবার আমি তাকে বলেছিলাম, যদিও এখন তাকে কোনোভাবেই কাঁচা বলা যায় না, কিন্তু তাই বলে সঠিক আগুনে পোড়ার সুযোগও পায়নি সে। তার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ, তারপরেও তার আত্মার দরজা খোলা একান্ত প্রয়োজন; যাতে ভালোবাসার জোয়ার ভাঁটা খেলা করতে পারে সেখানে। সে যখন আমাকে প্রশ্ন করল যে এটা কিভাবে সম্ভব, আমি তাকে বললাম যে তার একজন বন্ধু, একজন একই পথের সঙ্গী

BanglaBook.org

প্রয়োজন। মনে করিয়ে দিলাম কোরআনের কথা, "বিশ্বাসীরা একে অপরের আয়না স্বরূপ।" এই ব্যাপারে আবার আলোচনা উঠে না এলে হয়তো আমি সম্পূর্ণ ভুলেই যেতাম, কিন্তু আমি যেদিন কোনিয়া ছেড়ে রওনা দেই সেদিন রুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। একটা স্বপ্ন বারবার দেখছিল সে, এবং সেটার সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইছিল। রুমি স্বপ্নে দেখেছে, বহু দূরের কোনো অজানা দেশে এক বড়, জনাকীর্ণ শহরে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। সেখানে ভাষা আরবী, সূর্যাস্ত মনোরম। তুঁত গাছের ডালে খোলসের মাঝে অপেক্ষা করছে রেশম পোকা। তারপরেই নিজেকে একটি বাড়ির উঠোনে দেখতে পেল সে, হাতে একটি বাতি নিয়ে কূপের পাড়ে বসে কাঁদছে। প্রথমে তার স্বপ্নের কোনো অর্থই বের করতে পারিনি আমি। কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু তারপর একদিন একটা রেশমি রুমাল উপহার পেলাম আমি, এবং সাথে সাথে মিলে গেল ধাঁধার জবাব। আমার মনে পড়ল, রেশম এবং রেশম পোকা আপনার কত প্রিয় বস্তু। আপনার তরিকা সম্পর্কে যে অসাধারণ কথাগুলো শুনেছি সেগুলো মনে পড়ল আমার। বুঝতে পারলাম, রুমি যে জায়গার কথা স্বপ্নে দেখেছে তা আর কোথাও নয়, বরং আপনারই দরবেশ আশ্রম। সোজা কথায়, আমার মনে হচ্ছে যে রুমির সঙ্গী আপনার আশ্রমের ছাদের নিচেই আছে। সে জন্যই এই চিঠি লিখেছি আমি। জানি না যে এমন কোনো মানুষ সত্যিই আপনার আশ্রমে আছে কি না। কিন্তু যদি থাকে, তাহলে তার জন্য ভাগ্য যে পথ নির্ধারিত করে রেখেছে সেটা তাকে জানানোর ভার আপনার উপরেই সমর্পণ করলাম। যদি আমি এবং আপনি মিলে দুটো নদীকে একই ধারায় প্রবাহিত হওয়ার জন্য একটু হলেও সাহায্য করতে পারি, যদি তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ভালোবাসার সাগরে পতিত হওয়ার পথে; তাহলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করব আমি। তবে, একটা ব্যাপার আপনাকে মনে রাখতে হবে। রুমি হয়তো এখন একজন প্রভাবশালী মানুষ, এবং অনেকের সম্মানের পাত্র; কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার কোনো সমালোচক নেই। তাছাড়া, দুই নদীর এমন মিলনে অনেকের মাঝে অস্বস্তি এবং বিরোধিতার সৃষ্টি হতে পারে, এমন শত্রুতা তৈরি হতে পারে যা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সঙ্গীর প্রতি রুমির ভালোবাসার কারণে তার পরিবার এবং কাছের মানুষদের মাঝেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। অনেক মানুষের ভালোবাসার পাত্র কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কোনো মানুষকে খোলাখুলি ভালোবাসে, তখন তাতে ঈর্ষা বা ঘৃণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। এসব কারণে রুমির সঙ্গীর উপর অনেক বিপদও আসতে পারে। সোজা কথায় বলতে গেলে, এমনও হতে পারে যে আপনি যাকে কোনিয়ায় পাঠাবেন সে আর ফেরার সুযোগ পাবে না। তাই, রুমির সঙ্গীর কাছে এই চিঠির ব্যাপারে কিভাবে বলবেন সেটা ঠিক করার আগে আপনাকে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা

BanglaBook.org

করার পরামর্শ দিতে চাই আমি। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আপনাকে ফেলার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমরা দুজনেই জানি যে স্রষ্টা কখনও আমাদের কাঁধে এমন ভার চাপান না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম আমি। আমার বিশ্বাস এই যে, ফলাফল যাই হোক না কেন, সঠিক পথে সঠিক পদক্ষেপ নিতে কখনও দ্বিধা করবেন না আপনি। প্রার্থনা করি যেন বিশ্বাসের আলো কখনও আপনার এবং আপনার দরবেশদের উপর থেকে বিচ্যুত না হয়।

সাইয়িদ বুরহানউদ্দীন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শামস

বাগদাদ, ১৮ ডিসেম্বর, ১২৪৩

বরফ পড়ে ঢেকে গেছে পথঘাট, ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে বরফের টুকরো। দূরে এক বার্তাবাহককে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। জানা গেল, কায়সারি থেকে আসছে সে। তাকে দেখে দরবেশদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সবাই জানে যে বছরের এই সময়ে কোনো অতিথির আগমন অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এই বিরূপ আবহাওয়াতে যখন কোনো বার্তাবাহককে জরুরি খবর নিয়ে পথে বের হতে হয় তখন তার মানে হতে পারে মাত্র দুটো জিনিস হয় ভয়ানক কিছু ঘটেছে, আর না হলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

বার্তাবাহকের আগমনে নানা রকম গুজবের ঝড় উঠল দরবেশ আশ্রমে। আশ্রমপ্রধানের কাছে যে চিঠিটা দেয়া হয়েছে তার বক্তব্য জানার জন্য সবাই উৎসুক। কিন্তু নিজেকে রহস্যের চাদরে ঢেকে রেখেছেন তিনি, কাউকেই কোনো কিছু বলছেন না। পরবর্তী বেশ কয়েকদিন তার মাঝে এই নীরবতা বিরাজ করল। সারাক্ষণ একমনে কি যেন চিন্তা করলেন তিনি, কাউকে ধারেকাছে ভিড়তে দিলেন না। তাকে দেখে এমন কোনো মানুষের কথা মনে হতে লাগল, যে নিজের বিবেকের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করার পরেও সঠিক সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

এই সময়ের মাঝে বাবা জামানের উপর তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য রাখলাম আমি, এবং তা নিছক কৌতুহলের বশে নয়। মনের গভীরে আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে ওই চিঠিতে আসলে আমার কথাই লেখা হয়েছে, যদিও তা কি নিয়ে সেটা আমার বোধগম্য নয়। প্রার্থনা কক্ষে স্রষ্টার নিরানব্বই নাম জপতে জপতে দীর্ঘ সময় কাটালাম আমি, পথ দেখানোর আবেদন জানালাম তার কাছে। প্রতিবারই একটি নাম উপরে উঠে এল আল-জাব্বার–সব কিছু যার ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে।

পরবর্তী দিনগুলোতে সবাই যখন নানা রকম আন্দাজ সাজাতে ব্যস্ত, আমি তখন বাগানে একা একা সময় কাটাতে লাগলাম, ভারী তুষারের চাদরের তলায় লুকিয়ে থাকা প্রকৃতিকে দেখে কাটতে লাগল আমার দিন। শেষ পর্যন্ত একদিন রান্নাঘরের ভারি ঘণ্টাটা বারবার বাজার শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল,

BanglaBook.org

আমাদের সবাইকে কোনো জরুরি দরকারে ডাকা হচ্ছে। খানকাহ্-এর প্রধান ঘরে ঢুকে দেখলাম, নবিস এবং দরবেশরা সহ সবাই চলে এসেছে। বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে বসেছে তারা। আর বৃত্তের মাঝখানে বসে আছেন আশ্রমপ্রধান। শান্ত চেহারা তার, চোখগুলো অর্ধ-নিমীলিত।

গলা খাকারি দিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। 'বিসমিল্লাহ। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ যে আমি কেন তোমাদের এখানে ডেকেছি। কয়েকদিন আগে আমার কাছে যে চিঠিটা এসেছে সেটাই এর কারণ। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ওই চিঠির কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আমার মনযোগ আকর্ষিত হয়েছে।'

বলে একটু বিরতি দিলেন বাবা জামান, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, শুকনো এবং ফ্যাকাসে; যেন গত কয়েকদিনে কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে তার। কিন্তু তিনি যখন কথা বলতে শুরু করলেন, এক অপ্রত্যাশিত প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

'এখান থেকে কাছেই এক শহর আছে, যেখানে এক জ্ঞানী সাধক বাস করেন। বক্তৃতায় তিনি দক্ষ হলেও উপমায় ততটা দক্ষতা নেই তার, কারণ তিনি কবি নন। হাজার হাজার মানুষ তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে; কিন্তু তিনি নিজে এখনও প্রেমিক হয়ে উঠতে পারেননি। তোমাদের এবং আমার বিবেচনার বাইরে কোনো এক গূঢ় কারণ বলছে, এই আশ্রম থেকে কোনো একজনকে যেতে হবে সেখানে, এবং সেই সাধকের সঙ্গী হতে হবে।'

বুকের ভেতর লাফাতে শুরু করল আমার হৃৎপিণ্ড। খুব ধীরে ধীরে দম ছাড়লাম আমি। আমার মনে পড়ে গেল অনেকগুলো নিয়মের মাঝে আরও একটি। *একাকীত্ব এবং নির্জনতা এক জিনিস নয়। মানুষ যখন একাকী থাকে, তখন সহজেই ভাবতে পারে যে সে সঠিক পথে রয়েছে, অথচ তার ধারণা ভুল। নির্জনতাই আমাদের জন্য উত্তম, কারণ তাতে একাকী বোধ না করেই একা হওয়া যায়। কিন্তু এক সময় এমন একজন মানুষকে খুঁজে নিতেই হয়, যে তোমার আয়না হতে পারে। মনে রাখবে, কেবল অন্য একটি মানুষের হৃদয়ের মাঝেই মানুষ নিজেকে এবং তার মধ্যকার সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পারে।*

ওদিকে আশ্রমপ্রধান বলে চলেছেন, 'আমি এখন তোমাদের কাছে জানতে চাই যে তোমরা কেউ এই আধ্যাত্মিক ভ্রমণের পথে স্বেচ্ছায় বের হতে রাজি আছ কি না। ইচ্ছে করলে আমি নিজেই তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করে নিতে পারতাম, কিন্তু এটা এমন কোনো কাজ নয় যা দায়িত্ব হিসেবে পালন করা যায়। শুধুমাত্র ভালোবাসার জন্য, এবং ভালোবাসার খাতিরেই নামতে হবে এই পথে।'

এক তরুণ দরবেশ এবার কথা বলার অনুমতি চাইল। 'সেই সাধকের নাম কি, হুজুর?'

BanglaBook.org

'শুধুমাত্র যে যেতে চাইবে, তার কাছেই এই নাম প্রকাশ করব আমি।'

এই কথা শোনার পর অধৈর্য এবং উত্তেজিত হয়ে বেশ কয়েকজন দরবেশ হাত ওঠাল। তাদের সংখ্যা দাঁড়াল সব মিলিয়ে নয় জনে। আমিও যোগ দিলাম তাদের সাথে, পরিণত হলাম দশম ব্যক্তিতে। হাত নেড়ে আমাদের সবাইকে তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন বাবা জামান। 'মনস্থির করার আগে আরও একটা ব্যাপার জেনে রাখা দরকার তোমাদের।'

এবার আশ্রমপ্রধান আমাদের বললেন যে এই পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল, এবং নানা রকম প্রতিকুলতায় পরিপূর্ণ। যে যাবে, সে যে আবার ফিরে আসবে এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। সাথে সাথে সবগুলো হাত নিচু হয়ে গেল। শুধু আমার হাত ছাড়া।

দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখলেন বাবা জামান। তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সাথে সাথে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি জানতেন যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে তার কথায় রাজি হবে।

'শামস তাবরিজি,' ধীরে ধীরে, ভারী গলায় উচ্চারণ করলেন বাবা জামান; যেন আমার নাম তার মুখে কোনো অস্বস্তিকর স্বাদ রেখে যাচ্ছে, 'তোমার প্রতিজ্ঞাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু তুমি এই আশ্রমের পরিপূর্ণ সদস্য নও। তুমি আমাদের অতিথি।'

'তাতে অসুবিধে কোথায় আমি বুঝতে পারছি না,' জবাব দিলাম আমি।

দীর্ঘ সময় চুপচাপ রইলেন বাবা জামান, কিছু একটা চিন্তা করলেন। তারপর হঠাৎ করেই নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'আপাতত এই বিষয়ে আলোচনা স্থগিত থাকুক। বসন্তকাল আসলে আবার এ ব্যাপারে কথা বলব আমরা।'

বিদ্রোহী হয়ে উঠল আমার হৃদয়। বাবা জামান জানেন যে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বাগদাদে পা রেখেছি আমি। তবুও আমাকে আমার নিয়তির লিখন সম্পূর্ণ করার পথে এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন না তিনি।

'কেন, হুজুর? আমি যখন এই মুহূর্তেই যেতে প্রস্তুত, তখন আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন কেন? শহরের নাম এবং সেই সাধকের নাম বলে দিন, আমি এখনই বেরিয়ে পড়ি!' উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম আমি।

কিন্তু জবাব দেয়ার সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডা, রুক্ষ শোনাল আশ্রমপ্রধানের কণ্ঠস্বর, যা আগে কখনও শুনিনি তার কাছে। 'এই বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা হবে না। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ।'

●●●

দীর্ঘ, নিষ্ঠুর এক শীতকাল কাটল। জমে বরফ হয়ে গেল বাগানের গাছগুলো, সেই সাথে আমার ঠোঁট জোড়া। পরবর্তী তিন মাস কারও সাথে কোনো কথা

BanglaBook.org

বললাম না আমি। প্রতি দিন হাঁটতে বের হলাম গ্রামের পথে, মনে আশা রইল যে কোনো একটা গাছে ফুল ফুটতে দেখতে পাব। কিন্তু শুধু তুষার ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়ল না। বসন্তের আগমনের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। তবে বাইরে হতাশ দেখালেও ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞ এবং আশাবাদী রইলাম আমি, আরও একটি নীতিকে মনে মনে স্মরণ করলাম। আমার এই অবস্থার সাথে একটি নীতি একেবারেই খাপ খেয়ে যায় *তোমার জীবনে যাই ঘটুক না কেন, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল মনে হোক না কেন, কখনও হতাশার ধারে-কাছেও যেও না। যখন সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি তখনও সৃষ্টিকর্তা শুধু তোমার জন্যই নতুন দরজা খুলে দিতে পারেন। কৃতজ্ঞ হও! যখন সব কিছু হাতের কাছে থাকে তখন কৃতজ্ঞ হওয়া সহজ। প্রকৃত সুফি সেই, যে নিজের প্রাপ্য সব কিছুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং যা কিছু তাকে দেয়া হয়নি তার জন্যও কৃতজ্ঞ বোধ করে।*

তারপর, অবশেষে এক সকালে তুষারের নিচ থেকে উজ্জ্বল রঙের হাতছানি দেখতে পেলাম আমি, মনে হলো যেন সুমধুর সঙ্গীত ভেসে এল আমার কানে। ছোট ছোট বেগুনি রঙের ফুলে ঢাকা একটা ঝোপ মাথা বের করেছে বরফের আড়াল থেকে। আনন্দে ভরে উঠল আমার মন। আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি, এই সময় সেই লাল চুলের শিক্ষানবিসের সাথে দেখা হয়ে গেল আমার। মহা আনন্দের সাথে তাকে অভিবাদন জানালাম আমি। গত কয়েক মাসে আমাকে গম্ভীর চেহারায় ঘুরে বেড়াতে দেখে তার এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে হাঁ হয়ে গেল তার মুখ।

'আরে, মুখে হাসি ফোঁটাও!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'দেখতে পাচ্ছ না, বসন্ত এসে গেছে?'

সেই দিন থেকে অকল্পনীয় দ্রুততার সাথে বদলে যেতে শুরু করল প্রকৃতির চেহারা। গলে নিঃশেষ হয়ে গেল তুষার, গাছে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করল। চড়ুই আর অন্যান্য পাখিরা ফিরে এল আবার, এবং কিছু দিনের মাঝেই হালকা সুগন্ধে ভরে উঠল বাতাস।

এক সকালে আবার সেই তামার ঘণ্টা বাজতে শুনলাম আমরা। এবার সবার আগে নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছে গেলাম আমি। আরও একবার আশ্রমপ্রধানকে ঘিরে বৃত্তাকারে বসলাম আমরা সবাই, তার কথাগুলো শুনলাম। আরও একবার ইসলামের সেই সাধকের কথা বললেন তিনি, যিনি সব দিকে জ্ঞান রাখলেও ভালোবাসার ক্ষেত্রে এখনও শিশু। এবং এবারও স্বেচ্ছায় যেতে চাইল না কেউ।

'দেখা যাচ্ছে, শামসই একমাত্র ব্যক্তি যে নিজে থেকে যেতে চাইছে,' ঘোষণা করলেন বাবা জামান। বাতাসের শব্দের মতো উঁচু পর্দায় উঠে এল তার কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে শরত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই আমি।'

BanglaBook.org

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে এসব ব্যাপার ঘটছে আমার সাথে। তিন মাস বেকার বসে থাকার পর আমি যখন রওনা দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখনই কিনা বাবা জামান আমাকে বলছেন আরও ছয় মাস অপেক্ষা করার জন্য। ভগ্ন হৃদয়ে প্রতিবাদ জানাতে চাইলাম আমি, অনুনয় বিনয় কোনো কিছুই বাকি রাখলাম না। বার বার বাবা জামানকে বললাম তিনি যেন সেই শহর এবং সাধকের নাম বলে দেন আমাকে। কিন্তু আবারও আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি।

তবে আমি জানি যে এবার অন্তত আগের চাইতে অপেক্ষার পালা সহজ হবে। কারণ এর পর নিশ্চয়ই আর কোনোভাবে দেরি হতে পারে না। শীতকাল থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত যখন আমি অপেক্ষা করতে পেরেছি, তখন বসন্ত থেকে শরত পর্যন্তও পারব। বাবা জামানের প্রত্যাখ্যান আমাকে হতাশ করতে পারেনি। বরং উল্টো আমার স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, আরও দৃঢ় করেছে আমার প্রতিজ্ঞা। আরেকটি নীতি বলে, *ধৈর্যের অর্থ শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে সহ্য করে যাওয়া নয়। ধৈর্য ধরার মানে হচ্ছে কোনো ঘটনার শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে তা বুঝতে পারার মতো দূরদৃষ্টির অধিকারী হওয়া, এবং তাকে বিশ্বাস করা। ধৈর্যের মানে কি? এর মানে হলো কাঁটার দিকে তাকিয়ে গোলাপকে দেখতে পাওয়া, রাতের দিকে তাকিয়ে ভোরকে দেখতে পাওয়া। অধৈর্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে ঘটনার ফলাফল কি হবে তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়া। সৃষ্টিকর্তার প্রেমিকরা কখনও ধৈর্য হারায় না, কারণ তারা জানে যে বাঁকা চাঁদকে পূর্ণচন্দ্র রূপে দেখতে হলে সময়ের প্রয়োজন।*

শরত আসার পর যখন তৃতীয়বারের মতো ঘণ্টা বাজল, তখন ধীরস্থির ভঙ্গিতে পায়ে হেঁটে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি। জানি, এখন সব কিছুর একটা ফয়সালা হবে। আগের চাইতেও অনেক বেশি ফ্যাকাসে আর দুর্বল মনে হলো আশ্রমপ্রধানকে, যেন তার মাঝে আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। তবে যখন তিনি আমাকে হাত উঁচু করতে দেখলেন তখন আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন না, বা প্রসঙ্গও বদল করলেন না। তার বদলে কেবল মাথা ঝাঁকালেন একবার।

'ঠিক আছে, শামস। তুমিই যে এই পথের যোগ্য পথিক সে ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই আমার মনে। আগামীকাল সকালেই রওনা দেবে তুমি, ইনশা-আল্লাহ।'

তার হাতে চুমু খেলাম আমি। অবশেষে সঙ্গীর সাথে দেখা হতে যাচ্ছে আমার।

উষ্ণ, কিন্তু চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন বাবা জামান, ঠিক যেভাবে সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আগে হাসে তার পিতা। তারপর নিজের লম্বা খাকি জামার ভেতর থেকে একটি সিল মারা খাম বের করে তুলে

BanglaBook.org

দিলেন আমার হাতে, তারপর আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করল। কামরার ভেতর একাকী অবস্থায় খামের উপর লাগানো মোমের সিলমোহর ভাঙলাম আমি। ভেতরে পরিপাটি অক্ষরে লেখা অবস্থায় পাওয়া গেল দুটো তথ্য। সেই শহর, এবং সেখানে বসবাসকারী জ্ঞানতাপসের নাম। জানলাম, কোনিয়ায় যাচ্ছি আমি, রুমি নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে।

কেঁপে উঠল আমার বুক। আগে কখনও এই নাম শুনিনি আমি। হয়তো সত্যিই বিরাট বড় কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি সে, কিন্তু আমার কাছে সে পরিপূর্ণ এক রহস্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এক এক করে তার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করলাম আমি   শক্তিশালী, উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট "র", এবং রহস্যময় অক্ষর "ম", যার অর্থ এখনও বের করা বাকি।

এবার অক্ষরগুলোকে এক করে বারবার তার নাম উচ্চারণ করতে লাগলাম আমি। এক সময় তা আমার জিভে মধুর মতো মিষ্টি হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করল; একই সাথে পরিচিত হয়ে উঠল "পানি", "রুটি", এবং "দুধ" এর মতো নিত্যব্যবহার্য শব্দের মতো।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২২ মে, ২০০৮

বিছানার সাদা চাদরের নিচে শুয়ে ছিল এলা। ঢোক গিলল ও, সাথে সাথে ব্যথা লাগল গলায়। ক্লান্ত লাগছে খুব। রাত জাগা এবং পরপর কয়েক রাত স্বাভাবিকের চাইতে বেশি মদ খাওয়ার ফলাফল। তারপরেও কোনোমতে উঠে নিচে নামল ও, নাস্তা বানাল। তারপর দুই যমজ ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর সাথে বসল নাস্তার টেবিলে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে কোন কোন দারুণ গাড়ি দেখেছে তাই নিয়ে আলাপ করছে। বাইরে বাইরে আগ্রহী ভাব দেখালেও এলার ইচ্ছে হচ্ছে আবার গিয়ে চাদরের নিচে ঢুকতে।

হঠাৎ করেই মায়ের দিকে তাকাল অরলি। বলল, "আভি বলছে আমাদের বোন নাকি আর বাড়ি ফিরবে না। এটা কি সত্যি, মা?' গলায় সন্দেহ এবং অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ল সে।

'মোটেই সত্যি নয়। তোমরা তো জানো যে তোমাদের বোনের সাথে আমার একটু ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি,' বলল এলা।

'তুমি নাকি স্কটকে ফোন করে বলেছ জিনেটের কাছ থেকে সরে যেতে?' দাঁত বের করে হেসে বলল আভি। বোঝা গেল যে এই আলাপে দারুণ মজা পাচ্ছে সে।

চোখ বড় বড় করে স্বামীর দিকে তাকাল এলা। কিন্তু ডেভিড তার ভ্রু উঁচু করে আর হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি সে।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে এল এলা, যেটা ও করে ছেলেমেয়েদের কোনো নির্দেশ দিতে হলে। বলল, 'ব্যাপারটা মোটেই ও রকম কিছু নয়। আমি স্কটের সাথে কথা বলেছি ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোমাদের বোনের কাছ থেকে ওকে সরে যেতে বলিনি। আমি শুধু বলেছি যে বিয়ের মতো ব্যাপার নিয়ে যেন ওরা তাড়াহুড়ো না করে।'

'আমি কখনও বিয়েই করব না,' ঘোষণা করল অরলি।

BanglaBook.org

'তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে এমন কাউকে পেলে তো!' সাথে সাথে ফোড়ন কাটল আভি।

দুই যমজের ঝগড়া শুনতে শুনতে কেন যেন একটা হাসি ফুটে উঠল এলার ঠোঁটের কোণে, কারণটা ও নিজেও জানে না। সেটাকে চেহারায় ফুটতে দিল না ও, যদিও ঠোঁটের কাছাকাছি, চামড়ার নিচেই লেগে রইল হাসিটা। নাস্তা শেষ হতে সবাইকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ও, শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দিল।

টেবিলে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসার পরেই কেবল হাসিটাকে মুখ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল এলা, এবং সেটা ও করল খুব সহজেই, মেজাজ খারাপ করার মাধ্যমে। রান্নাঘরটা দেখে মনে হচ্ছে ইঁদুরদের একটা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী এখানে হামলা চালিয়েছে। আধ-খাওয়া ডিমভাজি, অর্ধভুক্ত সিরিয়ালের বাটি, আর এঁটো বাসনে ভরে আছে কাউন্টারের উপরটা। মেঝের উপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে স্পিরিট, বোঝা যাচ্ছে যে বাইরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু এমনকি দুই কাপ কফি আর একটা মাল্টিভিটামিন ড্রিংক খাওয়ার পরেও ওকে নিয়ে কেবল কয়েক মিনিটের জন্য বাগানে ঘুরে এল এলা, আর কিছু করতে ইচ্ছে করল না ওর।

●●●

বাগান থেকে ফিরে এসে এলা দেখল, ফোনের অ্যানসারিং মেশিনের লাল আলোটা জ্বলছে। বোতামে চাপ দিল ও, এবং দারুণ খুশি হয়ে উঠল যখন দেখল যে জিনেটের মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে আসছে যন্ত্রটা থেকে।

'মা, তুমি কি আছ আশেপাশে? উম, মনে হয় না, কারণ তা না হলে তো ফোন ধরতে,' বলে হাসল সে। 'আচ্ছা শোনো, তোমার উপর আমার এত রাগ হয়েছিল যে আর কখনও তোমার মুখও দেখব না বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখন আর আমার কোনো রাগ নেই। আমি বলতে চাইছি, তুমি যা করেছ সেটা অবশ্যই ভুল ছিল। স্কটকে ফোন করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার। কিন্তু কাজটা তুমি কেন করেছ সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। শোনো, আমাকে সব সময় এভাবে আগলে না রাখলেও চলবে। আমি আর সেই প্রিম্যাচিওর বাচ্চা নেই যাকে সারাক্ষণ ইনকিউবেটরের মধ্যে রেখে দিতে তুমি। এত দুশ্চিন্তা কোরো না আমাকে নিয়ে। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। ঠিক আছে?'

পানিতে ভরে উঠল এলার চোখজোড়া। সদ্য জন্ম নেয়া জিনেটের চেহারাটা উঁকি দিয়ে গেল ওর মনের পর্দায়। লাল হয়ে থাকা চামড়া, ছোট ছোট আঙুলগুলো কোঁচকানো, প্রায় স্বচ্ছ; ফুসফুসের সাথে লাগানো ব্রিদিং টিউব–এই পৃথিবীতে আসার জন্য কোনো প্রস্তুতিই ছিল না ওর। কত রাত যে ওর পাশে জেগে জেগে কাটিয়েছে এলা তার ঠিক নেই। কেবল মেয়ের

BanglaBook.org

নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছে, নিশ্চিত হতে চেয়েছে যে বেঁচে আছে ও, এবং বেঁচে থাকবে।

'মা, আর একটা কথা,' যেন শেষ মুহূর্তে মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল জিনেট। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

এই কথাটা শোনার পরেই অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা একটা নিঃশ্বাস খুব সাবধানে বুক থেকে বের করে দিল এলা। আজিজের ইমেইলের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ইচ্ছে গাছ তাহলে ওর ইচ্ছে পূরণ করেছে, অন্তত প্রথম অংশটুকু। ওকে ফোন করার মাধ্যমে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করেছে জিনেট। এবার এলার কাজ হচ্ছে বাকিটুকু পূরণ করা। মেয়ের সেলফোন নাম্বারে ফোন করল ও, এবং জানতে পারল যে ক্যাম্পাস লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছে তার মেয়ে।

'তোমার মেসেজ পেয়েছি আমি, সোনামণি। শোনো, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা, সংক্ষিপ্ত কিন্তু টান টান। তারপর জিনেট বলল, 'ঠিক আছে, মা।'

'না, ঠিক নেই। তোমার অনুভূতির প্রতি আরও সম্মান দেখানো উচিত ছিল আমার।'

'এসব কথা বাদ দাও না, মা?' বলল জিনেট, যেন সে হচ্ছে মা, আর এলা হচ্ছে তার অবাধ্য মেয়ে।

'ঠিক আছে, মামণি।'

এবার একটু গলা নামিয়ে আনল এলা, যেন গোপন কোনো কথা বলছে। মনে হলো যেন এর পর যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে একটু ভয় পাচ্ছে সে। 'সেদিন তোমার কথাটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মানে, সত্যিই কি তাই? তুমি কি আসলেই অসুখী?'

'মোটেই না,' জবাব দিল এলা। একটু যেন তাড়াতাড়িই বলে ফেলল কথাটা। 'তিনটে সন্তানকে মানুষ করে তুলেছি আমি, আমার সুখের অভাব হবে কেন?'

কিন্তু জিনেটের গলা শুনে মনে হলো না যে কথাটা সে বিশ্বাস করেছে। বলল, 'আমি বাবার কথা বোঝাতে চেয়েছি।'

এবার কি বলবে বুঝতে পারল না এলা, অগত্যা সত্যিটাই বলবে বলে ঠিক করল। 'তোমার বাবার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে অনেক বছর হয়ে গেল। এত দিন পরেও ভালোবাসাটাকে আগের মতো জিইয়ে রাখা খুব সহজ নয়।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল জিনেট। কেন যেন এলার মনে হলো, সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছে সে।

BanglaBook.org

ফোন রেখে দেয়ার পর ভালোবাসা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল এলা। রকিং চেয়ারের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রইল ও, এবং ভাবতে চাইল যে এত আঘাত, এত সন্দেহে ভোগার পরেও কি ভালোবাসার অভিজ্ঞতা পাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব? ভালোবাসা তো তাদের জন্য, যারা এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে কোনো যুক্তি বা নিয়ম খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কি হবে, যারা বহু আগেই সেই চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে?

দিনটা শেষ হওয়ার আগেই আবার আজিজের কাছে লিখতে বসল ও।

প্রিয় আজিজ (যদি এভাবে সম্বোধন করার অনুমতি পাই),

তোমার উষ্ণ এবং আন্তরিক জবাবের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার কারণেই একটি পারিবারিক ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি আমি। আমার মেয়ের সাথে সেই ভুল বোঝাবুঝিটা এখন মিটে গেছে, ঠিক যেমনটা তুমি বলেছিলে। একটা কথা ঠিকই বলেছিলে তুমি। দুটো দিক আছে আমার মধ্যে, এবং বারবার সেগুলোর মাঝে অবস্থান পরিবর্তন করি আমি। একটা হচ্ছে অতি-আগ্রহী, এবং আরেকটা হচ্ছে অতিরিক্ত নিরাসক্ত। হয় আমি আমার প্রিয় মানুষদের জীবনে খুব বেশি নাক গলাতে চাই, অথবা তাদের বিভিন্ন কাজের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ি। আর আত্মসমর্পণের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তুমি যে নিশ্চিন্তভাবে সব কিছু মেনে নেয়ার কথা বলেছিলে, তেমন কিছু আমি কখনও অনুভব করিনি। সত্যি কথা বলতে, সুফি হতে যা প্রয়োজন তা আমার মাঝে আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি জিনেট আর আমার মধ্যে বিবাদের অবসান কেবল তখনই ঘটল যখন আমি মন থেকে সব চাওয়া দূর করে দিলাম। আমার কাছে অনেক বড় একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে তোমার। আমিও তোমার জন্য প্রার্থনা করতাম, কিন্তু শেষবারের সৃষ্টিকর্তার দরজায় টোকা দেয়ার পর এত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে যে এখন আর আমি নিশ্চিত নই, তিনি আগের ঠিকানাতেই আছেন কি না। এই দেখো, তোমার গল্পের সেই সরাইমালিকের মতো কথা বলে ফেললাম নাকি? ভয় পেও না, তার মতো বদমেজাজী নই আমি। অন্তত, এখনও নই।

তোমার নর্দাম্পটনের বন্ধু,
এলা

BanglaBook.org

চিঠি

বাগদাদ থেকে কায়সারির উদ্দেশ্যে, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১২৪৩

বিসমিল্লাহিররাহমানিররাহিম, ভাই সাইয়িদ বুরহানউদ্দিন, আপনার উপর সৃষ্টিকর্তার আশির্বাদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার চিঠি পেয়ে এবং আপনি এখনও আগের মতোই সত্যের পথে অবিচল আছেন জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু একই সাথে আমাকে দারুণ দুশ্চিন্তার ভেতরেও ফেলে দিয়েছিল আপনার চিঠি। কারণ যখনই আমি জানতে পারলাম যে আপনি রুমির সঙ্গীকে খুঁজছেন, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে আসলে কার কথা বলছেন আপনি। কিন্তু যেটা বুঝতে পারছিলাম না সেটা হলো, এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কি। আমার আশ্রমে এক ভবঘুরে দরবেশ বাস করে, যার নাম শামস তাবরিজি, এবং আপনার চিঠির বর্ণনার সাথে যে হুবুহু মিলে যায়। শামস বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তার, এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য একজন জ্ঞানী মানুষকে আরও আলোকিত করে তুলতে হবে তাকে। তাই কোনো শিষ্য বা ছাত্রের বদলে স্রষ্টার কাছে একজন সঙ্গীকে চেয়েছিল সে। একবার শামস আমাকে বলেছিল, সাধারণ মানুষের জন্য তার আগমন ঘটেনি। এই পৃথিবীকে যারা সত্যের পথে পরিচালিত করবে, তাদের নাড়ীতে আঙুল রাখার জন্যই এসেছে সে। আপনার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই আমি বুঝতে পারলাম, রুমির সাথে শামসের দেখা হবেই, এটাই পূর্বনির্ধারিত। তবুও, আমার দরবেশদের প্রত্যেকেই যেন সমান সুযোগ পায় সে জন্য তাদের সবাইকে এক জায়গায় ডেকে আনলাম আমি, তারপর বিস্তারিত না জানিয়ে কেবল এক জ্ঞানসাধকের কথা বললাম তাদের, যার হৃদয়কে উন্মোচিত করতে হবে। যদিও বেশ কয়েকজন আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু এই কাজের বিপদের কথা জানার পরে শুধুমাত্র শামসই তার মতামতে অবিচল থাকে। সেটা ছিল গত শীতকালের কথা। এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে বসন্তে, এবং এই শরতে। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি এত দিন অপেক্ষা করলাম কেন। এই নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি আমি, এবং সরাসরি বলতে গেলে একটি কারণই বলতে হবে আমাকে। সেটি হলো, শামসকে পছন্দ করে ফেলেছি আমি। তাকে বিপজ্জনক এক যাত্রায় পাঠাচ্ছি, এটা ভাবতেই ব্যথায় ভরে উঠছে আমার অন্তর। শামস খুব একটা সহজ বা

BanglaBook.org

বাধ্যগত মানুষ নয়। যত দিন সে যাযাবর জীবনযাপন করছে, তত দিন তার তেমন কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু যদি কখনও কোনো শহরে থাকতে হয়, সেখানকার মানুষের সাথে মিশতে হয়, তাহলে আমার ভয় যে ও আর আগের মতো থাকবে না। সে জন্যই ওর যাত্রাকে যতটা সম্ভব পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমি। শামস যে দিন রওনা দিল তার আগের রাতে ওকে নিয়ে তুঁতগাছের বাগানে দীর্ঘক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েছিলাম। ওখানেই এখন রেশমের চাষ করছি আমি, পুরনো অভ্যাস বলে কথা। ভালোবাসার সাথে রেশমের মিল হলো, দুটোই অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিন্তু বিস্ময়কর রকমের শক্ত। শামসকে আমি রেশম পোকার কথা বললাম, জানালাম যে খোলস কেটে বের হয়ে আসার সময় রেশমের সুতোকে কিভাবে নষ্ট করে ফেলে ওরা। সে জন্যই রেশম এবং রেশম পোকার মাঝে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হয় চাষীদের। বেশিরভাগ সময়েই পোকাটাকে গুঁটির ভেতর রেখেই মেরে ফেলে তারা, যাতে রেশমের সুতোকে অক্ষত অবস্থায় বের করে আনা যায়। একটি রেশমি রুমাল তৈরি করতে হয়তো কয়েক শ রেশম পোকাকে প্রাণ দিতে হয়। এই সব আলাপ করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এল, শিউরে উঠলাম আমি। এই বৃদ্ধ বয়সে খুব সহজেই ঠাণ্ডা লাগে এখন, কিন্তু এটা ঠিকই বুঝতে পারলাম যে বয়সের কারণে কেঁপে উঠিনি আমি। এই শেষবারের মতো শামস আমার বাগানে পা রাখছে–এটা বুঝতে পারাই আমার শিউরে ওঠার কারণ। আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। অন্তত এই পৃথিবীতে নয়। শামসও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারল, কারণ ওর চোখে বিষণ্নতার ছায়া দেখতে পেলাম আমি। আজ ভোরে আমার কাছে এসেছিল ও, আমার হাতে চুমু খেয়ে বিদায় নিল। অবাক হয়ে দেখলাম, নিজের লম্বা চুল কেটে ফেলছে সে, দাড়িও কামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এর কোনো কারণ বলল না সে, আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। যাওয়ার আগে শামস বলল, এই গল্পে তার ভূমিকা নাকি ওই রেশম পোকার মতোই। রুমি এবং সে মিলে স্বর্গীয় ভালোবাসার এক খোলস তৈরি করবে, বের হয়ে আসবে শুধু তখন, যখন সম্পূর্ণ হবে মূল্যবান রেশমের প্রস্তুতি। কিন্তু সেই রেশম যেন অক্ষত থাকে, তা নিশ্চিত করতে মারা যেতে হবে রেশম পোকাকে। এই কথা বলেই কোনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সে। স্রষ্টা তাকে রক্ষা করুন। জানি যে আমি সঠিক কাজটাই করেছি, এবং আপনিও ভুল করেননি, কিন্তু তবুও বিষণ্নতায় ভারি হয়ে আছে আমার অন্তর। আমার আশ্রমে যত দরবেশ পা রেখেছে, তাদের মাঝে সবচেয়ে দুর্বিনীত এবং অদ্ভুত দরবেশটির অভাব ইতোমধ্যেই তীব্রভাবে বোধ করতে শুরু করেছি আমি। সব কিছুর শেষে আমরা স্রষ্টারই সম্পত্তি, এবং তার কাছেই ফিরে যাব। স্রষ্টা আপনাকে সুস্থ রাখুন।

বাবা জামান

BanglaBook.org

শিক্ষানবিস

বাগদাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১২৪৩

বাপু হে, দরবেশ হওয়া সহজ কাজ নয়। সবাই আমাকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছে। কিন্তু এটা কেউ বলেনি যে দরবেশ হওয়ার আগে নরক দর্শন করে আসতে হবে আমাকে। এখানে আসার পর থেকেই কুকুরের মতো খাটুনি করে যাচ্ছি আমি। বেশির ভাগ দিনে আমাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে হয় যে সমস্ত দিনের পর যখন চাদরের উপর একটু ঘুমানোর সুযোগ পাই, তখন পেশী আর পায়ের ব্যথায় ঘুম আসে না। আমার এই দুরবস্থার উপর কারও কোনো খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। কেউ যদি খেয়াল করেও থাকে, তাদের মাঝে সহানুভূতির কোনো চিহ্ন নেই। ওদিকে আমি যত খাটুনি করি, ততই যেন আরও খারাপ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এমনকি আমার নামটাও জানে না কেউ। সবাই আমাকে ডাকে "নতুন নবিস" বলে। আমার ডাকনাম দেয়া হয়েছে "লালচুলো হাঁদারাম।"

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা হচ্ছে বাবুর্চির অধীনে রান্নাঘরে কাজ করা। লোকটার বুকের ভেতর কোনো মন নেই, আছে একটা পাথর। ইচ্ছে করলেই এই দরবেশ আশ্রমের বাবুর্চি হওয়ার বদলে রক্তপিপাসু মোঙ্গল সেনাবাহিনীর সেনাপতি হতে পারত সে। লোকটাকে কোনো দিন কারও উদ্দেশ্যে ভালো কিছু বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সম্ভবত কিভাবে হাসতে হয় তাও জানে না সে।

একবার এক বয়স্ক দরবেশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সব নবিসকেই বাবুর্চির সাথে রান্নাঘরে কাজ করার পরীক্ষার মাঝ দিয়ে যেতে হয় কি না। সে রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিল, 'সবাইকে নয়, কাউকে কাউকে।'

তাহলে আমি কেন? আশ্রমপ্রধান কেন চাইছেন যে অন্যান্য নবিসদের চাইতে আমি বেশি কষ্ট করি? তাদের চাইতে আমার নাফস কি বেশি? সে জন্যই কি এত কড়া শাস্তি দেয়া হচ্ছে আমাকে?

প্রতি দিন সবার আগে ঘুম থেকে উঠতে হয় আমাকে, পানি আনতে হয় কাছের একটা ঝর্না থেকে। তারপর চুল্লী জ্বালিয়ে কিছু রুটি বানাই। সকালের নাস্তার জন্য যে তরকারী রান্না হয় সেটা তৈরি করাও আমার দায়িত্ব।

BanglaBook.org

পঞ্চাশজন মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ কাজ নয়। বড় বড় চৌবাচ্চার সমান হাড়িতে রান্না করতে হয় সব কিছু। আর রান্নার পর সেগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার দায়িত্ব কার উপর পড়ে, সেটা নিশ্চয়ই বলে দেয়া লাগবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত উঠোন ঝাড়ু দেই আমি, কাঠ কাটি, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত এবং হাঁটুর উপর ভর দিয়ে কাঠের মেঝেগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করি। আচার এবং মোরব্বা বানাতে হয় আমাকে। গাজরের আচার এবং হালুয়া বানাই, খেয়াল রাখতে হয় যেন লবনের পরিমাণ ঠিক থাকে। যেটুকু লবণ মেশালে একটা ডিম তাতে ভাসতে পারে ঠিক সেটুকুই, কমও নয়, বেশিও নয়। এদিক ওদিক হলেই মহা ক্ষেপে যায় বাবুর্চি, সব বয়াম ভেঙে একাকার করে। তখন আবার নতুন করে সব বানাতে হয় আমাকে।

এখানেই শেষ নয়। আমার উপর নির্দেশ আছে, প্রতিটা কাজ করার সময় আরবীতে প্রার্থনা করতে হবে। বাবুর্চি আমাকে বলেছে জোরে জোরে প্রার্থনা করতে, যাতে সে বুঝতে পারে যে আমি কোনো শব্দ ভুল উচ্চারণ করছি কি না। তাই শুধু প্রার্থনা করি আমি, আর কাজ করি; কাজ করি আর প্রার্থনা করি। 'রান্নাঘরে যত বেশি খাটবে, তত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠবে, বুঝলে খোকা?' দাবি করে বাবুর্চি। 'তুমি যখন রান্না করতে শিখছ, তখন তোমার আত্মা পরিশুদ্ধ হচ্ছে।'

'কিন্তু এই পরীক্ষা আর কত দিন চলবে?' একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

'এক হাজার এক দিন,' জবাব দিয়েছিল সে। 'আরব্য রজনীর শেহেরজাদে যদি এতগুলো রাত নতুন নতুন গল্প তৈরি করে বলতে পারে, তাহলে তুমিও সহ্য করতে পারবে।'

এ তো পুরোই পাগলামী! ওই বাচাল শেহেরজাদের সাথে আমাকে কিভাবে তুলনা করল সে? তাছাড়া, শেহেরজাদে তো সারা দিন সারা রাত মখমলের বিছানায় শুয়ে থাকত, আর নানা রকম আকাশকুসুম গল্প বানিয়ে শোনাত রাজাকে। মিষ্টি আঙুরের সাথে নিজের কল্পনা মিশিয়ে খাইয়ে দিত তাকে। এর মাঝে তো কোনো পরিশ্রমের চিহ্ন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমাকে যে কাজ করতে হয় তার অর্ধেকও যদি তাকে করতে বলা হতো, তাহলে এক সপ্তাহও টিকতে পারত না সে। আর কেউ দিন গুনছে কি না জানি না, কিন্তু আমি গুনছি। আরও ৬২৪ দিন বাকি আমার।

পরীক্ষার প্রথম চল্লিশ দিন আমাকে ছোট্ট এক খুপরির মধ্যে আটকে থাকতে হয়েছিল। জায়গাটা এত ছোট ছিল যে সেখানে শুয়েও থাকা যায় না, দাঁড়ানোও যায় না। সমস্ত সময় হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল আমাকে। যদি কখনও খাবার বা আরামের প্রয়োজন বোধ করি, অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় পাই, অথবা স্রষ্টা না করুন, কোনো মেয়েকে নিয়ে

আজেবাজে স্বপ্ন দেখি, তাহলে বলা হয়েছিল মাথার উপর ঝুলে থাকা একটা ঘণ্টা বাজাতে। যদিও কখনও তাতে হাত দেইনি আমি। তবে তার মানে এই নয় যে এলোমেলো চিন্তা কখনও আসেনি আমার মাথায়। কিন্তু যেখানে এমনকি নড়াচড়া করারও উপায় থাকে না, সেখানে একটু নিষিদ্ধ চিন্তা করাটা নিশ্চয়ই দোষের কিছু নয়?

চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে আবার বাবুর্চির হাতে, রান্নাঘরে পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে। এবং দারুণ কষ্ট করলাম আমি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, বাবুর্চির উপর আমি যতই রেগে থাকি না কেন, কখনও তার তৈরি করা নিয়মগুলো ভঙ্গ করিনি—অন্তত শামস তাবরিজি এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত। সেই রাতে, যখন বাবুর্চি শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরতে পারল, তখন দারুণ মার মারল আমাকে। বেশ কয়েকটা লাঠি ভাঙল আমার পিঠে। তারপর উঠে গিয়ে দরজার সামনে রেখে দিল আমার জুতো জোড়া, মুখগুলো থাকল বাইরের দিকে। অর্থাৎ বোঝাতে চাইছে যে আমার বিদেয় হওয়ার সময় হয়েছে। দরবেশ আশ্রমে কখনও কাউকে বের করে দেয়া হয় না, এমনকি মুখেও বলা হয় না যে সে ব্যর্থ হয়েছে। তাকে এভাবেই নিরবে বিদায় হতে নির্দেশ দেয়া হয়।

'তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে দরবেশ বানানোর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,' ঘোষণা করল বাবুর্চি। 'গাধাকে টেনে হিঁচড়ে পানির কাছে আনা যায় ঠিকই, কিন্তু তাকে জোর করে পানি পান করানো যায় না। তার জন্য গাধার পিপাসা থাকা প্রয়োজন। আর কোনো উপায় নেই।'

যার অর্থ হচ্ছে, আমি একটা গাধা। একটা কথা ঠিক যে শামস তাবরিজি না থাকলে অনেক আগেই এই জায়গা ছেড়ে ভাগতাম আমি। কেবল তার ব্যাপারে কৌতুহলের বশেই রয়ে গেছি এখানে। এর আগে কখনও এমন মানুষের সাথে দেখা হয়নি আমার। কাউকে ভয় করে না সে, কারও নির্দেশ মানতে চায় না। এমনকি বাবুর্চিও তাকে ভয় পায়। এই আশ্রমে যদি আমার জন্য কোনো আদর্শ ব্যক্তি থেকে থাকে, তাহলে সে হচ্ছে শামস। তার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস আর দুর্বিনীত ভাব দারুণ টানে আমাকে, যা এমনকি বৃদ্ধ আশ্রমপ্রধানের মাঝেও আমি খুঁজে পাইনি।

হ্যাঁ, শামস তাবরিজিই আমার আদর্শ। ওকে দেখার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অন্যান্য সবার মতো ভদ্র দরবেশ হবো না আমি। ওর সাথে যদি যথেষ্ট সময় কাটাতে পারি, তাহলে আমিও একই রকম ক্ষ্যাপা, বদমেজাজী এবং বিদ্রোহী স্বভাবের হয়ে উঠতে পারব। তাই যখন শরত এল, এবং আমি বুঝতে পারলাম যে শামস চিরতরে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন ওর সাথে আমিও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মনস্থির করার পর বাবা জামানের সাথে দেখা করতে গেলাম আমি। গিয়ে দেখলাম, তেলের প্রদীপের আলোতে একটা পুরনো বই পড়ছেন তিনি।

BanglaBook.org

'কি চাও তুমি, নবিস?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, যেন আমাকে দেখেই ক্লান্তি ভর করেছে তার উপর।

সরাসরিই কথা বলব বলে ঠিক করলাম আমি। বললাম, 'শামস তাবরিজি তো এখান থেকে চলে যাচ্ছে, হুজুর। আমিও তার সাথে যেতে চাই। পথে হয়তো সঙ্গীর দরকার হবে তার।'

'ওর জন্য তোমার এত দরদ, আগে তো বুঝতে পারিনি,' সন্দেহ ভরা গলায় বললেন আশ্রমপ্রধান। 'নাকি রান্নাঘরের খাটুনি থেকে বাঁচার জন্য ওর সাথে পালাতে চাইছ? তোমার শিক্ষা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এখনও দরবেশ হয়ে উঠতে পারোনি তুমি।'

'হয়তো শামস-এর মতো কারও সাথে পথে নামার মাধ্যমেই আমার শিক্ষা সমাপ্ত হবে,' বললাম আমি। বুঝতে পারছি যে কথাটা একটু বেশিই উদ্ধত হয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার নেই আমার।

দৃষ্টি নামিয়ে ফেললেন আশ্রমপ্রধান, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তার নীরবতার পালা যত দীর্ঘ হয়ে উঠল, ততই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল যে এই বেয়াদবীর জন্য আমাকে ধমক দেবেন তিনি, তারপর বাবুর্চিকে ডেকে বলবেন আমার উপর নজর রাখতে। কিন্তু এমন কিছুই করলেন না তিনি। তার বদলে কিছুটা হতাশ চোখে আমার দিকে তাকালেন, এবং মাথা নাড়লেন আস্তে করে।

'কে জানে, হয়তো এই আশ্রমের জীবন তোমার জন্য নয়, বেটা। হাজার হোক, এই পথে যত নবিস পা রাখে, তাদের মধ্যে প্রতি সাতজনে মাত্র একজন শেষ পর্যন্ত থাকে। আমার মনে হচ্ছে তুমি দরবেশ হওয়ার জন্য প্রস্তুত নও, তোমার ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা আছে। তবে শামসের সাথে তার সঙ্গী হতে পারবে কি না, সেটা ওকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয়।'

এই কথা বলে আবারও আস্তে করে মাথা নাড়লেন বাবা জামান, বোঝা গেল যে এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করে দিয়েছেন তিনি। তারপর আবার ডুবে গেলেন বইয়ের মাঝে।

বিষণ্ন বোধ করলাম আমি, কিন্তু একই সাথে মুক্তির স্বাদও পেতে শুরু করেছি।

BanglaBook.org

শামস

বাগদাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১২৪৩

বাতাসের সাথে লড়াই করে সামনে এগোচ্ছি আমি এবং আমার ঘোড়া। ভোরের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে রওনা দিয়েছি আমরা। শুধু একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, তুঁতগাছের বাগান আর অন্যান্য জঙ্গলের মাঝে লুকানো একটি পাখির বাসার মতো মনে হচ্ছে দরবেশ আশ্রমটিকে। বাবা জামানের চিন্তিত চেহারা কিছুক্ষণ আমার মানসপটে দোলা দিয়ে গেল। আমি জানি, আমার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছেন তিনি। কিন্তু এর পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ আমার চোখে পড়ছে না। ভালোবাসার পথে এক অভিযাত্রায় নেমেছি আমি। এখানে নিশ্চয়ই কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে না? আমার দশম নীতিতে আছে *পুব, পশ্চিম, দক্ষিণ অথবা উত্তর–এতে কিছু আসে যায় না। গন্তব্য যাই হোক না কেন, নিশ্চিত থাকতে হবে যেন প্রতিটি যাত্রাই হয় নিজের অন্তর অভিমুখে যাত্রা। একমাত্র নিজের গভীরে ভ্রমণ করার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব, এবং তারও বাইরে ভ্রমণ করা যায়।*

যদিও আমি জানি যে সামনে পথ কঠিন হতে পারে, তবে তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই আমার। কোনিয়ায় আমার জন্য যাই অপেক্ষা করুক না কেন, তাকে আমি স্বাগত জানাব। একজন সুফি হিসেবে গোলাপের সাথে কাঁটাকেও মেনে নেয়ার শিক্ষা পেয়েছি আমি, জীবনের সৌন্দর্য উপভোগের সাথে কষ্টকেও উপভোগ করতে শিখেছি। এই নিয়েও একটি নীতি আছে *যে ধাত্রী সে জানে, যদি কোনো কষ্ট না থাকে তাহলে শিশুর জন্মের পথও সুগম হয় না, তাকে জন্ম দিতে পারে না তার মা। ঠিক তেমনি ভাবে, কোনো মানুষ যদি নতুন করে জন্ম নিতে চায়, তাহলেও কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয় তাকে।*

কাদামাটির পাত্র যেমন আগুনে পুড়েই শক্ত হয়, তেমনি কেবল কষ্টের মাধ্যমেই নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে ভালোবাসা।

●●●

দরবেশ আশ্রম ছেড়ে আসার আগের রাতে আমার কামরার সকল জানালা খুলে দিয়েছিলাম আমি, যাতে অন্ধকারের গন্ধ এবং শব্দগুলো ভেসে আসতে পারে

BanglaBook.org

ভেতরে। মোমবাতির নিভু নিভু আলোয় নিজের চুলগুলো কেটে ফেললাম আমি। বড় বড় থোকায় সেগুলো পড়ে রইল মেঝেতে। তারপর দাঁড়ি আর গোঁফ কামিয়ে ফেললাম, এমনকি ভ্রু-গুলোও ফেলে দিলাম। কাজ শেষ হতে আয়নার নিজের মুখ দেখলাম আমি। এখন আগের চাইতে উজ্জ্বল, অল্পবয়স্ক দেখাচ্ছে আমাকে। চেহারায় কোনো চুল না থাকায় এখন সব ধরনের নাম, বয়স এবং লিঙ্গের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত। এই চেহারার কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই, চিরকালের জন্য শুধু বর্তমান মুহূর্তে বন্দী।

'যাত্রার জন্য ইতোমধ্যেই নিজেকে পরিবর্তিত করতে শুরু করেছ তুমি,' আমাকে দেখে বললেন আশ্রমপ্রধান। বিদায় নেয়ার জন্য তার কামরায় গিয়েছিলাম আমি। 'কিন্তু তোমার যাত্রা এখনও শুরুই হয়নি।'

'হ্যাঁ, সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি,' মৃদু গলায় বললাম আমি। 'এটিও চল্লিশ নীতির একটি *ভালোবাসার অনুসন্ধান আমাদের বদলে দেয়। যারা ভালোবাসার সন্ধান করে, তাদের মাঝে এমন কোনো সন্ধানী নেই যে এই পথে চলতে চলতে পরিপক্ব হয়ে ওঠেনি। যখনই তুমি ভালোবাসার সন্ধানে নামবে, তখনই তোমার ভেতর এবং বাইরে পরিবর্তন আসতে শুরু করবে।'*

মৃদু হাসলেন বাবা জামান, তারপর একটা মখমলের বাক্স তুলে দিলেন আমার হাতে। ভেতরে তিনটে জিনিস পেলাম আমি একটা রুপার আয়না, একটা রেশমি রুমাল, আর কাঁচের শিশিতে কিছু মলম।'

'যাত্রাপথে এগুলো তোমাকে সাহায্য করবে। যখন দরকার হবে তখন এগুলো ব্যবহার কোরো। যদি কখনও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলো, তাহলে এই আয়না তোমাকে তোমার অন্তরের সৌন্দর্য দেখাবে। যদি তোমার সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এই রুমাল তোমাকে মনে করিয়ে দেবে যে তোমার অন্তর কতটা পরিশুদ্ধ। আর এই মলম তোমার ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করবে, ভেতরে এবং বাইরে উভয় জায়গায়।'

প্রতিটি জিনিসের উপর হাত বোলালাম আমি, তারপর সেগুলো বাক্সের ভেতর রেখে ডালা বন্ধ করলাম। বাবা জামানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম এবার। তারপর আর বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না আমি।

ভোরের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে ঘোড়ায় উঠে বসলাম আমি। পাখিরা তখন কিচিরমিচির করছে, গাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে শিশিরের ফোঁটা। কোনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমি। জানি না সেখানে কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমার জন্য যে নিয়তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

BanglaBook.org

শিক্ষানবিস

বাগদাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১২৪৩

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে শামস তাবরিজির পিছু নিয়ে চলেছি আমি, চুরি করা একটা ঘোড়ায় চড়ে। যদিও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ না করে ওর পিছু নেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বাগদাদের একটা বাজারে থামল শামস, উদ্দেশ্য হাত মুখ ধুয়ে নেয়া এবং পথের জন্য কিছু জিনিসপত্র কেনা। ঠিক করলাম, এবার আমার অস্তিত্ব প্রকাশ করার সময় হয়েছে। সুযোগ বুঝে এক লাফে গিয়ে পড়লাম শামসের ঘোড়ার সামনে।

'আরে, লালচুলো হাঁদারাম যে! তুমি এখানে কি করছ?' ঘোড়ার উপর থেকে বলে উঠল শামস। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বেশ মজা পেয়েছে সে, আবার বিস্ময়ও বোধ করছে।

হাঁটু গেঁড়ে বসলাম আমি, তারপর ভিখারীদের অনুকরণে দুই হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বললাম, 'আমি আপনার সাথে আসতে চাই। দয়া করে আপনার সাথে নিন আমাকে।'

'আমি কোথায় যাচ্ছি তোমার জানা আছে?'

থমকে গেলাম আমি। এই প্রশ্নটা কখনও উঁকি দেয়নি আমার মাথায়। 'না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। আপনিই আমার আদর্শ ব্যক্তি।'

'আমি সব সময় একা থাকতে পছন্দ করি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু কোনো শিষ্য বা ছাত্রের প্রয়োজন নেই আমার। এবং আমি কারও আদর্শও হতে চাই না, তোমার জন্য তো নয়ই' বলল শামস। 'সুতরাং, তুমি তোমার রাস্তায় যাও। তবে সত্যিই যদি ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তোমার, তাহলে একটি নীতি সব সময় স্মরণ রাখবে *মহাকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা যত, এই পৃথিবীতে নকল গুরু এবং মিথ্যা শিক্ষকের সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। ক্ষমতালোভী, আত্মকেন্দ্রিক লোকদের সাথে সত্যিকারের শিক্ষকদের গুলিয়ে ফেলো না। একজন সঠিক আধ্যাত্মিক গুরু কখনই তোমার মনোযোগকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করবেন না, এবং তোমার কাছ থেকে*

সর্বোচ্চ আনুগত্য বা প্রশংসাও চাইবেন না। তার বদলে তোমাকে সাহায্য করবেন তোমার আত্মাকে চিনতে এবং বুঝতে। সত্যিকারের শিক্ষকরা হন কাচের মতো স্বচ্ছ, আর তাদের মাঝ দিয়ে কোনো বাধা ছাড়াই স্রষ্টার আলো প্রবাহিত হতে পারে।'

'দয়া করে একটা সুযোগ দিন আমাকে,' আবারও অনুনয় করলাম আমি। 'যত বিখ্যাত ভ্রমণকারী ছিল, তাদের সবার সাথেই একজন না একজন সহচর ছিল। আমিও আপনার তেমন একজন সহকারী হতে চাই।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে থুতনি চুলকাল শামস, যেন আমার কথার ভেতর কতখানি সত্যি লুকিয়ে আছে বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর বলল, 'আমার সঙ্গী হওয়ার মতো শক্তি আছে তোমার?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, মাথা ঝাঁকালাম ঘন ঘন। 'অবশ্যই। অবশ্যই আছে। আর আমার শক্তির উৎস হচ্ছে আমার আত্মা।'

'বেশ, বেশ। তাহলে এই রইল তোমার প্রথম কাজ এখনই সবচেয়ে কাছের শুড়িখানায় যাবে তুমি, এবং এক বোতল মদ নিয়ে আসবে। তারপর এই বাজারে, সবার সামনে দাঁড়িয়ে পান করবে সেটা।'

জীবনে অনেক কাজ করেছি আমি। নিজের গায়ের কাপড় দিয়ে মেঝে, থালাবাসন ইত্যাদি মুছে ঝকঝকে করে তুলেছি। অনেক আগে যখন ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নিয়েছিল তখন সেখান থেকে পালিয়ে আসা এক শিল্পীর হাতে ভেনেশিয়ান কাচ দেখেছিলাম আমি। সেই কাচের মতো ঝকঝক করে উঠেছে আমার হাতে পরিষ্কার করা বাসন। এক বসায় এক শ পেঁয়াজ কেটে কুঁচি করতে পারি আমি, মসলা অথবা রসুন বাটতে পারি একই পরিমাণে। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য এই সবই করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। কিন্তু জনাকীর্ণ বাজারের মাঝে দাঁড়িয়ে মদ খাওয়ার মতো কাজ এখনও আমাকে দিয়ে সম্ভব হয়নি। আতঙ্কিত চোখে শামসের দিকে চাইলাম আমি।

'এই কাজ আমি পারব না। আমার বাবা যদি জানতে পারে, তাহলে আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে। আমাকে দরবেশ আশ্রমে পাঠিয়েছে একজন ভালো মুসলিম হওয়ার উদ্দেশ্যে, বিধর্মী হওয়ার জন্য নয়। আমার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব কি ভাববে আমাকে নিয়ে?'

এবার জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চাইল শামস। ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি, ঠিক যেমন শিউরে উঠেছিলাম সেই প্রথম দিন, যখন দরজার আড়াল থেকেও আমাকে দেখতে পেয়েছিল সে।

'তাহলেই দেখো, আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার,' বিজয়ীর সুরে বলল সে। 'আমার সহকারী হওয়ার পক্ষে খুব বেশি ভিতু তুমি। অন্যেরা কি ভাববে তাই নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা তোমার মাথায়। কিন্তু একটা সত্যি

BanglaBoi.org

কথা শুনবে? অন্যদের কাছে ভালো হয়ে থাকার জন্য তুমি এত বেশি ব্যাকুল যে মানুষের সমালোচনা কোনো দিনই তোমার পিছু ছাড়বে না, তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন।'

এবার আমি বুঝতে পারলাম, শামসের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ আমার হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিজের পক্ষে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলাম আমি। 'আমি কিভাবে বুঝব যে আপনি সত্যিই আমাকে মদ নিয়ে আসতে বলছেন না? ইসলামে মদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে পরীক্ষা করছিলেন।'

'এভাবে তোমাকে পরীক্ষা করার অধিকার আছে শুধু স্রষ্টার। একজন ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস কতটা শক্তিশালী সেটা কখনও আরেকজন মানুষ পরীক্ষা করতে পারে না,' জবাব দিল শামস।

হতাশ হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম আমি, বুঝতে পারছি না যে শামসের কথার জবাবে কি বলব। মনে হচ্ছে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে আমার মনের ভেতরটা।

আবারও বলে চলল শামস 'তুমি সত্যের পথে যাত্রা করতে চাও, কিন্তু তার জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করার মানসিকতা নেই তোমার। টাকা, খ্যাতি, ক্ষমতা, বিলাসিতা, অথবা শারীরিক আনন্দ - এগুলোর মাঝে যেই জিনিসটি একজন ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তাকেই সবার আগে বিসর্জন দেয়া উচিত।'

ঘোড়ার পিঠে চাপড় লাগাল শামস। তারপর কর্তৃত্বের সুরে বলল, আমার মনে হয় তোমার বাগদাদে ফিরে যাওয়া উচিত, নিজের পরিবারের কাছে। কোনো একজন সৎ ব্যবসায়ীকে খুঁজে নাও, তারপর তার কাছে শিক্ষানবিস হিসেবে যোগ দাও। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একদিন একজন বড় ব্যবসায়ী হতে পারবে তুমি। কিন্তু কখনও লোভ কোরো না! এবার আমাকে অনুমতি দাও, আবার যাত্রা শুরু করতে চাই আমি।'

এই কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নোয়াল সে, তারপর ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে চাপ দিল। ছুটতে ছুটতে সরে গেল ঘোড়াটা, খুরের শব্দ তুলে হারিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। লাফ দিয়ে আমার ঘোড়ায় উঠে বসে ওকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম আমি। বাগদাদের উপকণ্ঠের দিকে যাচ্ছে ওর ঘোড়া, কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলল আমাদের দূরত্ব। শেষ পর্যন্ত বহু দূরে, দিগন্তের কাছে একটা বিন্দুর মতো মনে হতে লাগল ওকে। দিগন্তের কোলে সেই বিন্দুটা মিলিয়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত শামসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ওজন নিজের ওপর অনুভব করতে পারছিলাম আমি।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২৪ মে, ২০০৮

ব্যস্ত একটি দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা তা হলো সকালের নাস্তা। সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিন সকালে এই নীতি মেনে চলতে পছন্দ করে এলা। আজও এই কথা মাথায় নিয়েই রান্নাঘরে ঢুকল ও। নাস্তাটা যদি ভালো হয়, তাহলে সারাটা দিনই ভালোভাবে চলতে বাধ্য। মেয়েদের ম্যাগাজিনে ও পড়েছে, যে সব পরিবার প্রতিদিন সকালে একসাথে পেট পুরে নাস্তা করে তাদের মাঝে নাকি পারিবারিক বন্ধন অনেক বেশি শক্ত। অন্য দিকে যারা তাড়াহুড়ো করে নাস্তা করে আধপেটা খেয়েই বেরিয়ে যায় তাদের মধ্যে ভাঙনের সম্ভাবনা বেশি। যদিও এই গবেষণার উপর ওর পুরোপুরি বিশ্বাস আছে, তবে ম্যাগাজিনে যে আনন্দময় পরিবেশে নাস্তা করার কথা বলা আছে তার দেখা এখনও পায়নি এলা। ওর কাছে সকালের নাস্তা মানে হচ্ছে কয়েকটি মহাবিশ্বের একসাথে সংঘর্ষ হওয়ার মতো, কারণ পরিবারের প্রতিটি সদস্য এখানে সম্পূর্ণ নিজের মর্জি মতো আচরণ করে। নাস্তায় আলাদা আলাদা জিনিস খেতে চায় সবাই, অথচ সবাইকে নিয়ে খেতে হলে সেটা মোটেই সম্ভব নয় বলে এলার ধারণা। খাওয়ার টেবিলে যখন একজন রুটি আর জ্যাম খাচ্ছে (জিনেট), একজন খাচ্ছে মধু মাখানো সিরিয়াল (আভি), একজন তার ডিমভাজি টেবিলে আসার জন্য ধৈর্য ধরে বসে আছে (ডেভিড), এবং চতুর্থ জন কিছুই খাবে না বলে পণ করেছে (অরলি); তখন সেখানে ঐক্য কিভাবে আসবে? তবে যাই হোক না কেন, সকালের নাস্তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন সকালে ও নাস্তা বানায় এই ভেবে যে অন্তত তার পরিবারের কেউ কখনও ক্যান্ডি বা আজেবাজে খাবার খেয়ে দিন শুরু করবে না।

কিন্তু আজ সকালে রান্নাঘরে ঢোকার পর কফি বানানো, কমলার রস বের করা অথবা রুটি টোস্ট করতে দেখা গেল না এলাকে। তার বদলে প্রথমেই ও যে কাজটা করল তা হচ্ছে রান্নাঘরের টেবিলে বসে ল্যাপটপটা চালু করা। ইন্টারনেটে ঢুকল ও, দেখতে চায় যে আজিজের কাছ থেকে কোনো ইমেইল এসেছে কি না। খুশি হয়ে উঠল যখন দেখল যে সত্যিই একটা নতুন ইমেইল দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

প্রিয় এলা,

তোমার এবং তোমার মেয়ের মাঝে ভুলবোঝাবুঝির অবসান হয়েছে জানতে পেরে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি আমি। গতকাল ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে মোমোসতেনাংগো ছেড়ে রওনা দিয়েছিলাম। কি অদ্ভুত দেখো, মাত্র কয়েকদিন ছিলাম এখানে, তারপরেও যখন বিদায় নেয়ার সময় হলো তখন দেখলাম খুবই খারাপ লাগছে আমার। গুয়াতেমালার এই ছোট্ট গ্রামটিকে কি আর কখনও দেখতে পাবো? মনে হয় না। প্রতিবার যখন পছন্দের কোনো জায়গার কাছ থেকে আমি বিদায় নেই, মনে হয় আমার নিজের একটি অংশ সেখানে ফেলে যাচ্ছি। আমার কি মনে হয় জানো? তুমি মার্কো পোলোর মতো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও অথবা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একই জায়গায় কাটিয়ে দাও–তাতে কিছু আসে যায় না। জীবন হচ্ছে কিছু জন্ম এবং মৃত্যুর সমষ্টি মাত্র, আর কিছু নয়। মুহূর্তরা জন্ম নেয়, আবার মারা যায়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হওয়ার জন্য মরে যেতে হয় পুরনোদের। তোমার কি মনে হয়? মোমোসতেনাংগোতে থাকার সময় আমি ধ্যানে বসে তোমার অন্তর্জ্যোতিকে দেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটে রঙ দেখতে পেলাম আমি উষ্ণ হলুদ, দুর্বল কমলা, এবং সংযত বেগুনি। কেন যেন মনে হলো, এগুলোই তোমার রঙ। আলাদা থাকুক আর একসাথে, তিনটি রঙই খুব সুন্দর। গুয়াতেমালা থেকে বের হওয়ার আগে যেখানে শেষবারের মতো থেমেছি সেই জায়গার নাম হছে চাজুল–কাঠের বাড়িঘর এবং গম্ভীর চোখের শিশুদের একটি ছোট্ট শহর। বাড়িগুলোতে নানা বয়সের মহিলারা বসে বসে বানায় অদ্ভুত সুন্দর সব পর্দা। এক দাদীর কাছে এমন একটি নকশা করা পর্দা চেয়েছিলাম আমি, বলেছিলাম যে নর্দাম্পটনে বসবাসকারী এক মহিলার জন্য নিচ্ছি। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর পেছনে রাখা অনেকগুলো পর্দার স্তূপ থেকে একটা পর্দা টেনে বের করল সে। সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করে বলছি, ওই স্তূপের মধ্যে অনেক রঙের পর্দা ছিল; কিন্তু বুড়ী যে পর্দাটা বের করল, তাতে ছিল মাত্র তিনটে রঙ হলুদ, কমলা এবং বেগুনি। মনে হলো, এই কাকতালীয় ঘটনার কথা হয়তো জানতে চাইবে তুমি; অবশ্য সৃষ্টিকর্তার এই পৃথিবীতে যদি কাকতালীয় বলে সত্যিই কিছু থেকে থাকে। তোমার কি কখনও মনে হয়নি যে আমাদের এই পরিচয়ও নিছক কাকতালীয় নয়?

শুভেচ্ছা নিও,
আজিজ

BanglaBook.org

পুনশ্চ তুমি যদি চাও তাহলে পর্দাটাকে এখনই পাঠিয়ে দিতে পারি। অথবা যে দিন আমাদের দেখা হবে সে দিন নিয়েও আসতে পারি।

চোখ বন্ধ করল এলা, কল্পনার চোখে দেখতে চাইল যে ওর অন্তর্জ্যোতির তিনটি রঙ ঘিরে রেখেছে ওর মুখ। অদ্ভুত হলেও সত্যি, কল্পনায় ওর যে চেহারাটা ভেসে উঠল সেটা ওর বর্তমান বয়সের চেহারা নয়, বরং সাত বছর বয়সের এলার মুখ।

সেই সাথে বহু স্মৃতি ভীড় করে এল ওর মনে। ওর ধারণা ছিল যে এগুলো অনেক আগেই ভুলে গেছে ও। ওর মা; পরনে সবুজ রঙের অ্যাপ্রন আর হাতে একটা কাপ। দেয়ালে হৃদয় আকৃতির কাগজের টুকরো ঝোলাচ্ছে সে, ঝলমল করছে সেগুলো। সিলিঙের সাথে ঝুলে আছে ওর বাবার শরীর, যেন সে নিজেও ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে ঘর সাজানোর অংশ হতে চায়, উৎসবমুখর রূপ আনতে চায় বাড়িতে। মনে পড়ল, কিশোরী অবস্থায় মনে মনে ওর মা'কেই বাবার আত্মহত্যার জন্য দায়ী করত ও। তখনই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে বিয়ের পর কখনও স্বামীকে কষ্ট দেবে না–ওর মা যেমন ওর বাবাকে দিয়েছে; বরং সুখী সংসার গড়ার চেষ্টা করবে। এমনকি মায়ের সাথে নিজের সংসারের পার্থক্য গড়তে ওর এত আগ্রহ ছিল যে খ্রিস্টান ধর্মের কাউকে বিয়ে করেনি ও, নিজের ধর্মের ভেতর থেকেই বেছে নিয়েছে স্বামীকে।

মাত্র কয়েক বছর আগে নিজের বৃদ্ধা মা'কে ঘৃণা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে এলা। ইদানীং ওদের মাঝে সম্পর্কে বেশ ভালো হলেও, যখন অতীতের কথা মনে পড়ে তখন ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করে ও, এখনও।

'মা!... তুমি কি দুনিয়ায় আছ? মা!'

পেছন থেকে হাসি আর ফিসফিসানির আওয়াজ শুনতে পেল এলা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, চার জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অরলি, আভি, জিনেট এবং ডেভিড। বোধহয় এই প্রথম একই সাথে চারজন নাস্তা করতে এল কিচেনে। এখন তারা এমনভাবে এলার দিকে তাকিয়ে আছে যেন ভিনগ্রহ থেকে নেমে আসা কোনো প্রাণীকে দেখছে। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে মনে হলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা, এলার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

'শুভ সকাল,' হেসে বলল এলা।

'আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলে না?' প্রশ্ন করল অরলি। গলা শুনে মনে হলো সত্যিই বিস্মিত হয়েছে সে।

'মনে হচ্ছে যেন ওই স্ক্রিনের ভেতরেই হারিয়ে গিয়েছিলে,' ওর দিকে না তাকিয়েই মন্তব্য করল ডেভিড।

স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে রাখা খোলা ল্যাপটপের পর্দার দিকে ফিরে এল এলার চোখ, যেখানে এখনও খোলা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে আজিজ জাহারার ইমেইলটা। সাথে সাথে সেটা বন্ধ করে দিল ও, এমনকি শাট ডাউনও করল না।

BanglaBook.org

'ইদানিং লিটারেরি এজেন্সির জন্য প্রচুর পড়াশোনা করতে হচ্ছে,' চোখ ঘুরিয়ে বলল এলা। 'ওই রিপোর্টটা নিয়েই কাজ করছিলাম।'

'না, মোটেই না! তুমি তো তোমার ইমেইল পড়ছিলে,' বলল আভি। চেহারায় মজা করার ভাব নেই আর, গাম্ভীর্য চলে এসেছে।

আচ্ছা, এই কিশোর বয়সটার সমস্যা কি? সব সময় অন্যদের ভুল ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে এরা, কেন? ভাবতে লাগল এলা। তবে স্বস্তি পেল যখন দেখল যে এই বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না বাকিদের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে, বাকি সবাই এখন কিচেন কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার অরলি তাকাল এলার দিকে, এবং সবার মনে ঘুরতে থাকা প্রশ্নটা উচ্চারণ করল। 'মা, আজ সকালে যে নাস্তা বানাওনি তুমি?'

এবার এলাও কাউন্টারের দিকে তাকাল, এবং বাকিরা কি দেখেছে বুঝতে পারল। কেটলিতে কফির পানি ফুটছে না, স্টোভে নেই কোনো ডিমভাজির চিহ্ন। ব্লুবেরি সস দিয়ে টোস্টেরও কোনো হদিস নেই। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ও, যেন ওর ভেতর থেকে কেউ একজন এইমাত্র একটা চরম সত্যি কথা উচ্চারণ করেছে ওর কানে কানে।

তাই তো, ভাবল এলা। আজ সকালে নাস্তা বানানোর কথা কিভাবে ভুলে গেল ও?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্বিতীয় অংশ
পানি

সেই সমস্ত বস্তু, যারা আকারবিহীন,
সদা পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত

রুমি

কোনিয়া, ১৫ অক্টোবর, ১২৪৪

বিশাল, উজ্জ্বল এক মুক্তোর মতো আকৃতি নিয়ে আকাশের গায়ে যেন ঝুলে রয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। বিছানা থেকে নেমে এলাম আমি, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম চাঁদের আলোতে ধুয়ে যাওয়া উঠোনটাকে। কিন্তু এমন অপার্থিব সৌন্দর্যকে দেখার পরেও শান্ত হলো না আমার পাগলের মতো লাফাতে থাকা হৃৎপিণ্ড, অথবা থরথর করে কাঁপতে থাকা আমার দুই হাত।

'তোমাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, প্রিয়তম। আবার সেই দুঃস্বপ্নটা দেখেছ তুমি, তাই না?' প্রশ্ন করল আমার স্ত্রী। 'এক গ্লাস পানি এনে দেবো?'

তাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলাম আমি, আবার ঘুমিয়ে পড়তে বললাম। এখানে ওর কিছুই করার নেই। স্বপ্নে আমরা যা দেখি তা আমাদের ভাগ্যেরই অংশ, এবং স্রষ্টা যেভাবে চান সেভাবেই তারা আসবে। তাছাড়া, আমি ভাবলাম; গত চল্লিশ দিন ধরে প্রত্যেক রাতে এই একই স্বপ্ন দেখার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অর্থ আছে।

স্বপ্নের শুরুটা অবশ্য প্রতিবারই আলাদা থাকে। অথবা কে জানে, হয়তো স্বপ্নটা একই; কেবল আমিই প্রতি রাতে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে তার মাঝে প্রবেশ করি। আজ রাতে দেখলাম, গালিচায় ঢাকা একটি কক্ষে বসে কোরআন পাঠ করছি আমি। কক্ষটা আমার কাছে পরিচিত লাগলো, কিন্তু আগে কখনও সেখানে যাইনি আমি। আমার ঠিক সামনে বসে আছে দীর্ঘদেহী, একহারা, ঋজু গড়নের এক দরবেশ; কাপড়ে ঢাকা তার মুখ। আমি যেন পড়তে পারি সে জন্য এক হাতে একটি মোমদানি ধরে আছে সে। পাঁচটা মোম জ্বলছে তাতে।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুললাম আমি, উদ্দেশ্য যে এইমাত্র যে বাক্যটি পড়েছি সেটি দরবেশকে দেখাব। এবং কেবল মাত্র তখনই দারুণ অবাক হয়ে বুঝতে পারলাম, আমি যাকে মোমদানি ভেবেছিলাম তা আসলে দরবেশের ডান হাত। হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে রেখেছে সে, আর প্রতিটি আঙুলের মাথায় জ্বলছে আগুন।

আতঙ্কিত হয়ে পানির খোঁজে এদিক ওদিক তাকালাম আমি, কিন্তু আশেপাশে কোথাও তেমন কিছু দেখা গেল না। তাড়াতাড়ি শরীর থেকে

BanglaBook.org

কাপড় খুলে নিয়ে দরবেশের উপর ছুঁড়ে দিলাম, যাতে আগুনটা নিভে যায়। কিন্তু তারপর আবার যখন কাপড়টা তুলে নিলাম, দেখলাম ভেতরে কিছুই নেই; শুধু একটা জ্বলন্ত মোমবাতি ছাড়া।

এর পর থেকে স্বপ্নের বাকিটুকু প্রতি রাতেই একই রকম থাকে। বাড়ির ভেতর তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজতে শুরু করলাম আমি, তারপর সেখানে না পেয়ে দৌড়ে নেমে এলাম উঠোনে। অজস্র হলুদ গোলাপ ফুটে আছে সেখানে, মনে হচ্ছে যেন হলুদ রঙের এক সমুদ্র। ডানে বামে তাকিয়ে চিৎকার করে তাকে ডাকলাম আমি, কিন্তু কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না।

'ফিরে এসো, প্রিয় বন্ধু আমার! কোথায় তুমি?'

শেষ পর্যন্ত আমার মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বরফ শীতল কণ্ঠে দিক নির্দেশনা দিল। কম্পিত বক্ষে কুয়োর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, তারপর উঁকি দিয়ে তাকালাম কুচকুচে কালো পানির দিকে। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু তারপরেই আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাঁদের আলো, রহস্যময় উজ্জ্বলতায় ভরে উঠল পুরো উঠোনের চারপাশ। কেবল তখনই আমি দেখলাম, কুয়োর নিচ থেকে এক জোড়া কালো চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর তাতে খেলা করছে মহাবিশ্বের সমান অসীম বিষণ্নতা।

'ওরা ওকে খুন করেছে!' চিৎকার করে উঠল কে যেন। কে জানে, হয়তো আমারই গলা। অন্তবিহীন কষ্ট পাওয়ার পর হয়তো এমনই শোনাবে আমার কণ্ঠস্বর।

চিৎকার করতেই থাকলাম আমি, যতক্ষণ না আমার স্ত্রী আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, তার বুকে আমাকে চেপে ধরে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, 'আবার সেই স্বপ্নটা দেখেছ তুমি, প্রিয়তম?'

●●●

কেরা আবার ঘুমিয়ে পড়ার পর উঠোনে নেমে এলাম আমি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগল, স্বপ্নটা যেন এখনও শেষ হয়নি। এখনও তা সম্পূর্ণ উজ্জ্বল, ভীতিকর হয়ে জেগে আছে আমার চোখে। রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে কুয়োটাকে দেখে সড়সড় করে একটা শিহরণ নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। তবুও আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ওটার পাশে বসলাম আমি, কান পেতে শুনতে লাগলাম গাছের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া রাতের বাতাসের মৃদু শব্দ।

এমন সময়গুলোতে কেন যেন হঠাৎ করেই তীব্র বিষণ্নতা এসে ঘিরে ধরে আমাকে, কিন্তু তার কোনো কারণ আমার জানা নেই। জীবনে কোনো অভাব নেই আমার, সবই পেয়েছি। তার মাঝে তিনটে জিনিস আমার সবচেয়ে প্রিয় জ্ঞান, ধর্ম এবং স্রষ্টাকে খুঁজে পেতে অন্যদের সাহায্য করার ক্ষমতা।

BanglaBook.org

আটত্রিশ বছর বয়স আমার। ইতোমধ্যেই স্রষ্টা আমাকে এত কিছু দিয়েছেন যা আমি ভাবতেও পারতাম না। ধর্মপ্রচারক এবং বিচারকের সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ পেয়েছি আমি, শিক্ষা পেয়েছি অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির বিজ্ঞানের পথে–যে জ্ঞান বিভিন্ন পরিমাণে শিক্ষা দেয়া হয় নবী, সাধক এবং গবেষকদের। আমার মৃত বাবার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা এবং বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছি আমি, কঠোর পরিশ্রম করে গেছি এই জেনে যে স্রষ্টা আমার জন্য এই পথই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

আমার বৃদ্ধ শিক্ষক সাইয়িদ বুরহানউদ্দিন বলতেন, আমি নাকি স্রষ্টা'র প্রিয় ব্যক্তিদের একজন। কারণ, তার বার্তাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে সত্য-মিথ্যার তফাত বুঝতে সাহায্য করার দায়িত্ব পেয়েছি আমি।

বহু বছর ধরে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে আসছি আমি। এখানে অন্যান্য শরিয়া গবেষকদের সাথে ধর্ম আলোচনা করি, ছাত্রদের শিক্ষা দেই, আইন এবং হাদিস পড়ি, সেই সাথে শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদে প্রতি শুক্রবারে বক্তৃতা দেই। বহু আগেই ভুলে গেছি যে এ পর্যন্ত কতজন ছাত্র শিক্ষা নিয়েছে আমার কাছে। মানুষ যখন শিক্ষকতায় আমার দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করে তখন তা শুনতে ভালোই লাগে। তারা বলে, সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে আমার শিক্ষা থেকেই দিক নির্দেশনা পেয়েছে তারা, আমার কথা তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে।

সুখী পরিবার, ভালো বন্ধু, এবং অনুগত ছাত্রসহ সবই পেয়েছি আমি জীবনে। কোনো দিন কোথাও হতাশা বা অভাব বোধ করতে হয়নি, যদিও আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ছিল আমার জন্য অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা। ভেবেছিলাম আর কখনও বিয়ে করব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেছি। আমার স্ত্রী কেরাকে ধন্যবাদ, কারণ আমার জীবনকে ভালোবাসা আর আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে সে। আমার দুই ছেলেই বড় হয়ে উঠেছে। ওদের দুজনকে যত দেখি ততই অবাক হই আমি, কারণ পরস্পরের তুলনায় ওরা সম্পূর্ণ আলাদা। যেন একই মাটিতে বোনা হয়েছে দুটি বীজ, তারপর একই সূর্যের আলো আর একই নদীর পানি তাদের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়েছে। কিন্তু বড় হওয়ার পর দেখা গেছে, গাছদুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রজাতির। ওদের নিয়ে আমি গর্ব করি, ঠিক যেভাবে গর্ব করি আমার দত্তক মেয়েকে নিয়ে। ওর মাঝে একেবারেই আলাদা কিছু গুণ রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আমি সম্পূর্ণ সুখী, এবং সন্তুষ্ট একজন মানুষ।

তাহলে নিজের ভেতরে এই শূন্যতা কেন অনুভব করছি আমি? কেন মনে হচ্ছে যে প্রতিটি দিন কেটে যাওয়ার সাথে সাথে তা আরও গভীর, আরও বিশাল হয়ে উঠছে? কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির মতো আমার আত্মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে সেই শূন্যতা, কখনও আমার পিছু ছাড়ছে না। ইঁদুরের মতোই নিঃশব্দ পায়ে চলেছে আমার সাথে সাথে, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে গ্রাস করছে আমাকে।

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বড় বা ছোট–যে কোনো শহরে প্রথমবারের মতো প্রবেশ করার আগে সেই শহরের মৃত এবং জীবিত, পরিচিত এবং অপরিচিত সকল সাধকের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ থেমে অভিবাদন জানাই আমি। জীবনে কখনও কোনো নতুন জায়গায় পা রাখার আগে সেই শহরের সাধক ও দরবেশদের আশীর্বাদ কামনা না করে ভেতরে ঢুকিনি। সেই শহরে মুসলিম থাকে, খ্রিস্টান থাকে, নাকি ইহুদী থাকে–এই প্রশ্ন কখনও উদয় হয়নি আমার মনে। আমার বিশ্বাস, সাধকদের এসব সামান্য ভেদাভেদ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। একজন সাধক সকল ধর্মেরই হতে পারেন।

তাই দূর থেকে যখন আমি প্রথমবারের মতো কোনিয়াকে দেখতে পেলাম, বরাবরের মতোই একই কাজ করলাম। কিন্তু এর পর যা ঘটল তা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আমার অভিবাদনের কোনো জবাব পেলাম না তাদের কাছে, কেউ আশীর্বাদ জানালেন না আমাকে। ভাঙা কবরফলকের মতোই নীরব রইলেন তারা। আরও একবার তাদের সালাম দিলাম আমি, এবার আগের চাইতেও জোরে। কে জানে, হয়তো প্রথমবার আমার কথা শুনতে পাননি তারা। কিন্তু জবাবে সেই একই নীরবতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। এবার বুঝতে পারলাম, সাধকরা আমার কথা শুনেছেন ঠিকই। কিন্তু কেউ আমাকে আশীর্বাদ করতে রাজি নন।

'কি হয়েছে, আমাকে বলো?' বাতাসকে প্রশ্ন করলাম আমি। কাছের এবং দূরের সকল সাধকদের কাছে আমার প্রশ্ন বয়ে নিয়ে গেল বাতাস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জবাব নিয়ে ফিরে এল সে। 'হে দরবেশ, এই শহরে তুমি কেবল দুই মেরুর মতো বিপরীত দুই বস্তুকে খুঁজে পাবে, আর কিছু নয়। তা হলো, হয় বিশুদ্ধ ভালোবাসা, অথবা বিশুদ্ধ ঘৃণা। আমরা তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি। এর পরেও যদি প্রবেশ করতে চাও, তাহলে নিজ দায়িত্বে করো।'

'সে ক্ষেত্রে তো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই,' বললাম আমি। 'যদি এখানে বিশুদ্ধ ভালোবাসাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আর কিছুর দরকার নেই আমার।'

BanglaBook.org

এই কথা শুনে কোনিয়ার সাধকরা আমাকে তাদের আশীর্বাদ জানালেন। কিন্তু এখনই শহরে প্রবেশ করার সময় হয়নি আমার। এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের নিচে বসলাম আমি। আশেপাশে গজানো ঘাস খেতে শুরু করল আমার ঘোড়াটা। দূরে অবস্থিত শহরটার দিকে আনমনে তাকিয়ে রইলাম আমি। সূর্যের আলোতে কোনিয়ার মিনারগুলো কাঁচের মতো ঝিলিক দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গাধার ডাক, বাচ্চাদের হাসি, ফেরিওয়ালাদের গলা চড়ানো হাঁক–প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর প্রতিটি শহরে যে সব শব্দ শোনা যায়। ওই শহরের বন্ধ দরজা আর পর্দায় ঢাকা জানালার ওপাশে এই মুহূর্তে কোনো আনন্দ-বেদনার নাটক মঞ্চায়িত হচ্ছে? জানতে ইচ্ছে করল আমার। ভবঘুরে জীবনে অভ্যস্ত আমি, তাই কোনো শহরে থিতু হওয়ার চিন্তাটা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও থমকে দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু তখনই মনে পড়ছে আরেকটি মৌলিক এবং সার্বজনীন নীতির কথা *জীবনে যে সব পরিবর্তন আসবে তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না। তার বদলে জীবনকে তোমার মাঝ দিয়ে বয়ে যেতে দাও। কখনও এই ভেবে ভয় পেয়ো না যে তোমার জীবন আমূল বদলে যাচ্ছে। নতুন যে জীবন আসবে, তা তো আগের জীবনের চাইতে উত্তমও হতে পারে।*

এই সময় হঠাৎ একটি বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমার দিকে। '*সেলামুন আলেকুম,* দরবেশ!'

ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, রোদে পোড়া চামড়ার গাট্টাগাট্টা এক কৃষক ডাক দিয়েছে আমাকে। ঝোলা গোঁফ তার মুখে। ষাঁড়ে টানা একটি গাড়িতে বসে আছে সে। ষাঁড়টা এমনই হাড় জিরজিরে যে দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে।

'*আলেকুম সেলাম।* তোমার উপর সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক!' জবাব দিলাম আমি।

'এখানে একা একা বসে আছ কেন? তোমার ঘোড়াটা কি খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে গেছে? যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার গাড়িতে উঠতে পারো।'

হাসলাম আমি। 'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার গাড়িতে ওঠার চাইতে বরং পায়ে হেঁটেই আগে পৌঁছাতে পারব আমি।'

'আমার গরুটাকে দুর্বল ভেবো না,' কিছুটা আহত গলায় বলল কৃষক। 'একটু বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ে জোরও নেই তেমন। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ও।'

কৃষকের কথায় সংবিৎ ফিরল আমার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কৃষকের উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালাম আমি। সৃষ্টিকর্তার এই বিশাল সৃষ্টিজগতে সামান্য এক ধুলিকণা বই কিছুই তো নই আমি। সেই জগতের অন্য একটি উপাদান, তা সে মানুষ বা পশু যাই হোক না কেন–তাকে ছোট করার কোনো অধিকার নেই আমার।

BanglaBook.org

'তোমার এবং তোমার ষাঁড়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমি,' বললাম আমি। 'দয়া করে আমাকে মাফ করে দাও।'

অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল কৃষকের মুখে। এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, বোঝার চেষ্টা করছে যে কথাগুলো আমি মজা করে বলেছি কি না। 'এই কাজ তো কেউ করে না,' শেষ পর্যন্ত কথা ফিরে পেয়ে বলে উঠল সে। মুখে চওড়া হাসি ফুটেছে।

'মানে তোমার ষাঁড়ের কাছে মাফ চাওয়ার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু বলতে চাইছিলাম, কেউ কখনও আমার কাছে মাফ চায় না। সাধারণত এর উল্টোটাই ঘটে। আমাকেই মাফ চাইতে হয় সবার কাছে। এমনকি ভুলটা যখন অন্য কারও থাকে, তখনও আমিই তাদের কাছে ক্ষমা চাই।'

কথাটা আমার হৃদয় স্পর্শ করল। 'কোরআনে বলা হয়েছে, আমাদের প্রত্যেককেই তৈরি করা হয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট ছাঁচ থেকে। এটাও একটি নীতিতে বলা হয়েছে,' মৃদু স্বরে বললাম আমি।

'নীতি?' প্রশ্ন করল সে।

'ভেতর এবং বাইরে–উভয় দিকেই মানুষকে গড়ে তোলার কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন স্রষ্টা। তার সম্পূর্ণ মনোযোগ রয়েছে মানুষের দিকে। প্রতিটি মানুষই এমন এক শিল্পকর্ম, যার সৃষ্টির কাজ কখনও সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু ক্রমেই কেবল নিখুঁত হয়ে উঠতে থাকে। আমরা প্রত্যেকেই এক অসম্পূর্ণ শিল্পকর্ম, একই সাথে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার আশায় এবং অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। স্রষ্টা আমাদের প্রত্যেককে নিয়েই আলাদা ভাবে কাজ করেন, কারণ মানবজাতি হচ্ছে এক দক্ষ চিত্রকরের তৈরি এমন এক চিত্রকর্ম, যেখানে এমনকি একটি বিন্দুও সম্পূর্ণ ছবিটির জন্য খুবই দরকারী।'

'তুমিও তাহলে বক্তৃতা শুনতেই এসেছ, তাই না?' নতুন আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল কৃষক। 'মনে হচ্ছে অনেক ভীড় হবে আজ। মানুষটা সত্যিই অসাধারণ!'

লোকটা কার কথা বলছে বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে উঠল আমার হৃৎপিণ্ড। 'আমাকে বলো তো, এই রুমির বক্তৃতার মাঝে আসলে কি আছে?'

চুপ হয়ে গেল কৃষক। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল সে। মনে হলো যেন একই সাথে এখানে যেমন আছে তার মন, তেমনি আবার বহু দূরে হারিয়েও গেছে।

তারপর এক সময় বলল, 'আমি যে গ্রামের বাসিন্দা সেখানে জীবনযাত্রা বেশ কঠিন। প্রথমে এলো খরা, তারপর মোঙ্গল সৈন্যরা। চলার পথে প্রতিটা গ্রামকে পুড়িয়ে আর লুটপাট করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু বড় শহরগুলোতে তাদের হাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি ছিল। এরজুরাম, সিভাস এবং কায়সারি দখল করে নিয়েছিল তারা, পুরুষদের

BanglaBook.org

সবাইকে খুন করেছিল। আর মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাদের সাথে। আমি নিজে যদিও কোনো আপন মানুষ বা নিজের বাড়িঘর হারাইনি। কিন্তু একটা জিনিস হারিয়েছি আমি। তা হলো, আমার সুখ।'

'কিন্তু এর সাথে রুমির কি সম্পর্ক?' প্রশ্ন করলাম আমি।

চোখ নামিয়ে গরুটার দিকে তাকাল কৃষক। মৃদু স্বরে বলল, 'সবাই বলে, রুমির বক্তৃতা শুনলে নাকি সব দুঃখ দূর হয়ে যায়।'

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না যে দুঃখ জিনিসটা খারাপ। সত্যি কথা বলতে এটা আসলে ঠিক তার উল্টো–মিথ্যা কথায় মানুষ খুশি হয়, আর সত্যি কথা শুনলেই বরং দুঃখ পায়। কিন্তু এই কথাটা কৃষককে বললাম না আমি। তার বদলে কেবল বললাম, 'চলো তাহলে। কোনিয়া পর্যন্ত পথটুকু একসাথেই যাওয়া যাক। রুমির ব্যাপারে আরও জানতে চাই আমি।'

আমার ঘোড়াটা গাড়ির সাথে বেঁধে নিলাম আমি, তারপর গাড়ির উপর উঠে কৃষকের পাশে বসলাম। বাড়তি ওজন চাপানোর পরেও ষাঁড়টা আপত্তি করল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা। আগে যেমন হাঁটছিল, এখনও তেমনি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল কেবল। আমাকে ছাগলের দুধের পনির আর রুটি খেতে দিল কৃষক। খেতে খেতে কথা বলতে লাগলাম আমরা। ওদিকে মাথার উপর গাঢ় নীল আকাশের বুকে তাপ বিলাচ্ছে সূর্য। সেই সূর্যের নিচে, আর শহরের সাধকদের নজরদারীতে কোনিয়ায় প্রবেশ করলাম আমি।

'ভালো থেকো, বন্ধু,' গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে বললাম আমি। তারপর গাড়ি থেকে আমার ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিলাম।

'বক্তৃতা শুনতে এসো কিন্তু!' গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল কৃষক।

মাথা ঝাঁকালাম আমি, হাত নেড়ে বিদায় জানালাম তাকে। বললাম, 'ইনশা-আল্লাহ।'

যদিও রুমির বক্তৃতা শোনা এবং তার সাথে দেখা করার জন্য ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছি আমি, কিন্তু এই মুহূর্তে শহরে কিছুটা সময় কাটানোর দরকার আমার। জানা দরকার, এই খ্যাতনামা ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে মানুষের কি ধারণা। নিজের চোখে তাকে দেখার আগে অচেনা মানুষদের দয়ালু এবং নিষ্ঠুর, প্রেমময় এবং নিস্পৃহ চোখে তাকে দেখতে চাই আমি।

BanglaBook.org

হাসান নামের ভিক্ষুক

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, পৃথিবীর বুকে এই নরকবাসকে ওরা নাম দিয়েছে "পবিত্র শাস্তি।" আর আমি এক কুষ্ঠরোগী, আটকা পড়ে আছি স্বর্গ আর নরকের মাঝে। জীবিত বা মৃত–কোনো পক্ষই আমাকে তাদের মাঝে দেখতে চায় না। রাস্তাঘাটে দুষ্টু বাচ্চাদের ভয় দেখানোর দরকার হলে আমার দিকে আঙুল তাক করে মায়েরা, অন্যান্য বাচ্চারা সুযোগ পেলেই ঢিল ছোড়ে আমাকে লক্ষ্য করে। দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমাকে তাড়িয়ে দেয় দোকানীরা, ভাবে যে দুর্ভাগ্য আমার পিছু পিছু ঘোরে, এবং তাদের জন্যও সেই একই অমঙ্গল বয়ে আনব আমি। গর্ভবতী মহিলারা আমাকে দেখলেই চোখ সরিয়ে নেয়, ভয় পায় যে আমাকে দেখলে তাদের সন্তানও একই রকম বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেবে। এসব মানুষের কেউই একটা জিনিস বুঝতে পারে না। আমার প্রতি ওদের যত ভয়, ওদের করুণাভরা দৃষ্টিকে এড়ানোর জন্য আমার চেষ্টা তার চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

পরিবর্তন প্রথমে আসে চামড়ায়। পুরু আর কালো হয়ে ওঠে তা। পচা ডিমের রঙের নানা আকারের দাগ পড়তে শুরু করে কাঁধে, হাঁটুতে, হাতে এবং মুখে। এই পর্যায়ে জায়গাগুলোতে খুব ব্যথা করে, মনে হয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করে ব্যথা, অথবা কে জানে, হয়তো অভ্যাস হয়ে যায়। তারপর দাগগুলো বড় হয়ে ফুলে উঠতে শুরু করে, কুৎসিত ফোস্কায় রূপ নেয়। হাতের আঙুল বেঁকে পাখির নখের মতো হয়ে যায়, চেহারায় এমন আমূল পরিবর্তন আসে যে কেউ আর চিনতে পারে না। এখন আমার শেষ সময় উপস্থিত। চোখের পাতা আর বন্ধ করতে পারি না আমি। চোখের পানি এবং মুখের লালা–দুটোই সমানে গড়াতে থাকে সব সময়, নিয়ন্ত্রণ করা যায় না কিছুতেই। দুই হাতের ছয়টা আঙুলের নখ খসে পড়ে গেছে, আরও একটা পড়ে যাবে যে কোনো সময়। অদ্ভুত হলেও সত্যি, আমার মাথার চুল এখনও পড়ে যায়নি। মানতেই হবে, কপাল ভালো আমার।

শুনেছি ইউরোপে নাকি কুষ্ঠরোগীদের শহরের বাইরে রাখা হয়। তবে এখানে অবশ্য আমাদের শহরের ভেতরেই থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে, অন্তত

BanglaBook.org

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের উপস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করার জন্য সাথে একটা ঘণ্টা রাখছি আমরা। ভিক্ষা করার অনুমতিও পেয়েছি। দারুণ সুবিধে হয়েছে তাতে, কারণ তা না হলে না খেয়ে মরতে হতো। বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষা করা ছাড়া আর মাত্র একটা পথ আছে আমাদের। আর তা হলো প্রার্থনা করা। স্রষ্টা যে কুষ্ঠরোগীদের দিকে বিশেষভাবে সদয় দৃষ্টি দেন এমন নয়, কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে মানুষ সেটাই ভাবে। তাই, মানুষ আমাদের যতই ঘৃণা করুক না কেন, একই সাথে সম্মানও করে। অসুস্থ, পঙ্গু এবং বয়স্কদের জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের ভাড়া করে নিয়ে যায় তারা। বদলে টাকা দেয়, ভালো খাবার দেয়, আশা করে যে এগুলোর বিনিময়ে আমাদের মুখ থেকে আরও কিছু অতিরিক্ত প্রার্থনা আদায় করে নেয়া যাবে। রাস্তাঘাটে হয়তো কুষ্ঠরোগীদের সাথে কুকুরের চাইতেও খারাপ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মৃত্যু আর শোকের যেখানে ছায়া ঘনায়, সেখানে আমরা বাদশার মতো ক্ষমতাশালী।

যখনই আমাকে এমন কোনো প্রার্থনার জন্য ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়, মাথা নিচু করে রাখি আমি, আর আরবিতে দুর্বোধ্যভাবে বিড়বিড় করি। সবাই ভাবে প্রার্থনায় ডুবে গেছি একেবারে। ভান করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার, কারণ আমার মনে হয় না যে স্রষ্টা আমার কথা শুনতে পান। কখনও আমার কথা তিনি শুনেছেন বলে প্রমাণ পাইনি আমি।

প্রার্থনা করার চাইতে ভিক্ষা করা অনেক সহজ বলে মনে হয় আমার কাছে, যদিও তাতে লাভ কম। তবে আর যাই হোক, এতে অন্তত কাউকে ঠকাতে হচ্ছে না আমার। সপ্তাহের মধ্যে শুক্রবার হচ্ছে ভিক্ষা করার সবচেয়ে ভালো সময়। শুধু রমজান মাস বাদে, তখন প্রতিটা দিনই দারুণ আয় করা যায়। এখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, রমজান মাসের শেষ দিনটাই হচ্ছে ভিক্ষা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো সময়। এই সময় এমনকি পিঁপড়ের পেট টিপে চিনি বের করে এমন হাড়কিপটে লোকজনও ভিক্ষা দেয়ার প্রতিযোগিতায় লেগে যায়। অতীত এবং বর্তমানের সকল পাপ ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলতে চায় তারা। বছরে অন্তত একটা দিন ভিক্ষুকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না লোকজন। বরং উল্টোটা, ভিক্ষুকদের খুঁজে বেড়ায় তারা। সেই ভিক্ষুকের অবস্থা যত খারাপ হয় ততই ভালো। নিজেদের দানশীলতা আর মহত্ত্ব প্রমাণ করার লড়াইয়ে তারা এমনই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে ওই একটা দিনের জন্য তারা কেবল আমাদের ভিক্ষা দেয়ার প্রতিযোগিতাই চালায় না, বরং আমাদের যেন ভালোও বেসে ফেলে।

আজও অবশ্য প্রচুর লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, যেহেতু রুমি তার শুক্রবারের বক্তৃতা শুরু করতে যাচ্ছেন কিছুক্ষণ পরেই। ইতোমধ্যেই ভরে গেছে মসজিদ। যারা ভেতরে বসতে পারেনি তারা মসজিদ প্রাঙ্গণে ভীড় জমিয়েছে। চোর এবং

BanglaBook.org

পকেটমারদের জন্য আজকের বিকেলটা একেবারে মানানসই। আমার মতোই তারাও এসে হাজির হয়েছে এখানে, জনতার ভীড়ের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

মসজিদের প্রবেশপথের ঠিক উল্টো পাশে বসলাম আমি, একটা ম্যাপল গাছের গোঁড়ায় হেলান দিলাম। বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তার সাথে মিশেছে দূরের ফলবাগান থেকে আসা মিষ্টি, হালকা ঝাঁঝালো গন্ধ। ভাঙাচোরা বাটিটা সামনে রাখলাম এবার। এই ব্যবসায় নামা অনেকের মতো কখনও চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইতে হয় না আমাকে। একজন কুষ্ঠরোগীকে কখনও কান্নাকাটি করে সহানুভূতি আদায় করার দরকার পড়ে না, তার জীবন কত কষ্টের অথবা তার শরীর কত অসুস্থ সে ব্যাপারে গল্প বানানো লাগে না। আমার চেহারার দিকে এক নজর তাকালেই লোকের মনে যে প্রভাব পড়ে, অন্যদের হাজার কথাও তা তৈরি করতে পারে না। তাই স্রেফ মুখের উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে নিয়ে বসে রইলাম আমি।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় বেশ কয়েকটা পয়সা পড়ল আমার থালায়। সবগুলোই অবশ্য সস্তা তাম্রমুদ্রা। একটা সোনার মোহর পেলে বেশ হতো, যাতে সূর্য, সিংহ এবং চাঁদের ছবি থাকে। মুদ্রা ব্যবস্থার উপর থেকে প্রাক্তন সম্রাট আলাদিন কায়কুবাদের কড়াকড়ি উঠে যাওয়ার পর থেকে অনেকেই মুদ্রা তৈরি করছে এখন। আলেপ্পোর বে'দের তৈরি মুদ্রা, কায়রোর ফাতিমিদ শাসকদের মুদ্রা, বাগদাদের খলিফার মুদ্রা, এমনকি ইটালির ফ্লোরিনও এখন বাজারে চলছে। কোনিয়ার শাসকরা যেহেতু সেগুলোর সবই গ্রহণ করেন, সুতরাং শহরের ভিক্ষুকদেরও তা গ্রহণ করতে বাধা নেই।

পয়সাগুলোর সাথে সাথে কয়েকটা শুকনো পাতাও পড়ল আমার কোলের উপর। লালচে সোনালি পাতা ঝরে পড়ছে ম্যাপল গাছটা থেকে। এক ঝলক জোরালো বাতাস বয়ে গেল, বেশ কয়েকটা পাতা এসে পড়ল আমার বাটিতে। মনে হলো যেন গাছটাও আমাকে ভিক্ষা দিতে চাইছে। হঠাৎ করেই আমি বুঝতে পারলাম, এই ম্যাপল গাছ এবং আমার মধ্যে একটা মিল আছে। শরতকালে যে গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, তার সাথে মিল আছে কুষ্ঠরোগের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া মানুষের; যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও ওই পাতার মতোই এক এক করে খসে পড়তে শুরু করেছে।

এখন একটি নগ্ন গাছ ছাড়া আর কিছুই নই আমি। আমার চামড়া, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমনকি আমার চেহারা পর্যন্ত খসে পড়ছে। প্রতিটা দিনই শরীরের নতুন একটি অংশ আমাকে ত্যাগ করে চলে যায়। আর ম্যাপল গাছটার সাথে আমার অমিল হলো, বসন্তে আবার নতুন পাতা গজাবে তাতে। কিন্তু আমার জন্য এমন কোনো বসন্ত আসবে না। আমি যা হারাচ্ছি, তা চিরকালের জন্য হারাচ্ছি। মানুষ যখন আমার দিকে তাকায় তখন তারা এটা দেখতে পায় না যে আমি অতীতে কি ছিলাম, বরং এটাই দেখে যে আমি কি কি হারিয়েছি।

BanglaBook.org

যখনই কেউ আমার বাটিতে একটা পয়সা দেয়, কাজটা অত্যন্ত দ্রুত করে তারা। আমার চোখে চোখ রাখে না, যেন তাতেও আমার শরীর থেকে রোগ ছড়িয়ে পড়বে তাদের মাঝে। তাদের চোখে আমি কোনো চোর বা খুনীর চাইতেও ভয়ানক। এসব অপরাধীদের কেউ পছন্দ করে না ঠিক, কিন্তু তাই বলে অন্তত তাদের এভাবে এড়িয়েও চলে না কেউ। আমার দিকে তাকালে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখতে পায় সবাই। মৃত্যু যে তাদের এত কাছাকাছি থাকতে পারে, তার চেহারা যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে–এই ব্যাপারটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তারা।

হঠাৎ করে ভীড়ের মাঝে জোরালো গুঞ্জন উঠল। কাউকে চিৎকার করে উঠতে শুনলাম, 'তিনি আসছেন! তিনি আসছেন!'

সত্যিই তাই। ধবধবে সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসছেন রুমি। পরনে লাল রঙের বহুমূল্য কাফতান, তাতে সোনালি পাতা আর মুক্তোর অলংকরণ। ঘোড়ার পিঠে ঋজু হয়ে বসে আছেন তিনি, অত্যন্ত সুদর্শন এবং অভিজাত লাগছে দেখতে। তার পেছন পেছন আসছে ভক্তদের দল। আত্মবিশ্বাস আর গাম্ভীর্য যেন ঠিকরে বের হচ্ছে তার চারপাশ থেকে। যতটা না জ্ঞানপিপাসু সাধক, তার চাইতে বেশি কোন শাসক মনে হচ্ছে তাকে দেখে–যেন বাতাস, আগুন, পানি এবং মাটির সর্বেসর্বা সুলতান। এমনকি তার ঘোড়াটাও দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে, যেন তার পিঠে যে মানুষটা বসে আছে তার মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল সে।

বাটিতে রাখা পয়সাগুলো তাড়াহুড়ো করে পকেটে ভরলাম আমি, তারপর মুখটা এমনভাবে ঢেকে নিলাম যেন অর্ধেকের মতো খোলা থাকে। তারপর ঢুকে পড়লাম মসজিদের ভেতর। ভেতরে এত মানুষ যে এমনকি নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়, বসার জায়গা পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু কুষ্ঠরোগী হওয়ার একটি সুবিধা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় বসার মতো জায়গা করে নিতে কোনো সমস্যা হয় না আমার, তা সেখানে যতই ভীড় থাকুক না কেন। কারণ, কেউ আমার পাশে বসতে চায় না।

'ভাইয়েরা,' জনতার ভীড়ের মাঝে প্রত্যেককে ছুঁয়ে গেল রুমির উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। 'এই মহাবিশ্বের বিশালতার কাছে আমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। তোমাদের মাঝে কারও কারও মনে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন জেগে আছে, 'স্রষ্টার কাছে এই তুচ্ছ আমার কি এমন মূল্য আছে?' আমি বিশ্বাস করি যে এই প্রশ্ন যুগে যুগে বহু মানুষের মনেই জেগেছে। আজকের বক্তৃতায় আমি সেই প্রশ্নেরই যতটা সম্ভব নিখুঁত উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব।'

রুমির দুই ছেলেও বসে আছে একদম সামনের সারিতে–অপেক্ষাকৃত সুদর্শন যে, তার নাম সুলতান ওয়ালাদ। সবাই বলে, মৃত মায়ের চেহারা পেয়েছে সে। আর তার ছোট ভাই, আলাদিন। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর চেহারা,

BanglaBook.org

তবে লাজুক চোখ। এখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে তারা দুজনই তাদের বাবাকে নিয়ে কতটা গর্বিত।

'আদমের সন্তানদের এমন এক জ্ঞান দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে, যে জ্ঞানের ওজন এমনকি পাহাড় এবং আকাশও কাঁধে নেয়ার সাহস পায়নি,' বলে চলেছেন রুমি। 'আর সে জন্যই কোরআনে বলা হয়েছে, *নিশ্চয়ই আমি এই কাজের ভার পাহাড় ও আকাশকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা অসম্মতি জানাল, কারণ তারা ভয় পেয়েছিল। কেবল মানুষই এই ভার নিতে রাজি হলো।* এই সম্মানজনক অবস্থানের কারণেই স্রষ্টার ঠিক করে দেয়া উঁচু অবস্থান থেকে কখনও মানুষের নিচে নেমে আসা উচিত নয়।'

অত্যন্ত পরিশীলিত উচ্চারণে কথা বলতে লাগলেন রুমি, যা কেবল শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। স্রষ্টাকে নিয়ে কথা বললেন তিনি, আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে তিনি আকাশের কোনো দূরতম প্রান্তে নেই, বরং আমাদের প্রত্যেকের খুবই কাছাকাছি রয়েছেন। আর এটাও বললেন যে আমাদের স্রষ্টার সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে যে জিনিস তার নাম হচ্ছে কষ্ট।

'তোমার হাত সব সময়ই খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। যদি তা না হতো, তাহলে তুমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যেতে। প্রতিটি ক্ষুদ্রতম সংকোচন এবং প্রসারণের মাঝে নিহিত রয়েছে তোমাদের গভীরতম উপস্থিতির চিহ্ন। এই দুই এমন নিখুঁতভাবে ভারসাম্য বজায় রেখেছে, যেন একটি পাখির দুটি ডানা।'

প্রথমে তার কথা আমার ভালোই লাগছিল। আনন্দ এবং বেদনা পরস্পরের উপর একটি পাখির দুটি ডানার মতোই নির্ভরশীল, এ কথা চিন্তা করে উষ্ণ হয়ে উঠল আমার অন্তর। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই অনুভব করলাম, তিক্ততার একটা স্রোত দলা পাকিয়ে উঠছে আমার গলা বেয়ে। কষ্টের কথা রুমি কি জানেন? প্রভাবশালী মানুষের সন্তান তিনি, ধনী এবং ক্ষমতাশালী এক পরিবারের উত্তরাধিকারী। জীবনের কঠিন দিকটা কখনও দেখতে হয়নি তাকে। আমি জানি যে তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন। কিন্তু আসল দুর্ভাগ্য কাকে বলে সেটা অনুভব করার সুযোগ তার কখনও হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন তিনি, অভিজাত মানুষের মাঝে বড় হয়েছেন, সেরা সেরা শিক্ষকদের কাছে পাঠ নিয়েছেন, এবং সবাই তাকে সব সময় ভালোবেসেছে, প্রশংসা করেছে, সম্মান করেছে–তার পরেও কোনো সাহসে তিনি কষ্ট নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন?

ভগ্ন হৃদয়ে আমি অনুভব করলাম, আমার এবং রুমির ভেতর রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। স্রষ্টা এত নিষ্ঠুর কেন? আমার কপালে তিনি লিখেছেন শুধু দারিদ্র্য, রোগশোক আর দুর্দশা। আর রুমিকে দিয়েছেন সম্পদ, সাফল্য এবং জ্ঞান। নিখুঁত সুনাম তার, রাজকীয় হাবভাব। এই পৃথিবীতেই তাকে মানায় না, অন্তত এই শহরে তো নয়ই। মানুষ যেন আমার চেহারা

দেখে ঘৃণায় দূরে সরে না যায় সে জন্য কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হয় আমাকে, অন্য দিকে জনগণের মাঝে মূল্যবান রত্নের মতো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকেন তিনি। আমার জায়গায় যদি আজ রুমি থাকতেন, তাহলে কেমন লাগত তার? ভাবতে চাইলাম আমি। তার কি কখনও মনে হয়েছে যে এমন সুন্দর, অভিজাত জীবন থেকেও মানুষ যে কোনো সময় দুর্দশায় পতিত হতে পারে? কখনও কি তিনি ভেবে দেখেছেন যে এমনকি এক দিনের জন্যে হলেও সবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হতে কেমন লাগবে? আমার জায়গায় যদি তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো, তাহলেও কি এই একই রকম মহান, জ্ঞানী রুমি থাকতেন তিনি?

প্রতিটি প্রশ্নের সাথে সাথে আমার তিক্ততা আরও বাড়তে লাগল, সেই সাথে রুমির জন্য আমার মনের ভেতর যে প্রশংসা এবং ভালোবাসা ছিল সব মুছে গেল। তিক্ত, বিরক্ত মন নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, তারপর জনতার ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শ্রোতাদের মাঝে বসে থাকা কয়েকজন অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে, বুঝতে পারছে না যে কেন এমন একটি অধিবেশন ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছি আমি, যেখানে বহু মানুষ ভেতরে ঢোকার সুযোগ না পেয়ে মরে যাচ্ছে আফসোসে।

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বিদায়ের আগে আমাকে শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে নামিয়ে দিয়ে গেল সেই কৃষক। এবার আমার এবং আমার ঘোড়ার জন্য মাথা গোজার একটা জায়গা খুঁজে বের করলাম আমি। চিনি বিক্রেতাদের সরাইখানাটাই এ জন্য সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হলো। যে চারটে কামরা আমাকে দেখানো হলো, তার মাঝে সবচেয়ে সাদামাটা কামরাটা বেছে নিলাম আমি। ভেতরে ঘুমানোর জন্য একটা মাদুর আর একটা পুরনো কম্বল, নিভু নিভু হয়ে আসা একটা তেলের প্রদীপ, বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটা রোদে-শুকানো ইট ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে জানালা দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা পুরো শহরটাকে খুব ভালোভাবে দেখা যায়।

এখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার পর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি, অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম নানা ধর্ম, রীতিনীতি, আর ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ভবঘুরে গায়ক, আরব ভ্রমণকারী, খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী, ইহুদী ব্যবসায়ী, বৌদ্ধ পুরোহিত, ইউরোপীয় চারনকবি, পারস্য থেকে আসা চিত্রকর, চীন থেকে আসা দড়াবাজিকর, ভারতীয় সাপুড়ে, জোরোয়াস্ত্রীয় জাদুকর এবং গ্রিক দার্শনিকসহ আরও অনেকের সাথে দেখা হলো আমার। ক্রীতদাসের বাজারে গিয়ে দেখলাম, দুধের মতো ধবধবে সাদা চামড়ার ক্রীতদাসীদের বিক্রি করা হচ্ছে সেখানে। আরও রয়েছে কালো চামড়ার খোজা, যারা জীবনে এত বেশি পাপাচার দেখেছে যে এখন তারা কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। রক্তমোচন করার যন্ত্রপাতিসহ নাপিতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে, তাদের সাথে আরও রয়েছে কাঁচের গোলকসহ ভাগ্যগণনাকারী, এবং আগুন গিলে ফেলতে পারে এমন সব জাদুকর। জেরুজালেমের পথে রওনা দিয়েছে কিছু তীর্থযাত্রী, সেই সাথে আরও কিছু ভবঘুরেকে দেখলাম যাদের দেখে মনে হলো গত ক্রুসেড থেকে পালিয়ে আসা সৈন্য। মানুষের মুখে শুনলাম ভেনিশিয়, জার্মান, স্যাক্সন, গ্রিক, পারসিক, তুর্কী, কুরদী, আর্মেনীয়, হিব্রু এবং আরও কিছু ভাষা, যেগুলোকে এমনকি আমি নিজেও চিনতে পারলাম না। তবে এত সব বৈপরিত্য সত্ত্বেও সব মানুষের ভেতরেই মিল রয়েছে এক জায়গায়,

BanglaBook.org

আর তা হলো অসম্পূর্ণতা। সবাই যেন অসম্পূর্ণ কোনো শিল্পকর্ম। প্রত্যেকেই কোনো এক শিল্পীর সেরা কাজ, কিন্তু এখনও অসমাপ্ত।

পুরো শহর যেন বাবেলের সেই স্তম্ভের মতো বলে মনে হলো আমার কাছে। এখানে সব কিছু প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, বেঁচে উঠছে, মরে যাচ্ছে, পচে মিশে যাচ্ছে, আবার নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। সেই বিপুল বিশৃঙ্খলার মাঝে আমি যেন এক টুকরো নিস্তব্ধ নিরবতা, মৌনতা; যার এই পৃথিবীর কোনো কিছুতেই কিছু আসে যায় না, অথচ একই সাথে যে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এক তীব্র, জ্বলন্ত ভালোবাসা বয়ে বেড়াচ্ছে বুকের ভেতর। চারপাশের মানুষকে দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ল আরেকটি মুল্যবান নীতি *একজন নিখুঁত স্রষ্টাকে ভালোবাসা সহজ কাজ, কারণ তিনি নির্ভুল এবং নিষ্কলঙ্ক। তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ হলো মানুষকে ভালোবাসা, তাদের সকল দোষত্রুটি এবং ভুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। মনে রেখো, মানুষ কেবল সেটুকুই জানতে পারে, যেটুকু সে ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসা ছাড়া কোনো জ্ঞানের আগমন ঘটে না। যতক্ষণ না আমরা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে ভালোবাসতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই স্রষ্টাকে সত্যিকারের অর্থে জানার, ভালোবাসার কোনো সুযোগ নেই।*

সরু অলিগলি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি, যেখানে সব বয়সের শিল্পী এবং কর্মীরা তাদের ছোট্ট, ঘিঞ্জি দোকানের ভেতর কাজ করতে ব্যস্ত। যেখানেই গেলাম, সেখানেই শহরের মানুষের মুখে শুনতে পেলাম রুমির কথা। ভাবলাম, এমন জনপ্রিয় হওয়ার পর কেমন লাগে একজন মানুষের? রুমির ব্যক্তিত্বের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছে এই খ্যাতি? এই সব প্রশ্ন মাথার ভেতর নিয়েই হাঁটতে লাগলাম আমি, রুমি যে মসজিদে বক্তৃতা দিচ্ছে তার ঠিক উল্টো দিকে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করল আমার চারপাশ। যত উত্তরে এগোতে লাগলাম, আমার চারপাশের বাড়িঘরগুলো তত জীর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। বাগানের বেড়া ভেঙে পড়েছে জায়গায় জায়গায়, নোংরা চেহারার শিশুরা কোলাহল করতে করতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। বাতাসের গন্ধও বদলে গেল আস্তে আস্তে, আরও ভারি আর ঝাঁঝাল হয়ে উঠল। রসুন আর মসলার গন্ধ পেলাম আমি। শেষ পর্যন্ত এমন এক গলিতে পা রাখলাম, যেখানে বাতাসে ভারি হয়ে ঝুলে আছে তিনটে গন্ধ ঘাম, সুগন্ধি এবং কাম। শহরের নোংরা অংশে এসে পৌঁছেছি আমি।

নুড়িপাথরে ঢাকা রাস্তার শেষপ্রান্তে রয়েছে ভাঙাচোরা একটা বাড়ি। দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের খুঁটির উপর ভর করে, উপরে ছনের ছাউনি। বাড়ির সামনে এক দল মহিলা বসে গল্প করছে। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে কৌতুহলী চোখে তাকাল তারা, চেহারায় কিছুটা বিনোদন, কিছুটা বিভ্রান্তি। তাদের পাশেই রয়েছে ছোট্ট এক টুকরো বাগান। হরেক রঙের

BanglaBook.org

গোলাপ ফুটে রয়েছে সেখানে, মন মাতানো ঘ্রাণ তার। ভাবলাম, কে পরিচর্যা করে এই বাগানের?

উত্তরটা জানার জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হলো না আমাকে। বাগানের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল বাড়িটার প্রধান দরজা। সেখান দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে এল এক মহিলা। ভারী চোয়াল, লম্বা, এবং দারুন মোটা। ভ্রু কুঁচকে চোখ ছোট ছোট করে তাকাল সে, ফলে গালের মাংসের ভাঁজে ঢাকা পড়ে গেল চোখ দুটো। নাকের নিচে সরু, কালো এক জোড়া গোঁফ রয়েছে তার, দুই গালে ঘন জুলফি। সে যে একই সাথে পুরুষ এবং নারী এটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে গেল আমার।

'কি চাই এখানে?' তীক্ষ্ণ, সন্দেহভরা গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল সে। তার চেহারা যে কারও মনে বিভ্রান্তি জাগাতে বাধ্য এক মুহূর্তে মনে হচ্ছে এটা কোনো নারীর মুখ, এবং তারপরেই আবার বদলে যাচ্ছে পুরুষালি চেহারায়।

নিজের পরিচয় দিলাম আমি, এবং তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না সে।

'এটা তোমার জায়গা নয়,' বলল সে, তারপর এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল যেন মাছি তাড়াচ্ছে।

'কেন?'

'দেখতে পাচ্ছ না, এটা একটা বেশ্যালয়? তোমরা দরবেশরা নাকি কাম থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করো? লোকে ভাবে এখানে আমি পাপের বেসাতি করছি। কিন্তু দরিদ্রকে ভিক্ষা দেই আমি, এবং রমজানের সময় এই বাড়ির দরজাও বন্ধ করে রাখি। এখন তোমাকেও বাঁচিয়ে দিচ্ছি। আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকো। এই শহরে এটাই সবচেয়ে নোংরা জায়গা।'

'নোংরা থাকে ভেতরে, বাইরে নয়,' প্রতিবাদ জানালাম আমি। 'আমার নীতিতে এটাই বলা হয়েছে।'

'কি সব বাজে বকছ?' গর্জে উঠল সে।

'আমার চল্লিশটি নীতির মধ্যে এটা একটা,' তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম আমি। *'প্রকৃত ময়লা সেটাই, যা ভেতরে থাকে। বাকি যা কিছু তাকে খুব সহজেই পরিষ্কার করে ফেলা যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না এমন ময়লা শুধু একটাই আছে, আর তা হলো আত্মার উপর লেগে থাকা ঘৃণা এবং বিদ্বেষের নোংরা দাগ। সংযম এবং উপবাসের মাধ্যমে শরীরকে পরিশুদ্ধ করা যায়, কিন্তু হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে পারে কেবল ভালোবাসা।'*

কিন্তু নপুংসক মানুষটা আমার কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। 'তোমাদের মতো দরবেশরা সব বদ্ধ পাগল,' বলল সে। 'আমার এখানে নানা

BanglaBook.org

রকম খদ্দের আসে ঠিকই। তাই বলে একজন দরবেশ? জীবনেও না! আমি যদি তোমাকে এখানে আসতে দেই তাহলে সৃষ্টিকর্তা এই জায়গাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন, ধর্মের পথের মানুষকে বিপথে নেয়ার জন্য অভিশাপ দেবেন আমাদের সবাইকে।'

না হেসে পারলাম না আমি। 'আচ্ছা, এসব উদ্ভট চিন্তা ভাবনা কে ঢুকিয়েছে তোমার মাথায়? তোমার কি মনে হয়, স্রষ্টা একজন রাগী, গম্ভীর ধরনের রাশভারী সত্তা? আকাশে বসে আমাদের উপর নজর রাখছেন, আর সুযোগ খুঁজছেন যে কখন আমরা ভুল করব, আর তিনি আমাদের উপর পাথর আর ব্যাঙের বৃষ্টি ঝরিয়ে দেবেন?'

সরু গোঁফের কোণা ধরে টানতে লাগল গণিকালয়ের মালিক। চোখে স্পষ্ট বিরক্তি এবং ক্রোধ নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'দুশ্চিন্তা কোরো না, আমি তোমার গণিকালয়ের সেবা নিতে আসিনি,' তাকে আশ্বস্ত করলাম আমি। 'আমি শুধু এই বাগানটার সৌন্দর্য দেখছিলাম।'

'ওহ, ওটা-' বলে উদাসীন ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমার মেয়েদের একজন, মরুগোলাপের বাগান ওটা।'

এই কথা বলেই আমাদের সামনে বসে থাকা গণিকাদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করল গণিকালয়ের মালিক। ছোট্ট চিবুক, মুক্তোর মতো ঝকঝকে ত্বক, এবং বড় বড়, কালো দুই চোখ; তাতে স্পষ্ট উদ্বেগ। এত সুন্দর একটা মেয়ে, দেখলে বুকে ব্যথা করে ওঠে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, খুব তাড়াতাড়ি বড় কোনো পরিবর্তন আসবে এর জীবনে।

গলা নামিয়ে আনলাম আমি, ফিসফিস করে কথা বললাম যেন গণিকালয়ের মালিক ছাড়া আর কেউ আমার কথা শুনতে না পারে। 'ও একজন ভালো মেয়ে। খুব তাড়াতাড়িই কোনো একদিন সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে বের হবে ও, আধ্যাত্মিক পথে পা রাখবে। এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে চিরকালের জন্য। সেই দিন যখন আসবে, তখন ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না।'

মনে হলো যেন কেউ মুগুর দিয়ে বাড়ি মেরেছে নপুংসকের মাথায়। হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'কি সব উল্টোপাল্টা বকছ তুমি? আমার মেয়েদের নিয়ে আমি কি করব সেটা কি তোমার কাছে শুনতে হবে? ভালো চাইলে এখনই ভাগো এখান থেকে। নাহলে শেয়ালমুখোকে ডেকে আনব আমি!'

'সে আবার কে?' জানতে চাইলাম আমি।

'তার পরিচয় না জানলেই বরং তোমার জন্য ভালো,' সাবধান করে দিল সে, একই সাথে আঙুল নাচিয়ে নিজের কথায় আরও জোর বাড়ানোর চেষ্টা করল।

এই অদ্ভুত নামটা শুনে একটা শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরে, কিন্তু তাকে বেশি পাত্তা দিলাম না আমি। বললাম, 'বেশ। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু

BanglaBook.org

আবার আসব এখানে, তাই দ্বিতীয়বার আমাকে দেখতে পেলে অবাক হয়ো না। আমি সে সব ধার্মিক লোকদের মতো নই যারা সারা জীবন প্রার্থনায় কাটিয়ে দেয়, অথচ বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাদের চোখ এবং হৃদয়ের দরজা থাকে বন্ধ। তারা কেবল কোরআনের বাইরের অংশটুকুই পড়ে। কিন্তু আমি কোরআন পড়ি ফুটন্ত ফুলে, পরিযায়ী পাখির ঝাঁকে। মানুষের মাঝে যে জীবন্ত কোরআন লেখা হয়েছে তাকেই পড়ি আমি।'

'তার মানে তুমি মানুষ পড়তে পারো?' হেসে উঠল গণিকালয়ের মালিক, কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি মিশে রইল সেই হাসিতে। 'সে আবার কেমন কথা?'

'প্রতিটি মানুষই একটি খোলা বই, আমাদের প্রত্যেকেই এক একটি চলমান কোরআন। সকল মানুষের অন্তরেই নিহিত আছে স্রষ্টাকে সন্ধান করার ইচ্ছা, তা সে সাধক হোক আর গণিকা। জন্মের মুহূর্ত থেকেই আমাদের মধ্যে তৈরি হয় ভালোবাসা, অপেক্ষায় থাকে যে কখন তাকে খুঁজে পাব আমরা। চল্লিশটি নীতির আরও একটি নীতিতে এই কথাই বলা হয়েছে *এই সমগ্র মহাবিশ্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে কেবল একটি মানুষের ভেতর–সে হচ্ছে, তুমি। তোমার চারপাশে যা কিছু দেখো, এমনকি যে সব জিনিস তোমার পছন্দ নয়, বা যে সব মানুষকে তুমি ঘৃণা বা অপছন্দ করো, তার সব কিছুই তোমার ভেতরেই বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। তাই, শয়তানকে খোঁজার জন্যেও নিজের বাইরে তাকানোর দরকার নেই। শয়তান এমন কোনো অলৌকিক সত্তা নয় যা বাইরে থেকে সশরীরে মানুষকে আক্রমণ করবে। এটি মানুষের ভেতরে বসবাসকারী খুব সাধারণ এক কণ্ঠস্বর। যদি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারো, সততা এবং কঠোরতার সাথে নিজের অন্ধকার এবং উজ্জ্বল–উভয় দিকের মুখোমুখি হতে পারো, তাহলে চেতনার এক নতুন, সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারবে তুমি। একটি মানুষ যখন নিজেকে চিনতে শেখে, তখন সে স্রষ্টাকে চিনতে পারে।*'

দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করল নপুংসক, তারপর সামনে ঝুঁকে এসে সরু চোখে তাকাল আমার দিকে। ক্ষ্যাপা দৃষ্টি সে চোখে।

'গণিকাদের ধর্মশিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছ, কেমন দরবেশ তুমি? ভারী গলায় বলে উঠল সে। 'আমি সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, আমার এখানকার আর কারও মাথায় তোমার এসব ফালতু কথাবার্তা ঢোকানোর চেষ্টা কোরো না। যদি নিজের ভালো চাও তাহলে দূরে থেকো আমার বেশ্যালয় থেকে। যদি না থাকো, তাহলে খোদার কসম করে বলছি, তোমার ওই বেয়াদব জিভটা কেটে আমাকে উপহার দেবে শেয়ালমুখো, আর তখন সেটাকে মজা করে খাবো আমি।'

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২৮ মে, ২০০৮

বিষণ্ণ মন নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল এলা, ইদানীং যা সব সময় ঘটছে। তবে বিষণ্ণ বলতে কান্নাকাটি বা বদমেজাজী ভাব নয়। হাসতে ইচ্ছে করছে না ওর, এবং কোনো কিছুকে হালকাভাবে নিতে পারছে না-বিষণ্ণ বলতে এটুকুই। মনে হচ্ছে যেন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ও, যেখানে পৌঁছানোর কোনো প্রস্তুতিই ছিল না ওর। রান্নাঘরে গিয়ে কফি চড়িয়ে দিল এলা, তারপর ড্রয়ার থেকে নিজের কাজের তালিকাটা বের করে সেটার উপর চোখ বোলাল।

বয়স চল্লিশ বছর হওয়ার আগে যা করতে হবে :

- সময়কে কাজে লাগাতে শিখতে হবে। আরও বেশি গোছানো হতে হবে, হাতে যে সময় আছে তাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা জানতে হবে। নতুন একটা ডে প্ল্যানার কিনতে হবে। (করা হয়েছে)
- খাবারের তালিকায় মিনারেল সাপ্লিমেন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যোগ করতে হবে। (করা হয়েছে)
- চামড়ার ভাঁজ কমানোর চেষ্টা করতে হবে। আলফা হাইড্রক্সি ধরনের প্রোডাক্ট ব্যবহার করা যায়। নতুন ল'রিয়েল ক্রিমটা ব্যবহার করতে হবে। (করা হয়েছে)
- জানালার পর্দা, সোফার কুশন, এবং বাগানের জন্য নতুন গাছ কিনতে হবে। (করা হয়েছে)
- জীবন, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসসমূহ নিয়ে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। (অর্ধেক করা হয়েছে)
- খাবারের তালিকা থেকে মাংস বাদ দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর খাবার তালিকা তৈরি করতে হবে। শরীরের প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে। (অর্ধেক করা হয়েছে)
- 'রুমির কবিতা' পড়া শুরু করতে হবে। (করা হয়েছে)
- বাচ্চাদের একটি ব্রডওয়ে মিউজিক্যালে নিয়ে যেতে হবে। (করা হয়েছে)

BanglaBook.org

- একটি রান্নার বই লেখা শুরু করতে হবে। (এখনও করা হয়নি)
- ভালোবাসার প্রতি হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে হবে!!!

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এলা, চোখগুলো নিবদ্ধ রয়েছে তালিকার শেষ লাইনটার উপরে। বুঝতে পারছে না যে এই লাইনের শেষে "করা হয়েছে" কথাটা লিখবে কি না। এমনকি কথাটা যখন লিখেছিল তখন কি ভেবেছিল তাও মনে করতে পারছে না। কি ঢুকেছিল ওর মাথায়? 'নিশ্চয়ই মধুর অবিশ্বাসের প্রভাব,' বিড়বিড় করে বলল ও। ইদানীং ভালোবাসা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা চলছে ওর মাথায়।

প্রিয় আজিজ,
আজ আমার জন্মদিন! আমার মনে হচ্ছে, জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশে এসে পৌঁছেছি আমি। সবাই বলে যে চল্লিশ বছর বয়স নাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। সবাই অবশ্য এটাও বলে যে এখন চল্লিশ মানে হচ্ছে ত্রিশ (এবং ষাট মানে হচ্ছে চল্লিশ), তবে কথাটা বিশ্বাস করার ইচ্ছে আমার পুরোদমে থাকলেও খুব বেশি বানোয়াট বলে মনে হয়। আমি বলতে চাইছি, এটা তো নিজেদের বোকা বানানোর একটা রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। চল্লিশ মানে তো চল্লিশই! কে জানে, হয়তো এখন সব কিছু আরও "বেশি বেশি" পাবো আমি–বেশি বেশি জ্ঞান, বেশি বেশি চিন্তাশীলতা, এবং সেই সাথে চামড়ার উপর বেশি বেশি দাগ এবং পাকা চুল। জন্মদিনে সব সময়ই আমার মন ভালো থাকে, কিন্তু আজ সকালে ভারি বুক নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছি আমি। সকালের কফি খাওয়ার আগেই বিরাট বিরাট সব প্রশ্ন ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে মাথার ভেতর। কেবলই মনে হচ্ছিল, সারা জীবন যেভাবে ছিলাম আমি, এখনও কি সেভাবেই থাকতে চাই? আর তারপরেই একটা ভয়ানক কথা মনে হয়েছে আমার। এমন যদি হয় যে এই প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ অথবা না–উভয় উত্তরই একই রকম বিপজ্জনক ফলাফল বয়ে আনে? তাই নিজের জন্য আরেকটা উত্তর খুঁজে বের করেছি : হয়তো!

ভালো থেকো,
এলা
পুনশ্চ এমন মন খারাপ করা একটা ইমেইল লিখলাম বলে দুঃখিত। জানি না আজ আমার মন এত খারাপ কেন। কোনো কারণ খুঁজে বের করতে পারছি না। (মানে, চল্লিশে পা দিয়েছি এই কারণটা ছাড়া। কে জানে, একেই হয়তো মধ্যবয়সের সমস্যা বা মিডলাইফ ক্রাইসিস বলে সবাই।)

BanglaBook.org

প্রিয় এলা,

শুভ জন্মদিন! পুরুষ এবং নারী–উভয়ের জন্যই চল্লিশ বছর বয়স একটি অত্যন্ত সুন্দর সময়। তুমি কি জানো যে সুফিদের মতামত অনুযায়ী চল্লিশ সংখ্যাটিকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ এবং আধ্যাত্মিকতার জাগরণের প্রতীক বলে ধরা হয়? যখন আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করি, তখন তার মেয়াদ হয় চল্লিশ দিন। শিশুর জন্মের পর পৃথিবীর বুকে তার জীবন শুরু করার মতো প্রস্তুতি নিতে চল্লিশ দিন সময় লাগে। নূহের বন্যা চল্লিশ দিনব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল, এবং জীবনের সকল চিহ্নকে ধ্বংস করে দেয়ার সাথে সাথে সকল অবিশুদ্ধতাকেও ধুয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই বন্যা, নতুন করে সব কিছু শুরু করেছিল মানবজাতি। ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদে বলা হয়, মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে চল্লিশটি ধাপ বা স্তর রয়েছে। চেতনার রয়েছে চারটি প্রধান ধাপ, এবং তার প্রতিটিতে দশটি করে স্তর, অর্থাৎ সব মিলিয়ে চল্লিশটি। চল্লিশ দিন এবং রাত জঙ্গলের মাঝে কাটিয়েছিলেন যিশু। মুহাম্মদ যখন নবী হওয়ার ডাক পেলেন তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। বোধিবৃক্ষের নিচে চল্লিশ দিন ধ্যান করেছিলেন বুদ্ধ। আর শামসের চল্লিশ নীতির কথা নাই বা বললাম। চল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে প্রেরণা পাওয়া যায়, জীবনকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায়! অত্যন্ত শুভ একটি সংখ্যায় পৌঁছেছ তুমি। অভিনন্দন! আর বুড়ো হয়ে যাচ্ছ বলে দুশ্চিন্তা কোরো না। চল্লিশের ক্ষমতাকে রুখতে পারে এমন শক্তি কোনো দাগ বা পাকা চুলের নেই!

শুভেচ্ছাসহ,
আজিজ

BanglaBook.org

মরুগোলাপ নামের গণিকা

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বেশ্যালয়ের উৎপত্তি হয়েছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। আর আমার মতো মেয়েরাও সেই তখন থেকেই আছে। কিন্তু তারপরেও একটা জিনিস চিন্তা করলে খুব অবাক লাগে আমার যদিও লোকে বলে যে মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য হোক এটা মোটেই তাদের ইচ্ছা নয়, তাহলে যখন কোনো পতিতা তার আগের জীবন ছেড়ে দিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চায়, তখন সেই একই লোকেরা কেন তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে? তারা যেন বলতে চায়, আমরা এই নিচুস্তরের জীবনে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছি বলে তারা অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু একবার যেহেতু এখানে নেমেই এসেছি, সেহেতু চিরকাল আমাদের এখানেই থাকতে হবে। এমনটা কেন হয় আমি জানি না। শুধু জানি যে কিছু কিছু মানুষ অন্যের কষ্ট দেখে বাঁচার আনন্দ পায়, এবং পৃথিবীর বুক থেকে একজন মানুষের কষ্ট যদি কমে যায় তাহলে সেটা তাদের মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু তারা যাই বলুক না কেন, যাই করুক না কেন, একদিন এই জায়গা ছেড়ে অবশ্যই চলে যাব আমি।

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই মহান জ্ঞানতাপস রুমির বক্তৃতা শোনার জন্য খুবই ইচ্ছে হচ্ছে আমার। এখন যদি মালিককে আমার ইচ্ছের কথা বলে অনুমতি চাই, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে সে। বলবে, 'বেশ্যারা আবার মসজিদে যাওয়া শুরু করল কবে থেকে?' তারপর এত জোরে হেসে উঠবে যে লাল হয়ে উঠবে তার গোলগাল মুখটা।

সে জন্যই আমি মিথ্যা কথা বলেছি। চুল-দাড়ি কামানো সেই দরবেশ চলে যাওয়ার পর মালিককে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে দেখেছিলাম আমি। ঠিক করেছিলাম যে এটাই তার সাথে কথা বলার উৎকৃষ্ট সময়। বলেছিলাম, কিছু কাজ আছে আমার, একবার বাজারে যাওয়া খুব দরকার। আমার কথা বিশ্বাস করেছে সে। নয় বছর ধরে তার জন্য কুকুরের মতো পরিশ্রম করছি আমি, আমার কথা এখন তার বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক।

'তবে একটা শর্ত আছে,' বলেছে মালিক। 'তিলিয়া তোমার সাথে যাবে।'

তাতে কোনো সমস্যা নেই। তিলিয়াকে আমার ভালোই লাগে। বিশালদেহী

BanglaBook.org

একটা মানুষ, কিন্তু মনটা একেবারে শিশুর মতো। অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং সৎ। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে লোকটা এত দিন বেঁচে আছে কিভাবে সেটা আমার কাছে একটা রহস্য। তার আসল নাম কি ছিল কেউ জানে না, খুব সম্ভবত সে নিজেও না। আমরা তাকে তিলিয়া বলে ডাকি কারণ তিলিয়া নামের তিলের হালুয়া খেতে খুব পছন্দ করে সে। গণিকালয়ের কোনো পতিতাকে যখন কোনো কাজে বাইরে যেতে হয়, তখন নিঃশব্দ ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে তিলিয়া। ওর চাইতে ভালো কোনো পাহারাদার আর হয় না।

বাগানগুলোর মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া ধুলোমাখা পথ ধরে এগিয়ে চললাম আমরা দুজন। প্রথম মোড়টায় এসে দাঁড়ানোর পর তিলিয়াকে বললাম আমার জন্য অপেক্ষা করতে, তারপর একটা ঝোপের আড়ালে ঢুকে পড়লাম। এখানেই একটা থলের মধ্যে বেশ কিছু পুরুষের জামাকাপড় লুকিয়ে রেখেছি আমি।

যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে বেশ কঠিন হলো কাপড়গুলো পরা। বুকের উপর লম্বা ওড়না জড়িয়ে নিয়ে জায়গাটাকে সমান করে রাখলাম। তারপর ঢোলা পাজামা, সুতী জামা, লম্বা একটা আলখাল্লা আর একটা পাগড়ী পরে নিলাম। সব শেষে মুখের অর্ধেক জড়িয়ে নিলাম ওড়না দিয়ে, যাতে আমাকে দেখে মনে হয় কোনো আরব মুসাফির।

আবার যখন ফিরে এলাম, আমাকে দেখে চমকে উঠল তিলিয়া। বিভ্রান্তি ফুটল তার মুখে।

'চলো,' তাড়া দিলাম আমি। কিন্তু তারপরেও তিলিয়ার মাঝে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ না দেখে মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললাম। 'সে কি, তিলিয়া, আমাকে চিনতে পারোনি?'

'তোমার এ কি অবস্থা, মরুগোলাপ?' অবাক হয়ে বলে উঠল তিলিয়া, শিশুদের মতো মুখের উপর একটা হাত চাপা দিয়েছে। 'তুমি এমন পোশাক পরেছ কেন?'

'তোমাকে একটা গোপন কথা বলব, কাউকে বলতে পারবে না। ঠিক আছে?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল তিলিয়া, উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখজোড়া।

'শোনো,' ফিসফিস করে বললাম আমি। 'আমরা একটা মসজিদে যাচ্ছি। কিন্তু মালিককে এ ব্যাপারে কিচ্ছু বলতে পারবে না তুমি।'

তিলিয়ার নিচের ঠোঁটটা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। 'না, না। আমরা তো বাজারে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বাজারেও যাব। তবে পরে। আগে আমরা রুমির ভাষণ শুনব, তারপর।'

BanglaBOOK.org

বেশ ভয় পেয়ে গেছে তিলিয়া, যদিও এটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসার কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সে। 'রাজি হয়ে যাও, তিলিয়া,' ওকে বললাম আমি। 'এটা আমার জন্য খুবই দরকার। যদি আমাকে কথা দাও যে এ ব্যাপারে কাউকে বলবে না, তাহলে বড় এক বাটি হালুয়া কিনে দেবো তোমাকে।'

'হালুয়া।' বলেই সুড়ুত করে জিভের জল টানল তিলিয়া, যেন শব্দটা শুনেই সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে শুরু করেছে সে।

এবার নিজেদের মনে মিষ্টি আশা নিয়ে মসজিদের দিকে এগোতে শুরু করলাম আমরা, যেখানে রুমির বক্তৃতা দেয়ার কথা।

●●●

নিকিয়ার কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে জন্ম হয়েছিল আমার। আমার মা সব সময় আমাকে বলত, 'ঠিক জায়গাতেই জন্ম নিয়েছ তুমি, কিন্তু ভুল সময়ে।' সত্যিই, উত্তাল এবং অনিশ্চিত এক সময় যাচ্ছিল তখন। পরপর দুটো বছর কোনো কিছুই এক থাকত না। প্রথমে গুজব শোনা গেল যে ক্রুসেডাররা আবার ফিরে আসছে। কনস্টান্টিনোপলে তারা যে সব অত্যাচার চালিয়েছে সে সম্পর্কে ভীতিকর সব গল্প ভেসে এল আমাদের কানে। প্রাসাদগুলোকে নাকি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে তারা, গীর্জা এবং উপাসনালয়ের ভেতরের মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করেছে। তারপর আবার শুনলাম সেলজুক আক্রমণ সম্পর্কে। আর সেলজুক সেনাবাহিনীর আতঙ্ক ছড়ানো গল্পের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শুরু হলো নিষ্ঠুর মোঙ্গলদের কাহিনি। শত্রুর নাম এবং চেহারা বদলাতে লাগল, কিন্তু বাইরের শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ভয় একটুও কমল না, আইডা পর্বতের মাথায় জমে থাকা তুষারের মতোই চিরস্থায়ী হয়ে গেল যেন।

আমার বাবা-মা ছিল রুটিপ্রস্তুতকারক, এবং ধার্মিক খ্রিস্টান। সবচেয়ে ছোটবেলার যে স্মৃতিগুলো আমার মনে আছে তার মাঝে একটা হচ্ছে চুল্লী থেকে সদ্য করা রুটির সুগন্ধ। ধনী ছিলাম না আমরা। এমনকি সেই ছোটবেলাতেই ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু তাই বলে গরীবও ছিলাম না। দরিদ্ররা যখন আমাদের রুটির দোকানে রুটি ভিক্ষা করতে আসতে তখন তাদের চোখের শূন্য দৃষ্টি কেমন হয়, তা আমি দেখেছি। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমি স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতাম, কারণ আমাকে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিছানায় পাঠাচ্ছেন না। আমার মনে হতো যেন কোনো বন্ধুর সাথে কথা বলছি। কারণ স্রষ্টা তখন সত্যিই আমার বন্ধু ছিলেন।

আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন আমার মা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ল। এখন যখন আমি সেই সময়ের কথা মনে করি, তখন মনে হয় যে এর

আগেও কয়েকবার গর্ভপাত হয়েছিল তার। কিন্তু তখন এসব ব্যাপারে আমি কিছুই বুঝতাম না। তখন এত বেশি অবোধ ছিলাম যে কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করত যে বাচ্চারা কোথা থেকে আসে, আমি নিশ্চয়ই জবাব দিতাম যে স্রষ্টা ওদের মিষ্টি, নরম ময়দার দলা থেকে তৈরি করেন।

কিন্তু আমার মায়ের জন্য স্রষ্টা রুটি দিয়ে যে বাচ্চাটা তৈরি করেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই অনেক বড় ছিল, কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার পেট ফুলে উঠে বিশাল আকার ধারণ করল। এমনকি পেটের ওজনের কারণেও নড়াচড়াও প্রায় করতে পারত না আমার মা। ধাত্রী বলল যে আমার মায়ের শরীর নাকি পানি টানছে, যদিও তখন কথাটা শুনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারিনি আমি।

আমার মা বা ধাত্রী যে কথাটা বুঝতে পারেনি তা হলো, বাচ্চা একটা ছিল না তার পেটে, ছিল তিনটে। সবগুলোই ছেলে। মায়ের পেটের ভেতর যেন যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল তারা। তিনজনের একজনের নাড়ি পেঁচিয়ে গিয়েছিল আরেকজনের গলায়। যেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই মরা ভাইটা তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে আটকে গিয়েছিল জরায়ুর মুখে। চার দিন ধরে প্রসব বেদনায় ভুগল আমার মা। রাত আর দিন শুধু তার চিৎকার শুনতাম আমরা। তারপর এক সময় থেমে গেল সেই চিৎকার।

আমার মাকে বাঁচাতে পারল না ধাত্রী। তবে আমার ভাইদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করল না সে। একটা কাঁচি দিয়ে মায়ের পেট কেটে তাদের বের করে আনল সে, তবে শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইল কেবল একজন। এভাবেই জন্ম নিল আমার ভাই। আমার বাবা কখনও তাকে ক্ষমা করেনি, এবং বাচ্চাটাকে যখন খ্রিস্টান ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত করা হলো, তখন সেই অনুষ্ঠানেও অংশ নেয়নি সে।

আমার মা মারা যাওয়ার পরেই বাবা বদলে গেল, রূপান্তরিত হলো বদমেজাজী, তিক্ত স্বভাবের এক মানুষে। জীবন আর আগের মতো রইল না। রুটির দোকানের অবস্থা পড়ে গেল, খদ্দেরদের হারিয়ে ফেললাম আমরা। গরীব হয়ে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে এই ভয়ে বিছানার নিচে রুটি লুকিয়ে রাখতাম আমি, পরে সেগুলো সব পচে নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল আমার ভাই। আমি অন্তত আগে বাবা-মায়ের আদর ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু ওর কপালে কখনও তা জোটেনি। ওর উপর অত্যাচার চলতে দেখে দারুণ কষ্ট হতো আমার, কিন্তু মনের একটা অংশ একই সাথে কৃতজ্ঞও বোধ করত; কারণ বাবার ক্রোধ কখনও আমার ওপর পতিত হয়নি। এখন মনে হয়, তখন আমার উচিত ছিল ভাইকে বাঁচানো। তাহলে সব কিছু অন্য রকম হতে পারত, আর আজ কোনিয়ার এক বেশ্যালয়ের বাসিন্দা হতে হতো না আমাকে। জীবন কী অদ্ভুত!

এক বছর পর আমার বাবা আবার বিয়ে করল। আমার ভাইয়ের জীবনে একমাত্র যে পরিবর্তনটা এল তা হলো, আগে শুধু আমার বাবাই অত্যাচার করত ওর উপর। আর এখন তার সাথে যোগ হলো আমার বাবার নতুন স্ত্রীর অত্যাচার। বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকতে শুরু করল ও, যখন ফিরে আসত তখন দেখা যেত খারাপ খারাপ সব বদভ্যাস আর বন্ধু জুটিয়েছে। একদিন আমার বাবা ওকে এমন মার মারল যে প্রায় মরতে বসল ও। তারপর থেকে চিরতরে বদলে গেল আমার ভাই। এমন এক ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর চাহনি দেখতাম ওর চোখে, যা আগে কখনও দেখিনি। জানতাম যে ওর মনের ভেতর কিছু একটা চলছে, কিন্তু সেটা যে কত ভয়ানক পরিকল্পনা তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আমি। বুঝতে পারলেই ভালো হতো। সেই মর্মান্তিক ঘটনাকে থামাতে পারতাম তাহলে।

বসন্তের এক সকালে আমার বাবা এবং সৎ-মাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। ইঁদুরের বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে তাদের। এই ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার সাথে সাথে সবাই আমার ভাইকেই সন্দেহ করতে লাগল। প্রহরীরা যখন ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল ও। আর কখনও ওকে দেখিনি আমি। তারপর থেকেই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা। বাড়িতে থাকতে পারতাম না কারণ সেখানে আমার মায়ের ঘ্রাণ পেতাম আমি, দোকানে কাজ করতে পারতাম না কারণ অসংখ্য স্মৃতি ভীড় করে আসত সেখানে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, কনস্টান্টিনোপলে আমার এক দর্জি খালা আছে; তার কাছে গিয়ে থাকব। এখন সেই আমার সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। তখন আমার বয়স তেরো।

কনস্টান্টিনোপলের গাড়িতে উঠলাম আমি। যাত্রীদের মাঝে আমার বয়সই সবচেয়ে কম, এবং সম্পূর্ণ একা ছিলাম আমি। কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পরেই ডাকাত পড়ল আমাদের গাড়িতে। সব কিছু কেড়ে নিল তারা–থলে-বোঁচকা, কাপড়চোপড়, জুতো, বেল্ট, গহনা, এমনকি গাড়িচালকের সাথে থাকা খাবার পর্যন্ত। আমার কাছে কেড়ে নেয়ার মতো কিছুই ছিল না। চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, ধরে নিয়েছিলাম যে আমার কোনো ক্ষতি করা হবে না। কিন্তু চলে যাওয়ার ঠিক আগে হঠাৎ দলের নেতা ফিরে তাকাল আমার দিকে। প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কুমারী, খুকি?'

লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলাম না আমি। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে আমার লাল হয়ে ওঠা চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে।

'চলো!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল দলের নেতা। 'ঘোড়াগুলো আর এই মেয়েটাকেও নিয়ে নাও সাথে।'

কাঁদতে কাঁদতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। যাত্রীদের কেউ এগিয়ে এল না আমাকে সাহায্য করতে। গভীর জঙ্গলের

BanglaBook.org

মধ্যে আমাকে নিয়ে গেল ডাকাতরা। অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে সম্পূর্ণ এক গ্রাম তৈরি করেছে তারা। নারী এবং শিশুও আছে সেখানে। হাঁস, ছাগল আর শুকর ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। আদর্শ গ্রাম বলতে যা বোঝায় তাই। তফাতটা হলো, এই গ্রামের বাসিন্দারা সবাই অপরাধী।

খুব তাড়াতাড়িই আমি বুঝে গেলাম যে দলনেতা কেন আমাকে ওই প্রশ্ন করেছিল। গ্রামের মোড়ল অত্যন্ত অসুস্থ, কালাজ্বর হয়েছে তার। দীর্ঘ সময় বিছানায় পড়ে রয়েছে সে, সারা শরীর ভরে গেছে লাল লাল দাগে। অনেক রকম চিকিৎসার পরেও কোনো লাভ হয়নি। কয়েকদিন আগে কে একজন তাকে বুঝিয়েছে যে কোনো কুমারীর সাথে রাত কাটাতে পারলে এই রোগ তার শরীর থেকে ওই কুমারীর দেহে চলে যাবে, এবং মোড়ল সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমার জীবনে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোর কথা আমি কখনও মনে করতে চাই না। সেই জঙ্গলে কাটানো দিনগুলো তার অন্যতম। এমনকি আজও যখন জঙ্গলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, তখন শুধু পাইন গাছের কথা ভাবি আমি, আর কিছু আসতে দেই না মাথার ভেতর। গ্রামের মেয়েদের সাথে সময় কাটানোর চাইতে জঙ্গলের পাইন গাছগুলোর নিচে বসে থাকতেই বেশি ভালো লাগত আমার। মেয়েরা বেশিরভাগই ছিল ডাকাতদের স্ত্রী বা কন্যা। কয়েকজন গণিকাও ছিল, যারা নিজের ইচ্ছাতেই এসেছিল সেখানে। আমার মাথায় কখনই ঢুকত না যে ওরা পালিয়ে যায় না কেন। আমি নিজে তো পালানোর জন্য এক পায়ে খাড়া ছিলাম।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে প্রায়ই ঘোড়ার গাড়ি যেত, বেশিরভাগই অভিজাত লোকজনের। ওই গাড়িগুলোতে ডাকাতি হতো না কেন সেটা আমার কাছে ছিল এক রহস্য। তারপর বুঝতে পারলাম, গাড়িগুলোর চালকরা জংগলে ঢোকার আগে ডাকাতদের ঘুষ দেয়, বদলে পায় নিরাপদে পথ চলার প্রতিশ্রুতি। এসব ব্যাপার কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝে যাওয়ার পর আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিলাম। বিশাল শহরটার দিকে যাচ্ছিল এমন একটা গাড়ি থামালাম আমি, তারপর চালকের কাছে অনুনয় করে বললাম আমাকে তার সাথে নিতে। অনেক বেশি টাকা দাবি করে বসল সে। টাকা ছিল না আমার কাছে, তাই নিজেকেই তুলে দিলাম তার হাতে।

কেবলমাত্র কনস্টান্টিনোপল এসে পৌঁছানোর পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে জঙ্গলের ওই গণিকারা কেন পালিয়ে যায় না। শহর ওই জঙ্গলের চাইতেও খারাপ জায়গা। নিষ্ঠুর। আমার সেই বুড়ি খালাকে আর কখনও খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি। এখন আর পবিত্র নেই আমি, ভালো করেই জানি যে তার মতো একজন ভদ্রমহিলা আমাকে কখনই গ্রহণ করবে না। নিজের পথ নিজেকেই দেখতে হবে আমার। শহরের হাতে আমার দেহ এবং মন উভয়ই

নিষ্পেষিত হতে খুব বেশি সময় লাগল না। হঠাৎ করেই যেন অন্য এক পৃথিবীতে চলে এলাম আমি–যেখানে রয়েছে কেবল ক্রোধ, ধর্ষণ, নিষ্ঠুরতা, আর ব্যাধি। অনেকবার গর্ভপাত হলো আমার, এতবার যে শেষ পর্যন্ত ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেল, সন্তান ধারণের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললাম আমি।

সেই শহরের রাস্তায় এমন অনেক কিছুই দেখেছি আমি, যাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শহর ছেড়ে চলে আসার পর সৈনিক, ভ্রমণকারী, ভবঘুরেসহ অনেকের সাথেই থেকেছি আমি, এবং সবার প্রয়োজন মিটিয়েছি। তারপর শেয়ালমুখো নামে এক লোক আমাকে খুঁজে পেল, এবং কোনিয়ার এই পতিতালয়ে নিয়ে এল। আমি কোথা থেকে এসেছি সে ব্যাপারে মালিকের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, আমার চেহারাসুরত ঠিকঠাক থাকলেই সে খুশি। আমার কখনও সন্তান হবে না শুনে খুব খুশি হয়ে উঠল সে। অন্তত এ ব্যাপারে আমি তাকে কখনও ঝামেলায় ফেলব না। আমার বন্ধ্যাত্বকে ইঙ্গিত করে সে আমার নাম রাখল "মরু," আর ওই নামটাকে আরেকটু সুন্দর করে তোলার জন্যই তার সাথে যোগ করে দিল "গোলাপ"। তাতে অবশ্য আমার কোনো আপত্তি হলো না, কারণ গোলাপ ভালোবাসি আমি।

আর ধর্মবিশ্বাসকেও আমার কাছে সেই একই রকম মনে হয়–যেন লুকানো এক গোলাপের বাগান, যেখানে এক সময় ঘুরে বেড়াতাম আমি, বুক ভরে টেনে নিতাম গোলাপের সুগন্ধ। কিন্তু এখন আর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই আমার। আবারও সৃষ্টিকর্তার বন্ধু হতে চাই আমি। সেই হাহাকার বুকে নিয়েই যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি বাগানের চারপাশে, প্রবেশের পথ খুঁজছি, এমন একটা দরজা খুঁজে মরছি যা আমাকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দেবে।

●●●

তিলিয়া আর আমি যখন মসজিদে পৌঁছালাম, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না আমার। সব বয়সের, সব চেহারার লোকজন বসে আছে প্রতিটি কোণায়, এমনকি পেছন দিকের যে জায়গাগুলো সাধারণত মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে সেখানেও। হাল ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে যাচ্ছিলাম, এই সময় দেখলাম এক ভিক্ষুক তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, বেরিয়ে আসছে বাইরে। নিজের সৌভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে তার জায়গায় বসে পড়লাম আমি। তিলিয়া দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

এভাবেই পুরুষে ভর্তি এক মসজিদে রুমির বক্তৃতা শোনার জন্য ঢুকে পড়লাম আমি। তারা যদি একবার জেনে যায় যে তাদের মাঝে একটা মেয়ে ঢুকে পড়েছে, যে কিনা একজন গণিকা; তাহলে কি ঘটবে তা আর ভাবতে চাইলাম না। মাথা থেকে সকল দুশ্চিন্তার ভার সরিয়ে দিয়ে নিজের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম বক্তৃতার দিকে।

BanglaBook.org

'স্রষ্টা কষ্টকে সৃষ্টি করেছেন যেন এর বিপরীতে আনন্দকে অনুভব করা যায়,' বলে চলেছেন রুমি। 'বৈপরিত্যের মাঝ দিয়েই সব কিছু পরিস্ফূট হয়ে ওঠে, আকৃতি পায়। স্রষ্টার কোনো বিপরীত নেই, তাই তিনি অদৃশ্য এবং নিরাকার থাকেন।'

ধীরে ধীরে চড়ায় উঠতে লাগল রুমির কণ্ঠস্বর, যেন পাহাড়ি নদীর পানি ফুলে উঠছে তুষারগলা ঢলে। 'এই পৃথিবীর দৈন্য এবং স্বর্গীয় মহিমার দিকে তাকিয়ে দেখো। জেনে রাখো, পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজ করছে এই বৈপরিত্য বন্যা এবং খরা, শান্তি এবং যুদ্ধ। যাই ঘটুক না কেন, কখনও ভুলে যেও না যে স্রষ্টা কোনো কিছুই মিছেমিছি সৃষ্টি করেননি, তা সে ক্রোধ হোক বা ক্ষমা, সততা হোক বা শঠতা।'

সেখানে বসে বসেই আমি যেন দেখতে পেলাম, সব কিছুরই কোনো না কোনো কারণ আছে। আমার মায়ের গর্ভধারণ এবং তার গর্ভে সৃষ্টি হওয়া লড়াই, আমার ভাইয়ের সর্বগ্রাসী একাকীত্ব, এমনকি আমার বাবা এবং সৎ-মায়ের খুন হওয়া, জঙ্গলের মাঝে আমার কাটানো সেই ভয়ানক দিনগুলো, কনস্টান্টিনোপলের রাস্তায় আমার দেখা প্রতিটি নিষ্ঠুরতা–এই সব কিছুই নিজেদের মতো করে তৈরি করেছে আমার জীবনের গল্প। সকল কষ্টের পেছনেই রয়েছে আরও বড় কোনো কারণ। এখনও হয়তো পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারছি না আমি, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি। সেই বিকেলে জনাকীর্ণ মসজিদে রুমির কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করেই অনুভব করলাম, অদ্ভুত এক শান্তির মেঘ এসে ঘিরে ধরেছে আমাকে। আমার মা'কে রুটি বানাতে দেখার সময় যে অনুভূতি হতো, সেই একই নিষ্পাপ আনন্দ বয়ে এনেছে সেই মেঘ।

BanglaBook.org

হাসান নামের ভিক্ষুক

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বিরক্তি আর তিক্ততা ভরা মন নিয়ে ম্যাপল গাছের নিচে বসে আছি আমি। কষ্ট নিয়ে রুমি যে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়েছেন সে জন্য তার উপর থেকে রাগ এখনও পড়েনি আমার। দুঃখ কষ্টের কি জানেন তিনি? রাস্তার উপর পড়েছে মসজিদের মিনারের ছায়া। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি চলে এসেছে আমার। আধবোজা চোখে পথিকদের দেখতে দেখতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি, এই সময় এক দরবেশের উপর চোখ পড়ল আমার। আগে কখনও দেখিনি একে। পরনে কালো আলখাল্লা, এক হাতে বড় একটা লাঠি। চেহারায় কোনো চুলের চিহ্ন নেই, এক কানে রুপার তৈরি ছোট্ট একটা দুল। অন্য সব দরবেশের তুলনায় এর চেহারা এতই আলাদা যে তাকিয়েই রইলাম আমি, যেন সম্মোহিত হয়ে গেছি।

ডান এবং বামে ঘুরছে দরবেশের দৃষ্টি, ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে দেখতে পেল সে। তবে আমাকে যারা প্রথমবারের মতো দেখে তাদের মতো আমাকে দেখেই চোখ সরিয়ে নিল না সে, বরং ডান হাত বুকের উপর রেখে এমনভাবে সম্ভাষণ জানাল যেন আমি তার কত দিনের চেনা। এতই অবাক হলাম আমি, সত্যিই আমাকে বলছে কি না বোঝার জন্য এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলাম। কিন্তু না, এখানে আমি এবং ম্যাপল গাছটা ছাড়া আর কেউ নেই। বিভ্রান্ত, বিস্মিত হয়ে নিজেও বুকের উপর হাত রেখে তার সম্ভাষণের জবাব দিলাম আমি।

ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল দরবেশ। চোখ নামিয়ে নিলাম আমি, আশা করছি যে আমার বাটিতে একটা তামার পয়সা রাখবে সে, অথবা এক টুকরো রুটি এগিয়ে দেবে আমার দিকে। কিন্তু তা না করে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে।

'সেলামুন আলেকুম, ভিক্ষুক,' বলল দরবেশ।

'আলেকুম সেলাম, দরবেশ,' জবাব দিলাম আমি। নিজের কাছেই কর্কশ এবং অচেনা শোনাল আমার গলা। কারও সাথে কথা না বলতে বলতে এত

BanglaBook.org

দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে যে আমার গলার স্বর কেমন তা নিজেই ভুলতে বসেছিলাম।

নিজেকে তাবরিজের অধিবাসী শামস বলে পরিচয় দিল সে, এবং আমার নাম জানতে চাইল।

হাসলাম আমি। 'আমার মতো একজন মানুষের নামের কি দরকার?'

'সবারই একটি নাম থাকে,' আপত্তি জানিয়ে বলল সে। 'স্রষ্টার তো অসংখ্য নাম আছে। তার মাঝে কেবল নিরানব্বইটি নাম জানি আমরা। আর স্রষ্টার যদি এতগুলো নাম থাকতে পারে, তাহলে তার আদলে তৈরি যে মানুষ তার কেন কোনো নাম থাকবে না?'

এই কথার জবাবে কি বলব আমি বুঝতে পারলাম না, তাই সেই চেষ্টাও করলাম না। তার বদলে হার মেনে নিয়ে বললাম, 'এক সময় আমার একজন স্ত্রী এবং একজন মা ছিল। আমাকে হাসান বলে ডাকত তারা।'

'তাহলে আমিও তোমাকে হাসান বলেই ডাকব,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল দরবেশ। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে একটা রুপার তৈরি আয়না তুলে দিল আমার হাতে। 'এটা রেখে দাও,' বলল সে। 'বাগদাদের একজন মহৎ মানুষ আমাকে এটা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার চাইতে তোমারই এটা বেশি দরকার। এই আয়না তোমাকে মনে করিয়ে দেবে যে স্রষ্টা তোমার মাঝেই আছেন।'

জবাবে আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ একটা হইচইয়ের আওয়াজ ভেসে এল। আমার মাথায় প্রথমেই যে চিন্তাটা এল সেটা হচ্ছে, মসজিদের ভেতর নিশ্চয়ই কোনো পকেটমার ধরা পড়েছে। কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচি যখন আরও জোরাল হয়ে উঠল, আমি বুঝতে পারলাম যে ঘটনা নিশ্চয়ই আরও গুরুতর। কোনো পকেটমারের কারণে এমন হট্টগোলের সৃষ্টি হবে না।

খুব তাড়াতাড়িই কারণটা জানা গেল। মসজিদের ভেতর পুরুষের পোশাক পরা অবস্থায় ধরা পড়েছে এক মহিলা, একজন সুপরিচিত পতিতা। একদল লোক তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে আনছে, আর চিৎকার করে বলছে, 'চাবুকপেটা করো ওকে! চাবুকপেটা করো শয়তান বেশ্যাটাকে!'

রাস্তার উপর এসে জড়ো হলো রাগান্বিত জনতার স্রোত। পুরুষের পোশাক পরা সেই মেয়েটাকেও এক নজর দেখতে পেলাম আমি। মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা, বড় বড় চোখগুলোতে স্পষ্ট ভয়। এর আগে অনেকবার গণপিটুনির দৃশ্য দেখেছি আমি। সাধারণ মানুষরা যখন এক সাথে হয় তখন তাদের মানসিকতা কত দ্রুত বদলে যায় সেটা ভাবলে অত্যন্ত অবাক লাগে আমার। স্বাভাবিক একজন মানুষ–শ্রমিক, দোকানদার অথবা কর্মচারী; যারা এর আগে কখনও মারপিটে জড়ায়নি–তারাই একসাথে হলে এমনকি খুনের মতো কাজ করতেও দ্বিধা করে না। গণপিটুনির ঘটনা এখানে খুবই

BanglaBook.org

স্বাভাবিক ব্যাপার। মার শেষ হলে লাশটাকে রাস্তার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে অন্যান্যরা এ থেকে শিক্ষা নেয়।

'বেচারি,' শামস তাবরিজির উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে বললাম আমি। কিন্তু তারপর যখন তার জবাব শোনার জন্য তার দিকে তাকালাম, দেখলাম কেউ নেই সেখানে।

দেখলাম, দ্রুত পায়ে জনতার ভীড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে দরবেশ, যেন আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে কোনো জ্বলন্ত তীর। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে দৌড়াতে শুরু করলাম আমি।

ভীড়ের মুখে পৌঁছেই হাতের লাঠিটা পতাকার মতো করে উঁচু করে ধরল শামস, তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'থামো, থামো সবাই!'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল লোকজন। নিস্তব্ধতা নেমে এল তাদের মাঝে।

'নিজেদের উপর লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের!' হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে বলে উঠল শামস তাবরিজি। 'একটা মাত্র মেয়ের বিরুদ্ধে লেগেছ ত্রিশজন পুরুষ। এটা কি ন্যায়বিচার হলো?'

'এর সাথে ন্যায়বিচার করার কিছু নেই,' বলে উঠল এক লোক। চারকোণা মুখ তার, বিশাল শরীর। একটা চোখ আধবোজা। দেখে মনে হলো জনতার এই দলের সেই নেতা। প্রায় সাথে সাথেই তাকে চিনতে পারলাম আমি। একজন নিরাপত্তা প্রহরী সে, নাম বেবার্স। নিষ্ঠুরতা এবং লোভী স্বভাবের জন্য এই শহরের প্রত্যেক ভিক্ষুক চেনে তাকে।

'পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়েছিল এই মেয়ে, তারপর সৎ মুসলিমদের প্রলোভিত করার জন্য ঢুকেছিল মসজিদের ভেতর,' বলল বেবার্স।

'তার মানে কেবল মসজিদের ভেতর ঢোকার জন্যই একটা মানুষকে শাস্তি দিতে চাইছ তুমি? কেন, এটা কি অপরাধ?' প্রশ্ন করল শামস তাবরিজি। তীব্র ক্রোধ ঝরছে তার গলা থেকে।

তার প্রশ্ন শুনে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সবাই। বোঝা গেল, এভাবে কেউ ভেবে দেখেনি।

'ও একটা বেশ্যা!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন। প্রচণ্ড রেগে আছে সে, রাগের চোটে টকটকে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা। 'মসজিদের মতো পবিত্র জায়গায় ওর কোনো স্থান নেই!'

এই কথা শুনেই আবার ক্ষেপে উঠল জনতা। 'বেশ্যা! বেশ্যা!' পেছন দিক থেকে একসাথে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন। 'ধরো বেশ্যাটাকে!'

এই কথাটাকে নির্দেশ হিসেবে ধরে নিয়েই যেন জনতার মাঝ থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এল এক অল্পবয়েসী ছোকরা। খপ করে মেয়েটার মাথার পাগড়ি চেপে ধরল সে, তারপর এক টানে খুলে ফেলল সেটা। সাথে সাথে

BanglaBook.org

মেয়েটার মাথার লম্বা সোনালি চুল, সূর্যমুখী ফুলের মতো উজ্জ্বল ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ল তার মাথার চারপাশে। তার সৌন্দর্য আর অল্প বয়স দেখে হতবাক হয়ে গেল সবাই।

শামসও নিশ্চয়ই জনতার এই দ্বিধান্বিত মনোভাবের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল, কারণ সাথে সাথেই এক পা সামনে এগিয়ে এল সে। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'নিজেদের মন স্থির করো, ভাইয়েরা। তোমরা কি সত্যিই এই নারীকে ঘৃণা করছ, নাকি তাকে কামনা করছ?'

এই কথা বলেই পতিতা মেয়েটার হাত ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনল শামস, জনতা এবং সেই ছোকরার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল। শামসের পেছনে গিয়ে লুকালো মেয়েটা, যেন মায়ের পেছনে লুকাচ্ছে কোনো ছোট্ট বাচ্চা।

'তুমি যে কত বড় ভুল করছ তা তুমি নিজেও জানো না,' জনতার মাঝে চলমান গুঞ্জন ছাপিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল তাদের নেতা। 'এই শহরে তুমি আগন্তুক, এখানকার নিয়মকানুন কিছুই তোমার জানা নেই। এসব ঝামেলার মধ্যে নাক গলাতে এসো না।'

ভীড়ের মাঝ থেকে অন্য আরেকজন কথা বলে উঠল। 'তুমি কী রকম দরবেশ হে? খেয়েদেয়ে কাজ নেই তোমার, একটা বেশ্যার হয়ে ওকালতি করতে এসেছ?'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল শামস তাবরিজি, যেন প্রশ্নটা ভেবে দেখছে। রাগের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না তার মাঝে, একই রকম শান্ত রয়েছে পুরো সময়। তারপর সে বলল, 'কিন্তু তোমরাই বা ওকে কিভাবে খেয়াল করলে? প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মসজিদে ঢুকেছ তোমরা, অথচ স্রষ্টার চাইতে চারপাশের মানুষের দিকেই তোমাদের বেশি খেয়াল। তোমাদের কথা অনুযায়ী যদি সত্যিই তোমরা খাঁটি বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তাহলে তো এই মেয়েটা নগ্ন হয়ে বসে থাকলেও তাকে তোমাদের খেয়াল করার কথা নয়। এখন যাও, বক্তৃতা শোনো গিয়ে। এবার অন্তত আগের চাইতে বেশি মনোযোগ দিও বক্তৃতার দিকে।'

সমস্ত রাস্তায় এক অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। রাস্তার পাশে বাতাসে উড়ছে গাছের পাতা, এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য ওই পাতাগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুকেই নড়তে দেখা গেল না।

'কি হলো, যাও! বক্তৃতা শুনতে বলিনি না তোমাদের?' হাতের লাঠিটা নাড়ল শামস তাবরিজি, যেন লোকগুলোকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।

সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল না সবাই, তবে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কেউই বুঝতে পারছে না যে এর

BanglaBook.org

পর কি করা উচিত। কয়েকজন মসজিদের দিকে তাকাতে লাগল, যেন ফিরে যাবে কি না ভাবছে। আর ঠিক তখনই শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল মেয়েটা, দৌড়ে সরে এল দরবেশের পেছন থেকে। খরগোশের মতো দ্রুত গতিতে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল সে, বাতাসে উড়তে লাগল লম্বা চুল। সবচেয়ে কাছের গলিপথটার মাঝে এক দৌড়ে হারিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

সুলায়মান নামের মাতাল

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বাইরে হইচই শুরু হওয়ার আগে আমি শুঁড়িখানার দেয়ালে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে ঝিমোচ্ছিলাম। তারপরেই রাস্তা থেকে ভেসে আসা কোলাহলের আওয়াজে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসতে হলো আমাকে।

'হচ্ছেটা কি, অ্যাঁ?' চোখ খুলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'মোঙ্গলরা আবার আক্রমণ করল নাকি?'

হাসির হল্লা বয়ে গেল একটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, খদ্দেরদের কয়েকজন আমার কথায় মজা পেয়ে হেসে উঠেছে। হারামজাদার দল সব!

'আরে বুড়ো মাতাল, ভয় পেয়ো না!' শুঁড়িখানার মালিক রিস্টোস বলে উঠল আমাকে উদ্দেশ্য করে। 'কোনো মোঙ্গল ধরতে আসছে না তোমাকে। রুমি যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে, সঙ্গে তার ভক্তরা।'

জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। সত্যিই তাই। ওই তো দেখা যাচ্ছে–রুমির ভক্ত এবং শিষ্যরা মিছিল করতে করতে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। চিৎকার করে শ্লোগান দিচ্ছে–'স্রষ্টা মহান! স্রষ্টা মহান!' আর তার মাঝখানে রয়েছেন রুমি। সাদা ঘোড়ার পিঠে ঋজু হয়ে বসে আছেন তিনি, পুরো অবয়ব থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে শক্তি আর আত্মবিশ্বাস। জানালা খুলে মাথা বাইরে বের করে তাদের দেখতে লাগলাম আমি। শামুকের গতিতে এগোচ্ছে মিছিল, দেখতে দেখতে আমাদের একেবারে কাছাকাছি চলে এল–এত কাছে যে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে মিছিলের কয়েকজনের মাথা স্পর্শ করতে পারি আমি। হঠাৎ করেই দারুণ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। চিমটা দিয়ে কয়েকজনের পাগড়ি খুলে নিলে কেমন হয়?

রিস্টোসের কাঠের তৈরি পিঠ-চুলকানিটা টেনে নিলাম আমি। তারপর এক হাতে জানালাটা খুলে ধরে রেখে আরেক হাতে জিনিসটা বাড়িয়ে দিলাম সামনে, ঝুঁকে এলাম অনেকখানি। সবে একজনের পাগড়িতে জিনিসটা আটকাতে যাব, এই সময় হঠাৎ মুখ তুলে উপরে তাকাল লোকটা, এবং দেখে ফেলল আমাকে।

BanglaBook.org

'সেলামুন আলেকুম,' দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি হেসে তার উদ্দেশ্যে বললাম আমি।

'মুসলিম হয়ে তুমি মদের দোকানে ঢুকেছ! লজ্জা হওয়া উচিত তোমার!' গর্জে উঠল লোকটা। 'তুমি জানো না যে মদ হচ্ছে শয়তানের হাতিয়ার?'

জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললাম আমি, কিন্তু কিছু বলার আগেই হঠাৎ আমার মাথার পাশ দিয়ে সাঁই করে চলে গেল কিছু একটা। আতঙ্কিত হয়ে আমি বুঝতে পারলাম, জিনিসটা একটা পাথর। শেষ মুহূর্তে মাথা নামিয়ে না নিলে এতক্ষণে আমার মাথা ফাটিয়ে দিত ওটা। তবে সেই সুযোগ না পেয়ে খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পারসীয় সওদাগরের টেবিলে গিয়ে পড়ল সেটা। ব্যাটা এতই মাতাল হয়ে আছে যে কি ঘটেছে বুঝতেই পারল না। পাথরটা হাতে তুলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল কেবল, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র আকাশ থেকে কোনো রহস্যময় বানী এসে নেমেছে তার সামনে।

'সুলায়মান, জানালা বন্ধ করে নিজের টেবিলে ফিরে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল রিস্টোস। স্পষ্ট উদ্বেগ তার গলায়।

'ঘটনাটা কি ঘটল, দেখলে?' টলোমলো পায়ে নিজের টেবিলে ফিরে আসতে আসতে বললাম আমি। 'কোন শালা যেন পাথর মেরেছে আমার দিকে। আরেকটু হলে তো মরেই যেতাম!'

একটা ভ্রু উঁচু করল রিস্টোস। 'কিছু মনে কোরো না, কিন্তু এর চাইতে ভালো কিছু নিশ্চয়ই আশা করোনি তুমি? তোমার জানা নেই যে কিছু কিছু মানুষ কোনো মুসলিমকে শুঁড়িখানায় দেখতে চায় না? অথচ সেদিকে খেয়াল না করে সবার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছ তুমি। সারা গায়ে মদের গন্ধ, টকটকে লাল হয়ে আছে তোমার নাক, সে খেয়াল আছে?'

'ত-তো কি হয়েছে?' তুতলে গেল আমার গলা। 'আমিও তো মানুষ, তাই না?'

আমার কাঁধে চাপড় দিল রিস্টোস, যেন বলতে চাইছে, *এত মন খারাপ কোরো না।*

'ঠিক এই কারণেই ধর্মকে আমি এত ঘেন্না করি, বুঝলে? প্রত্যেকটা ধর্মকেই আমার ঘেন্না হয়। ধার্মিক লোকেরা স্রষ্টাকে নিজেদের পাশে পেয়েছে ভেবে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে যে অন্য সবার চাইতে নিজেদের সেরা মনে করতে শুরু করে,' বললাম আমি।

কোনো জবাব দিল না রিস্টোস। সে নিজেও একজন ধার্মিক মানুষ, কিন্তু একই সাথে একজন দক্ষ শুঁড়িও বটে। ক্ষেপে ওঠা খদ্দেরদের কিভাবে শান্ত করতে হয় সেটা ভালোই জানা আছে তার। আরেক বোতল লাল মদ এনে দিল সে আমাকে। কয়েক ঢোকে সেটাকে শেষ করে ফেললাম আমি, তাকিয়ে

BanglaBook.org

তাকিয়ে দেখল কেবল। বাইরে হঠাৎ ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল জানালাটা, শুকনো পাতা উড়তে লাগল এদিক ওদিক। এক মুহূর্তের জন্য আমরা স্থির হয়ে রইলাম, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম সেই শব্দ। মনে হলো যেন এখনই কোনো সুর বেজে উঠবে, তার অপেক্ষা করছি।

'একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। পৃথিবীতে মদ হারাম করা হয়েছে, আবার স্বর্গে সেই একই মদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,' বললাম আমি। 'এটা যদি সত্যিই এত খারাপ হয়ে থাকে তাহলে স্বর্গে পরিবেশন করা হবে কেন?'

'শুধু ফালতু প্রশ্ন...' বিড়বিড় করে বলে উঠল রিস্টোস, দুই হাত হতাশ ভঙ্গিতে দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। 'সব সময় শুধু উদ্ভট উদ্ভট সব প্রশ্ন তোমার। সব কিছু নিয়েই কি প্রশ্ন করা খুব দরকার?'

'অবশ্যই দরকার। সে জন্যেই তো এই মগজটা দেয়া হয়েছে আমাদের, তাই না?'

'সুলায়মান, আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে চিনি। তুমি শুধু নিছক খদ্দের নও আমার কাছে, আমার বন্ধুও বটে। তোমাকে নিয়ে চিন্তা হয় আমার।'

'আরে, কোনো অসুবিধে হবে না আমার-' বলতে চাইলাম আমি, কিন্তু রিস্টোস থামিয়ে দিল আমাকে।

'তুমি একজন ভালো মানুষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ছুরির মতো ধার তোমার জিভের ডগায়। এটা নিয়েই আমার চিন্তা হয়। কোনিয়ায় সব ধরনের মানুষই আছে। আর তাদের মাঝে কিছু কিছু মানুষ যে মুসলিমদের মদ খেতে দেখতে পছন্দ করে না তা সবাই জানে। লোকজনের সামনে আরেকটু সাবধান হওয়া দরকার তোমার। নিজেকে একটু সামলে রেখো, আর জিভের দিকে একটু নজর রেখো।'

দাঁত বের করে হাসলাম আমি। 'তাহলে তোমার এই বক্তৃতার সম্মানে খৈয়ামের একটা কবিতা হয়ে যাক, কি বলো?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিস্টোস। কিন্তু সেই পারসীয় সওদাগর এতক্ষণ কান পেতে আমাদের কথা শুনছিল। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। খৈয়ামের কবিতা শুনতে চাই আমরা।'

অন্যান্য খদ্দেররাও যোগ দিল এবার, সবাই মিলে উৎসাহ দিতে লাগল আমাকে। খুশি হয়ে উঠলাম আমি, বেশ উৎসাহও পেলাম। তাই লাফ দিয়ে একটা টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে শুরু করলাম,

"আঙুর যদি সৃষ্টি হলো খোদার হাতে,
তবে কেন শরাব পানে করছ ভয়?"

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সওদাগর, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই! শরাবকে ভয় পাওয়ার কোনো মানেই হয় না!'

BanglaBook.org

"খোদাতা'লাই ঠিক করেছেন এমন বিধান
শরাব পানে পাপ কখনও হওয়ার নয়!"

বহু বছরের মদ খাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত একটা ব্যাপার হলেও শিখেছি আমি। আর তা হলো, এক একজন মানুষের মদ খাওয়ার অভ্যাস এক এক রকম। এমন মানুষকেও আমি চিনি যারা প্রতি রাতে কয়েক পিপে ভর্তি করে মদ খায়, এবং তারপর শুধু মহা আনন্দে গান গায়, নাচানাচি করে এবং সবশেষে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা কয়েক ফোঁটা মদ পেটে পড়লেই মুহূর্তের মধ্যে দানবে পরিণত হয়। একই মদ যদি একজনকে হাসিখুশি করে তোলে, এবং আরেকজনকে বানায় ক্ষ্যাপা শয়তান; তাহলে কি মদকে দোষ না দিয়ে মদ যে খাচ্ছে তাকেই দোষ দেয়া উচিত নয়?

"কোথা হতে এলে তুমি–তা জানা নেই, কেন এলে–তাও জানো না,
এই কারণেই পান করো!
কোথায় আবার যাবে তুমি–তা জানা নেই, কেন যাবে–তাও জানো না,
এই কারণেই পান করো!"

আরও এক দফা উল্লসিত চিৎকারের বন্যা বয়ে গেল শুঁড়িখানার ভেতরে। এমনকি রিস্টোসও এবার সেই হইহল্লায় যোগ দিল। কোনিয়ার ইহুদী অধ্যুষিত এলাকায়, এক খ্রিস্টান মালিকের শুঁড়িখানায় জড়ো হয়েছি আমরা একদল মদের প্রেমিক; সব ধর্মের লোকই যাদের ভেতর বিদ্যমান। মদভর্তি গেলাস তুলে পরস্পরের সাথে ঠুকে নিচ্ছি আমরা, এমন এক সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পান করছি যিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন বলে আমরা পুরোমাত্রায় বিশ্বাস করি; যদিও আমরা নিজেরা নিজেদের ক্ষমা করতে পারব বলে মনে হয় না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু এটাই সত্যি।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ৩১ মে, ২০০৮

'বিশ্বাস করে কষ্ট পাওয়ার চাইতে সাবধান থাকাই ভালো,' লেখা হয়েছে ওয়েব সাইটে। 'তার শার্টে লিপস্টিকের দাগ আছে কি না পরখ করুন, বাড়ি ফেরার পর তার গায়ে অপরিচিত পারফিউমের গন্ধ আছে কি না তাও দেখুন।'

এই প্রথম কোনো অনলাইন টেস্টে অংশ নিয়েছে এলা রুবিনস্টাইন, যার নাম হচ্ছে *"কিভাবে বুঝবেন যে আপনার স্বামী আপনার সাথে প্রতারণা করছে কি না!"* যদিও প্রশ্নগুলো একেবারেই ন্যাকামো বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে, কিন্তু এত দিনে এটুকু অন্তত ওর জানা হয়ে গেছে পুরো জীবনটাই মাঝে মাঝে ন্যাকামো বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত যে স্কোর আসল সেটা দেখার পরেও এই ব্যাপারে ডেভিডকে কিছু বলতে চাইল না এলা। যে রাতগুলোতে ডেভিড বাসায় ফেরে না, সেসব রাতে সে কোথায় থাকে তা নিয়ে কখনও তাকে প্রশ্ন করেনি ও। ইদানীং ওর বেশিরভাগ সময় কাটে মধুর অবিশ্বাস পড়ে। বইটাকে নিজের নীরবতার সপক্ষে একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে এলা। ওর মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকছে যে স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি সময় লাগছে বইটা শেষ করতে। তারপরেও গল্পটা খুবই উপভোগ করছে ও, এবং শামসের প্রতিটি নতুন নীতিকে পড়ার সাথে সাথে তার আলোকে পর্যালোচনা করছে নিজের জীবনকে।

ছেলেমেয়েরা যখন আশেপাশে থাকে, তখন স্বাভাবিক আচরণ করে ও। ওরাও স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্ত থেকে ও এবং ডেভিড ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখনই এলা আবিষ্কার করে যে কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড। যেন মনে মনে ভাবছে, যে স্ত্রী তার স্বামী রাতে বাইরে থাকার পরেও জিজ্ঞেস করে না যে সে কোথায় ছিল, সে আবার কেমন মানুষ? কিন্তু সত্যি কথা হলো, এলা এমন কিছু জানতে চায় না যাকে সহ্য করার মতো ক্ষমতা নেই ওর। স্বামীর অবৈধ সম্পর্কগুলোর ব্যাপারে ও যত কম জানবে, ততই ভালো। ওর মতে, এভাবে নিজের মনকে কিছুটা হলেও মুক্ত রাখা যায়। অজ্ঞতা সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয় তা একেবারে মিথ্যে নয়। কিছু কিছু জিনিস না জানলেই বরং শান্তি মেলে।

BanglaBook.org

তবে একমাত্র যে সময়টায় সেই শান্তি ব্যহত হয়েছিল তা হলো গত ক্রিসমাসের সময়। স্থানীয় এক হোটেল থেকে একটা সার্ভে চিঠি এসে পৌঁছেছিল ওদের মেইলবক্সে, উপরে সরাসরি ডেভিডের নাম লেখা ছিল। হোটেলের কাস্টমার সার্ভিস জানতে চেয়েছে যে তাদের হোটেলে থাকার পর ডেভিড সন্তুষ্ট কি না। চিঠিটা আরও বেশ কিছু চিঠির সাথে টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিল এলা, এবং সে দিন সন্ধ্যায় দেখেছিল যে খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে পড়ছে ডেভিড।

'ওহ, অতিথিদের মতামত যাচাই করার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে ওরা। কিন্তু এসবের সময় কোথায়, বলো?' এলার দিকে তাকিয়ে মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে বলেছিল ডেভিড। 'গত বছর ওখানে একটা ডেন্টাল কনফারেন্স ছিল আমাদের। হোটেল কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ওই কনফারেন্সে উপস্থিত সবার নামেই এমন চিঠি পাঠিয়েছে।'

ডেভিডের কথা বিশ্বাস করেছিল এলা। অন্তত ওর মনের একটা অংশ করেছিল, যে অংশটা কখনও নৌকা দোলাতে চায় না। কিন্তু আরেকটা অংশ সন্দেহপ্রবণ, অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। এবং এই অংশটার প্ররোচনাতেই পরের দিন সেই হোটেলের নাম্বার খুঁজে বের করেছিল এলা, তারপর ডায়াল করেছিল সেটায়। ওপাশ থেকে যা শোনা গেল তা ও আগেই আন্দাজ করেছিল   ওই হোটেলে কখনই কোনো ডেন্টাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়নি, এই বছরও না, গত বছরও না।

মনের গভীরে নিজেকে দোষারোপ করেছিল এলা। বয়সের ছাপ বেশ ভালোভাবেই পড়েছে ওর চেহারায়। গত ছয় বছরে বেশ মুটিয়ে গেছে ও। আর প্রতিটা পাউন্ড অতিরিক্ত ওজন বাড়ার সাথে সাথে ওর শারীরিক চাহিদাও একটু একটু করে কমে গেছে। রান্না শেখার ক্লাসগুলোর কারণেই ওজন কমানো আরও কঠিন হয়ে পড়েছে ওর পক্ষে। যদিও ওর ক্লাসেই এমন কিছু মহিলা আছে যারা ওর চাইতে আরও বেশি এবং আরও ভালো রান্না করে, তারপরেও নিজেদের শরীরকে ঠিকই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।

নিজের জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে এলা বুঝতে পেরেছিল, বিদ্রোহ জিনিসটা কখনও ওর সাথে যায়নি। বন্ধ দরজার পেছনে কখনও ছেলেদের সাথে মিলে গাঁজায় টান দেয়নি ও, বারে মাতলামি করতে গিয়ে ঘাড়ধাক্কা খায়নি, সেক্স-পরবর্তী পিল ব্যবহার করেনি, এমনকি সামান্য চেঁচামেচি বা মায়ের সাথে মিথ্যা বলা—এসবও কখনও সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। কখনও ক্লাস ফাঁকি দেয়নি। কৈশোরে কখনও সেক্স করেনি কারও সাথে। ওর চারপাশে সমবয়েসী মেয়েরা যখন গর্ভপাত করাচ্ছে অথবা বিয়ে ছাড়াই জন্ম দেয়া বাচ্চাকে দত্তক দিয়ে দিচ্ছে কারও কাছে, তখন ও কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গেছে। মনে হতো যেন এসব ঘটনাকে টিভিতে দেখছে ও,

BanglaBook.org

অথবা ইথিওপিয়ায় খরার আক্রমণের মতো কোনো দূরবর্তী ঘটনার বিবরণ শুনছে। এসব দুঃখজনক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটছে বলে মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগত এলার, কিন্তু তাই বলে নিজেকে কখনও সেই একই পৃথিবীর বাসিন্দা বলে কল্পনা করতে পারেনি ও।

পার্টি গার্ল বলতে যা বোঝায় তা কখনই ছিল না ও, এমনকি সেই কিশোরী বয়সেও না। শুক্রবারের রাতগুলোতে কোনো আগন্তুকের গাড়িতে চড়ে উদ্দাম পার্টিতে যোগ দেয়ার চাইতে বাড়িতে বসে ভালো কোনো বই পড়াই ছিল ওর বেশি পছন্দের কাজ।

'তোমরা এলার মতো হতে পারো না?' প্রতিবেশী মায়েরা তাদের মেয়েদের প্রায়ই বলত। 'ও কখনও কোনো ঝামেলা করে না।'

প্রতিবেশী মায়েরা যদিও এলাকে খুবই পছন্দ করত, কিন্তু এলার সমবয়েসী মেয়েরা ওকে দেখত অনেকটা আঁতেল হিসেবে, যার মধ্যে কোনো রসবোধ নেই। হাই স্কুলে তেমন কোনো বন্ধু ছিল না ওর। একবার ওর এক ক্লাসমেট বলেছিল, 'তোমার সমস্যাটা কি জানো? জীবনকে খুব বেশি গুরুত্বের সাথে নিয়েছ তুমি! আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই তোমার মধ্যে!'

কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল এলা, এবং বলেছিল যে এটা নিয়ে ও ভেবে দেখবে।

এমনকি বিগত বছরগুলোতে ওর হেয়ারস্টাইলও তেমন একটা বদলায়নি–লম্বা, সোজা, লালচে-সোনালি চুল; যেগুলো হয় খোপা; নাহয় বেনী করে রাখে ও। খুব সামান্যই মেকআপ নেয়–হয়তো লালচে বাদামি লিপস্টিকের হালকা ছোঁয়া, তার সাথে হালকা সবুজ আইলাইনার। অবশ্য ওর মেয়ের মতে এই রংটা ওর নীলচে-ধূসর চোখের রঙকে তুলে ধরার চাইতে লুকিয়েই রাখে বেশি। তবে এমনিতেও আইলাইনার দিয়ে দুটো নিখুঁত লাইন আঁকা প্রায় কখনই সম্ভব হয় না এলার পক্ষে। প্রায়ই দেখা যায় যে ওর এক চোখের চাইতে আরেক চোখের পাতা বেশি ভারি মনে হচ্ছে।

এলার সন্দেহ হয় যে ওর কোনো একটা সমস্যা আছে। হয় ও খুব বেশি জেদী, অনধিকার চর্চা করে খুব বেশি (যেমন জিনেটের বিয়ের ব্যাপারে), আর না হলে খুব বেশি শান্ত, চুপচাপ (ওর স্বামীর অবৈধ সম্পর্কগুলোর ব্যাপারে)। এক এলা হচ্ছে সব-কিছুতে-নাক-গলাতে-চাওয়া-এলা, আর আরেক এলা হচ্ছে কিছুতেই-কেয়ার-না-করা-এলা। এই দুই এলার মাঝে কে যে কখন বের হয়ে আসবে, তা ও নিজেও জানে না।

তবে তৃতীয় একজন এলা আছে, যে সব কিছু চুপচাপ দেখে যায়, অপেক্ষা করে যে কখন তার সময় আসবে। এই এলাই ওকে বলেছিল যে বাইরে ওকে খুব শান্ত মনে হয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওর দম আটকে আসছে, রাগ এবং বিদ্রোহের বারুদ পুষে রেখেছে ও। তৃতীয় এলা ওকে সাবধান করে দেয় যে

BanglaBook.org

এভাবে চলতে থাকলে একদিন না একদিন বিস্ফোরণ ঘটবেই। এটা কেবল সময়ের ব্যাপার।

মে মাসের শেষ দিনটায় এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবতে ভাবতেই এলা এমন কিছু একটা করে বসল যা ও বহু দিন করেনি। প্রার্থনা করল ও। সৃষ্টিকর্তার কাছে বলল, তিনি যেন ওকে এমন এক ভালোবাসার সন্ধান দেন যা ওর সমগ্র অস্তিত্বকে ঘিরে রাখতে পারবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেন ওকে আরও শক্ত এবং নিস্পৃহ করে তোলেন, যাতে জীবনে ভালোবাসার অভাব নিয়ে ওর মনে কখনও আফসোস না জাগে।

'কিন্তু যাই করো না কেন, একটু তাড়াতাড়ি,' একটু চিন্তার পর প্রার্থনার সাথে এই কথাগুলো যোগ করল এলা। 'তোমার হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমার বয়স চল্লিশ হয়ে গেছে। আর তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, বয়সের ছাপ একটু বেশিই পড়ে গেছে আমার উপরে।'

BanglaBook.org

মরুগোলাপ নামের গণিকা

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বুকের ভেতর যেন ফেটে যেতে চাইছে আমার হৃৎপিণ্ড, তবুও দৌড় থামাতে পারছি না আমি। সরু অলিগলির মাঝ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি, কোন দিকে যাচ্ছি জানি না। ফুসফুস জ্বলে যাচ্ছে, হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকের ভেতর। শেষ পর্যন্ত ব্যস্ত বাজারের মাঝখানে পৌঁছে গেছি দেখে একটা দেয়ালের পেছনে এসে দাঁড়ালাম আমি। অবশেষে পেছনে তাকানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম, এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলাম, কেবল একজন মানুষ রয়েছে আমার পেছনে তিলিয়া। আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে, হাঁপাচ্ছে আমার মতোই। হাতদুটো ঝুলছে শরীরের দুই পাশে, চেহারায় পরিষ্কার হতভম্ভ ভাব। বুঝতে পারছে না যে কেন হঠাৎ করে কোনিয়ার রাস্ত াঘাট দিয়ে এমন পাগলের মতো দৌড়াতে শুরু করেছিলাম আমি।

সব কিছু এত দ্রুত ঘটে গেছে যে কেবলমাত্র বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়ানোর পরেই ঘটনাগুলোকে পরস্পরের সাথে জোড়া দিতে সক্ষম হলাম আমি। কিছুক্ষণ আগেও মসজিদের ভেতর বসে ছিলাম আমি, ডুবে গিয়েছিলাম রুমির জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাঝে। সেই মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থার কারণে বুঝতেই পারিনি যে আমার পাশে বসে থাকা ছেলেটা উঠে দাঁড়ানোর সময় ভুলবশত আমার মুখ ঢেকে রাখা ওড়নার উপর পা দিয়ে ফেলেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবরণ সরে গেল আমার চেহারা থেকে, মাথার পাগড়ি একপাশে কাত হয়ে পড়ল। ফলে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল আমার চেহারা এবং চুলের কিছুটা অংশ। তাড়াতাড়ি সেগুলো আবার ঠিক করে নিলাম আমি, তারপর আবার মনোযোগ দিলাম রুমির বক্তৃতায়। মনে মনে ভাবছি, নিশ্চয়ই কেউ কিছু খেয়াল করিনি। কিন্তু আবার যখন মুখ তুলে তাকালাম, দেখলাম সামনের সারিতে বসে থাকা এক লোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চারকোণা মুখ, একটা চোখ আধবোজা, খাড়া নাক, বাঁকা হাসি ঝুলছে ঠোঁটে। সাথে সাথেই চিনতে পারলাম তাকে। বেবার্স।

বেবার্স হচ্ছে পতিতালয়ের সেই সব ইতর খদ্দেরদের একজন, যাদের সাথে কোনো মেয়েই শুতে চায় না। কিছু কিছু পুরুষ থাকে না, যারা

পতিতাদের সঙ্গে শুতেও চায়, আবার একই সাথে তাদের অপমানও করতে ভালোবাসে? বেবার্স হচ্ছে তাদের একজন। সারাক্ষণ নোংরা রসিকতা লেগে থাকত ওর মুখে, প্রচণ্ড বদমেজাজী। একবার এক মেয়েকে এমন মার মেরেছিল যে এমনকি আমাদের মালিক, যে সব কিছুর চাইতে টাকাকে বেশি ভালোবাসে, সেও বেবার্সকে বলেছিল বেরিয়ে যেতে, যেন আর কখনও এখানে পা না রাখে সে। কিন্তু তারপরেও নিয়মিত আসত বেবার্স। অন্তত পরবর্তী কয়েক মাস এসেছিল। তারপর কোনো এক অজানা কারণে আমাদের ওখানে আসা বন্ধ করে দিল সে। তখন থেকে আর কোন খবর পাইনি তার। আজ সেই বেবার্সকে দেখতে পেলাম মসজিদে, সামনের সারিতে বসে আছে। ধার্মিক মানুষের মতো মুখভর্তি দাড়ি রেখেছে সে, কিন্তু চোখের সেই উন্মাদ দৃষ্টি এখনও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান।

চোখ সরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাকে চিনে ফেলেছে সে।

পাশের লোকটার কানে কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল বেবার্স। তারপর দুজনই আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। এবার অন্য একজনকে ডেকে দেখাল আমাকে, এবং এক এক করে ওই সারির প্রত্যেকটা মানুষ ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। অনুভব করলাম, লাল হয়ে উঠেছে আমার মুখ, দ্রুত হয়ে উঠেছে হৃৎস্পন্দন। কিন্তু নড়তে পারলাম না আমি। তার বদলে কেবল বাচ্চাদের মতো আশা করতে লাগলাম যে এখন যদি চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে থাকি তাহলে সবাই আমার মতোই অন্ধকারে থাকবে, এবং আর কোনো ঝামেলা হবে না।

আমি যখন আবার চোখ খুললাম, দেখলাম ভীড় ঠেলে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে বেবার্স। এবার দৌড়ে দরজার দিকে যেতে চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু পালানোর কোনো পথ নেই এখন। আমার চারপাশে ঘিরে রেখেছে মানুষের ভীড়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার কাছাকাছি চলে এল বেবার্স, এত কাছে যে তার নিঃশ্বাসের কটু গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। খপ করে আমার একটা হাত ধরে ফেলল সে, তারপর হিসহিস করে বলল, 'তুই বেশ্যা এখানে কি করছিস? লজ্জা বলে কিছু নেই তোর?'

'আমাকে... আমাকে ছেড়ে দাও,' কোনোমতে বললাম আমি। কিন্তু আমার কথা শুনতে পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না বেবার্সের মধ্যে।

এবার তার বন্ধুরাও এসে যোগ দিল। কড়া চোখে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল তারা, সবার শরীর থেকে বের হচ্ছে ক্রোধ আর ঘামের তীব্র গন্ধ। বৃষ্টির মতো গালাগালি বর্ষিত হতে লাগল আমার উপরে। কি নিয়ে হইচই হচ্ছে তাই দেখার জন্য বাকিরাও এবার মুখফিরিয়ে তাকাল। কয়েকজন বিরক্ত ভঙ্গিতে শব্দ করল জিভ দিয়ে, কিন্তু নাক গলাতে এগিয়ে এল না কেউ।

BanglaBook.org

আমার মনে হলো যেন পুরো শরীরে কোনো শক্তি নেই, জড়পদার্থে পরিণত হয়েছি আমি। আমাকে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল তারা, কোন বাধা দিতে পারলাম না। মনে মনে আশা করলাম, তিলিয়া হয়তো বাঁচাতে আসবে আমাকে। আর পরিস্থিতি যদি আরও খারাপের দিকে মোড় নেয় তাহলে দৌড়ে পালিয়ে যাব আমি। কিন্তু রাস্তায় নামার সাথে সাথেই যেন লোকগুলো আরও ক্রুদ্ধ, আরও ক্ষ্যাপা হয়ে উঠল। তীব্র আতঙ্ক নিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, মসজিদের ভেতরে তারা বেশি কিছু সাহস পাচ্ছিল না, কারণ রুমি এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি তাদের সম্মানবোধ। তাই সেখানে বেশি হইচই করেনি তারা, আমার গায়ে হাতও তোলেনি। কিন্তু এই রাস্তার উপর তাদের বাধা দিতে পারে এমন কেউই নেই।

জীবনে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি যেমন অসহায় বোধ করলাম তেমনটা বোধহয় আগে কখনও করিনি। এতগুলো বছরের দ্বিধার পর অবশেষে সৃষ্টিকর্তার পথে একটা পা বাড়ালাম আমি, আর তিনি কিনা এভাবে তার জবাব দিলেন? তার ঘর থেকে লাথি মেরে বের করে দিলেন আমাকে!

'ওখানে যাওয়াই উচিত হয়নি আমার,' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিলিয়াকে বললাম আমি। 'ওরা ঠিকই বলেছে। আমার মতো পতিতার কখনও মসজিদে বা গীর্জায় যাওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিকর্তার ঘরের সব দরজা আমার জন্য বন্ধ।'

'এমন কথা বোলো না!'

কথাটা কে বলেছে দেখার জন্য ঘুরে তাকালাম আমি, এবং মানুষটাকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড অবাক হয়ে উঠলাম। এ তো সেই ভবঘুরে দরবেশ, যে আমাকে বাঁচিয়েছিল। তাকে দেখেই দারুণ খুশি হয়ে উঠল তিলিয়া, চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরবেশের হাতে চুমু খেতে চাইলাম আমি, কিন্তু আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল সে। 'দয়া করে এই কাজ কোরো না।'

'কিন্তু আর কিভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো আমি? আপনার কাছে আমি চিরকালের মতো ঋণী হয়ে গেছি,' বললাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকাল দরবেশ, মনে হলো আমার কথায় কোনো প্রভাব পড়েনি তার মনে। 'আমার কাছে কোনো ঋণ নেই তোমার,' বলল সে। 'স্রষ্টা ছাড়া আর কারও কাছে আমাদের কেউই কোনো ভাবে ঋণী নয়।'

নিজেকে তাবরিজের অধিবাসী শামস বলে পরিচয় দিল সে। তারপর অত্যন্ত অদ্ভুত একটা কথা বলল 'কিছু কিছু মানুষের জীবনের শুরুতে তাদের অন্তর্জ্যোতি থাকে একদম নিখুঁত, উজ্জ্বল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়াটে হয়ে আসে সেই রঙ। তোমাকে দেখে আমার তাদেরই একজন বলে মনে হচ্ছে। এক সময় তোমার অন্তর্জ্যোতির রঙ ছিল পদ্মফুলের চাইতেও সাদা, তাতে হলুদ আর গোলাপির মিশেল। কিন্তু ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে

BanglaBook.org

তা। এখন তার রঙ হচ্ছে ফ্যাকাসে বাদামি। তোমার আসল অন্তর্জ্যোতির জন্য কি তোমার খারাপ লাগে না? আবারও সেই আগের উজ্জ্বলতায় ফিরে যেতে চাও না তুমি?'

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম আমি, কি বলব বুঝতে পারছি না।

'তোমার অন্তর্জ্যোতি তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে, কারণ বহু বছর ধরে তুমি নিজেকে বুঝিয়েছ যে ভেতরে এবং বাইরে, দুই দিকেই কলুষিত হয়ে গেছ তুমি।'

'আমি তো কলুষিতই, নোংরা,' বললাম আমি, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছি ঠোঁট। 'আমার পেশা কি আপনি জানেন না?'

'তাহলে তোমাকে একটা গল্প বলি,' বলল দরবেশ। তারপর সে আমাকে যা বলল তা এই :

একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক পতিতা একটি কুকুরকে দেখতে পেল। তীব্র রোদের তাপে হাপাচ্ছিল কুকুরটা, পিপাসার্ত অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়ে ছিল রাস্তার পাশে। সাথে সাথে নিজের পা থেকে মোজা খুলে ফেলল সেই পতিতা, তারপর কাছের কুয়ো থেকে পানি ভরে এনে কুকুরটিকে খাওয়াল। তারপর আবার নিজের রাস্তায় চলে গেল সে। পরের দিন এক সুফি সাধকের সাথে দেখা হলো তার, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। পতিতাকে দেখেই তিনি তার হাতে চুমু খেলেন। অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল সেই পতিতা। তখন সেই সাধক তাকে বললেন, ওই কুকুরটির প্রতি তার দয়া এতই নিখুঁত এবং স্বার্থহীন ছিল যে তার সব পাপ এবং অপরাধ সেই মুহূর্তেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

শামস তাবরিজি আমাকে কি বলতে চাইছে তা আমি বুঝতে পারলাম, কিন্তু আমার ভেতর থেকে কেউ একজন যেন তার কথায় বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাই আমি বললাম, 'তাহলে আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। আমি যদি কোনিয়ার সব কুকুরকেও পানি খাওয়াই, তাহলেও আমার পাপ মোচন হবে না।'

'সে কথা নিশ্চিত করে বলতে পারেন কেবল স্রষ্টা, তুমি নও। তাছাড়া, তোমার কেন মনে হচ্ছে যে আজ যে সব মানুষ তোমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিল, তারা তোমার তুলনায় সৃষ্টিকর্তার বেশি কাছে পৌঁছাতে পেরেছে?'

'হয়তো তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি,' আগের মতোই জেদ নিয়ে বললাম আমি, 'কিন্তু সে কথা তাদের কে বলবে? আপনি?'

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়ল দরবেশ। বলল, 'না, তাতে কোনো কাজ হবে না। তোমাকেই বলতে হবে এ কথা।'

'আপনার কি মনে হয়, ওরা আমার কথা শুনবে? ওদের কাছে আমি ঘৃণার পাত্রী ছাড়া আর কিছুই নই।'

BanglaBook.org

'শুনবে,' বলল দরবেশ। 'ওরা তোমার কথা শুনবে, কারণ "ওরা" বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি "আমি" বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তোমাকে শুধু মনে রাখতে হবে যে এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা মানুষ পরস্পরের সাথে এক অদৃশ্য বন্ধনে যুক্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে এই পৃথিবীতে, কিন্তু তারা কেউ আলাদা নয়। আমরা সবাই মিলে কেবল একজন।'

কথাটার ব্যাখ্যা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি, কিন্তু তার বদলে শামস আবার বলে চলল 'এটি আমার চল্লিশ নীতির একটি। *যদি তুমি চাও যে তোমার প্রতি অন্যদের আচরণে পরিবর্তন আসুক, তাহলে প্রথমে নিজের প্রতি নিজের আচরণে পরিবর্তন আনো। নিজেকে যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে, সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে না পারছ, ততক্ষণ তুমি অন্যের কাছ থেকেও ভালোবাসা আশা করতে পারো না। তবে একবার সেই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পর মানুষের কাছ থেকে পাওয়া কাঁটার আঘাতের জন্য মনে মনে কৃতজ্ঞ হও। কারণ কাঁটার আঘাত পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, খুব শীঘ্রই গোলাপের বৃষ্টি নামবে তোমার উপর।'* একটু বিরতি দিল সে, তারপর যোগ করল, 'তুমি নিজেই যখন নিজেকে সম্মান দিচ্ছ না, তখন অন্যরা তোমাকে সম্মান না করলে তার জন্য কিভাবে অভিযোগ করবে?'

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, অনুভব করছি যে বাস্তবতার উপর থেকে সব দখল হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। এ পর্যন্ত যত জন পুরুষের সাথে শুয়েছি তাদের কথা মনে পড়ল আমার–তাদের গায়ের গন্ধ, তাদের কড়া পড়া হাতের স্পর্শ, চরম মুহূর্তে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আনন্দের শব্দ... সুবোধ বালকদের দানবে পরিণত হতে দেখেছি আমি, দানবদের পরিণত হতে দেখেছি সুবোধ বালকে। একবার এক খদ্দের পেয়েছিলাম, যে পতিতাদের সাথে যৌনকাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তাদের মুখে থুতু ছিটাতে ভালোবাসত। 'কুত্তী,' আমার সারা মুখে থুতু ছিটাতে ছিটাতে বলত সে, 'নোংরা, বেহায়া বেশ্যা কুত্তী।'

আর এখন, এই দরবেশ কিনা আমাকে বলছে, ঝর্নার স্বচ্ছ পানির চাইতেও পরিষ্কার আমি। মনে হলো যেন অরুচিকর কৌতুক করছে কেউ আমাকে নিয়ে, কিন্তু তার কথা শুনে হাসতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম, কোনো হাসির শব্দ বের হচ্ছে না আমার গলা দিয়ে। তার বদলে কান্না চাপতে গিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ বেরিয়ে এল শুধু।

'অতীত হলো এক ঘূর্ণির মতো। যদি তাকে সুযোগ দাও তোমার বর্তমানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার, তাহলে তোমাকে নিজের অতলে টেনে নেবে সে,' যেন আমার চিন্তাধারা ধরতে পেরেই বলে উঠল শামস। 'সময় তো এক বিভ্রান্তি মাত্র। এই মুহূর্তে, বর্তমানে বাঁচতে শিখতে হবে তোমাকে। এটুকুই শুধু গুরুত্বপূর্ণ, আর কিছু নয়।'

BanglaBook.org

এই কথা বলে আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা রেশমি রুমাল বের করল সে। আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দাও। বাগদাদের একজন ভালো মানুষ এটা আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার চাইতে তোমারই এটা বেশি দরকার। এই রুমাল তোমাকে মনে করিয়ে দেবে যে তোমার হৃদয় পরিষ্কার, এবং স্রষ্টাকে তুমি নিজের ভেতরেই ধারণ করছ।'

এই কথা বলে নিজের লাঠিটা তুলে নিল দরবেশ, তারপর উঠে দাঁড়াল। চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সে। বলল, 'ওই পতিতালয় থেকে নিজেকে মুক্ত করো। বেরিয়ে এসো চিরতরে।'

'কোথায়? কিভাবে? আমার তো আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

'তাতে কোনো অসুবিধে নেই,' বলল শামস, চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার। *'পথ তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। তার বদলে মনোযোগ দাও তোমার প্রথম পদক্ষেপের প্রতি। সেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ, এবং একমাত্র ধাপ যা তোমার নিয়ন্ত্রণে আছে। একবার পথে নামার পর ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক ধারায় বাধা দিও না, দেখবে সব আপনা থেকেই ঘটে যাচ্ছে। প্রবাহের সাথে গা ভাসিয়ে দিও না, বরং নিজেই সেই প্রবাহে পরিণত হও।'*

মাথা ঝাঁকালাম আমি। এটা যে শামসের নীতিগুলোর মাঝে আরও একটি, এটা বোঝার জন্য কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলো না আমার।

BanglaBook.org

সুলায়মান নামের মাতাল

কোনিয়া, ১৭ অক্টোবর, ১২৪৪

বোতলে শেষ চুমুক দিয়ে আমি যখন শুড়িখানা ছেড়ে বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম তখন প্রায় মাঝরাত।

'যা বলেছি মনে রেখো। জিভটা সামলে রেখো একটু,' পেছন থেকে আমাকে মনে করিয়ে দিল রিস্টোস।

মাথা ঝাঁকালাম আমি, আমার ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা করে এমন একজন বন্ধু পেয়েছি ভেবে ভাগ্যবান অনুভব করছি। তবে অন্ধকার, নির্জন রাস্তায় নেমে আসার পরেই হঠাৎ অপরিসীম ক্লান্তি এসে ভর করল শরীরে, যেমনটা আগে কখনও বোধ করিনি আমি। মনে হলো, এক বোতল মদ সাথে আনলে ভালো হতো। এখন খুব কাজে দিতে সেটা।

ভাঙা নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তার উপর জুতোর শব্দ তুলে টলোমলো পায়ে হেঁটে চললাম আমি। রুমির মিছিলের মাঝে দেখা সেই লোকগুলোর কথা ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। তাদের চোখে যে তীব্র ঘৃণা দেখেছিলাম সেটা মনে পড়তেই প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীতে যদি কোনো একটি জিনিসকে আমি ঘৃণা করে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে অহংকার। অভিজাত শ্রেণির গর্বিত, অহংকারী লোকদের হাতে আমি এতবার অপমানের শিকার হয়েছি যে এখন তাদের কথা মনে পড়লেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শিহরণ বয়ে যায়।

এসব চিন্তার ভার মাথায় নিয়ে একটা মোড় ঘুরে পাশের একটা গলিপথে এসে ঢুকলাম আমি। দুই পাশে বিশাল বিশাল সব গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তাই এই রাস্তাটা অন্যান্য রাস্তার চাইতে একটু বেশিই অন্ধকার। যেন তার উপরে আরও একটু অন্ধকার যোগ করতেই চাঁদটাও এই সময় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেল। ঘন কালো অন্ধকার এসে ঘিরে ধরল আমাকে। আর সে জন্যেই আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকা দুই নিরাপত্তা প্রহরীকে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে দেখতেই পেলাম না আমি।

'সেলামুন আলেকুম,' দুই প্রহরীকে উদ্দেশ্য করে খুশি খুশি গলায় বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার ভেতরে মাথা চাড়া দেয়া ভয় তাতে খুব একটা ঢাকা পড়ল বলে মনে হলো না।

BanglaBook.org

আমার সালামের কোনো জবাব দিল না দুই প্রহরী। তার বদলে সরাসরি জিজ্ঞেস করল যে এত রাতে আমি রাস্তায় কি করছি।

'এই একটু হেঁটে বেড়াচ্ছি আর কি,' বিড়বিড় করে বললাম আমি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, কেউ কোনো কথা বলছে না। মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের চিৎকারে ভেঙে যাচ্ছে নীরবতা। দুই প্রহরীর মাঝে একজন আমার দিকে এগিয়ে এল, নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শুকল। 'এখানে কিসের দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে,' বলে উঠল সে।

'হ্যাঁ, মদের গন্ধ,' দ্বিতীয় প্রহরী সায় জানাল তার কথায়।

আমি ঠিক করলাম, পরিস্থিতিটাকে যতটা সম্ভব হালকাভাবে মোকাবেলা করতে হবে। 'তোমরা এ নিয়ে মোটেই ভেবো না। যে গন্ধ তোমরা পাচ্ছ, ওটা একেবারেই কাল্পনিক। আমরা মুসলিমরা যেহেতু শুধু কাল্পনিক মদ খাওয়ার অনুমতি পেয়েছি, তো গন্ধটাও তো কাল্পনিকই হওয়ার কথা, তাই না?'

'কি সব বাজে বকছে ব্যাটা?' গজগজ করে উঠল প্রথম প্রহরী।

সেই মুহূর্তেই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, আমাদের ধুইয়ে দিল নরম আলোতে। এবার আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার চেহারা দেখতে পেলাম আমি। চওড়া, চারকোণা মুখ তার, থুতনিটা ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনে। বরফের মতো ঠাণ্ডা নীল চোখ, খাড়া নাক। একটা চোখ আধবোজা, আর চিরস্থায়ী ভ্রুকুটিটা না থাকলে সুদর্শনই বলা যেত তাকে।

'রাতের এই সময়ে রাস্তায় কি করছ তুমি?' আবার বলে উঠল লোকটা। 'কোথা থেকে এসেছ, আর যাবেই বা কোথায়?'

এবার একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না আমি। 'এ তো বড় জটিল প্রশ্ন, খোকা। এর উত্তর যদি আমি জানতাম, তাহলে তো এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের গোপন রহস্য অনেক আগেই সমাধান করে ফেলতাম।'

'আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস, ব্যাটা বুড়ো ভাম?' খেকিয়ে উঠল প্রহরী। চোখ ছোট ছোট হয়ে এল তার, তারপর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা চাবুক বেরিয়ে এল তার হাতে। সেটা দিয়ে বাতাসে একবার শিষ কাটল সে।

লোকটার ভাবভঙ্গি এমনই নাটকীয় যে না হেসে পারলাম না। সাথে সাথে হাতের চাবুকটা দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করল সে। ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটল যে তাল সামলাতে পারলাম না আমি, পড়ে গেলাম হুড়মুড় করে।

'আশা করি এবার তোর কিছুটা শিক্ষা হবে,' চাবুকটা এক হাতে থেকে আরেক হাতে নিতে নিতে বলল প্রহরী। 'তুই জানিস না যে মদ খাওয়া কত বড় পাপ?'

নিজের উষ্ণ রক্তে গা ভেসে যাচ্ছে আমার, তীব্র ব্যথায় মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এই মাঝ রাস্তার উপরে

BanglaBook.org

আরেকজন মানুষের হাতে চাবুক খেতে হচ্ছে আমাকে, যে কিনা খুব বেশি হলে আমার ছেলের বয়সী।

'তাহলে এসো, শাস্তি দাও আমাকে,' পাল্টা জবাব দিলাম আমি। 'স্রষ্টার স্বর্গ যদি তোমার মতো লোকদের জন্যেই বানানো হয়ে থাকে তাহলে আমি বরং নরকে জ্বলতেই বেশি পছন্দ করব।'

এবার প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে চাবুক দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে শুরু করল প্রহরী। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হলো না। সেই অবস্থাতেই আবার একটা পুরনো গান ভেসে এল মাথার ভেতর। ফেটে রক্ত বের হয়ে যাওয়া ঠোঁট নিয়েই গানটা গাইতে শুরু করলাম আমি। ঠিক করেছি যে যাই ঘটুক না কেন, কোনো মতেই হার মানব না। তাই চাবুকের প্রতিটা বাড়ির সাথে সাথে আরও জোরে গেয়ে চললাম :

"এসো, আমার প্রিয়তমা, পাঁজর ভেঙে হৃদয় নিয়ে যাও,
তোমার ঠোঁটের মিষ্টি সুধা, আর দু'দণ্ড পানের সুযোগ দাও!"

আমার ঠাট্টা শুনে মনে হলো যেন আরও ক্ষেপে উঠল প্রহরী। আমি যত জোরে গান গাইতে লাগলাম, তত তার মারের তীব্রতাও বাড়তে লাগল। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে একজন মানুষের মধ্যে এই পরিমাণে ক্রোধ আর ঘৃণা লুকিয়ে থাকতে পারে।

'অনেক হয়েছে, বেবার্স!' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল দ্বিতীয় প্রহরী। 'এবার থামো!'

যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই আবার শেষ হয়ে গেল চাবুকের ঝড়। শেষ কথাটা আমিই বলতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তীক্ষ্ণ কিছু কথা বলব, কিন্তু রক্তে মুখ ভরে যাওয়ায় কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ পাক দিয়ে উঠল আমার পেটের ভেতরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তার পাশে বমি করে ফেললাম আমি।

'তুই একটা পাপিষ্ঠ,' হিসহিস করে বলল বেবার্স। 'তোর যে অবস্থা আমি করেছি, তার জন্য তুই নিজেই দায়ী, আর কেউ নয়।'

এই বলে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল ওরা, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মাঝে।

কতক্ষণ ওভাবে পড়ে ছিলাম আমার জানা নেই। হয়তো কয়েক মিনিট, হয়তো সারা রাত। সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি, সত্যি কথা বলতে কোনো কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। আবারও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেল চাঁদ। চাঁদের আলোকে হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে এটাও হারিয়ে ফেললাম যে আমি কে, আমার পরিচয় কি। এক সময় দেখা গেল, জীবন এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি এক শূন্যস্থানে ভাসছি আমি, এবং কোন দিকে যাব সেটা

BanglaBook.org

নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই আমার। তারপর এক সময় অবশ ভাবটা কেটে যেতে শুরু করল। শরীরের প্রতিটি আঘাত, প্রতিটি কাটা ছেঁড়াতে শুরু হলো তীব্র ব্যথা, মনে হলো ব্যথার ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে যাচ্ছি আমি। মাথাটা হালকা হয়ে এল, হাত-পাগুলো হয়ে উঠল যেন পাথরের মতো ভারি। আহত জন্তুর অবস্থায় গোঙাতে গোঙাতে সেই অবস্থাতেই পড়ে রইলাম আমি।

খুব সম্ভব অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন চোখ খুললাম, তখন দেখলাম যে প্রস্রাবে ভিজে গেছে আমার পাজামা, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অবর্ণনীয় ব্যথা। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছি যে হয় আমার ব্যথা কমিয়ে দেয়া হোক অথবা একটা মদের বোতল এনে দেয়া হোক আমার হাতের নাগালে, এই সময় হঠাৎ কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এদিকেই আসছে পায়ের মালিক। আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। হয়তো কোনো রাস্তার ছোকরা, অথবা কোনো ডাকাত। কে জানে, কোনো খুনীও হতে পারে। কিন্তু তারপরেই মনে হলো, এখন আর আমার ভয়ের কি আছে? এমন এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছি আমি, যেখানে এই রাতের কোনো কিছুই আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

অন্ধকারের মাঝ থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল এক দীর্ঘদেহী, একহারা দরবেশ। চেহারায় কোনো চুল নেই তার। আমার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল সে, আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। নিজেকে শামস তাবরিজি বলে পরিচয় দিল সে, এবং আমার নাম জানতে চাইল।

'কোনিয়ার বিখ্যাত মাতাল আমি, নাম সুলায়মান, তোমার অনুগত ভৃত্য,' মুখের ভেতর থেকে একটা নড়বড়ে হয়ে যাওয়া দাঁত টেনে তুলতে তুলতে জবাব দিলাম আমি। 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'রক্তক্ষরণ হচ্ছে তোমার শরীরে,' বিড়বিড় করে বলল শামস, তারপর আমার মুখ থেকে মুছিয়ে দিতে শুরু করল রক্তের দাগ। 'শুধু বাইরে নয়, ভেতরেও।'

এই কথা বলেই আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা রুপার তৈরি কৌটা বের করল সে। 'এটা তোমার জখমে লাগিয়ে দাও। বাগদাদের একজন ভালো মানুষ এটা দিয়েছিলেন আমাকে, কিন্তু আমার চাইতে তোমারই এটা বেশি দরকার। তবে আরেকটা কথা জেনে রেখো। তা হলো, তোমার ভেতরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা অনেক বেশি গভীর, এবং সেটা নিয়েই তোমার দুশ্চিন্তা করা উচিত। এই মলম তোমাকে মনে করিয়ে দেবে যে স্রষ্টা তোমার ভেতরেই আছেন।'

অবাক বিস্ময়ে শুধু একটা কথাই বলতে পারলাম আমি, 'ধন্যবাদ।' কথাটা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল আমার গলা। 'ওই প্রহরী... ও আমাকে চাবুক মেরেছে। বলেছে, আমি নিজেই নাকি এর জন্য দায়ী।'

BanglaBook.org

কথাটা বলেই চমকে উঠলাম আমি। একেবারে আহত শিশুর মতো শোনাচ্ছে আমার গলা, একটু শান্তি আর মায়ার জন্য ভেতরটা গুমরে উঠছে আমার।

মাথা নাড়ল শামস তাবরিজি। 'এই কাজ করার কোনো অধিকার ছিল না ওদের। প্রতিটি মানুষই তার নিজের মতো করে স্রষ্টাকে খুঁজে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। এই নিয়ে একটি নীতি আছে *আমাদের সবাইকে তার আদলেই সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমরা প্রত্যেকেই আলাদা, কারও সাথে কারও মিল নেই। যে কোনো দুটি মানুষের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। দুইটি হৃৎপিণ্ড কখনও একই ছন্দে স্পন্দিত হয় না। স্রষ্টা যদি চাইতেন যে সবাই* একই রকম হোক, তাহলে তিনি আমাদের সেভাবেই সৃষ্টি করতেন। আর তাই, এই বৈপরিত্যকে অসম্মান করা এবং নিজের ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করার মানে প্রকারান্তরে সৃষ্টিকর্তার পবিত্র পরিকল্পনাকেই অসম্মান করা।'

'বেশ ভালো লাগল তো শুনতে,' বললাম আমি, এবং নিজের কণ্ঠস্বরের সহজ ভাব শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। 'কিন্তু তোমরা সুফিরা কখনও স্রষ্টাকে নিয়ে কোনো সন্দেহে ভোগো না?'

ক্লান্ত হাসি ফুটল শামস তাবরিজির মুখে। 'তা তো অবশ্যই ভুগি। এবং সেটা একটি ভালো লক্ষণ। এর অর্থ হচ্ছে তুমি বেঁচে আছো, অনুসন্ধান করছ।'

সুরেলা গলায় কথা বলছে সে, মনে হচ্ছে যেন কোনো বই থেকে দেখে দেখে আবৃত্তি করছে।

'তাছাড়া, একজন মানুষ রাতারাতি বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে না। হয়তো সে ভাবে যে সে একজন বিশ্বাসী, কিন্তু তারপর তার জীবনে এমন কিছু ঘটে যার কারণে সে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়। তারপর আবার বিশ্বাসে ফিরে আসে সে, এবং আবারও অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, এবং এভাবেই চলতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাতে না পারছি, ততক্ষণ এভাবেই দোলাচলে দুলতে থাকি। আর সামনে এগোনোর এটাই একমাত্র পথ। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের সাথে সাথে আমরা সত্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাই।'

'রিস্টোস যদি তোমার এসব কথা শুনত, তাহলে বলত যে জিভটা একটু সামলে রাখা উচিত তোমার,' বললাম আমি। 'তার ধারণা, সব কথা সবাই সহ্য করতে পারে না।'

'কথাটা একেবারে খারাপ বলেনি সে।' মৃদু হাসল শামস তাবরিজি, তারপরেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'এসো, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাই। তোমার ক্ষতস্থানের পরিচর্যা হওয়া দরকার, একটু ঘুমানোও দরকার।'

আমাকে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে, কিন্তু আমি এতটাই দুর্বল হয়ে আছি যে হাঁটতেই পারছি না। এবার কোনো দ্বিধা না করেই আমাকে কাঁধে তুলে নিল দরবেশ, যেন আমার কোনো ওজনই নেই।

BanglaBook.org

'আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, আমার গায়ে কিন্তু খুব দুর্গন্ধ,' লজ্জায় বিড়বিড় করে বললাম আমি।

'তাতে কোনো অসুবিধে নেই, সুলায়মান। এ নিয়ে একটুও ভেবো না।'

এবং এভাবেই, রক্ত, প্রস্রাব বা দুর্গন্ধের পরোয়া না করেই কোনিয়ার সরু অলিগলি দিয়ে আমাকে বয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল শামস। গভীর ঘুমে নিমগ্ন বাড়িঘরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। বাগানের ওপাশ থেকে কয়েকটা কুকুর জোরাল গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল আমাদের দেখে, সবাইকে জানিয়ে দিতে চাইছে আমাদের উপস্থিতির কথা।

'সুফি কবিতায় মদের উপস্থিতি নিয়ে সব সময়ই বেশ কৌতুহল হয়েছে আমার,' এক সময় বললাম আমি। 'সুফিরা যে মদের প্রশংসা করে, তা কি আসল মদ, নাকি কাল্পনিক?'

'তাতে কি কিছু আসে যায়, বন্ধু?' আমাকে আমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিতে দিতে পাল্টা প্রশ্ন করল শামস তাবরিজি। এই প্রশ্নের জবাবেও একটি নীতি আছে *যখন সৃষ্টিকর্তার একজন সত্যিকারের প্রেমিক কোনো পানশালায় ঢোকে, তখন সেই পানশালাই তার প্রার্থনাগৃহে পরিণত হয়। কিন্তু যখন একজন মদ্যপ সেই একই জায়গায় প্রবেশ করে, তখন তার জন্য সেই জায়গা পানশালাই থাকে। আমরা যাই করি না কেন, আমাদের অন্তরে কি আছে সেটাই মুখ্য, আমাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি নয়। মানুষের চেহারা বা পরিচয় দিয়ে তাদের বিচার করে না সুফিরা। যখন একজন সুফি কারও দিকে তাকায় তখন সে বাইরের চোখজোড়া বন্ধ রাখে, এবং তৃতীয় একটি চোখ দিয়ে তাকায়–সেই চোখ, যা মানুষের অন্তরকে দেখতে পায়।'*

দীর্ঘ, ক্লান্তিকর এক রাতের পর নিজের বাড়িতে একা একা বসে আমি অনেকটা সময় ধরে শামস তাবরিজির কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করলাম। যদিও আমার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন এক অদ্ভুত শান্তিও বোধ করতে লাগলাম আমি। ছোট্ট একটা মুহূর্তের জন্য সেই শান্তিময় স্নিগ্ধ জায়গাটা যেন ধরা দিল আমার হাতে, মনে হলো অনন্ত কাল ধরে সেখানেই রয়ে যাই। সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম যে স্রষ্টা বলে সত্যিই কেউ একজন আছেন, এবং তিনি আমাকে ভালোবাসেন।

তীব্র আঘাতে জর্জরিত হয়ে আছে আমার সারা শরীর। কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্যি যে আর একটুও ব্যথা অনুভব করছিলাম না আমি।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ৩ জুন, ২০০৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তুমুল বেগে গাড়ি চালিয়ে ছুটে যাচ্ছে রাস্তা ধরে। তাদের খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে *বীচ বয়েজ* মিউজিকের সুর, গ্রীস্মের প্রথম দিকের রোদেপোড়া ভাব তাদের চেহারায়। শূন্য চোখে সে দিকে তাকিয়ে ছিল এলা। ছাত্রদের খুশি ওকে একটুও স্পর্শ করতে পারছে না, মনের ভেতর চলছে গত কয়েক দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি। প্রথম ঘটনাটা হলো, রান্নাঘরে স্পিরিটকে মৃত অবস্থায় পেয়েছে ও। যদিও এই মুহূর্তটার জন্য প্রস্তুত থাকার ব্যাপারে বহুবার নিজের মনকে বুঝিয়েছে এলা, কিন্তু তারপরেও দারুণ কষ্ট হয়েছে ওর। শুধু তাই নয়, হঠাৎ করেই প্রচণ্ড একা এবং অসহায় বোধ করতে শুরু করেছে ও, যেন কুকুরটার মৃত্যু ওকে পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাকী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারপরেই জানতে পেরেছে যে বুলিমিয়া রোগে ভুগছে অরলি, এবং ওর ক্লাসের প্রায় সবাই এ সম্পর্কে জানে। বুলিমিয়াকে বলা যায় ইটিং ডিজঅর্ডারের সর্বোচ্চ পর্যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কিছুই খেতে চায় না মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে, এবং কিছু খেলেও তা প্রায় সাথে সাথেই আবার বমি করে উগরে দেয়। এটা জানার পরেই অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করেছে এলা, সন্দেহ হতে শুরু করেছে যে ছোট মেয়ের সাথে ওর সম্পর্ক আসলে কতটা শক্তিশালী। নিজের মাতৃত্বের গভীরতা নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে ওর মনে। অপরাধবোধ যে এলার জীবনে নতুন কোনো জিনিস তা নয়, কিন্তু নিজের মাতৃত্বের ক্ষমতার উপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলার এই ঘটনা ওর কাছে একেবারেই নতুন।

এই সময়ের মধ্যেই আজিজ জাহারার সাথে প্রতিদিন একাধিক ইমেইল আদান প্রদান করতে শুরু করেছে এলা। দুটো, তিনটে, কোনো কোনো দিন এমনকি পাঁচটা। সব কিছু নিয়েই লেখে এলা, এবং অবাক হয়ে দেখে যে প্রায় সাথে সাথেই জবাব দেয় আজিজ। সে যে সব দুর্গম জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সেখানে ইমেইল চেক করার মতো ইন্টারনেট কানেকশন কোথা থেকে আসে, আর এত দ্রুত জবাব দেয়ার সময়ই বা সে কি করে পায় সেটা এলার কাছে এক রহস্য। খুব তাড়াতাড়িই দেখা গেল যে সুযোগ পেলেই ইমেইল চেক

BanglaBook.org

করছে ও–সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, নাস্তা খাওয়ার পর, মর্নিং ওয়াক শেষে বাড়ি ফিরে আসার পর, লাঞ্চ বানানোর সময়, বাজার করতে যাওয়ার আগে; এমনকি বাজার করার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ইন্টারনেট ক্যাফেতে থেমে নিজের ইমেইল একাউন্টে ঢুকছে ও। নিজের প্রিয় টিভি শো দেখার সময়, ফিউশন কুকিং ক্লাবে টমেটো কাটার সময়, ফোনে বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময়, অথবা দুই যমজ সন্তানের মুখে তাদের স্কুল এবং হোমওয়ার্ক সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শোনার সময়ও এলার কোলের উপর ল্যাপটপ থাকে, আর তাতে খোলা থাকে ওর মেইলবক্স। আর প্রতিবার আজিজের কাছ থেকে নতুন কোনো মেইল আসার সাথে সাথে নিজের অজান্তেই ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে–কিছুটা আনন্দের, কিছুটা লজ্জার; কারণ যা ঘটছে তাতে ওর লজ্জাও লাগে। কারণ, *কিছু একটা* তো অবশ্যই ঘটছে।

খুব তাড়াতাড়িই এলার মনে হতে লাগল যে আজিজের সাথে ইমেইল আদান প্রদানের মাধ্যমে ও নিজের শান্ত এবং একঘেয়ে জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে। এতদিন ওর জীবনের ক্যানভাসে ঝাপসা ধূসর এবং বাদামি ছাড়া আর কোনো রঙই ছিল না। কিন্তু এখন অত্যন্ত সঙ্গোপনে আরও একটি রঙ যোগ হচ্ছে সেখানে–উজ্জ্বল, মন মাতানো টকটকে লাল। এবং এই রংকে অত্যন্ত ভালো লেগে যাচ্ছে ওর।

আজিজ হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যে ছোটখাট ভদ্রতা নিয়ে কখনও সময় নষ্ট করে না। যে সব মানুষ তাদের হৃদয়ের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে শেখেনি, যারা ভালোবাসাকে গ্রহণ করতে শেখেনি, সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যকে অনুসরণ করে তেমনি ভাবে ভালোবাসাকে অনুসরণ করতে শেখেনি; তারা তার কাছে জীবিত মানুষ বলেই গন্য হয় না। (এলার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আজিজের কাছে ও নিজেও জড়বস্তুর তালিকায় পড়ে যাবে না তো?) আজিজের মেইলে আবহাওয়া বা তার সর্বশেষ দেখা সিনেমার খবর থাকে না। অন্যান্য ব্যাপার, আরও গভীর সব ব্যাপার নিয়ে লেখে সে, যেমন জীবন আর মৃত্যু। এবং সব কিছুর উপরে, ভালোবাসা। এসব ব্যাপারে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নয় এলা, কোনো অপরিচিত আগন্তুকের কাছে তো নয়ই। কিন্তু কে জানে, হয়তো ওর মনের কথা খুলে বলার জন্য একজন আগন্তুকেরই দরকার ছিল।

ওদের আলাপে যদি প্রেমের হালকা চিহ্ন এসেও থাকে, তাহলে তা দুজনের ভালোর জন্যেই হচ্ছে বলে এলার ধারণা। ইচ্ছে করলে পরস্পরের সাথে খুনসুটি করতে পারে ওরা, ইন্টারনেটের অন্তবিহীন পৃথিবীর দুই কোণে দুজন বসে এটা করতে দোষ নেই কোনো। এই আলাপের কারণেই ধীরে ধীরে নিজের মূল্যটা আবার বুঝতে শিখছে ও, বিয়ের পর যেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আজিজ হচ্ছে সেই বিরল প্রজাতির পুরুষদের একজন, যাকে

BanglaBook.org

ভালোবাসার জন্য মেয়েদের আত্মসম্মানবোধকে হারাতে হয় না। আর হয়তো সে নিজেও একজন মধ্যবয়স্ক আমেরিকান মহিলার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পেরে খুশিই হয়েছে। ইন্টারনেটের পৃথিবীতে বাস্তবের আচরণগুলো একই সাথে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, আবার অনেক খেলো মনে হয়। ফলে এই প্রেমের অভিনয়ের কারণে কোনো অপরাধবোধের জন্ম হয় না, (নতুন করে আর অপরাধবোধের বোঝা নিতে চায় না এলা, এমনিতেও ওই জিনিসটা প্রচুর আছে ওর কাছে) কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়াই নেমে পড়া যায় অ্যাডভেঞ্চারে (যেটা এলার খুবই দরকার, কারণ কখনও অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পায়নি ও)। যেন নিষিদ্ধ কোনো খাবারের স্বাদ নেয়া, যাতে অতিরিক্ত ক্যালোরির ভয় নেই। এর জন্য কখনও অনুশোচনায় ভুগতে হবে না ওকে।

কে জানে, বিবাহিত এবং কয়েক সন্তানের মা একজন মহিলার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক আগন্তুকের সাথে অন্তরঙ্গ ইমেইল চালাচালি করা হয়তো সব রীতিনীতি আর বিশ্বাসের বিপক্ষে যায়। কিন্তু যেহেতু ওদের প্রেমটা কেবল প্লেটোনিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু একে মধুর অবিশ্বাস ভাবলেই বা ক্ষতি কি?

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ৫ জুন, ২০০৮

বেশ চিন্তাভাবনার পর আজিজের কাছে মেইলটা লিখল এলা।

প্রিয় আজিজ,

তোমার আগের একটা ইমেইলে তুমি বলেছিলে, আমরা আমাদের জীবনকে ঠিক ততটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি; যতটা পারে একটা মাছ, তার চারপাশের মহাসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তবে তোমার পরের কথাটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি "নিজেকে জানতে চাওয়ার চেষ্টা থেকে কেবল অনেক রকম মিথ্যে আশারই জন্ম হয়নি, বরং জীবনের যেখানে যেখানে আমাদের আশা পূর্ণ হয়নি সেখানে হতাশারও জন্ম হয়েছে।" আমার মনে হয় এবার আমার একটা ব্যাপার স্বীকার করা উচিত আমি নিজে সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পছন্দ করি। অন্তত আমাকে যারা সবচেয়ে ভালোভাবে চেনে তারা এ কথাই বলবে। কয়েকদিন আগেও আমি মা হিসেবে অত্যন্ত কড়া ছিলাম। অনেক রকম নিয়ম নীতি আছে আমার (এবং বিশ্বাস করো, সেগুলো তোমার সুফি নিয়মের মতো এত সুন্দর নয়!), এবং সেগুলোকে কোনোভাবেই ভাঙতে দিতাম না আমি। একবার আমার বড় মেয়ে অভিযোগ করেছিল যে আমি নাকি গেরিলা যোদ্ধাদের কৌশল অবলম্বন করি। বলেছিল, আমি নাকি চুপি চুপি তাদের জীবনে প্রবেশ করি, তারপর নিজের লুকানো আস্তানা থেকে ওদের যে কোনো অসতর্ক চিন্তা বা ইচ্ছাকে খপ করে ধরে ফেলি! ওই গানটা মনে আছে তোমার, "কে সেরা, সেরা"? খুব সম্ভবত এটা কখনই আমার গান ছিল না। "যা হওয়ার তা হবেই" এই কথাকে কখনই কেন যেন মেনে নিতে পারিনি আমি; কখনই স্রোতের সাথে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারি না আমি। তুমি যে একজন ধার্মিক মানুষ সেটা আমি জানি, কিন্তু আমি নিজে তা নই। যদিও পারিবারিক ভাবে প্রায়ই স্যাবাথ পালন করি আমরা, তবে শেষবার কবে আমি প্রার্থনা করেছি আমার মনে নেই। (না না, মনে পড়েছে। আমার রান্নাঘরেই, মাত্র দু'দিন আগে। তবে সেটাকে গোণায় ধরা যাবে না, কারণ সেটা ছিল অনেকটা উচ্চতর কোনো সত্তার কাছে কিছু অভিযোগ জানানোর মতো।) কলেজে থাকতে একটা সময়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদের উপর বেশ আকৃষ্ট

BanglaBook.org

পড়েছিলাম আমি, বৌদ্ধধর্ম এবং তাওইজম নিয়ে বেশ পড়াশোনা শুরু করেছিলাম। এমনকি আমার পাগলাটে এক মেয়ে বন্ধুর সাথে ভারতের কোনো এক আশ্রমে মাসখানেক থাকার পরিকল্পনাও করে ফেলেছিলাম, যদিও আমার জীবনের ওই অংশটা খুব বেশি দিন টেকেনি। আধ্যাত্মবাদের শিক্ষাগুলো বেশ আকর্ষণীয় মনে হলেও আমার মনে হয়েছিল যে আধুনিক জীবনের সাথে ওগুলো একেবারেই খাপ খায় না। তখন থেকে এখন পর্যন্ত আর আমার মতামতের পরিবর্তন হয়নি। আশা করি ধর্মের প্রতি আমার এই বিরাগ দেখে তুমি রাগ করবে না। ধরে নাও যে তোমাকে ভালোবাসে এমন একজন মানুষের বহু দিন ধরে জমিয়ে রাখা একটা স্বীকারোক্তি এটা।

ভালোবাসা নিও,
এলা

প্রিয় গেরিলা এলা,
তোমার ইমেইল যখন এলো তখন আমি আমস্টারডাম ছেড়ে মালাওয়ির পথে রওনা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে এক গ্রামের বাসিন্দাদের কিছু ছবি তোলার, যেখানে এইডসের প্রবল প্রকোপ চলছে। সেখানকার বেশিরভাগ শিশুই এখন এতিম। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব আমি। এটা কি আমি আশা করতে পারি? হ্যাঁ। কিন্তু এটা কি আমি নিশ্চিত করতে পারি? না! আমি শুধু যা করতে পারি তা হলো, ল্যাপটপটা সাথে করে নিয়ে যাওয়া, ভালো একটা ইন্টারনেট কানেকশন খুঁজে বের করা, এবং আশা করা যে আগামী দিনটায় আমি বেঁচে থাকব। বাকি কোনো কিছুই আমার হাতে নেই। আর একেই সুফি সাধকরা বলে সেই পঞ্চম উপাদান–শূন্যতা। বুদ্ধির অগম্য, নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য সেই ঐশ্বরিক উপাদান, যাকে আমরা মানুষরা বুঝতে পারি না, কিন্তু তারপরেও যার অস্তিত্ব সম্পর্কে সব সময় আমাদের সচেতন থাকা উচিত। তবে তাই বলে আমি “নিষ্ক্রিয়তায়” বিশ্বাস করি না, যদি তার অর্থ হয় কিছুই না করা, এবং জীবনের প্রতি কোনো গভীর আগ্রহ না রাখা। আমি বিশ্বাস করি এই পঞ্চম উপাদানকে সম্মান করায়। বিশ্বাস করি, আমরা প্রত্যেকেই সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ। অন্তত আমি নিজে তো অবশ্যই। যখন আমি সুফি হলাম, তখন স্রষ্টাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, এবং বাকিটুকু ছেড়ে দেবো শুধুমাত্র তার হাতে। আমি এই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলাম যে এমন কিছু জিনিস থাকবেই যেগুলো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হয়তো কিছু কিছু ব্যাপার আমি দেখতে পাব, একটা সিনেমার টুকরো টুকরো দৃশ্যের মতো। কিন্তু পুরো সিনেমা, বা পুরো ব্যাপারটার নকশা আমার অধরাই রয়ে যাবে। তোমার ধারণা যে আমি একজন ধার্মিক মানুষ। কিন্তু

BanglaBook.org

আসলে আমি তা নই। আমি একজন আধ্যাত্মিক মানুষ, যা ধার্মিক হওয়ার চাইতে আলাদা। ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, এবং আমার মনে হয় যে এদের মাঝে যে তফাত তা এই মুহূর্তে, এই সময়েই সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর দিকে তাকালে এক ক্রমবর্ধমান সঙ্কট ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না আমি। এক দিকে আমরা বিশ্বাস করছি যে স্রষ্টা, সরকার, অথবা সমাজের চাইতে ব্যক্তি এবং তার স্বাধীনতার গুরুত্বই বেশি। মানুষ এখন অনেক দিক থেকেই আত্মকেন্দ্রীক হয়ে পড়ছে, বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে পৃথিবী। আবার অন্য দিকে, সামগ্রিক অর্থে কিন্তু মানবতা অনেক বেশি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠেছে। বহু কাল ধরে যুক্তির উপর নির্ভর করে থাকার পর আমরা এমন এক সময়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে অবশেষে মানব মনের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করতে শিখছি। প্রাচীন সময়ের মতোই বর্তমানেও আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রচুর মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠছে। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক মানুষ এখন তাদের ব্যস্ত জীবনের মাঝে আধ্যাত্মিকতাকে জায়গা করে দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু যদিও তাদের উদ্দেশ্য সৎ, তাদের পদ্ধতি অসম্পূর্ণ। কোনো পুরনো ধারণাকে নতুন মোড়কে হাজির করার নাম আধ্যাত্মিকতা নয়। নিজেদের জীবনে একে যোগ করতে হলে সেই জীবনে বড় পরিবর্তন আনতেই হবে, না হলে তা সম্ভব নয়। আমি জানি যে তুমি রাঁধতে পছন্দ করো। তুমি কি জানো যে শামস কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, এই পৃথিবী হচ্ছে বিরাট এক পাত্র, আর তাতে অনেক বড় কিছু একটা রান্না হচ্ছে। কিন্তু সেটা কি তা আমরা এখনও জানি না। আমরা যা কিছু করি, ভাবি অথবা অনুভব করি তার সবই ওই রান্নার একটি উপাদান। আমাদের উচিত নিজেদের কাছে প্রশ্ন করা যে রান্নার সেই পাত্রে আমরা কি যোগ করছি? ঘৃণা, শত্রুতা, রাগ, রক্তারক্তি? নাকি ভালোবাসা এবং সহানুভূতি? প্রিয় এলা, কেমন আছ তুমি? মানবতার এই ব্যাপক তরকারিতে কোনো উপাদান তুমি যোগ করছ বলে তোমার ধারণা? যখনই আমি তোমার কথা ভাবি, তখনই আমি যে উপাদানটা যোগ করি তা হচ্ছে একটা চওড়া হাসি।

ভালোবাসা নিও,
আজিজ

BanglaBook.org

তৃতীয় অংশ
বাতাস

সেই সমস্ত বস্তু, যারা নিয়ত ছুটে চলে,
বদলায়, সাহস যোগায়

ধর্মান্ধ

কোনিয়া, ১৯ অক্টোবর, ১২৪৪

বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসলাম আমি। খোলা জানালা দিয়ে নিচ থেকে ভেসে আসছে কুকুরের উত্তেজিত ঘেউ ঘেউ ডাকের শব্দ। সন্দেহ করলাম যে নিশ্চয়ই কোনো চোর-ডাকাতকে বাড়ির ভেতর ঢোকার চেষ্টা করতে দেখেছে ওরা, অথবা কোনো নোংরা মাতালকে হেঁটে যেতে দেখেছে রাস্তা দিয়ে। ভদ্রলোকদের এখন আর শান্তিতে ঘুমানোর উপায় নেই। সব জায়গায় শুধু উশৃঙ্খলতা আর নষ্টামি। আগে কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। এমনকি কয়েক বছর আগেও অনেক নিরাপদ এক জায়গা ছিল এই শহর। নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে এমন এক করাল ব্যাধি, যা কোনো রকম পূর্বসংকেত ছাড়াই অতর্কিতে হামলা চালায়; ধনী, গরিব, যুবক, বৃদ্ধসহ কেউই তার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে না। আমাদের শহরের অবস্থাও এখন একই রকম। মাদ্রাসার চাকরিটা না থাকলে আমি ঘর থেকেই বের হতাম না।

কিন্তু স্রষ্টাকে ধন্যবাদ যে এই সমাজে এখনও কিছু মানুষ আছে যারা সামাজিক প্রয়োজনকে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে, এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। এই যেমন আমার ভাতিজা, বেবার্স। আমার স্ত্রী এবং আমি ওকে নিয়ে গর্ব করি। ভাবলেই ভালো লাগে যে এই গভীর রাতে যখন তস্কর, লুটেরা এবং মাতালরা শহরে তাণ্ডব চালাতে ব্যস্ত, তখন বেবার্স এবং তার সঙ্গী নিরাপত্তা প্রহরীরা আমাদের রক্ষা করতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর আমিই বেবার্সের একমাত্র অভিভাবকে পরিণত হই। অল্পবয়স্ক এবং জেদী স্বভাবের বেবার্স ছয় মাস আগে থেকে নিরাপত্তা প্রহরীর চাকরি করতে শুরু করেছে। দুর্জন লোকে বলে যে আমার মাদ্রাসা শিক্ষকের চাকরির কারণেই নাকি বেবার্স এই দায়িত্ব পেয়েছে। বাজে কথা! বেবার্সের গায়ে যে শক্তি আর মনে যে সাহস আছে সেটাই ওকে নিরাপত্তা প্রহরীর চাকরি জুটিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সৈনিক হিসেবেও যথেষ্ট ভালো করতে পারত ও। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জেরুজালেমে যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল ওর, কিন্তু আমার স্ত্রী এবং আমার মনে

BanglaBook.org

হয়েছে যে এখন আসলে ওর থিতু হওয়া উচিত, পারিবারিক জীবনে ঢোকা উচিত।

‘তোমাকে আমাদের দরকার, বেটা,’ বলেছি আমি। ‘এখানেও বহু কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করার আছে তোমার।’

সত্যিই তাই। আজ সকালেই আমার স্ত্রীকে বলছিলাম যে অত্যন্ত কঠিন এক সময়ে বাস করছি আমরা। প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন দুর্ঘটনার খবর শোনা যায়। মোঙ্গলদের বিজয়, খ্রিস্টানদের বীরদর্পে এগিয়ে আসা, ইসলামের শত্রুদের হাতে শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রামের ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া–এগুলোর পেছনে শুধু একটাই কারণ বিদ্যমান, আর তা হলো সেই সব লোকজন, যারা এখন নামেমাত্র মুসলিমে পরিণত হয়েছে। যখন মানুষের হাত স্রষ্টার বিশ্বাসের রজ্জু থেকে ফসকে যায়, তখনই তারা বিপথে যেতে শুরু করে। মোঙ্গলদের তো পাঠানো হয়েছে আমাদের পাপের শাস্তি দেয়ার জন্য। মোঙ্গলরা না এলে হয়তো ভূমিকম্প হতো, খরা অথবা বন্যা হতো। এই শহরের পাপীদের আর কতগুলো বিপর্যয়ের মাঝ দিয়ে নিয়ে গেলে তারা ভুল বুঝতে পারবে, নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে? আমার তো ভয় হয় যে এর পর আবার আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি শুরু না হয় আমাদের উপর। খুব শীঘ্রই কোনো একদিন এই শহরের নাম নিশানাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেয়া হতে পারে, সডোম এবং গোমোরাহ-এর মতোই হারিয়ে যেতে পারে চিরতরে।

আর এর মধ্যে ওই সুফিগুলো আবার নতুন ঝামেলা শুরু করেছে। এমন সব কথা বলে ওরা, যেগুলো কোনো মুসলিম কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তারপরেও নিজেদের কোন সাহসে মুসলিম বলে দাবি করে ওরা? ওরা যখন নবী-এর নাম নিয়ে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেগুলো শুনলে আমার রক্ত রাগে টগবগ করে ফুটতে শুরু করে। ওরা বলে যে এক যুদ্ধের পর নাকি নবী মুহাম্মদ বলেছিলেন যে এখন থেকে তার উম্মতরা ছোট জিহাদ ছেড়ে বড় জিহাদে লড়াই করবে–অর্থাৎ নিজের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। সুফিদের মতে, সেই ঘটনার পর থেকে নাকি মুসলিমদের একমাত্র শত্রু হচ্ছে তাদের নাফস। শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু তাহলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করব আমরা? কে জানে!

সুফিরা এমনকি এটা বলারও সাহস দেখায় যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ নাকি জীবনের চলার পথে একটি নির্দিষ্ট স্তর মাত্র। কোন স্তরের কথা বলছে তারা? এর উপর তারা এটাও বলে যে কোনো মানুষ যখন পরিপূর্ণভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে তখন তাকে পূর্ববর্তী স্তরগুলোর নিয়ম কানুনে বেঁধে রাখা যায় না। আর ওরা যেহেতু ইতোমধ্যেই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে বলে ভাবে, সেহেতু এই কথাকে ওরা ধর্মের নিয়মকে অগ্রাহ্য করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার

BanglaBook.org

করে। মদ খাওয়া, নাচগান, কবিতা, ছবি আঁকা ইত্যাদি কাজের গুরুত্ব যেন ওদের কাছে ধর্মীয় দায়িত্বের চাইতেও বেশি। ওরা বলে বেড়ায় যে ইসলামে কোনো ধর্মগুরুর বিধান নেই, এবং প্রত্যেক মুসলিমই তার নিজের মতো করে স্রষ্টাকে খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কথাগুলো শুনতে প্রথম প্রথম নির্দোষ বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ যদি ওদের কথার ভেতরের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তখন দেখে যে এসব আপাত নির্দোষ কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক মত : ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কথা শোনার কোনো প্রয়োজনই নেই!

সুফিরা আরও বলে যে পবিত্র কোরআনে নাকি নানা রকম রহস্যময় হেয়ালি এবং গুঢ় ধাঁধায় পরিপূর্ণ, এবং সেগুলোকে সুফিদের আধ্যাত্মিক মতাদর্শ অনুযায়ী অনুবাদ করা উচিত। তাই তারা প্রতিটি শব্দের মাঝে একটি সংখ্যা খুঁজে বের করে, সেই সংখ্যার লুকানো অর্থ জানতে চেষ্টা করে, এবং বাক্যগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকা গোপন তথ্য জানতে চায়। অথচ স্রষ্টা সরাসরি যে নির্দেশের কথা বলে দিয়েছেন সেগুলোকে যেন দেখেও দেখে না।

কোনো কোনো সুফিরা তো এমনও বলে যে প্রতিটি মানুষই নাকি এক একটি চলমান কোরআন। এই কথা যদি ধর্মদ্রোহীতা না হয়, তাহলে ধর্মদ্রোহীতা কাকে বলে আমার জানা নেই। এরপর আরও আছে ভবঘুরে দরবেশের দল, যত সব বদ্ধ উন্মাদ, আর ঠগবাজ। কালান্দারি, হায়দারি, কামিয়ি–কত রকম যে নাম আছে এদের। আমার তো মনে হয় এরাই সবচেয়ে খারাপ। যে মানুষ কোথাও থিতু হতে পারে না তাকে দিয়ে ভালো কিছু কিভাবে হতে পারে? মানুষের যদি শেকড়ই না থাকল, তাহলে তো সে শুকনো পাতার মতো বাতাসে এদিক ওদিক ভেসেই বেড়াবে, আর শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হবে।

দার্শনিকরাও সুফিদের চাইতে কোনো অংশে কম খারাপ নয়। ব্যাটারা কেবল চিন্তা করে আর চিন্তা করে, যেন তাদের সীমাবদ্ধ মন নিয়ে চেষ্টা করলেই এই মহাবিশ্বের বিশালতাকে বুঝতে পারবে। সুফি এবং দার্শনিকদের এই পাগলামি নিয়ে একটা গল্প আছে, যেটা শুনলে তাদের চিন্তাভাবনার অসারতার কথা বুঝতে পারা যায়।

এক দিন এক দার্শনিকের সাথে এক সুফি দরবেশের দেখা হলো। সাথে সাথে তুমুল আলোচনায় বসে গেল তারা। দিনের পর দিন এক নাগাড়ে কথা বলল দুজন, পরস্পরের মাঝে দারুণ মিল হয়ে গেল তাদের।

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের বিদায় নেয়ার সময় হলো, তখন দার্শনিক তাদের আলোচনাকে সংজ্ঞায়িত করল এই বলে যে, 'আমি যা জানি, তা সে দেখতে পায়।'

আর সুফি দরবেশ তাদের আলোচনাকে সংজ্ঞায়িত করে বলল, 'আমি যা দেখতে পাই, তা সে জানে।'

BanglaBook.org

অর্থাৎ, সুফি ভাবছে যে সে দেখতে পায়, আর দার্শনিক ভাবছে যে সে জানে। কিন্তু আমার মতামত অনুযায়ী তারা কিছুই দেখতে পায় না, কিছুই জানে না। ওরা কি বুঝতে পারে না যে সাধারণ, সীমাবদ্ধ এবং মরণশীল মানুষ হিসেবে আমরা কেবল ততটুকুই জানতে পারি যতটুকু আমাদের জানতে দেয়া হয়? একজন মানুষ তার সর্বশক্তিমান স্রষ্টা হিসেবে খুব বেশি হলে ধুলিকণা পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, ব্যাস। স্রষ্টার নির্দেশের মাঝ থেকে লুকানো অর্থ খুঁজে বের করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে সেগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা।

বেবার্স বাড়ি ফিরলে ওর সাথে এসব ব্যাপারে কথা বলব আমি। এটা অনেকটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতি রাতে নিজের দায়িত্ব শেষে বাড়ি ফিরে এসে আমার স্ত্রীর পরিবেশন করা রুটি আর সুরুয়া খায় ও, এবং সে সময় আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। ওর আগ্রহ দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগে আমার। আরও শক্ত হতে হবে ওকে। ওর মতো একজন নিয়মানুবর্তী যুবকের জন্য এই অধর্মে ভরা শহরে অনেক কিছু করার আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শামস

কোনিয়া, ৩০ অক্টোবর, ১২৪৪

বিখ্যাত সাধক রুমির সাথে দেখা হওয়ার ঠিক এক রাত আগে আমি চিনি বিক্রেতাদের সরাইখানায় আমার কামরার বারান্দায় বসে ছিলাম। এই বিশাল মহাবিশ্বের সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে উঠছিল আমার হৃদয়, যাকে মহান স্রষ্টা নিজের আদলেই সৃষ্টি করেছেন। তাই যেদিকেই তাকাই না কেন, তাকেই খুঁজে পাওয়া যায়, তাকেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপরেও খুব কম সময়েই মানুষ তা করতে পারে।

এ পর্যন্ত যে মানুষগুলোর সাথে দেখা হয়েছে তাদের কথা মনে পড়ল আমার–একজন ভিক্ষুক, একজন গণিকা, এবং একজন মাতাল। সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষ সবাই, কিন্তু সবার মাঝেই রয়েছে একটি অসুখ–সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এরা হলো সেই ধরনের মানুষ, যারা কখনও খ্যাতির চূড়ায় বসে থাকা জ্ঞানী গবেষকদের দৃষ্টির আওতায় আসার সুযোগ পায় না। রুমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত, প্রশ্ন জাগল আমার মনে। যদি তাই হয়, তাহলে তার এবং সমাজের নিচুস্তরের মানুষের মাঝে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করব বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে শহর। এখন রাতের সেই সময়, যখন এমনকি নিশাচর প্রাণীরাও এই শান্ত পরিবেশকে বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত কোনো শহরের এই সময়ে তাদের বন্ধ দরজা আর জানালার ওপাশে কোনো নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা কল্পনা করতে গিয়ে দারুণ বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে আমার মন। কেমন হতো, যদি এই পরিব্রাজকের জীবনের বদলে অন্য কোনো জীবন বেছে নিতাম আমি? কিন্তু সত্যি কথা বলতে, এই পথ বেছে নেয়ার ক্ষমতা আমার হাতে ছিল না। আমি পথকে বেছে নেইনি, পথই আমাকে বেছে নিয়েছে।

একটা গল্প মনে পড়ল আমার। একবার এক ভবঘুরে দরবেশ এমন এক শহরে গিয়ে উপস্থিত হলো, যেখানকার অধিবাসীরা অপরিচিত মানুষকে পছন্দ করত না। 'যাও এখান থেকে!' দরবেশকে বলল তারা। 'এখানে কেউ তোমাকে চেনে না!'

'দরবেশ শান্ত গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আমাকে চিনি। আর বিশ্বাস করো, যদি এর উল্টোটা হতো, অর্থাৎ তোমরা আমাকে চিনতে, তাহলে তার চাইতে খারাপ আর কিছু হতে পারত না।'

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেকে চিনি, ততক্ষণ আমার কোনো অসুবিধে নেই। যে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, সে এক স্রষ্টাকেও চিনতে পারে।

নরম চাঁদের আলো ধুইয়ে দিচ্ছে আমার শরীর। হালকা, রেশমি রুমালের মতো হালকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল শহরের বুকে। এই অপার্থিব মুহূর্তের জন্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিলাম আমি, নিজেকে সঁপে দিলাম তার হাতে। জীবনের সংক্ষিপ্ততা এবং ভঙ্গুরতার কথা ভাবলাম আমি। আরও একটি নীতির কথা মনে পড়ল আমার *জীবন এক সাময়িক ঋণ মাত্র, এবং এই পৃথিবী কেবল সত্যিকারের বাস্তবতার এক অপটু হাতে আঁকা প্রতিকৃতি। আর শুধুমাত্র শিশুরাই আসল বস্তুর বদলে খেলনা নিয়ে খুশি থাকতে পারে। তারপরেও মানুষ হয় সেই খেলনার প্রেমে পড়ে যায়, অথবা বিতশ্রদ্ধ হয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অথচ এই জীবনে আমাদের উচিত সব ধরনের চরম পন্থা থেকে দূরে থাকা, কারণ সেগুলো আমাদের ভেতরের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়।*

সুফিরা কখনও চরম পথ অবলম্বন করে না। একজন সুফি সর্বদা শান্ত ও মধ্যপন্থী থাকে।

কাল সকালে সেই বড় মসজিদে গিয়ে হাজির হবো আমি, শুনব রুমির বক্তৃতা। ধর্মপ্রচারক হিসেবে হয়তো সত্যিই অনেক বিখ্যাত সে, কিন্তু দিনের শেষে গিয়ে প্রতিটি বক্তার ক্ষমতা নির্ধারিত হয় তার শ্রোতাদের মধ্য দিয়ে। রুমির কথাগুলোকে কল্পনা করা যায় একটি বাগানের সাথে, যেখানে নানা রকম গাছগাছড়া, গুল্ম, লতাপাতা ইত্যাদির সমাহার ঘটেছে। কিন্তু সেই বাগানে যে প্রবেশ করবে সে কোনো উদ্ভিদকে পছন্দ করবে তা একমাত্র সে নিজেই বলতে পারে। সুন্দর ফুলগুলোকে সবাই বেছে নিতে চায়, কিন্তু কাঁটাওয়ালা ঝোপগুলোকে এড়িয়ে যেতে চায় বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, এই উদ্ভিদগুলো থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী ওষুধ তৈরি হতে পারে।

ভালোবাসার বাগানের ক্ষেত্রেও কি এই একই কথা সত্যি নয়? ভালোবাসার নাম কিভাবে স্বার্থক হবে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু সুন্দর বস্তুগুলোকে বেছে নেয়, আর কষ্টগুলোকে সরিয়ে রাখতে চায়? ভালোকে উপভোগ করা এবং খারাপকে অপছন্দ করা তো সহজ কাজ, যে কেউই তা করতে পারে। কিন্তু আসল প্রেমিকের কাজ হলো একই সাথে ভালো এবং খারাপকে ভালোবাসা। ভালোকে পেতে হলে খারাপকে সহ্য করতে হবে এ কারণে নয়; বরং ভালো এবং খারাপের সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে উঠে ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ রূপকে গ্রহণ করতে হবে তাকে।

আর মাত্র একটি দিন পরেই আমার সঙ্গীর মুখোমুখি হব আমি। আজ আর কিছুতেই ঘুম আসছে না আমার।

ওহ, রুমি! শব্দ ও অর্থের পৃথিবীর বাদশাহ!

আমাকে যখন দেখবে, তখন কি আমাকে চিনতে পারবে তুমি?

দেখো আমাকে!

BanglaBook.org

রুমি

কোনিয়া, ৩১ অক্টোবর, ১২৪৪

বিরল সৌভাগ্যমণ্ডিত এক দিন আজ, কারণ শামস তাবরিজির সাথে দেখা হয়েছে আমার। অক্টোবরের এই শেষ দিনে বাতাসে নতুন করে লেগেছে শীতলতার ছোঁয়া, আরও জোরে বইছে বাতাস; ঘোষণা করছে শরতের বিদায়বার্তা।

আজ বিকেলে বরাবরের মতোই লোকে লোকারণ্য হয়ে ছিল মসজিদ। বড় কোনো জমায়েতের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় আমি সব সময় খেয়াল রাখি যেন তাদের ভুলে না যাই, আবার মনেও না রাখি। আর তা করার একটাই মাত্র উপায় আছে উপস্থিত সবাইকে একটি মাত্র মানুষ হিসেবে কল্পনা করে নেয়া। প্রতি সপ্তাহে শত শত মানুষ আমার বক্তৃতা শুনতে আসে, কিন্তু আমি শুধু একজনকে উদ্দেশ্য করেই বলে যাই সব কথা–এমন একজন মানুষ, যার হৃদয়ে আমার কথার প্রতিধ্বনি বাজে, যে আমাকে অন্য সকল মানুষের চাইতে ভালো চেনে।

বক্তৃতা শেষে যখন মসজিদ থেকে বের হলাম আমি, দেখলাম আমার ঘোড়াটাকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। প্রাণীটার কেশরের সাথে সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট রুপার ঘণ্টা। ঘোড়ার প্রতিটা পা ফেলার সাথে সাথে ঘণ্টার টুংটাং শব্দ শুনতে খুব ভালো লাগে আমার। কিন্তু রাস্তায় এখন এত মানুষ যে দ্রুত এগোনো অসম্ভব। অগত্যা ধীর গতিতে বাড়িঘর আর দোকানপাটের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। বাচ্চাদের কান্নাকাটি আর ভিখারীদের চিৎকারের সাথে মিশে যাচ্ছে বিভিন্ন আরজ নিয়ে আসা লোকজনের হাঁকডাক। এদের মাঝে বেশিরভাগই চায় আমি যেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি; কেউ কেউ আবার চায় শুধু আমার কাছাকাছি থেকে কয়েক কদম হাঁটতে। কিন্তু এরা ছাড়াও আরও বড় বড় আশা নিয়ে এসেছে এমন মানুষও আছে, আমার কাছে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি বা জ্বিনের আসর ছাড়ানোর আবেদন জানাতে চায় তারা। আর এরাই আমাকে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। এরা কি বুঝতে পারে না যে আমি কোনো নবী নই, কোনো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীরও নই, এসব কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই আমার?

BanglaBook.org

একটা মোড় ঘুরলাম আমরা, সামনেই রয়েছে চিনি বিক্রেতাদের সরাইখানা। এখানে আসার পরেই আমি দেখতে পেলাম, জনতার ভীড় ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে এক ভবঘুরে দরবেশ। সোজা আমার দিকেই পদক্ষেপ তার, তীক্ষ্ণ দুই চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দ্রুত, নিশ্চিত পদক্ষেপে হাঁটছে সে, পুরো অবয়ব থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে আত্মবিশ্বাস আর ক্ষমতা। কোনো চুল নেই তার মাথায়। মুখে কোনো দাড়িগোঁফ বা ভ্রুও নেই। যদিও তার চেহারায় আড়াল করে রাখার মতো কিছুই নেই, তারপরেও তার অভিব্যক্তি বোঝার কোনো উপায় নেই সেখানে, যেন পাথরে খোদাই করা।

কিন্তু তার অদ্ভুত চেহারা দেখে অবাক হলাম না আমি। বিগত বছরগুলোতে বহু ধরনের দরবেশকে এই কোনিয়ার মাঝ দিয়ে দেখেছি আমি। নানা রকম অদ্ভুত উল্কি আঁকা থাকে কারও শরীরে, কারও কানে এবং নাকে থাকে একাধিক দুল। এদের মাঝে বেশিরভাগই যেন নিজের শরীরে বড় বড় করে লিখে রাখতে চায় একটা শব্দ, "দুর্বিনীত"। চুল থাকে হয় খুব লম্বা, অথবা সম্পূর্ণ কামানো। কিছু কিছু কালান্দারি দরবেশ তো এমনকি তাদের জিভ এবং বুকের বোঁটাতেও ফুটো করে দুল পরিয়ে রাখে। তাই এই বিশেষ দরবেশকে প্রথমবার দেখার পর তার বাইরের চেহারা আমাকে অবাক করল না। যেটা আমাকে বিস্মিত করে তুলল সেটা হচ্ছে তার দৃষ্টি।

তার কুচকুচে কালো চোখগুলো যেন ছুরির চাইতেও ধারালো। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ধীর, কিন্তু নিশ্চিত ভঙ্গিতে দুই হাত উপরে তুলল সে, যেন শুধু এই মিছিলের গতি নয়, বরং থামিয়ে দিতে চাইছে সময়ের গতিকেই। একটা ঝাঁকি খেলাম আমি, যেন আকস্মিক কোনো উপলব্ধি লাভ করেছি। আমার ঘোড়াটা ভয় পেয়ে নাক দিয়ে জোরালো শব্দ করতে শুরু করল, উপরে নিচে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। প্রাণীটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু সে এতই অস্থির হয়ে উঠেছে যে এমনকি আমিও ভয় পেয়ে গেলাম।

এবার দেখলাম, আমার ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে আসছে দরবেশ। অস্থির হয়ে ওঠা প্রাণীটার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল সে। লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করল আমার ঘোড়া, কিন্তু দরবেশ তার হাতটা শেষবার নাড়তেই হঠাৎ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চারপাশের জনতার ভীড়ের মাঝে উত্তেজনার গুঞ্জন বয়ে গেল একটা। কেউ একজনকে বলতে শুনলাম, 'এ তো কালো জাদু!'

কিন্তু নিজের চারপাশে যেন খেয়ালই নেই দরবেশের। এবার কৌতুহলী চোখে আমার দিকে চাইল সে। 'হে পুব এবং পশ্চিমের মহান জ্ঞানসাধক, তোমার ব্যাপারে অনেক শুনেছি আমি। আজ এখানে এসেছি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে, যদি তুমি অনুমতি দাও।'

BanglaBook.org

'বলো,' রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি।

'আমার প্রশ্ন শুনতে হলে প্রথমে তোমাকে ঘোড়া থেকে নেমে আমার সমান হয়ে দাঁড়াতে হবে।'

কথাটা শুনে আমি এতই অবাক হয়ে গেলাম যে এক মুহূর্তের জন্য কোনো কথাই বলতে পারলাম না। আমার চারপাশের লোকজনও মনে হলো একই রকম অবাক হয়ে গেছে। এর আগে কেউ কখনও এভাবে কথা বলতে সাহস পায়নি আমার সাথে।

টের পেলাম, রাগ আর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠেছে আমার মুখ, পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠেছে। কিন্তু তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এলাম আমি। দরবেশ ততক্ষণে উল্টো দিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছে, আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই।

'এই যে, দাঁড়াও!' দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে তাকে ডাক দিলাম আমি। 'তোমার প্রশ্নটা শুনতে চাই আমি।'

থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকাল সে, এবং প্রথমবারের মতো হাসি ফুটল তার মুখে। 'বেশ, তাহলে আমাকে বলো যে নবী মুহাম্মদ এবং সুফি বিস্তামির মধ্যে কার মর্যাদা বেশি?'

'এটা আবার কি ধরনের প্রশ্ন?' বললাম আমি। 'আমাদের সম্মানিত মহানবী, যিনি নবীদের মধ্যে সর্বশেষ; তার সাথে একজন সামান্য সুফি সাধকের তুলনা করার সাহস কিভাবে হলো তোমার?'

ইতোমধ্যে আমাদের চারপাশে ঘন হয়ে জমেছে কৌতুহলী জনতার ভীড়। কিন্তু তাদের দিকে যেন খেয়ালই নেই দরবেশের। আমার মুখের দিক থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না সরিয়েই বলল সে, 'আরেকবার ভেবে দেখো। মহানবী কি বলেননি, "আমাকে ক্ষমা করো, স্রষ্টা, কারণ আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালোভাবে চিনতে পারিনি।" অথচ সেখানে বিস্তামি ঘোষণা করেছেন, "আমার কি সৌভাগ্য, স্রষ্টাকে আমি এত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি যেন আমার তিনি আমার জামার ভেতর রয়েছেন।" একজন মানুষ যেখানে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে এত ক্ষুদ্র বলে দাবি করছেন, সেখানে আরেকজন বলছেন যে তিনি স্রষ্টাকে নিজের জামার মাঝে বহন করছেন। তাহলে তাদের মাঝে কে বেশি মহান?'

দ্রুত হয়ে উঠল আমার হৃৎস্পন্দন। এখন আর প্রশ্নটাকে আগের মতো অর্থহীন মনে হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে, আমার মনে হচ্ছে যেন একটা পর্দা উঠে গেছে আমার চোখের সামনে থেকে, আর তার ওপাশে দেখা দিয়েছে কঠিন এক ধাঁধা। দেখলাম, এক টুকরো হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল দরবেশের ঠোঁটে; যেন এক ঝলক মৃদু হাওয়া। এখন আমি বুঝতে পারছি, এ লোক নিছক কোনো পাগলাটে দরবেশ নয়। এমন এক প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সে–যা আমি আগে কখনও ভেবে দেখিনি।

BanglaBook.org

'তুমি কি বলতে চাইছ তা আমি বুঝতে পেরেছি,' বলতে শুরু করলাম আমি, চেষ্টা করছি যেন আমার কণ্ঠস্বরে কম্পনের অস্তিত্ব ধরতে না পারে সে। 'তোমার কাছ থেকে শোনা দুটি বক্তব্যকে তুলনা করব আমি, এবং বুঝিয়ে বলব যে কেন বিস্তামির বক্তব্য অনুযায়ী তাকে বেশি মর্যাদার অধিকারী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর উল্টোটাই সত্যি।'

'বলে যাও, আমি শোনার জন্য প্রস্তুত,' বলল দরবেশ।

'তুমি তো জানো যে সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা হচ্ছে এক অন্তহীন মহাসাগরের মতো, আর মানুষ তা থেকে নিজের সাধ্যমতো পানি সংগ্রহ করে। কিন্তু দিনের শেষে আমরা কতটুকু পানি পাব তা নির্ভর করে আমাদের কাছে থাকা পাত্রের উপর। কিছু মানুষের কাছে আছে পিপা, কারও কাছে বালতি, তো কারও কাছে ছোট একটা বাটি।'

কথাগুলো বলতে বলতেই আমি দেখলাম, ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে দরবেশের অভিব্যক্তি, আগে যেখানে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ছোঁয়া ছিল সেখানে এখন জায়গা করে নিচ্ছে মৃদু হাসি। মানুষের মুখে এই হাসি তখনই ফোটে যখন সে অন্য একজন ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে নিজের চিন্তাধারার মিল খুঁজে পায়।

'বিস্তামির পাত্র ছিল আকারে বেশ ছোট, তাই এক চুমুক পান করার পরেই তার পিপাসা মিটে গিয়েছিল। তিনি যেখানে পৌঁছাতে পেরেছিলেন সেখানেই খুশি হয়ে উঠেছিলেন। নিজের ভেতরে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন তিনি, যা নিঃসন্দেহে একটি অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু তারপরেও স্রষ্টা এবং মানবের মধ্যে একটি মোটা দাগের ব্যবধান থেকেই গিয়েছিল। অন্য দিকে আমাদের নবী ছিলেন সৃষ্টিকর্তার নিজ হাতে বেছে নেয়া ব্যক্তি, এবং তাই তার পাত্রের আকার ছিল অনেক বড়। সে জন্যই তো স্রষ্টা তাকে কোরআনে জিজ্ঞেস করেছেন, *আমি কি তোমার হৃদয়কে প্রসারিত করে দেইনি?* এই প্রসারিত হৃদয় এবং বিশাল আকৃতির পাত্রের কারণে অসীম পিপাসায় আক্রান্ত হয়েছিল তার অন্তর। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালোভাবে চিনতে পারিনি," যদিও অন্য সব মানুষের চাইতে স্রষ্টাকে ভালোভাবে চিনেছিলেন তিনি।'

এবার ধীরে ধীরে চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল দরবেশের সমস্ত চেহারায়। মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর আমাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর নিজের হৃৎপিণ্ড বরাবর হাত রেখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আমাদের যখন আবার চোখাচোখি হলো, দেখলাম এক অদ্ভুত শান্ত ভাব ফুটে উঠেছে তার দৃষ্টিতে।

তাকে ছাড়িয়ে শহরের শেষ প্রান্তের আকাশে ছড়িয়ে পড়া ধূসর গোলাপি রঙের দিকে চলে গেল আমার চোখ। বছরের এই সময়ে এমনই থাকে দিগন্তের চেহারা। কয়েকটা শুকনো পাতা ঘুরে গেল আমাদের পায়ের কাছ দিয়ে।

BanglaBook.org

নতুন এক আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকাল দরবেশ। এবং আমি শপথ করে বলতে পারি, অস্তগামী সূর্যের সেই পড়ন্ত আলোয় এক মুহূর্তের জন্য তার শরীরকে ঘিরে এক লালচে আভা দেখতে পেলাম আমি।

এবার সম্মানের সাথে আমার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল সে। আমিও একই কাজ করলাম। জানি না কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম আমরা। মাথার উপর বেগুনি বর্ণ ধারণ করে ঝুলে রইল আকাশ। বেশ কিছুক্ষণ পর আমাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা অস্বস্তিভরে উসখুস করতে শুরু করল। আমাদের দুজনের মাঝে একটু আগে ঘটে যাওয়া আলাপচারিতার সাক্ষী হয়েছে সবাই, এবং ব্যাপারটা অনেকেরই ঠিক পছন্দ হয়নি। এর আগে কখনও কারও সামনে আমাকে মাথা নোয়াতে দেখেনি তারা। সেই আমি যখন এক সামান্য ভবঘুরে দরবেশের সামনে মাথা নোয়ালাম, তখন সেটা আমার সবচেয়ে কাছের শিষ্যসহ অনেককেই চমকে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

দরবেশও নিশ্চয়ই এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির কথা বুঝতে পারল।

'আমি এখন যাচ্ছি। তোমার ভক্তদের সাথে রেখে যাচ্ছি তোমাকে,' নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বলল সে।

'দাঁড়াও!' প্রতিবাদ করলাম আমি। 'এখনই যেও না, থাকো আমার সাথে।'

এক মুহূর্তের জন্য তার চেহারায় চিন্তিত ভাব ফুটে উঠে দেখলাম আমি, ঠোঁটজোড়া এমন ভঙ্গিতে নড়ে উঠল যেন আরও কিছু বলা দরকার, কিন্তু চাইছে না বা পারছে না। আর সেই মুহূর্তেই তার না বলা প্রশ্নটা শুনতে পেলাম আমি।

আর তোমার পাত্রটা কতটুকু বড়, হে মহান সাধক?

তারপর আর কিছুই বলার রইল না। ভাষা হারিয়ে ফেললাম আমরা। দরবেশের দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম আমি, এত কাছে চলে এলাম যে তার কালো চোখের মনিতে সোনালি রঙের ফুটকিগুলোও স্পষ্ট ধরা পড়ল আমার চোখে। হঠাৎ এক আকস্মিক অনুভূতি এসে ঘিরে ধরল আমাকে, মনে হলো যেন এই মুহূর্তটা আগেও এসেছে আমার জীবনে। একবার নয়, অনেকবার। টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়তে শুরু করল আমার। দীর্ঘদেহী, ঋজু একজন মানুষ, কাপড় দিয়ে ঢাকা চেহারা। আঙুলের ডগায় জ্বলছে আগুন। তারপরই আমি বুঝতে পারলাম। আমার সামনে যে দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়, বরং আমি যাকে স্বপ্নে দেখেছি সেই মানুষ।

বুঝতে পারলাম, আমার সঙ্গীকে পেয়ে গেছি আমি। কিন্তু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল না আমার হৃদয়, যেমনটা আমার ধারণা ছিল। তার বদলে এক ঠাণ্ডা ভয় যেন ঘিরে ধরল আমাকে।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ৮ জুন, ২০০৮

বিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে এলার মাথায়, কোনোটারই কোনো জবাব মিলছে না। ভেবেচিন্তে দেখেছে ও, আজিজের সাথে ওর যোগাযোগের ব্যাপারে বেশ কিছু ব্যাপার বেশ অবাক করে তুলেছে ওকে। এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর যেটা, সেটা হলো ওদের এই আলাপচারিতার চলতে থাকা। ওরা দুজন সব দিক দিয়েই এত বেশি আলাদা যে মাঝে মাঝে এলা ভেবে পায় না, দিনের ভেতর কয়েকবার করে পরস্পরকে ইমেইল পাঠানোর মতো কি আছে ওদের কাছে।

আজিজ যেন একটা জিগ-স পাজল, যেটা সমাধান করার উদ্দেশ্যে নেমেছে এলা। তার কাছ থেকে প্রতিটা নতুন ইমেইল আসার সাথে সাথে পাজলের নতুন একটা টুকরো ধরা দেয় এলার হাতে। পুরো ছবিটা এখনও দেখতে পায়নি ও, কিন্তু যে মানুষটার সাথে এত দিন ধরে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে তার সম্পর্কে বেশ কিছু জিনিস জানা গেছে ইতোমধ্যে।

আজিজের ব্লগ থেকে এলা জানতে পেরেছে যে সে পেশায় একজন ফটোগ্রাফার, এবং নেশায় একজন ভ্রমণকারী। পৃথিবীর দূরতম সব প্রান্তে চলে যাওয়া তার কাছে বাড়ির পাশে পার্কে হাঁটতে বের হওয়ার মতোই সহজ কাজ। অন্তরের গভীরে আজিজ এক নিরন্তর যাযাবর, এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যেতে সে বাকি রেখেছে। সাইবেরিয়া এবং সাংহাই, কোলকাতা এবং ক্যাসাব্লাংকা–সব জায়গাতেই সমানভাবে মানিয়ে নিতে পারে সে। সাথে থাকে কেবল একটা ব্যাকপ্যাক আর একটা নলখাগড়ার তৈরি বাঁশি। এমন সব জায়গায় তার বন্ধু তৈরি হয়েছে যেসব জায়গার নাম এলা ম্যাপে খুঁজে বেরই করতে পারেনি। একগুঁয়ে সীমান্তরক্ষী, শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর সরকারের কাছ থেকে ভিসা পাওয়া সংক্রান্ত জটিলতা, পানির মাধ্যমে ছড়ানো পরজীবিঘটিত রোগ, পচা খাবারের মাধ্যমে তৈরি হওয়া পেটের অসুখ, চুরি ডাকাতির ভয়, সরকারী সৈন্য এবং বিদ্রোহী দলের মধ্যে সংঘর্ষ–কোনো কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ–সব দিকেই ঘুরে বেড়িয়েছে সে।

BanglaBook.org

এলার কাছে মনে হয়, আজিজ যেন এক তীব্র জলপ্রপাত। এলা যেখানে পা রাখতেও ভয় পায়, আজিজ সেখানে নিজের সবটুকু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলা যেখানে কোনো কাজ করার আগে দ্বিধা এবং দুশ্চিন্তায় ভোগে, আজিজ সেখানে প্রথমে কাজে নামে, পরে চিন্তা করে; অবশ্য আদৌ সে কখনও চিন্তা করে কি না সন্দেহ। অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্ব তার, একজন মানুষের পক্ষে খুব বেশি আদর্শবাদ এবং উচ্ছ্বাস অবস্থান করছে তার মাঝে। অনেকগুলো রূপ তার, এবং সবগুলো রূপেই সে সমান স্বচ্ছন্দ।

এলা নিজেকে দেখে একজন মিতস্বভাবী, ডেমোক্র্যাট সমর্থক হিসেবে। ধর্মে ইহুদী হলেও ধর্মীয় রীতিনীতি মানে না ও। কোনো একদিন নিজেকে নিরামিষাশীতে পরিণত করার ইচ্ছেও আছে ওর। যে কোনো ব্যাপারকে পরিষ্কার কিছু শ্রেণিকে ভাগ করে ফেলার প্রবণতা আছে এলার, নিজের পৃথিবীকে নিজের বাড়ির মতোই গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখতে পছন্দ করে সব সময়। ওর মন কাজ করে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা এবং দীর্ঘ তালিকার ভিত্তিতে। একটা তালিকা হচ্ছে যে সব ব্যাপার ওর পছন্দের সেগুলোর জন্য। আরেকটা তালিকায় আছে ওর অপছন্দের জিনিসগুলো।

যদিও এলা কোনোভাবেই নাস্তিক নয়, বরং মাঝে মাঝে কিছু ধর্মীয় নিয়ম মানতে ওর ভালোই লাগে; তবুও এলার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা অতীতে ছিল এবং বর্তমানেও বিদ্যমান তা হলো ধর্ম। যে কোনো ধর্মের অনুসারী মানুষদের গোঁড়ামি এবং নিজ নিজ ধর্মের রীতিনীতিকে শ্রেষ্ঠ বলে রায় দেয়ার প্রবণতা দেখলে অসহ্য লাগে ওর। যে কোনো ধর্মের অন্ধ অনুসারীই খারাপ এবং অসহ্য বলে রায় দিলেও মনের গভীরে ওর ধারণা হচ্ছে যে ইসলামী মৌলবাদীরাই এদের মাঝে সবচেয়ে খারাপ শ্রেণিতে পড়ে।

অন্য দিকে আজিজ হচ্ছে আধ্যাত্মিক মানসিকতার একজন মানুষ, যে ধর্ম এবং বিশ্বাসকে গুরুত্ব সহকারে নিলেও সব ধরনের সমসাময়িক রাজনীতি থেকে দূরে থাকে, এবং কাউকে অথবা কোনো কিছুকে "ঘৃণা" করা থেকে বিরত থাকে। আমিষ তার খুবই প্রিয়, একবার লিখেছিল যে ভালোভাবে রান্না করা এক প্লেট শিষ কাবাব পেলে তার আর কিছু লাগে না। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে নাস্তিকতা ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সে। সময়টা সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলেছিল, "করিম আবদুল জব্বারের পরে এবং ক্যাট স্টিভেনসের আগে–এই সময়ের মাঝামাঝি"। তখন থেকেই বিভিন্ন দেশ এবং ধর্মের শত শত সুফি সাধকের সাথে দেখা করেছে সে, একই সাথে ভোজে বসেছে। তাদের সবাইকে সে বলে, "চলার পথে কুড়িয়ে পাওয়া ভাই এবং বোন।"

অন্তরের গভীরে একজন প্যাসিফিস্ট বা শান্তিবাদী আজিজ, মানবতাবাদের অনুসারী। সে বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে সকল ধর্মযুদ্ধই ঘটেছে "ভাষাগত

সমস্যার” কারণে। তার মতে ভাষা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা সত্যকে প্রকাশ করে কম, বরং লুকিয়ে রাখে বেশি। যার ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত পরস্পরকে ভুল বোঝে, ভুলভাবে বিচার করে। আর এই পৃথিবীতে যখন ভাষার ভুল ব্যবহার ঘটেই চলেছে, তখন সেখানে কোনো বিষয় নিয়ে দৃঢ় মতামত ধরে রাখার কোনো মানেই হয় না। কারণ এমনও হতে পারে যে আমাদের সবচেয়ে শক্ত বিশ্বাসগুলো হয়তো এসেছে খুব সামান্য কোনো ভুল বোঝাবুঝি থেকে। সোজা কথায়, কোনো কিছুকেই কখনও দৃঢ় সত্য বলে ধরে নেয়া উচিত নয়, কারণ “বেঁচে থাকার মানে হচ্ছে প্রতিনিয়ত রঙ বদলানো।”

আজিজ এবং এলার অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন টাইম জোনে, অর্থাৎ সময়ে। কথাটা আক্ষরিক এবং রূপক–উভয় অর্থেই সত্য। কারণ এলার কাছে সময় মানে প্রধানত ভবিষ্যৎ। দিনের বেশ বড় একটা সময় ওর কাটে আগামী বছর, আগামী মাস, আগামী দিন, এমনকি আগামী মিনিটে কি করবে তার কথা চিন্তা করে। এমনকি বাজার করা বা ভাঙা একটা চেয়ার বদলে আনার মতো সামান্য কাজের ব্যাপারেও প্রতিটা ধাপ আগে থেকে সাজিয়ে রাখে এলা। ওর ব্যাগে সব সময় কি কি কাজ করতে হবে, কিভাবে করতে হবে তার খুঁটিনাটি তালিকা থাকেই।

অন্য দিকে আজিজের সময় আবর্তিত হয় শুধু বর্তমান মুহূর্তকে ঘিরে। এ ছাড়া বাকি সবই তার কাছে মোহ, বিভ্রমের খেয়াল। আর এই একই কারণে সে বিশ্বাস করে যে ভালোবাসার সাথে “আগামীকালের পরিকল্পনা” বা “গতকালের স্মৃতির” কোনো সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা হতে পারে শুধু বর্তমানে, এই মুহূর্তে। আগের ইমেইলগুলোর একটাতে সে শেষ করেছিল এই লিখে “আমি একজন সুফি, বর্তমান মুহূর্তের সন্তান।”

এলা তার জবাবে লিখেছিল, “কথাটা একেবারেই বেমানান, বিশেষ করে যার কাছে লিখেছ সে যখন এমন একজন মানুষ যে তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাতে প্রচুর সময় ব্যয় করে, অথচ কোনো এক অজানা কারণে কখনই তার বর্তমানের দিকে তাকায় না।”

BanglaBook.org

আলাদিন

কোনিয়া, ১৬ ডিসেম্বর, ১২৪৪

বাবার সাথে যখন সেই দরবেশের দেখা হলো তখন ভাগ্যের ফেরে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। বন্ধুদের সাথে হরিণ শিকারে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছিলাম পরের দিন। তত দিনে শহরের প্রত্যেকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শামস তাবরিজির সাথে আমার বাবার দেখা হওয়ার ঘটনা। লোকজন একে অপরের কাছে জানতে চাইছে, কে এই দরবেশ? আর কেনই বা রুমির মতো একজন জ্ঞানী মানুষ তাকে এত গুরুত্ব দিলেন, এমনকি তার কাছে মাথা পর্যন্ত নত করলেন?

সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে সবাই আমার বাবার সামনে মাথা নিচু করে। কখনও ভাবিনি যে এর উল্টোটাও হতে পারে–অবশ্য কোনো রাজা বা প্রধান মন্ত্রীর কথা আলাদা। তাই লোকজনের মুখে যেসব কথা শুনলাম তার অর্ধেকই বিশ্বাস করলাম না আমি। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পর আমার সৎ-মা কেরা, যে কখনও কোনো ব্যাপারে মিথ্যা বা বাড়িয়ে বলে না, তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে সবগুলো কথাই সত্যি। হ্যাঁ, সত্যিই শামস তাবরিজি নামে এক ভবঘুরে দরবেশ জনসমক্ষে আমার বাবাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। এবং আরও জানতে পারলাম, এই মুহূর্তে আমাদের বাড়িতেই রয়েছে সে।

কে এই রহস্যময় আগন্তুক, হুট করে আকাশ থেকে পড়া পাথরের মতো আমাদের জীবনে উড়ে এসে জুড়ে বসল? তাকে নিজের চোখে দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম আমি। কেরাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই লোক এখন কোথায়?'

'আস্তে কথা বলো,' ফিসফিস করে বলল কেরা, উদ্বেগের ছোঁয়া তার গলায়। 'তোমার বাবা এবং সেই দরবেশ এখন পাঠকক্ষে রয়েছেন।'

কান পেতে শুনলাম, সত্যিই তাদের কণ্ঠস্বরের মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। যদিও তারা কি নিয়ে কথা বলছে তা বোঝা অসম্ভব। এবার পাঠকক্ষের দিকে এগোতে শুরু করলাম আমি, কিন্তু কেরা বাধা দিল আমাকে।

'এখন ওদিকে যেও না। তোমার বাবা বলেছেন তাদের যেন কেউ বিরক্ত না করে।'

BanglaBook.org

সমস্ত দিনের ভেতরে দুজনের কেউ বের হলো না পাঠকক্ষ থেকে। পরের দিনও না, এমনকি তার পরের দিনও না। কি নিয়ে এত আলাপ করছে তারা? আমার বাবার সাথে একজন সামান্য দরবেশের এত লম্বা সময় নিয়ে আলাপ করার মতো কি এমন বিষয়বস্তু থাকতে পারে?

এক সপ্তাহ কেটে গেল, তারপর আরও এক সপ্তাহ। প্রতিদিন সকালে নাস্তা বানিয়ে তাদের দরজার সামনে রেখে আসে কেরা। কিন্তু সে যত ভালো খাবারই রান্না করুক না কেন, কিছুই খায় না তারা। কেবল সকালে এক টুকরো রুটি আর সন্ধ্যায় এক গ্লাস ছাগলের দুধ–এ ছাড়া আর কিছুই খেতে দেখা যায় না তাদের।

এই সময়ের মধ্যে যুগপৎ বিরক্তি আর ভয়ের কারণে খিটখিটে হয়ে উঠল আমার মেজাজ। দিনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পাঠকক্ষের দরজার বিভিন্ন ফুটো বা ফাটল দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। হঠাৎ করে দুজনের কেউ দরজা খুলে আমাকে ওই অবস্থায় দেখলে কি ঘটবে তা নিয়ে একটুও না ভেবে দীর্ঘ সময় দরজার সামনে কুঁজো হয়ে বসে রইলাম, বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম যে তারা কি নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু নিচু গলার গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না। খুব বেশি কিছু দেখাও গেল না কখনও। কামরার ভেতরে সবগুলো পর্দা টেনে দেয়া হয়েছে, ফলে ভেতরে বিরাজ করছে প্রায় অন্ধকার। তাই প্রায় কিছুই দেখতে বা শুনতে না পেয়ে তাদের আলোচনার কথাগুলো কল্পনা করে নিতে লাগলাম আমি, ভাবতে চাইলাম যে কি নিয়ে কথা বলছে তারা।

একবার কেরাও আমাকে ওই অবস্থায় দরজার সামনে কান পেতে বসে থাকতে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। এই সময়ের মধ্যে সে আমার চাইতেও বেশি উৎসুক হয়ে উঠেছে কি ঘটছে তা জানার জন্য। মেয়েরা কিছুতেই তাদের কৌতুহল আটকে রাখতে পারে না, এটা তাদের স্বভাবজাত।

কিন্তু আমার ভাই, সুলতান ওয়ালাদ যখন আমাকে আড়ি পাততে দেখে ফেলল তখন তার প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাগান্বিত, জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল সে।

'আরেকজন মানুষের উপর গুপ্তচরগিরি করার কোনো অধিকার নেই তোমার। বিশেষ করে নিজের বাবার উপর তো অবশ্যই নেই,' আমাকে ধমক দিয়ে বলল সুলতান ওয়ালাদ।

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'সত্যি করে বলো তো, ভাই, আমাদের বাবা যে একজন অপরিচিত মানুষের সাথে এত দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছেন, এটা তোমার কাছে একটুও অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না? এক মাসের বেশি সময় হয়ে গেল, নিজের পরিবারকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন বাবা। এতে কি দুশ্চিন্তা হচ্ছে না তোমার?'

BanglaBook.org

'আমাদের বাবা কাউকে দূরে সরিয়ে রাখেননি,' আমার ভাই জবাব দিল। 'শামস তাবরিজির মাঝে অত্যন্ত ভালো একজন বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বাচ্চাদের মতো ঘ্যানঘ্যান করার বদলে আমাদের বাবার জন্য তোমার আনন্দ বোধ করা উচিত। অবশ্য সত্যিই যদি তাকে তুমি ভালোবেসে থাকো তো।'

এমন কথা কেবল আমার ভাইয়ের পক্ষেই বলা সম্ভব। ওর অদ্ভুত স্বভাবের সাথে আমি পরিচিত, তাই এই কড়া কথায় তেমন কিছু মনে করলাম না। সবার কাছে ও ভালো ছেলে, পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সবার চোখের মনি। আমার বাবার প্রিয় সন্তান।

●●●

বাবা এবং সেই দরবেশ নিজেদেরকে পাঠকক্ষে বন্দী করে রাখার ঠিক চল্লিশ দিন পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দরজার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে ছিলাম আমি, কিন্তু ভেতর থেকে অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশি নীরবতা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তারপর, হঠাৎ করেই শুনলাম, কথা বলে উঠল সেই দরবেশ।

'আমরা এই কক্ষে প্রবেশ করার পর চল্লিশ দিন কেটে গেছে। প্রতি দিন আমরা ভালোবাসার ধর্মের চল্লিশটি নীতির একটি একটি করে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের কাজ শেষ। তাই আমার মনে হয়, এবার আমাদের বাইরে যাওয়া উচিত। তোমার অনুপস্থিতিতে হয়তো তোমার পরিবার দুশ্চিন্তায় ভুগছে।'

আমার বাবা আপত্তি জানালেন। 'চিন্তা কোরো না। আমার স্ত্রী এবং ছেলেরা যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতার অধিকারী। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে সবার থেকে আলাদা অবস্থায় কিছুটা সময় কাটানোর দরকার ছিল আমার।'

'তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না, কিন্তু তোমার দুই ছেলে একেবারে দিন আর রাতের মতোই বিপরীত স্বভাবের অধিকারী,' জবাব দিল শামস। 'তোমার বড় ছেলের স্বভাব তোমার মতোই হয়েছে। কিন্তু ছোট ছেলেটা সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে নিজের ভেতর। ক্রোধ এবং হিংসায় পরিপূর্ণ ওর অন্তর।'

রাগে লাল হয়ে উঠল আমার গাল। লোকটার সাথে আমার এখনও দেখাই হয়নি, তারপরেও আমার সম্পর্কে কিভাবে এমন কথা বলতে পারল সে?

'ওর ধারণা আমি ওকে চিনি না, কিন্তু সেই ধারণা ভুল,' কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলল দরবেশ। 'ও যখন দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল, ফাটল দিয়ে চোখ রাখছিল আমাদের উপর, তখন আমিও ওর উপর নজর রেখেছিলাম।'

ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরের মাঝ দিয়ে, হাতের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। কোনো রকম চিন্তা না করেই এক ধাক্কায়

Bangla Book.org

দরজাটা খুলে ফেললাম আমি, তারপর দুপদাপ পা ফেলে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল আমার বাবার চোখ, তবে সেই বিস্ময় দূর হয়ে গিয়ে সেখানে রাগের চিহ্ন দেখা দিতে খুব বেশি সময় লাগল না।

'আলাদিন, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমাদের এভাবে বিরক্ত করার সাহস কোথায় পেলে তুমি?' ধমকে উঠলেন তিনি।

প্রশ্নটা অগ্রাহ্য করে গেলাম আমি, তারপর শামসের দিকে আঙুল তাক করে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলাম, 'আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন যে আমার সম্পর্কে এভাবে কথা বলার সাহস কোথায় পেল সে?'

কোনো কথা বললেন না আমার বাবা। কেবল তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলেন। যেন আমার উপস্থিতির কারণে হঠাৎ করেই কোনো ভারি বোঝা নেমে এসেছে তার কাঁধে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, বাবা। কেরা আপনার অভাব বোধ করে। আপনার ছাত্ররাও তাই। সামান্য একজন দরবেশের জন্য নিজের প্রিয় মানুষদের এভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না আপনি।'

কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই সেগুলো বলার জন্য আফসোস হলো আমার, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তীব্র বিরক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন বাবা। আগে কখনও তার চোখে এই দৃষ্টি দেখিনি আমি।

'আলাদিন, দয়া করে আমার একটা কথা শোনো। এখনি–এই মুহূর্তে বিদেয় হও এখান থেকে,' বললেন বাবা। 'নিরিবিলি কোনো জায়গায় গিয়ে একটু চিন্তা করে দেখো যে কি করেছ তুমি। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভেতরে দৃষ্টিপাত করতে না পারছ, বুঝতে পারছ যে কোথায় ভুল হয়েছে তোমার, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে কথা বলতে আসার দরকার নেই।'

'কিন্তু, বাবা-'

'যাও!' আবার বললেন বাবা, কিন্তু এবার আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন তিনি।

ভগ্ন হৃদয়ে পাঠকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। হাতের তালু ঘেমে গেছে আমার, কাঁপছে দুই হাঁটু।

সেই মুহূর্তেই আমার হঠাৎ করে মনে হলো, কোনো এক অজানা উপায় আমাদের জীবন বদলে গেছে, এখন আর কোনো ভাবেই তা আগের মতো হবে না। আট বছর আগে আমার মা মারা যাওয়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি বুঝতে পারলাম, পিতা-মাতার কেউ চিরতরে হারিয়ে গেলে কেমন লাগে।

BanglaBook.org

রুমি

কোনিয়া, ১৮ ডিসেম্বর, ১২৪৪

বাতেন আল্লাহ-স্রষ্টার গোপন চেহারা। আমার অন্তর প্রসারিত করো, যাতে আমি সত্যকে দেখতে পাই।

শামস তাবরিজি যখন আমাকে নবী মুহাম্মদ এবং সুফি বিস্তামি সম্পর্কে সেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল, আমার মনে হয়েছিল আমরা দুজন ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কোনো মানুষ ছিল না পৃথিবীতে। আমাদের সামনে যেন খুলে গিয়েছিল সত্যের পথের সাতটি স্তর—সাত *মাক্বামাত;* পরম সত্তার সাথে একীভূত হওয়ার আগে যে সাতটি স্তর সবাইকে পার হতে হয়।

প্রথম স্তরটি হলো *দূষিত নাফস,* অস্তিত্বের সবচেয়ে প্রাচীন এবং স্বাভাবিক পর্যায়, যখন পার্থিব মোহে মগ্ন থাকে আত্মা। বেশিরভাগ মানব আত্মাই এখানে আটকে থাকে। নিজেদের অহংকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বারবার বিপদে পড়ে, কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু সেই কষ্টের জন্য দোষ দেয় শুধু অন্যদের।

একজন ব্যক্তি যদি এবং যখন নিজের সত্তার এই দূষিত অবস্থার কথা বুঝতে পারে, তখন নিজেকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টার মাধ্যমে সে উন্নীত হতে পারে পরবর্তী স্তরে, যা এক দিক দিয়ে আগের স্তরের ঠিক বিপরীত। এই স্তরে যে মানুষ পৌঁছাতে পারে সে অপরকে দোষ দেয়ার বদলে দোষ দেয় নিজেকে, এবং অনেক সময় সেই আত্ম-দোষারোপ এমনকি আত্মপীড়নেরও রূপ নিতে পারে। এখানে তার সত্তা পরিণত হয় *অভিযোগকারী নাফসে,* এবং এখান থেকেই শুরু হয় তার অন্তরের পরিশুদ্ধির পথে যাত্রা।

তৃতীয় পর্যায়ে এসে ব্যক্তি আরও পরিণত হয়ে ওঠে, এবং তার সত্তা রূপ নেয় *উৎসাহিত নাফসে।* কেবলমাত্র এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পরেই একজন মানুষ বুঝতে পারে যে "আত্মসমর্পণ" শব্দটির আসল অর্থ কি, এবং ভ্রমণ করতে পারে জ্ঞানের উপত্যকায়। যে ব্যক্তি এই পর্যায় পর্যন্ত উপস্থিত হতে পেরেছে তার মাঝে দেখা যাবে ধৈর্য, একাগ্রতা, জ্ঞান এবং নম্রতার পরিপূর্ণ সমন্বয়। পৃথিবী তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, এবং অনুপ্রেরণায় ভরপুর বলে মনে হবে। তবে এটা ঠিক যে তৃতীয় পর্যায়ে যারা পৌঁছাতে পারে তাদের অনেকেই এই পর্যায়েই স্থায়ী হয়ে যেতে চায়, আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার

BanglaBook.org

ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যায় তাদের মন থেকে। আর সে কারণেই এই তৃতীয় পর্যায়টি অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোরম হলেও, যারা সামনে এগিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা এরপরে এগিয়ে যেতে পারে তারা জ্ঞানের উপত্যকা পাড়ি দেয়, এবং পরিচিত হয় *নির্মল নাফসের* সাথে। এখানে সত্তার আগের রূপ আর থাকে না, চেতনার সম্পূর্ণ নতুন, উচ্চ এক স্তরে উপনীত হয় সে। জীবনের অজস্র কষ্ট ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দানশীলতা, কৃতজ্ঞতা, এবং সন্তুষ্টির এক অপরিমেয় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকাই হচ্ছে এই স্তরে উপনীত ব্যক্তিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর পরেই রয়েছে একাত্মতার উপত্যকা। যারা এখানে পৌঁছাতে পারে তারা সকল অবস্থায় খুশি থাকতে পারে, স্রষ্টা তাদের যে পরিস্থিতিতেই রাখুন না কেন। জাগতিক ব্যাপারে তাদের আর কোনো আগ্রহ থাকে না, কারণ তখন তারা উপনীত হয় *সন্তুষ্ট নাফস* পর্যায়ে।

এর পরের পর্যায়, অর্থাৎ *আনন্দদায়ী নাফসে* উপস্থিত হতে পারলে সেই ব্যক্তি পরিণত হয় মানবতার জন্য এক আলোকবর্তিকায়। যে চায় সেই তার কাছ থেকে শক্তিধারার যোগান পেতে পারে, সত্যিকারের শিক্ষকের মতো সবার মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়ায় সে। যেখানেই সে যায়, মানুষের জীবনে বিশাল এক পরিবর্তন সাধিত হয় তার মাধ্যমে। সে যা কিছু করে এবং করতে চায়, তার সব কিছুর মধ্যেই নিহিত থাকে অপরের সেবা করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সেবা করা।

সব শেষে, সপ্তম পর্যায়ে ব্যক্তি উপনীত হয় *বিশুদ্ধ নাফসে,* এবং পরিণত হয় *ইনসান-ই-কামিল,* অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানবে। কিন্তু এই স্তর সম্পর্কে কেউই খুব বেশি কিছু জানে না, এবং কেউ যদি জেনেও থাকে, তারা এ ব্যাপারে কথা বলতে চায় না।

পথের মাঝে এই স্তরগুলো সম্পর্কে জানা সহজ, কিন্তু অর্জন করা কঠিন। এই পথে যে সব বাধা রয়েছে তাদের মাঝে অন্যতম হচ্ছে—এখানে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায়ের মাঝে যে পথ তা কোনোভাবেই সরল নয়। সব সময়ই এখানে ঝুঁকি রয়েছে হোঁচট খেয়ে পূর্ববর্তী স্তরে ফেরত আসার। এমনকি এমনও হতে পারে যে প্রায় শেষ পর্যায়ের কোন স্তর থেকে একেবারে প্রথম স্তরে ফিরে এল কেউ। এই পথে পাতা আছে অসংখ্য ফাঁদ, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রতি শতাব্দীতে মাত্র কয়েকজন মানুষ এর সর্বশেষ স্তরে উপনীত হতে পারে।

BanglaBook.org

●●●

তাই শামস যখন আমাকে সেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল, তখন সে কেবল দুজন মানুষের মধ্যে তুলনার কথা শুনতে চায়নি। সে চেয়েছিল আমি যেন চিন্তা করি

যে সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হওয়ার বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আমি কতটা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যেতে পারব। তার প্রথম প্রশ্নের মাঝেই লুকানো ছিল দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন।

'তোমার পাত্রটি কতটুকু বড়, হে মহান সাধক?' আমাকে প্রশ্ন করছিল সে। 'সাতটি স্তরের মাঝে কোন স্তরে রয়েছ তুমি? এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত, সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত যাওয়ার মতো সাহস কি আছে তোমার? বলো আমাকে, কতটুকু বড় তোমার পাত্র?'

BanglaBook.org

কেরা

কোনিয়া, ১৮ ডিসেম্বর, ১২৪৪

বিধাতা যা কপালে লেখেন তা নিয়ে আফসোস করে কোনো লাভ হয় না, আমি জানি। তবুও আমার মনে হয় যে ধর্ম, ইতিহাস এবং দর্শনসহ অন্যান্য যে সব বিষয় নিয়ে রুমি ও শামস দিন রাত আলোচনা করছে সেগুলো সম্পর্কে যদি আরেকটু ভালো জ্ঞান থাকত আমার তাহলে ভালো হতো। মাঝে মাঝে নারী হয়ে জন্ম নেয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠতে ইচ্ছে করে আমার। মেয়ে হয়ে যারা জন্ম নেয় তাদের শেখানো হয় রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার করা, ময়লা কাপড় ধোয়া, পুরনো ছেঁড়া মোজা মেরামত করা, মাখন এবং পনির বানানো, এবং বাচ্চাদের খাওয়ানোসহ অন্যান্য কাজ। কোনো কোনো মেয়েকে আরও শেখানো হয় প্রেমের ছলাকলা, পুরুষের চোখে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার উপায়। কিন্তু এটুকুই। মেয়েদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য কেউ বই তুলে দেয় না তাদের হাতে।

আমাদের বিয়ের প্রথম বছরে সুযোগ পেলেই রুমির পাঠকক্ষে ঢুকে পড়তাম আমি। ওর প্রিয় বইগুলোর মাঝে বসে থাকতাম, বুক ভরে টেনে নিতাম তাদের পুরনো, ধুলোমাখা গন্ধ। ভাবতাম, কি এমন রহস্য লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে? রুমি যে ওর বইগুলোকে কত ভালোবাসে তা আমি জানি। এগুলোর বেশিরভাগই ও পেয়েছে ওর মৃত বাবা, বাহা আল-দীনের কাছ থেকে। আর সেই বইগুলোর মাঝে ওর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে *মা'আরিফ।* এমন বহু রাত কেটেছে যখন ওই বইটা পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেছে ওর, যদিও আমার ধারণা যে বইটার প্রত্যেকটা অক্ষর ওর মুখস্ত।

'এমনকি বস্তা বস্তা স্বর্ণের বিনিময়েও আমার বাবার এই বইগুলোকে হাতছাড়া করব না আমি,' মাঝে মাঝে বলে রুমি। 'প্রত্যেকটা বই হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া জ্ঞানের চিহ্ন। আমি এগুলো পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে, এবং দিয়ে যাব আমার সন্তানদের।'

বইগুলো যে ওর কাছে কতটা দামী সেটা আমি টের পেয়েছিলাম খুব কঠিন এক শিক্ষার মাঝ দিয়ে। তখনও আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হয়নি। একদিন বাড়িতে একা ছিলাম আমি। মনে হলো, পাঠকক্ষের ধুলো ঝাড়া

BanglaBook.org

দরকার। তাই সবগুলো বইকে তাদের তাক থেকে নামিয়ে গোলাপজলে ভেজানো মখমল দিয়ে মুছলাম। স্থানীয় লোকজন বিশ্বাস করে যে কেবিকেক নামে এক কিশোর জ্বিন আছে, যে বই ধ্বংস করতে ভালোবাসে। তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হলো একটা কাগজে *"দূরে থাকো, কেবিকেক, এই বই থেকে দূরে থাকো!"* লিখে বইয়ের মধ্যে রেখে দেয়া। কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে আমার স্বামীর বইগুলোর উপর শুধু কেবিকেক নয়, এমনকি আমার নিজেরও কোনো অধিকার নেই।

সেই বিকেলে পাঠকক্ষের প্রতিটি বইয়ের ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম আমি। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে গাজ্জালির *ধর্মীয় বিজ্ঞানে জীবন সঞ্চার* নামের বইটা থেকে মাঝে মাঝে পড়ছিলাম। কেবলমাত্র যখন আমার পেছন থেকে একটা শুকনো, কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম তখনই বুঝতে পারলাম যে নিজের অজান্তেই কত দীর্ঘ সময় পার করে ফেলেছি আমি।

'কেরা, এখানে কি করছ তুমি?'

কথাটা বলেছে রুমি, অথবা কে জানে, হয়তো ওর মতো দেখতে অন্য কেউ–কারণ আগে কখনও রুমির কণ্ঠস্বর এত কর্কশ, বেসুরো হয়ে উঠতে শুনিনি আমি। আমাদের আট বছরের বিবাহিত জীবনে ওই একবারই আমার সাথে অমন সুরে কথা বলেছে ও।

'পরিষ্কার করছি,' দুর্বল কণ্ঠে বিড়বিড় করে জবাব দিলাম আমি। 'ভেবেছিলাম তোমাকে অবাক করে দেবো।'

রুমি জবাব দিল, 'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দয়া করে ভবিষ্যতে আর কখনও আমার বইগুলোকে স্পর্শ কোরো না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আর কখনও এই ঘরে প্রবেশ না করো।'

সেই দিনের পর থেকে আর কখনও পাঠকক্ষের দিকে যাইনি আমি, এমনকি বাড়িতে কেউ না থাকলেও নয়। বুঝে নিয়েছিলাম, মেনে নিয়েছিলাম যে বইয়ের পৃথিবীতে আমার প্রবেশাধিকার নেই, কখনও ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন থাকবে না।

কিন্তু শামস তাবরিজি যখন আমাদের বাড়িতে এল, এবং আমার স্বামীর সাথে দীর্ঘ চল্লিশ দিন সেই পাঠকক্ষের মাঝে নিজেদের বন্দী করে রাখল, তখন নিজের ভেতর পুরনো এক বিদ্বেষের আবির্ভাব অনুভব করলাম আমি। বহু পুরনো এক ক্ষতস্থানের মুখ থেকে নতুন করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে আমার ভেতরে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে এমনকি আমি নিজেও অবগত ছিলাম না।

BanglaBook.org

কিমিয়া

কোনিয়া, ২০ ডিসেম্বর, ১২৪৪

বৃষ পর্বতমালার পাশের উপত্যকায় এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম আমার। বারো বছর বয়সে রুমি আমাকে দত্তক নিয়েছিলেন। আমার আসল বাবা-মা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত, নির্দিষ্ট বয়সের আগেই বুড়িয়ে গিয়েছিলেন তারা। ছোট্ট একটা বাড়িতে বাস করতাম আমরা, বোনের সাথে আরও ছোট্ট একটা ঘরে থাকতাম আমি। আমাদের সাথে থাকত আমাদের মৃত পাঁচ ভাইবোনের প্রেতাত্মা, যারা সবাই মারা গিয়েছিল কোনো না কোনো সামান্য রোগে। বাড়িতে একমাত্র আমিই ওদের দেখতে পেতাম। যতবারই আমি ওই প্রেতাত্মারা কি করছে তার বর্ণনা দিতাম, ভয় পেয়ে যেত আমার বোন, আর কাঁদতে শুরু করতেন আমার মা। বেশ কয়েকবার তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ভয় পাওয়ার বা দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ আমি যাদের দেখতে পেতাম তাদের কাউকেই ভয়ানক চেহারার অধিকারী বা কষ্টে আছে বলে মনে হতো না। এই কথাটা কখনই আমার পরিবারকে বোঝাতে পারিনি আমি।

একদিন এক ফকির আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন আমার বাবা। সেই রাতে আমরা সবাই আগুনের পাশে বসে ছাগলের দুধের পনির গলিয়ে খাচ্ছিলাম। দূর দেশের নানা রকম গল্প বলছিলেন ফকির, মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সবাই। তার কথা শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে মুদে এল আমার চোখ। কল্পনায় ফকিরের সাথে বহু দূরের দেশে, আরবের মরুভূমিতে, উত্তর আফ্রিকার বেদুইন তাবুতে, আর ভূমধ্যসাগর নামের গাঢ় নীল পানির এক সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি। সাগরের তীরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা বড় শঙ্খ পেয়ে গেলাম এক জায়গায়। তুলে নিয়ে জামার পকেটে রাখলাম সেটাকে। মনে মনে ইচ্ছে হলো সৈকতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখব, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝাঁঝাল, তীব্র গন্ধ ভেসে এল কোথা থেকে, থামিয়ে দিল আমাকে।

BanglaBook.org

চোখ খুলে দেখলাম, মেঝেতে শুয়ে আছি আমি, আর বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এক হাতে আমার মাথা ধরে রেখেছেন আমার মা, আর আরেক হাতে একটা পেঁয়াজের অর্ধেক। সেটা আমার নাকের কাছে ধরে রেখেছেন তিনি, আমাকে গন্ধ নিতে বাধ্য করছেন।

'এই তো, জেগে উঠেছে!' খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল আমার বোন।

'স্রষ্টাকে ধন্যবাদ!' বলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মা। তারপর ফকিরের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করার সুরে বললেন, 'সেই ছোটবেলা থেকেই কিমিয়া মাঝে মাঝেই এমন অজ্ঞান হয়ে যায়। প্রায়ই ঘটে এমনটা।'

সকালবেলায় আমাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানালেন ফকির, তারপর বিদায় চাইলেন আমাদের কাছে।

তবে যাওয়ার আগে তিনি আমার বাবাকে বললেন, 'আপনার মেয়ে কিমিয়া অন্য সব বাচ্চাদের মতো নয়। ওর মাঝে আলাদা কিছু একটা আছে। এই গুণাবলির যদি কদর না করা হয় তাহলে তা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। আপনার উচিত ওকে বিদ্যালয়ে পাঠানো।'

'মেয়েদের আবার পড়ালেখার কি দরকার?' অবাক হয়ে বলে উঠলেন আমার মা। 'এমন কথা কোথাও কোনো দিন শুনেছেন? ওর উচিত আমার পাশেই থাকা, আর গালিচা বুনতে শেখা–যতদিন বিয়ে না হয়। ও কিন্তু খুব ভালো গালিচা বুনতে পারে, জানেন তো?'

কিন্তু নিজের মতামত থেকে নড়লেন না ফকির। 'হয়তো তাই। কিন্তু কে জানে, কোনো একদিন হয়তো আরও দক্ষ কোনো গবেষকও হয়ে উঠতে পারে আপনার মেয়ে। স্রষ্টা নিশ্চয়ই শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে আপনাদের মেয়েকে বঞ্চিত করেননি, বরং বিরল প্রতিভার অধিকারী করে পাঠিয়েছেন। আপনি কি বলতে চান যে আপনি সৃষ্টিকর্তার চাইতে ভালো জানেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'ওকে পড়ানোর মতো কোনো বিদ্যালয় যদি না থাকে, তাহলে কোনো জ্ঞানসাধকের কাছে পাঠিয়ে দিন, যেখানে ও ঠিকমত পড়ালেখা করতে পারবে।'

মাথা নাড়লেন মা, রাজি নন তিনি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার বাবার ইচ্ছা অন্য রকম। শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রতি আলাদা ভালোবাসা আছে তার, এবং সেই সাথে আমার ক্ষমতার প্রতি সম্মান। তাই তার মুখে পরবর্তী প্রশ্নটা শুনে মোটেই অবাক হলাম না আমি। 'আমরা তো তেমন কোনো সাধক বা গবেষককে চিনি না। এমন কাউকে কোথায় খুঁজে পাব?'

আর তখনই ফকির সেই নামটি উচ্চারণ করলেন, যা আমার জীবনকে বদলে দেবে। তিনি বললেন, 'কোনিয়ায় এক অসাধারণ জ্ঞানতাপসকে চিনি আমি, যার নাম মাওলানা জালাল-উদ-দীন রুমি। কিমিয়ার মতো একটি মেয়েকে জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সুযোগ পেলে তিনি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খুশি

BanglaBook.org

হবেন। ওকে তার কাছে নিয়ে যান। আফসোস করতে হবে না আপনাকে, দেখবেন।'

ফকির চলে যাওয়ার পরেই চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন আমার মা। 'আমার পেটে বাচ্চা। কয়েকদিনের মধ্যেই আরও একটা মুখ এসে জুটবে এই বাড়িতে। তাকে খাওয়াতে হলে আমার সাহায্য দরকার। মেয়েদের পড়ালেখা করার কি প্রয়োজন? তার চাইতে ঘরের কাজ আর বাচ্চার দেখাশোনা করতে শেখা ওর জন্য বেশি জরুরি।'

আমার মা যদি অন্য কোনো কারণ দেখিয়ে আমার চলে যাওয়ার প্রতি আপত্তি জানাতেন তাহলে হয়তো আমি মেনে নিতাম। যদি তিনি বলতেন যে আমাকে ছাড়া তার খারাপ লাগবে, আমাকে অন্য কোনো পরিবারে দিয়ে দেয়ার কথা তিনি মেনে নিতে পারছেন না–হোক তা সাময়িকভাবে, তাহলেও হয়তো থেকে যাওয়ার জন্যই মনস্থির করতাম আমি। কিন্তু এসবের কিছুই বললেন না তিনি। তাছাড়া, আমার বাবা এমনিতেও ধরে নিয়েছিলেন যে ফকিরের কথায় যুক্তি আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার ধারণাও তেমনি দাঁড়াল।

খুব তাড়াতাড়িই কোনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমি এবং বাবা। রুমি যে মাদ্রাসাতে শিক্ষকতা করেন তার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। যখন তিনি বেরিয়ে এলেন তখন আমি এত লজ্জা পাচ্ছিলাম যে কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। তাই তার হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার আঙুলগুলো লম্বা, সরু, সুগঠিত। গবেষকের চাইতে কোনো শিল্পীর আঙুল বললেই বেশি মানায়। বাবা আমাকে তার দিকে ঠেলে দিলেন।

'আমার মেয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমি গরীব মানুষ, পড়ালেখা জানি না। আমার স্ত্রীও তাই। শুনেছি, আপনি নাকি এই অঞ্চলের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। আপনি কি দয়া করে আমার মেয়েকে শিক্ষা দেয়ার ভার নেবেন?'

রুমির চেহারার দিকে না তাকিয়েও আমি বুঝতে পারছিলাম যে তিনি একটুও অবাক হননি। নিশ্চয়ই এ ধরনের অনুরোধ প্রায়ই আসে তার কাছে। তিনি এবং আমার বাবা যখন আলাপ করতে ব্যস্ত, আমি তখন উঠোনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে কয়েকটা ছেলেকে দেখতে পেলাম আমি, কিন্তু কোনো মেয়েকে চোখে পড়ল না। তবে ফিরে আসার পথে বেশ অবাক হলাম যখন দেখলাম, এক তরুণী একাকী দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। গোলাকার মুখ, ধবধবে সাদা–যেন মার্বেলে খোদাই করা। তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম আমি। দেখে মনে হলো প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেছে সে। তবে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করার পর সেও আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

'কি ব্যাপার? আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালাম আমি। খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল তরুণী। 'দারুণ তো! আর কেউ আমাকে দেখতে পায় না।'

তাকে সাথে নিয়ে আমার বাবা এবং রুমির কাছে ফিরে এলাম আমি। ভেবেছিলাম তাকে দেখার পর নিশ্চয়ই দুজন তাদের আলাপ থামিয়ে দেবেন, কিন্তু দেখা গেল ঠিকই বলেছিল মেয়েটা। তাকে দেখতে পায়নি আর কেউ।

'এদিকে এসো, কিমিয়া,' আমাকে ডাক দিলেন রুমি। 'তোমার বাবা বলছেন, তুমি নাকি পড়তে খুব ভালোবাসো। আমাকে বলো তো, বইয়ের মধ্যে কি এমন আছে যেটা তোমার এত ভালো লাগে?'

গলা শুকিয়ে এল আমার। জোরে একটা ঢোক গিললাম আমি, কিছু বলতে পারছি না।

বলো, মামণি,' একটু বিরক্ত গলায় তাড়া দিলেন আমার বাবা।

সঠিক একটা জবাব মনে করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম আমি, এমন কিছু বলতে চাইছি যাতে আমার বাবা খুশি হন। কিন্তু তেমন কিছুই আমার মনে পড়ছে না। দারুণ ভয়ে কেবল একটা অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হলো না আমার মুখ দিয়ে।

বাবা এবং আমি হয়তো সে দিন খালি হাতেই গ্রামে ফিরে যেতাম, যদি না সেই মুহূর্তে সেই তরুণী আমাকে উদ্ধার না করত। আমার হাত ধরল সে, তারপর বলল, 'নিজের সম্পর্কে সত্যি কথাটাই বলো। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এবার একটু সাহস পেলাম আমি। রুমির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি আপনার কাছে কোরআন শিখতে চাই, জনাব। তার জন্য পরিশ্রম করতে কোনো আপত্তি নেই আমার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রুমির মুখ। 'তাহলে তো খুব ভালো,' বললেন তিনি, কিন্তু তারপরেই আবার থেমে গেলেন, যেন অন্য একটা সমস্যার কথা মনে পড়েছে তার। 'কিন্তু তুমি তো একজন মেয়ে। তোমাকে আমি সব কিছু ভালোভাবে শেখালেও কয়েকদিন পরেই তোমার বিয়ে হয়ে যাবে, সন্তানের মা হবে তুমি। এই শিক্ষা তখন কোনো কাজেই আসবে না।'

এই কথার কি জবাব দেবো আমি বুঝতে পারলাম না, এবং একই সাথে দারুণ বিষণ্নতা ও অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করলাম। আমার বাবাও যেন দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন, মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলেন নিজের জুতোর দিকে। এবারও সেই তরুণী আমার সাহায্যে এগিয়ে এল। বলল, 'তাকে বলো যে তার স্ত্রী সব সময়ই একটি কন্যার মা হতে চেয়েছিল। এখন যদি তিনি তোমাকে শিক্ষা দিতে শুরু করেন তাহলে তার স্ত্রী খুব খুশি হবে।'

আমার কথা শুনে এবার হেসে উঠলেন রুমি। 'বাহ, তুমি দেখছি ইতোমধ্যে আমার বাড়ি থেকেও ঘুরে এসেছ, আমার স্ত্রীর সাথেও কথা বলেছ।

BanglaBook.org

কিন্তু শোনো, আমি তো জানি যে কেরা কখনও আমার শিক্ষকতার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

ধীরে, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল তরুণী, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'তাকে বলো যে তুমি তার দ্বিতীয় স্ত্রী কেরার কথা বলছ না। তুমি যার কথা বলছ সে হচ্ছে গেভার, তার দুই ছেলের মা।'

'আমি গেভারের কথা বলছিলাম,' কথাটা বলার সময় নামটা সাবধানে উচ্চারণ করলাম আমি। 'যিনি আপনার ছেলেদের মা।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রুমির মুখ। 'গেভার তো মারা গেছে, মামণি,' মৃদু গলায় বললেন তিনি। 'কিন্তু তুমি আমার মৃত স্ত্রীর ব্যাপারে কিভাবে জানলে? নাকি কোনো কারণে ঠাট্টা করার চেষ্টা করছ আমার সাথে?'

আমার বাবা এবার এগিয়ে এলেন সামনে। 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে কিমিয়ার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না, জনাব। ও খুব ভালো মেয়ে, কখনও বড়দের অসম্মান করে না।'

আমি বুঝতে পারলাম, এবার আমাকে সত্যি কথাটা বলতেই হবে। 'আপনার মৃত স্ত্রীও এখানে রয়েছেন। এই মুহূর্তেই আমার হাত ধরে রেখেছেন তিনি, আমাকে কথা বলার জন্য সাহস দিচ্ছেন। তার চোখগুলো বড় বড়, রঙ গাঢ় বাদামি। পরনে একটা লম্বা, হলুদ পোশাক...'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণী তার পায়ের জুতোর দিকে ইঙ্গিত করছে বুঝতে পেরে থমকে গেলাম আমি। 'তিনি চাইছেন যেন আমি তার পায়ের জুতোগুলোর কথা বলি আপনাকে। উজ্জ্বল কমলা রঙের রেশমি জুতো রয়েছে তার পায়ে, তাতে ছোট ছোট লাল ফুলের নকশা। খুব সুন্দর দেখতে।'

'ওই জুতোজোড়া ওর জন্য দামেস্ক থেকে কিনে এনেছিলাম আমি,' বললেন রুমি। জলে ভরে উঠেছে তার চোখ। 'খুব পছন্দ হয়েছিল ওর।'

এই কথা বলার পরেই নীরব হয়ে গেলেন তিনি, আনমনে দাড়িতে হাত বোলাতে শুরু করলেন। দেখে মনে হলো, বহু দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে তার মন। কিন্তু আবার যখন তিনি কথা বললেন, তখন একদম শান্ত শোনাল তার কণ্ঠস্বর, দুঃখের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে।

'এখন আমি বুঝতে পারছি,' আমার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'কেন আপনার মেয়েকে সবাই বিরল প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করে। আমার বাড়িতে চলুন। রাতের খাবার খেতে খেতে ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে পারব আমরা। আমি নিশ্চিত যে অত্যন্ত মেধাবী একজন শিক্ষার্থী হতে পারবে ও, এমনকি অনেক ছেলের চাইতেও।'

তারপর রুমি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই কথাগুলো কি গেভারকে জানিয়ে দেবে তুমি?'

BanglaBook.org

'তার কোনো প্রয়োজন নেই, জনাব। তিনি আপনার কথা শুনেছেন,' বললাম আমি। 'তিনি বলছেন, এখন তার যাওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু আপনার উপর সবসময় তার ভালোবাসার দৃষ্টি আছে।'

মৃদু হাসলেন রুমি। আমার বাবার মুখেও হাসি ফুটল। আমরা তিনজনই এখন আগের চাইতে অনেক সহজ বোধ করছি। সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম, রুমির সাথে আমার আজকের সাক্ষাতের ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। মায়ের সাথে কখনই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না আমার, যেন তার অভাব পূরণ করতেই স্রষ্টা আমাকে দুটো বাবা দিচ্ছেন। একজন আমার জন্মদাতা বাবা, আরেকজন আমার পালক বাবা।

এভাবেই আট বছর আগে রুমির বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলাম আমি, জ্ঞানের সন্ধানে বের হওয়া একটি বাচ্চা মেয়ে। কেরার কাছ থেকে পেলাম ভালোবাসা আর মায়া-মমতা, এমনকি আমার নিজের মায়ের চাইতেও বেশি। রুমির ছেলেরাও আমাকে সাদরে গ্রহণ করল, বিশেষ করে তার বড় ছেলে। পরবর্তীতে আমার বড় ভাইয়ের মতোই হয়ে উঠল সে।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, সেই ফকির ঠিকই বলেছিলেন। যদিও বাবা এবং বোনের অভাব বোধ করতাম আমি, কিন্তু কোনিয়ায় এসে রুমির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কখনই আফসোস জাগেনি আমার মনে। তার বাড়িতে অত্যন্ত আনন্দে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিলাম আমি।

কিন্তু এ সবই ছিল শামস তাবরিজির আগমনের আগ পর্যন্ত। তার উপস্থিতিতে কিভাবে যেন বদলে গেল সব।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ৯ জুন, ২০০৮

বেশ অদ্ভুত হলেও সত্যি যে ইদানীং এলার একা একা থাকতেই বেশি ভালো লাগে, যদিও আগে ছিল ঠিক এর উল্টোটা। মধুর অবিশ্বাসের উপর লেখা রিপোর্টে সর্বশেষ সম্পাদনার কাজগুলো করছে ও এখন, জমা দেয়ার আগে মিশেলের কাছ থেকে আরও এক সপ্তাহের সময় চেয়ে নিয়েছে। ইচ্ছে করলে আরও আগেই কাজ শেষ করতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে করেনি ওর। এই কাজটার কারণে নিজের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকার একটা অজুহাত পেয়েছে ও, একই সাথে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে পারিবারিক কর্তব্যের বোঝা এবং বহু-প্রতীক্ষিত বৈবাহিক সংঘর্ষকে। এই সপ্তাহেই প্রথমবারের মতো ফিউশন কুকিং ক্লাবের রান্নার ক্লাসে যায়নি ও। পনেরোজন একই মানসিকতার মহিলার সাথে রান্না এবং খোশগল্প করার কোনো উৎসাহ জাগছিল না ওর মনে, বিশেষ করে তাদের সবার জীবনধারা যখন একই রকম, অথচ নিজের জীবন নিয়ে কি করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না এলা। শেষ মুহূর্তে তাই ফোন করে বলে দিয়েছে যে ও অসুস্থ, আজ যেতে পারবে না ক্লাসে।

আজিজের সাথে কথোপকথনকে গোপন ব্যাপার বলেই গন্য করে এলা। ইদানীং যেন খুব বেশি গোপনীয়তা এসে ঢুকেছে ওর জীবনে। আজিজ জানে না যে এলা তার উপন্যাসটা শুধু পড়ছে না, বরং তার উপর একটা রিপোর্টও লিখছে। লিটারেরি এজেন্সি জানে না যে এলাকে যে বইটার উপরে কাজ করতে দেয়া হয়েছে তার লেখকের সাথে গোপনে প্রেম করছে ও; এবং তার স্বামী বা সন্তানরা কেউই এই উপন্যাসের কাহিনি, লেখক অথবা তাঁদের প্রেম সম্পর্কে কিছুই জানে না। কয়েক সপ্তাহ আগেও এলা ছিল এমন এক নারী যার জীবনে গোপনীয়তার কোনো স্থান ছিল না, সব কিছু ছিল স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। অথচ এখন ওর চারপাশে কেবল গোপনীয়তা আর মিথ্যার আড়াল। তবে ওকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে যে জিনিসটা তা হলো, এভাবে জীবনধারা বদলে যাওয়ার পরেও একটুও খারাপ লাগছে না ওর। মনে হচ্ছে যেন এমন বড় কিছু ঘটার জন্যই যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল ও। ওর নতুন এবং সুখকর পরিবর্তনের কারণেই হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে। কারণ, যতই গোপনীয়তা থাকুক না কেন, কাজটা করতে এলার অবশ্যই ভালো লাগছে।

BanglaBook.org

কিন্তু এখন আর ইমেইল যথেষ্ট নয়। এলাই প্রথম ফোন করেছিল আজিজকে। আর এখন, দুজনের মাঝে পাঁচ ঘণ্টার সময়-ব্যবধান থাকার পরেও প্রায় প্রতিদিনই ফোনে কথা হচ্ছে ওদের। আজিজ ওকে বলেছে যে ওর গলা নাকি মৃদু, ভঙ্গুর। যখন ও হাসে তখন তা ঢেউয়ের মতো এসে কানে লাগে, ছোট ছোট বিরতি থাকে মাঝখানে; যেন এলা বুঝতে পারছে না যে ঠিক কতটুকু হাসা উচিত ওর। এটা হচ্ছে এমন এক নারীর হাসি, যে কখনও অপরের মতামতকে অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে শেখেনি।

'স্রোতের সাথে মিশে যাও, এলা,' ওকে বলে আজিজ। 'বাধা দিও না!'

কিন্তু এলার বাড়িতে, ওর চারপাশে এখন একই সাথে কয়েকটা জিনিস ঘটছে, যেগুলো ওকে ঘিরে বইতে থাকা স্রোতকে অস্থির, ধ্বংসাত্মক করে তুলেছে ধীরে ধীরে। অংকে প্রাইভেট ক্লাস করতে শুরু করেছে আভি, আর ইটিং ডিজঅর্ডারের জন্য একজন কাউন্সেলরের কাছে যেতে শুরু করেছে অরলি। আজ সকালে একটা অমলেটের অর্ধেক খেয়েছে সে–গত কয়েক মাসের মধ্যে এটাই তার প্রথম ভারি কোনো খাবার। যদিও জানতে চেয়েছিল যে এতে কতটুকু ক্যালরি আছে, কিন্তু তাই বলে পরে নিজেকে দোষারোপ করেনি সে, বা বমি করে উগরেও দেয়নি। ওদিকে জিনেট হঠাৎ করেই একটা বোমা ফাটিয়েছে–স্কটের সাথে নাকি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তার। দুজনেরই একটু একাকী সময় দরকার ছিল–এর চাইতে বেশি আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি সে। এলার মনে হয়েছে, এই "একাকী সময়ের" মানে কি নতুন কারও প্রেমে পড়া, নাকি আর কিছু? কারণ, জিনেট বা স্কট কেউই নিজেদের নতুন সঙ্গীকে খুঁজে নিতে একটুও সময় নষ্ট করেনি।

মানুষের সম্পর্কগুলো যে কত দ্রুত গতিতে তৈরি হয় এবং ভেঙে যায়, সে কথা চিন্তা করলে অন্য সব সময়ের চাইতে এখন বেশি অবাক লাগে এলার। কিন্তু তারপরেও ও চেষ্টা করে অন্য কোনো মানুষকে বিচার না করতে। আজিজের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটা জিনিস হলেও শিখেছে ও, আর তা হলো–ও নিজেকে যত বেশি শান্ত এবং চুপচাপ রাখবে, ওর ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনের তত বেশি অংশ ওর সাথে ভাগ করে নেবে। এলা যখন তাদের তাড়া করে বেড়ানো বন্ধ করল, তখন তারাও যেন ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো বন্ধ করে দিল। আগের চাইতে এখন সব কিছু অনেক সুন্দরভাবে ঘটছে ওর চারপাশে, ঠিক যেমনটা ও চায় সব সময়। আর এটা সম্ভব হয়েছে কেবল প্রতিটা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা বাদ দেয়ার পরেই।

আর তার অর্থ হচ্ছে, এই ফলাফল অর্জনের জন্য ওকে কোনো চেষ্টাই করতে হচ্ছে না! এই বাড়িতে আগে ও নিজেকে দেখত কোনো অদৃশ্য আঠা হিসেবে, এমন এক অদৃশ্য, কিন্তু প্রধান বন্ধন যা সবাইকে একই সুতোয় বেঁধে

BanglaBoi.org

রেখেছে। কিন্তু তার বদলে এখন ও নিজেকে পরিণত করেছে কেবল নীরব দর্শকে। ওর চারপাশে নানা ঘটনা ঘটছে, কেটে যাচ্ছে দিন, কিন্তু সেগুলো থেকে এখন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে ও। খুব বেশি ঠাণ্ডা বা নিস্পৃহভাবে না হলেও আগের সেই আগ্রহ আর নেই ওর মাঝে। এলা আবিষ্কার করেছে যে ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে সব ব্যাপার রয়েছে সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করে দেয়ার পরেই আরেক এলার উদয় হয়েছে ওর ভেতর থেকে–যে অনেক বেশি জ্ঞানী, শান্ত এবং বুদ্ধিমতী।

'পঞ্চম উপাদান,' দিনের মধ্যে কয়েকবার নিজেকে বিড়বিড় করে শোনায় ও। 'শূন্যতা। শূন্যতাকে মেনে নিতে হবে!'

তবে এলার ভেতর যে খুব বড় কোনো পরিবর্তন এসেছে এটা বুঝতে ওর স্বামীর খুব বেশি সময় লাগল না। কে জানে, হয়তো সে কারণেই এখন সে অনেক বেশি সময় এলার সাথে কাটাতে চায়। ইদানীং বাড়ি ফেরে তাড়াতাড়ি, এবং এলার ধারণা যে অন্যান্য মেয়েদের সাথে দেখা করার পরিমাণও এখন কমে গেছে তার।

'তোমার কি হয়েছে, এলা?' বেশ কয়েকবার ওকে জিজ্ঞেস করেছে ডেভিড।

'কিচ্ছু হয়নি, একদম ঠিক আছি আমি,' প্রতিবারই হেসে জবাব দিয়েছে এলা। ব্যাপারটা এমন, যেন ওর নিজের ভেতরে একটা শান্ত, নিস্তব্ধ জায়গায় নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার পরেই সেই নিয়মনীতিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, যেগুলোর আড়ালে ওদের বৈবাহিক সম্পর্কটা এত দিন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল। এখন আর সেই ভান, অভিনয়গুলো নেই ওদের মাঝে। আর তাই নিজেদের নগ্নতায় সকল ভুল আর ত্রুটিগুলো স্পষ্ট ধরা পড়ছে ওর চোখে। অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছে এলা। এবং ওর মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রই ডেভিডও তাই করবে।

সকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারের সময় সারা দিনের ঘটনাবলি নিয়ে শান্ত, অভিব্যক্তিবিহীন গলায় আলাপ করে ওরা, যেন শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ থেকে বার্ষিক কত লাভ হলো তাই নিয়ে হিসাব করছে। তারপর চুপ হয়ে যায়, মেনে নেয় যে এর বেশি কিছু নিয়ে কথা বলার নেই তাদের। আগে হয়তো ছিল, এখন আর নেই।

মাঝে মাঝে এলা টের পায় যে তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড, অপেক্ষা করছে এলার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য, যে কোনো কিছু। ওর এটাও মনে হয় যে এখন যদি ও ওর স্বামীকে তার অবৈধ সম্পর্কগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তাহলে সে সানন্দে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু এলা নিশ্চিত নয় যে সেগুলোর ব্যাপারে ও সত্যিই জানতে চায়।

অতীতে এলা ভান করত যেন ও কিছুই জানে না, কারণ নিজের সংসারকে ঝড়ের মুখে ফেলার ইচ্ছে ছিল না ওর। কিন্তু এখন ও যেটা করছে সেটা ওর

BanglaBook.org

আগের কাজের ঠিক উল্টোটা। ডেভিড বাইরে থাকলে কি করে সেটা ও জানে, এবং এখন এটা লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাই করে না। কিন্তু সেই সাথে এটাও বুঝিয়ে দেয় যে তাতে ওর কিছু আসে যায় না। আর এই উদাসীনতার কারণেই ওর স্বামী সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে। এলা এটা বুঝতে পারছে, কারণ মনের গভীরে ও নিজেও যে একই কারণে ভীত।

এমনকি এক মাস আগেও যদি ডেভিড ওদের সম্পর্কটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কোনো একটা উদ্যোগ নিত, তাহলে কৃতজ্ঞ বোধ করত এলা। তার দিক থেকে যে কোনো চেষ্টাই এলাকে খুশি করে তুলতে পারত। কিন্তু এখন আর তা হওয়ার নয়। এলার সন্দেহ হয়, ওদের জীবনটা আসলে পুরোপুরি আসল নয়, অনেকটাই মেকী। এই পর্যায়ে কিভাবে এসে পৌঁছাল ও? তিন সন্তানের মা, পরিপূর্ণ একজন নারী কিভাবে বুঝল যে তার জীবন অসম্পূর্ণ? আর তার চাইতেও বড় কথা, জিনেটকে ও যেমনটা বলেছিল, যদি ও সত্যিই অসুখী হয়ে থাকে তাহলে অসুখী মানুষরা যা সব সময় করে তেমন কিছুই ও করছে না কেন? বাথরুমে লুকিয়ে কাঁদছে না, কিচেন সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে না, বাড়ি থেকে বের হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষন্ন ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে না রাস্তায়, দেয়ালে আছড়ে জিনিসপত্র ভাঙছে না... কিছুই তো করছে না ও।

অদ্ভুত এক প্রশান্তি যেন ঘিরে ধরেছে এলাকে। আগের চাইতে অনেক বেশি শান্ত বোধ করে ও, যেন আগের যে জীবনকে জানত তার কাছ থেকে দ্রুত উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে কোথাও। সকালে বেলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় নিজেকে দেখে, বোঝার চেষ্টা করে যে ওর চেহারায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না। আগের চাইতে বয়স কম লাগছে ওর? সুন্দরী হয়ে উঠেছে? অথবা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ? কিন্তু না, কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিছুই বদলায়নি, অথচ কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই।

BanglaBook.org

কেরা

কোনিয়া, ৫ মে, ১২৪৫

বসন্ত এসে গেছে। গাছের যে সব ডাল এক সময় তুষারের ভারে নুয়ে পড়েছিল, এখন তাতে ফুটেছে নতুন ফুল। এবং শামস তাবরিজি এখনও আমাদের সাথেই আছে। এই সময়ের মাঝে আমি আমার স্বামীকে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষে পরিণত হতে দেখেছি, ধীরে ধীরে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেছে সে। শুরুতে আমি ভেবেছিলাম, হয়তো খুব তাড়াতাড়িই পরস্পরের সঙ্গ একঘেয়ে লাগতে শুরু করবে তাদের কাছে, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। বরং আরও যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দুজন। যখন একসাথে থাকে তখন হয় এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করে দুজনের মাঝে, অথবা মৃদু স্বরে কথা বলতে থাকে অনবরত। মাঝে মাঝে হেসেও উঠতে দেখি তখন। ওদের কথা কেন শেষ হয় না এই ভেবে অবাক লাগে আমার। শামসের সাথে প্রতিটি কথোপকথনের পর রুমিকে দেখলে মনে হয় নতুন এক মানুষে পরিণত হয়েছে সে, সব কিছুর প্রতি নিস্পৃহ, নিরাসক্ত। যেন এমন এক অদৃশ্য বস্তুর নেশায় আসক্ত, যার স্বাদ বা গন্ধ কোনোটাই নেয়ার ক্ষমতা নেই আমার।

যে বন্ধন ওদের দুজনকে বেঁধে রেখেছে তাতে কেবল দুজনেরই জায়গা হয়, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির স্থান নেই সেখানে। একই সাথে, একই ভাবে মাথা ঝাকায় ওরা, হাসে, অথবা ভ্রুকুটি করে; কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। এমনকি ওদের মেজাজও যেন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো দিন ওদের একেবারে শান্ত হয়ে থাকতে দেখি, কিছু খায় না, কিছু বলে না। আবার এক একদিন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে দুজন, এমনভাবে লাফিয়ে বেড়ায় যেন পাগল হয়ে গেছে। যাই হোক না কেন, আগের সেই স্বামীকে আর চিনতে পারি না আমি। আট বছর ধরে যার সাথে সংসার করে আসছি আমি, যার সন্তানদের নিজের সন্তান মনে করে মানুষ করেছি, যার একটি সন্তানও ধরেছি আমার গর্ভে, সে এখন সম্পূর্ণ এক অপরিচিত এক মানুষে পরিণত হয়েছে। যখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখনই কেবল তার সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতে পারি আমি। বিগত সপ্তাহগুলোর মাঝে অনেকগুলো বিনিদ্র রাত কেটেছে আমার, কেবল

BanglaBook.org

তার নিঃশ্বাসের মৃদু ছন্দ শুনেই রাত পার করে দিয়েছি। অনুভব করেছি আমার গালের উপর তার নিঃশ্বাসের উষ্ণ ছোঁয়া, কান পেতে শুনেছি তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। আর এসবই করেছি কেবল নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম, এই সেই মানুষ।

আমি নিজেকে বোঝাই যে এটা সাময়িক ব্যাপার, এক সময় কেটে যাবে। শামস চলে যাবে কোনো এক দিন। হাজার হোক, সে একজন ভবঘুরে দরবেশ। রুমি আমার কাছেই থেকে যাবে। এই শহর, ওর ছাত্রদের ওকে দরকার। অপেক্ষা ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই। কিন্তু ধৈর্য ধরে রাখা এত সহজ নয়, আর প্রতিটা দিন কেটে যাওয়ার সাথে সাথে কাজটা যেন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। যখন খুব বেশি অসহ্য লাগে তখন আমি পুরনো দিনগুলোর কথা মনে করি–বিশেষ করে সেই দিনগুলোর কথা, যখন সব বাধা সহ্য করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রুমি।

'কেরা একজন খ্রিস্টান। সে যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণও করে, তবুও কোনো দিন আমাদের একজন হতে পারবে না,' আমাদের বিয়ের কথা শুনে লোকে বলাবলি করতে শুরু করেছিল। 'ইসলামের একজন প্রধান গবেষকের কখনই উচিত নয় অন্য ধর্মের একজন নারীকে বিয়ে করা।'

কিন্তু রুমি তাদের কথায় কোনো কান দেয়নি। তখনও নয়, এখনও নয়। আর এ কারণেই আমি আজীবন ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

আনাতোলিয়ায় বহু ধর্মের বহু রকম মানুষ বাস করে। আমরা যদি একই খাবার খেতে পারি, একই দুঃখে একই গান গাইতে পারি, একই কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে পারি, রাতে দেখতে পারি একই স্বপ্ন, তাহলে এক সাথে বাস করতে পারব না কেন? খ্রিস্টান শিশুদের মুসলিম নাম রাখতে দেখেছি আমি, মুসলিম শিশুদের দেখেছি খ্রিস্টান দুধ-মায়ের দুধ খেতে। আমাদের এই পৃথিবী সদা পরিবর্তনশীল, যেখানে সব কিছু পরস্পরের সাথে মিলে মিশে পরিবর্তিত হয়। যদি খ্রিস্টান ধর্ম এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে কোনো রকমের সীমারেখা থেকেও থাকে, তাহলেও তা অত্যন্ত নমনীয়; অন্তত দুই পক্ষের গবেষক এবং ধর্মীয় নেতার যা বলে তার চাইতে বেশি তো অবশ্যই।

আমি যেহেতু একজন প্রধান ধর্মীয় নেতার স্ত্রী, লোকে ধারণা করে যে এসব নেতাদের সম্পর্কে আমার সম্মান অনেক বেশি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়। গবেষকরা হয়তো অনেক কিছুই জানে, কিন্তু বিশ্বাসের প্রশ্ন যেখানে বিদ্যমান, সেখানে খুব বেশি কিছু জানা থেকে কি কখনও কোনো লাভ হতে পারে? তাদের মুখ থেকে সব সময় এমন বড় বড় সব কথা শোনা যায়, যে সেগুলোর অর্থ বুঝতে গেলে ঝিমঝিম করে মাথা। মুসলিম গবেষকরা খ্রিস্টানদের নিয়ে বিদ্রূপ করে কারণ তারা পবিত্র ত্রয়ীকে মেনে নিয়েছে, আবার খ্রিস্টানরা মুসলিমদের বিদ্রূপ করে কারণ তারা

BanglaBook.org

কোরআনকে একটি নিখুঁত কিতাব হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাদের কথা শুনলে মনে হয়, দুই ধর্মে যেন আকাশ পাতাল তফাত। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি বলব যে মৌলিক ব্যাপারগুলোর কথা ধরলে দুই ধর্মের নেতাদের চাইতে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিল অনেক বেশি।

সবাই বলে যে একজন মুসলিম যদি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে তার জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো পবিত্র ত্রয়ীকে বিশ্বাস করা। আর একজন খ্রিস্টান যখন মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে তখন তার কাছে সবচেয়ে কঠিন হলো ত্রয়ীর উপর থেকে বিশ্বাস ত্যাগ করা। কোরআনে যিশু বলেছেন, *নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টিকর্তার দাস, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।*

আমার জন্য কিন্তু এটা বিশ্বাস করা খুব একটা কঠিন নয় যে যিশু সৃষ্টিকর্তার পুত্র নন, বরং তার দাস ছিলেন। আমার কাছে যা কঠিন মনে হয় তা হলো মেরির উপর থেকে বিশ্বাস ত্যাগ করা। কথাটা আমি কাউকে বলিনি, এমনকি রুমিকেও নয়; কিন্তু মাঝে মাঝে মেরির দয়ালু দুই চোখ দেখার জন্য খুব ইচ্ছে হয় আমার। তার শান্ত দৃষ্টির দিকে তাকালে আমার মনটাও শান্ত হয়ে আসে।

সত্যি কথা বলতে, শামস তাবরিজি আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই আমি এত বেশি দুশ্চিন্তা এবং বিভ্রান্তিতে ভুগছি যে মেরিকে একবার দেখার জন্য আগের চাইতে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে আমার মধ্যে। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত শরীরে জ্বরের মতো ভর করেছে মেরির কাছে একবার প্রার্থনা করার ইচ্ছা, তাকে আটকানোর কোনো সাধ্য নেই আমার। এই ধরনের পরিস্থিতিতে দারুণ অপরাধবোধ ভর করে আমার উপর, যেন আমার নতুন ধর্মের সাথে ঠগবাজি করছি আমি।

কেউ জানে না এর কথা। এমনকি আমার প্রতিবেশী সাফিয়াও নয়, যার কাছে সব কিছু নিয়েই কথা বলি আমি। এ ব্যাপারে ও কিছু বুঝবে না। যদিও আমার স্বামীর সাথে কথা বলতে পারি আমি, কিন্তু কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। ইদানীং আমার কাছ থেকে এত বেশি আলাদা হয়ে গেছে ও, ভয় হচ্ছে যে আমার এই কথা শোনার পর যদি আরও বেশি দূরে সরে যায়? রুমিই ছিল আমার সব। অথচ এখন সে একজন আগন্তুক। আগে কখনও বুঝতে পারিনি যে একটা মানুষের সাথে একই ছাদের নিচে বাস করা, একই বিছানায় ঘুমানোর পরেও কখনও মনে হতে পারে যে সেই মানুষটা আমার পাশে নেই।

BanglaBoi.org

শামস তাবরিজি

কোনিয়া, ১২ জুন, ১২৪৫

বিভ্রান্ত বিশ্বাসীর দল! যদি কেউ বছরে এক মাস স্রষ্টার নামে উপবাস, প্রতি ঈদে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি ভেড়া বা ছাগল উৎসর্গ করে, এবং সারা জীবন চেষ্টা করে মক্কায় হজ্ব পালনে যাওয়ার, দিনের ভেতর পাঁচবার পশ্চিম দিকে ফিরে প্রার্থনায় বসে কপাল ঠোকে; কিন্তু তার হৃদয় ভালোবাসার জন্য কোনো জায়গা না থাকে–তাহলে কি দরকার এত কষ্ট করার? বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে যদি ভালোবাসাই না থাকে তবে তা মামুলি একটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়–ফাঁপা, প্রাণহীন, ঝাপসা একটি শব্দ, যাকে সত্যিকার অর্থে কখনও অনুভব করা যায় না।

তাদের কি ধারণা যে স্রষ্টা মক্কা বা মদিনায় বাস করেন? অথবা কোনো স্থানীয় মসজিদে? তারা কিভাবে কল্পনা করে যে স্রষ্টাকে কোনো নির্দিষ্ট জায়গার সীমারেখার মাঝে বন্দী করে রাখা যায়, যখন তিনি নিজেই সরাসরি বলে দিয়েছেন, *আমার অবস্থান আকাশেও নয় এবং মাটিতেও নয়, বরং আমার বিশ্বাসী বান্দার অন্তরে।*

যে বোকারা ভাবে যে তাদের নশ্বর মনের সীমারেখাই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার সীমানা, তাদের জন্য করুণা। যে অজ্ঞ ব্যক্তি ভাবে যে সে সৃষ্টিকর্তার সাথে নিজের ঋণ নিয়ে আলোচনায় বসতে পারবে, তার জন্যেও করুণা। এসব মানুষ কি মনে করে যে স্রষ্টা কোনো এক মুদী দোকানি, যিনি দাড়িপাল্লায় আমাদের পাপ এবং পুণ্যকে মেপে দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন? নাকি তিনি কোনো কেরানী, নিজের হিসাবের খাতায় অনর্গল লিখে চলেছেন আমাদের পাপের ফিরিস্তি, যাতে আমরা তাকে কোনো এক দিনে সেই পাপের জরিমানা দিতে পারি? সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি এই ধারণাই রাখে তারা?

আমার স্রষ্টা কোনো দোকানিও নন, কেরানীও নন। আমার স্রষ্টা এক মহান স্রষ্টা। এক জীবন্ত স্রষ্টা! প্রাণহীন স্রষ্টাকে দিয়ে কি করব আমি? তিনি তো জীবিত। তার নাম যে আল-হাই–চিরজীবি। কেন আমি অন্তহীন ভয় আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন পার করব, কেন নিজেকে বেঁধে রাখব বিধিনিষেধ আর নিয়মকানুনের বেড়াজালে? আমার সৃষ্টিকর্তার দয়া তো অন্তবিহীন। তার নাম

BanglaBook.org

যে আল-ওয়াদুদ। সকল প্রশংসার যোগ্য তিনি। আমার সকল বাক্য, সকল কর্মে আমি কেবল তারই প্রশংসা করি, তার প্রশংসা আমার কাছে শ্বাস প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। তার নাম যে আল-হামিদ। কিভাবে আমি গুজব ছড়াব, বদনাম করব, যখন অন্তরের গভীরে আমি জানছি যে স্রষ্টা সবই দেখছেন, সবই শুনছেন? তার নাম যে আল-বাসির। তিনি সকল স্বপ্ন, সকল আশার চাইতেও সুন্দর।

আল-জামাল, আল-কাইউম, আল-রাহমান, আল-রাহিম। খরা এবং বন্যায়, খরতাপ এবং পিপাসায় আমি কেবল তার জন্যই গান গাইব, নাচব, যতক্ষণ না আমার হাঁটু ভেঙে আসে, আমার শরীর হাল ছেড়ে দেয়, আমার হৃৎপিণ্ড থেমে যায়। আমার সত্তাকে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবো, পরিণত হবো সেই অন্তবিহীন শূন্যতার মাঝে একটি বিন্দুতে, নিঃসীম নিশ্চিহ্নতার অভিযাত্রীতে, সৃষ্টিকর্তার মহিমাময় সৃষ্টির মাঝে ধুলিকণার ভেতর একটি ধুলিকণায়। কৃতজ্ঞচিত্তে, আনন্দের সাথে, নিরন্তরভাবে তার মহিমা, তার দয়ার গুণগান গাইব আমি। আমাকে তিনি যা দিয়েছেন এবং যা দেননি তার সব কিছুর জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ একমাত্র তিনিই জানেন যে আমার জন্য কোনটি অধিক শ্রেয়তর।

আমার তালিকার আরও একটি নিয়ম মনে পড়তে নতুন করে আনন্দ আর আশার স্রোতে ভাসলাম আমি। *সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্থান একটি আলাদা স্তরে। 'তার মাঝে আমি আমার নিঃশ্বাস ফুঁকে দিয়েছি,' বলেছেন স্রষ্টা। আমাদের প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর বুকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো, কখনও কি সেই প্রতিনিধির মতো আচরণ করো তুমি? মনে রেখো, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে নিজের ভেতরের সেই ঐশ্বরিক উপস্থিতিকে খুঁজে বের করা, এবং তার দেখানো পথে জীবনযাপন করা।*

সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসায় নিজেদের সঁপে দেয়ার বদলে, নিজের অহং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার বদলে ধর্মান্ধরা কেবল অন্য মানুষের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, এবং সৃষ্টি করে আতঙ্কের স্রোত। এই মহাবিশ্বের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকায় তারা, তাই সেখানে খুঁজে পায় অজস্র ভয়ঙ্কর বস্তু। ভূমিকম্প, খরা, অথবা যে কোনো দুর্যোগেই তারা ঐশ্বরিক ক্রোধের চিহ্ন খুঁজে পায়—অথচ স্রষ্টা সরাসরি বলে দিয়েছেন, *নিশ্চয়ই আমার ক্রোধের চাইতে আমার দয়ার পরিমাণ বেশি।* কোনো না কোনো কারণে সর্বদা অন্যদের উপর রেগে থাকে তারা, মনে হয় যেন তাদের ইচ্ছা এই যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা নিজে এসে তাদের হয়ে প্রতিশোধ নেবেন। তাদের জীবন আর কিছুই নয়, বরং নিরবিচ্ছিন্ন তিক্ততা আর শত্রুতার সমষ্টি মাত্র, তারা যেখানেই যায় সেখানেই তাদের কালো মেঘের মতো তাড়া করে ফেরে এক তীব্র অসন্তুষ্টির যাতনা। তাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই ঢাকা পড়ে যায় সেই মেঘের আড়ালে।

BanglaBook.org

বিশ্বাসের সংজ্ঞায় একটি ব্যাপার আছে, যাকে তুলনা করা যায় গাছের কারণে অরণ্যকে দেখতে না পাওয়ার সাথে। ধর্মের মূল উপাদানগুলোর সমষ্টি যা, তার চাইতে ধর্মের সমগ্র সংজ্ঞা অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত। আর সেই সামগ্রিক সংজ্ঞার আলোকেই বিচার করতে হয় প্রতিটি নিয়মকে। ধর্মের সারকথার মাঝেই লুকিয়ে আছে সেই সামগ্রিক সংজ্ঞা।

কোরআনের সারকথার সন্ধান করা এবং তাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করার বদলে ধর্মান্ধরা কোনো একটি বা দুটি নির্দিষ্ট আয়াতকে বেছে নেয়, এবং তাদের ভয়ার্ত মন সেই আয়াতগুলোর মাঝে যে অর্থ খুঁজে নিতে চায় তাকেই প্রাধান্য দেয়। সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চায় যে শেষ বিচারের দিনে সকল মানুষকে বাধ্য করা হবে পুলসিরাতের উপর দিয়ে হাঁটতে, যা চুলের চাইতেও সরু, ক্ষুরের চাইতেও ধারালো। পাপীরা সেই সেতু পার হতে পারবে না, পড়ে যাবে নিচের নরকের মাঝে। সেখানে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে তারা। আর যারা পুণ্যের মাঝে জীবন কাটিয়েছে তারা সহজেই সেই সেতু পার হয়ে অপর পারে পৌঁছে যাবে। সেখানে তাদের উপহার দেয়া হবে সুস্বাদু ফল, সুমিষ্ট পানি, এবং সুন্দরী কুমারীদের। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণার সারকথা এটুকুই। পুরস্কার এবং শাস্তি, আগুন এবং সুস্বাদু ফল, দেবদূত এবং শয়তান নিয়ে তাদের মস্তিষ্ক এতই ব্যস্ত থাকে যে তারা সৃষ্টিকর্তার কথাই ভুলে যায়! তারা কি চল্লিশ নীতির একটি জানে না, যেখানে বলা হয়েছে : *নরক তো এখানেই, এই মুহূর্তেই। স্বর্গও তাই। নরক নিয়ে ভয় পাওয়া অথবা স্বর্গের আশায় থাকা ছেড়ে দাও, কারণ তারা উভয়েই এই মুহূর্তেই বিদ্যমান। প্রতিবার যখন আমরা ভালোবাসি, তখনই আমরা স্বর্গের সন্ধান পাই। আর প্রতিবার যখন আমরা ঘৃণা করি, হিংসা করি, অথবা কারও সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হই, তখনই নরকের আগুন আমাদের গ্রাস করে।* পঁচিশ নম্বর নীতিতে এটাই বলা হয়েছে।

একজন মানুষ যখন নিজের বিবেকের তীব্র দংশনে দংশিত হয়, বুঝতে পারে যে সে অত্যন্ত খারাপ কিছু করে ফেলেছে, তখন সে যে কষ্টের মাঝ দিয়ে যায় তার সাথে কি আর কোনো নরকের তুলনা হতে পারে? সেই মানুষকে জিজ্ঞেস করো। সে তোমাকে বলবে, নরক কাকে বলে। আবার কোনো মানুষের সামনে যখন তার জীবনের কোনো এক বিরল মুহূর্তে এই মহাবিশ্বের দরজা খুলে যায়, যখন তার মনে হয় যে অনন্ত গোপনের রহস্য জানতে পেরেছে সে, সৃষ্টিকর্তার সাথে একাত্ম হতে পেরেছে–তার চাইতে আনন্দ কি কোনো স্বর্গ দিতে পারে? সেই মানুষকে জিজ্ঞেস করো। সে তোমাকে বলবে, স্বর্গ কাকে বলে।

BanglaBook.org

তাহলে মৃত্যুপরবর্তী জীবন, কাল্পনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন, যখন বর্তমান মুহূর্তই হচ্ছে একমাত্র সময় যাতে নিজেদের জীবনে সৃষ্টিকর্তার

উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয়ই অনুভব করতে পারি আমরা? নরকে শাস্তির ভয় অথবা স্বর্গের আনন্দের লোভ- এই দুইয়ের কোনোটিই একজন সুফির মনকে প্রভাবিত করতে পারে না। একজন সুফি তার সৃষ্টিকর্তাকে শুধু ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসে, এবং তার ভালোবাসা হচ্ছে সবচেয়ে খাঁটি, বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র এবং আপোষহীন।

ভালোবাসাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, ভালোবাসাই হলো কারণ।

আর যখন তুমি সৃষ্টিকর্তাকে এত বেশি ভালোবাসবে, তখন শুধু তাকে নয়, বরং তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হবে তোমার। আর কোনো ভেদাভেদ জ্ঞান থাকবে না তোমার কাছে। সেই মুহূর্ত থেকে "আমি" বলে আর কিছু থাকবে না। নিজেকে তোমার মনে হবে এক অসীম শূন্য বলে, যার পরিধি এত বিশাল যে তার মাঝে হারিয়ে যাবে তোমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব।

সেদিন আমি এবং রুমি বসে বসে এসব ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলল সে, তারপর এই কথাগুলো উচ্চারণ করল :

'খ্রিস্টান নই, ইহুদী নই, মুসলিম নই, হিন্দু, বৌদ্ধ, সুফি অথবা জৈনও নই। কোনো ধর্ম বা সাংস্কৃতিক ধারার অনুসারী নই আমি। পুবের নই, পশ্চিমেরও নই... *আমি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চিহ্নের চিহ্ন।'*

রুমির ধারণা, সে কখনও কবি হতে পারবে না। কিন্তু ওর ভেতরেই যে এক কবি বাস করছে। এবং অমিত প্রতিভাবান সেই কবি! আর এখন তার চিহ্ন বের হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

হ্যাঁ, রুমি ঠিকই বলেছে। সে পুবেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। সে কেবল ভালোবাসার রাজ্যের বাসিন্দা। সকল প্রেমিকের উত্তরাধিকারী সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এলা

নর্দাম্পটন, ১২ জুন, ২০০৮

বিশেষ কোনো চেষ্টার দরকার হয়নি, বেশ সহজেই মধুর অবিশ্বাস বইটার উপর রিপোর্ট লেখার কাজ শেষ করে এনেছে এলা। এখন কেবল টুকিটাকি সম্পাদনার কাজগুলো সেরে নিচ্ছে। যদিও উপন্যাসের খুঁটিনাটি নিয়ে আজিজের সাথে আলোচনা করার জন্য খুবই ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু পেশাদারিত্বের খাতিরে বিরত রয়েছে কাজটা থেকে। কারণ সেটা একেবারেই ঠিক হবে না। অন্তত নিজের কাজটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আজিজের সাথে কোনো কথা বলবে না ও। এমনকি আজিজকে ও এটাও বলেনি যে তার উপন্যাসটা পড়ে শেষ করার পর রুমির একটা কবিতা সংগ্রহ কিনে এনেছে, এবং প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অন্তত কয়েকটা কবিতা পড়ছে সেখান থেকে। উপন্যাসের উপর নিজের কাজকে খুব যত্নের সাথে লেখকের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে ও। কিন্তু জুন মাসের বারো তারিখে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে ওর সেই যত্নের সাথে টানা সীমারেখাটা অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেল।

সেই দিনের আগ পর্যন্ত আজিজের কোনো ছবি দেখার সুযোগ হয়নি এলার। ওয়েব সাইটে তার কোনো ছবি নেই, সে দেখতে কেমন সে সম্পর্কে এলার কোনো ধারণাও নেই। শুরুতে একজন অচেনা, মুখহীন মানুষের কাছে ইমেইল লেখার ব্যাপারটা ও বেশ উপভোগ করছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বাড়তে শুরু করেছে ওর কৌতূহল, এবং ফিরতি ইমেইলগুলোর সাথে একজন মানুষের চেহারাকে মিলিয়ে নেয়ার ইচ্ছেটা বারবার খোঁচা দিচ্ছে ওকে। আজিজও কখনও এলার কোনো ছবি চায়নি, যেটা ওর কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে।

তাই, হঠাৎ করেই আজিজের কাছে নিজের একটা ছবি পাঠিয়ে দিল এলা। ছবিটায় বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ও, প্রিয় কুকুর স্পিরিটের সাথে। পরনে একটা পাতলা, নীল রঙের পোশাক যাতে ওর শরীরের ভাজগুলো খুব হালকাভাবে বোঝা যাচ্ছে। ছবিতে হাসি দেখা যাচ্ছে এলার মুখে–আধা আনন্দের, আধা বিভ্রান্তির একটা হাসি। আঙুলগুলো শক্ত করে

চেপে ধরে রেখেছে কুকুরটার কলার, যেন তার মাঝ থেকে কিছুটা শক্তি নিজের মাঝে নিয়ে আসতে চাইছে। মাথার উপর ধূসর বেগুনি রঙে ছেয়ে আছে আকাশ। এটা যে এলার সবচেয়ে ভালো ছবিগুলোর একটা তা বলা যাবে না, কিন্তু এর মাঝে অনেকটা অলৌকিক, আধ্যাত্মিক কিছু একটা আছে—এই পৃথিবীর কিছু বলে মনে হয় না। অন্তত এলার তো তাই ধারণা। ইমেইলে ছবিটা এটাচ করে পাঠাল ও, তারপর আর কিছু না বলে অপেক্ষা করতে লাগল। ছবিটা পাঠিয়ে পরোক্ষভাবে ও আজিজকেও তার একটা ছবি পাঠাতে অনুরোধ করেছে।

ওর অনুরোধ রক্ষা করল আজিজ।

আজিজের পাঠানো ছবিটা দেখার পর এলার মনে হলো, এটা নিশ্চয়ই দূর প্রাচ্যের কোনো দেশে তোলা হয়েছে, যদিও পৃথিবীর ওই প্রান্তে কখনও পা রাখা হয়নি ওর। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে আজিজকে ঘিরে ধরে রেখে আছে দশ-বারোটা বিদেশি চেহারার শিশু, বিভিন্ন বয়সের। তার পরনে কালো ট্রাউজার এবং শার্ট। হালকা পাতলা গড়ন, খাড়া নাক, সুগঠিত চোয়াল। লম্বা, ঢেউ খেলানো কালো চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখদুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, তাতে খেলা করছে প্রাণশক্তি এবং আরও একটা জিনিস, যেটাকে চিনতে পারল এলা—মায়া। এক কানে দুল পরে আছে সে, গলায় একটা চেইন। তাতে অদ্ভুত নকশার একটা লকেট আটকানো, জিনিসটা ঠিক চিনতে পারল না এলা। পেছনে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসে ঘিরে রাখা রূপালি একটা হ্রদ। এক কোণায় কিছু একটা বা কারও একজনের ছায়া পড়েছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, ছবির ফ্রেমের বাইরে রয়েছে।

ছবির মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এলার হঠাৎ মনে হলো, একে যেন কোথা থেকে চেনে সে। অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি, ও যেন নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে যে এই মানুষটাকে আগেও দেখেছে ও।

তারপরেই ওর মনে পড়ল।

শামস তাবরিজির সাথে আজিজ জাহারার খুব বেশি মিল। পাণ্ডুলিপিতে লেখা কাহিনীতে শামস তাবরিজি যখন রুমির সাথে দেখা করার জন্য কোনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল, তার আগে শামসের যে চেহারা ছিল তার সাথে হুবুহু মিলে যায় আজিজের চেহারা। এলার মনে হলো, আজিজ কি ইচ্ছে করেই তার বইয়ের প্রধান চরিত্রকে নিজের আদলে তৈরি করেছে? কে জানে, লেখক হিসেবে এই কাজটা সে করতেই পারে, ঠিক যেমন সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তার নিজের আদলে সৃষ্টি করেছেন।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আরেকটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এল ওর। এমন কি হতে পারে যে শামস তাবরিজির চেহারা যে বর্ণনা বইতে দেয়া হয়েছে, সত্যিই দেখতে তেমনই ছিল সে? আর সে ক্ষেত্রে এর একটাই অর্থ

BanglaBook.org

দাঁড়ায়। তা হলো, আট শ বছরের ব্যবধানে একই রকম চেহারা নিয়ে জন্ম নিয়েছে দুটো মানুষ। কে জানে, হয়তো এই মিলের উপর লেখকের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, হয়তো সে জানতই না এ ব্যাপারে। ব্যাপারটা নিয়ে এলা যতই চিন্তা করল, ততই ওর মনে হতে লাগল যে শামস তাবরিজি আর আজিজ জাহারার মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক আছে যা নিছক কোনো লেখকের খেয়াল নয়, বরং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

এই আবিষ্কারের ফলে দুটো প্রভাব পড়ল এলার মনে। প্রথমত, ওর ইচ্ছে হলো যে আরও একবার শুরু থেকে পড়ে মধুর অবিশ্বাসের পাণ্ডুলিপি, তবে এবার সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এবার উপন্যাসের কাহিনি জানার উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রধান চরিত্রের মাঝে লুকিয়ে থাকা লেখককে খুঁজতে, শামস তাবরিজির মাঝে আজিজকে দেখতে।

দ্বিতীয়ত, আজিজের পরিচয় নিয়ে আরও কৌতুহলী হয়ে উঠল ও। কে সে? কি তার ইতিহাস? আগের একটা ইমেইলে আজিজ বলেছিল যে সে জাতিতে স্কটিশ, তাহলে তার নাম এমন কেন–আজিজ? এটা কি তার আসল নাম? নাকি তার সুফি নাম? আর হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। সুফি হওয়া বলতে আসলে কি বোঝায়?

আরও একটা জিনিস খুব চুপিসারে জায়গা করে নিতে শুরু করেছে ওর মনে কামনার একদম প্রাথমিক, প্রায় অদৃশ্য চিহ্ন। শেষবার এই অনুভূতি বোধ করার পর এত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে যে প্রথম দিকে এলা নিজেই ওটাকে চিনতে পারল না। কিন্তু বোধটা বিদেয় হলো না ওর মন থেকে, বরং ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে খোঁচাতে লাগল ওকে। এলা বুঝতে পারল, ছবির ওই মানুষটাকে ও মন থেকে কামনা করে। কল্পনা করতে চাইল, তাকে চুমো খেতে কেমন লাগবে।

এবং চিন্তাটা ওর কাছে এতই অপ্রত্যাশিত এবং লজ্জাজনক বলে মনে হলো যে তড়িঘড়ি করে ল্যাপটপের ডালাটা বন্ধ করে দিল ও, যেন ভয় পাচ্ছে যে ছবিতে দেখা মানুষটা কোনো এক অদৃশ্য জাদুবলে ওকেও টেনে নিতে পারে ভেতরে।

BanglaBook.org

বেবার্স নামের প্রহরী

কোনিয়া, ১০ জুলাই, ১২৪৫

‘বেটা বেবার্স, কাউকে বিশ্বাস করবে না,’ আমার চাচা বলেন। ‘কারণ এই দুনিয়াটা দিন দিন আরও দূষিত হয়ে উঠছে।’ তার মতে, একমাত্র যে সময়টায় পরিস্থিতি ভালো ছিল তা হচ্ছে সেই সোনালি যুগ, যখন নবী মুহাম্মদ, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক; নিজে জীবিত থেকে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়েছে অবক্ষয়। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমি বলব যে দুজনের বেশি মানুষ থাকলে যে কোনো জায়গাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। এমনকি নবীর সময়েও মানুষের মাঝে শত্রুতা ছিল, তাই না? যুদ্ধই হচ্ছে জীবনের মূল। সিংহ খায় হরিণকে, আর তার খাওয়ার পর যা বকি থাকে সেগুলোকে চেটেপুটে সাফ করে শকুনের দল। প্রকৃতি নিষ্ঠুর। মাটিতে, সাগরে, আকাশে, প্রতিটি প্রাণীর জন্যই একটি নিয়ম সত্যি। বেঁচে থাকার কেবল একটাই উপায় শত্রুর চাইতে চালাক, আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা। বেঁচে থাকতে হলে লড়তে হবে, এর চাইতে স্বাভাবিক আর কোনো কথাই হতে পারে না।

আমাদেরও লড়াই করতে হবে। এমনকি একেবারে অবোধ শিশুও বুঝতে পারবে যে আজকের পৃথিবীতে আর কোনো উপায় নেই। পাঁচ বছর আগে যখন শান্তি আলোচনার উদ্দেশ্যে চেঙ্গিস খানের পাঠানো এক শ মোঙ্গল কূটনীতিককে হত্যা করা হলো, তখন থেকেই ঝামেলার শুরু। তারপরই রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল চেঙ্গিস খান, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেই কূটনীতিকদের কেন এবং কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। কেউ কেউ সন্দেহ করে যে চেঙ্গিস খান নিজেই তাদের হত্যা করেছে, যাতে এই যুদ্ধের অজুহাত তৈরি করা যায়। হতেও পারে। কখনও নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই এ সব ব্যাপারে। কিন্তু যেটা আমি নিশ্চিতভাবে জানি সেটা হলো, গত পাঁচ বছরে পুরো খোরাসান এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছে মোঙ্গলরা, যেখানে গেছে সেখানেই কায়েম করেছে ধ্বংস আর মৃত্যুর রাজত্ব। দুই বছর আগে কোসেদাগে সেলজুক সেনাবাহিনীকেও পরাজিত করেছে তারা, এবং সুলতানকে বাধ্য করেছে করদ শাসক হিসাবে সিংহাসনে বসতে।

BanglaBook.org

মোঙ্গলরা যে আমাদের একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেয়নি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমরা বেঁচে থাকলেই ওদের বেশি লাভ।

যুদ্ধের অস্তিত্ব হয়তো সেই সময়ের শুরু থেকেই আছে, অন্তত যখন কেইন তার ভাই আবেলকে খুন করেছিল। কিন্তু এই মোঙ্গলদের মতো কোনো কিছু কখনও দেখিনি আমরা। অনেকগুলো দিক দিয়েই আমাদের চাইতে দক্ষ ওরা। বিভিন্ন রকম অস্ত্র ব্যবহার করে, প্রতিটির ব্যবহার আলাদা আলাদা। প্রতিটি মোঙ্গল সৈন্যের কাছে থাকে একটি মুগুর, একটি কুড়াল, একটি চওড়া ফলার তলোয়ার, এবং একটি বর্শা। এর উপর আবার ওদের কাছে এমন সব তীর আছে যেগুলো বর্ম ভেদ করতে পারে, একটা সম্পূর্ণ গ্রামকে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারে, শিকারের দেহে বিষ ছড়িয়ে দিতে পারে, অথবা ভেদ করতে পারে মানুষের শরীরের সবচেয়ে শক্ত হাড়। ওদের কাছে এমনকি শিষ দেয়া তীরও আছে, যেগুলো যুদ্ধের সময় এক দল থেকে আরেক দলে সংকেত পাঠাতে ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধবিদ্যায় এমন দক্ষতা, এবং ভয় পাওয়ার মতো কোনো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস না থাকার কারণে ওরা হয়ে উঠেছে অজেয়। চলার পথে যতগুলো শহর, নগর এবং গ্রাম পড়ে তার সবগুলোকেই ছারখার করে দিয়ে যায় ওরা। এমনকি বুখারার মতো প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহরও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি, পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। আর শুধু মোঙ্গলরা নয়। ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেমকে পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদের, আর বাইজ্যান্টাইনদের দিক থেকে আসা চাপ এবং শিয়া ও সুন্নীদের শত্রুতার কথা নতুন করে নাই বা বললাম। চারদিকে যখন এত শত্রু, তখন কিভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাব আমরা?

এ কারণেই রুমির মতো লোকদের অসহ্য লাগে আমার কাছে। সবাই তার সম্পর্কে কি ভাবল তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাছে সে একজন কাপুরুষ, যে শুধু কাপুরুষতা এবং ভীরুতা ছড়িয়ে বেড়ায়। আগে হয়তো একজন ধর্মীয় গবেষক হিসেবে ভালোই ছিল সে, কিন্তু ওই শয়তান শামসের আগমনের পরেই তার বিপথগামিতা শুরু হয়েছে। ইসলামের শত্রুরা যখন ক্রমেই সংখ্যায় বাড়ছে, তখন রুমি কিসের কথা প্রচার করছে? প্রশান্তি! আত্মসমর্পণ!

ভাই, ব্যথাকে সহ্য করো। নিজের প্রবৃত্তির বিষ থেকে এড়িয়ে চলো। যদি তা করতে পারো, তাহলে আকাশও তোমার সৌন্দর্যের সামনে মাথা নিচু করবে... ঠিক যেভাবে গোলাপের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে যায় কাঁটা। মহাবিশ্বের সাথে তখন একাকার হতে পারে ব্যক্তিসত্তা...

রুমি বলে কেবল আত্মসমর্পণের কথা, যেন মুসলিমদের এক দল শান্ত, শিষ্ঠ ভেড়ার পালে পরিণত করতে চায় সে। সে বলে, প্রত্যেক নবীর জন্যই

এক দল নির্দিষ্ট অনুসারী ছিল, এবং প্রতিটি দলের জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়। "ভালোবাসা" ছাড়াও তার প্রিয় শব্দগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "ধৈর্য", "ভারসাম্য", এবং "সহ্য করা"। রুমির কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে নিজেদের ঘরে বসে শত্রুদের হাতে জবাই হওয়া অথবা অন্য কোনো বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। আর আমি নিশ্চিত যে এমন কিছু ঘটে গেলেও কোনো পরিবর্তন আসবে না রুমির মাঝে। শান্ত চোখে ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাবে সে, বলবে যে সবই নিয়তির লিখন। কিছু কিছু মানুষ নাকি তাকে বলতে শুনেছে, "বিদ্যালয়, মসজিদ আর মিনার যখন পৃথিবীর বুক থেকে সরে যাবে, কেবল মাত্র তখনই দরবেশরা তাদের সমাজ শুরু করতে পারবে।" এটা কেমন কথা হলো?

আর তাছাড়া ভালো করে চিন্তা করলে বোঝা যায়, রুমি এই শহরে বাস করছে তার একমাত্র কারণ হলো, অনেক বছর আগে তার পরিবার আফগানিস্তান ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে এসেছিল আনাতোলিয়ায়। সে সময় সেলজুক সুলতানের কাছ থেকে যে সব প্রভাবশালী লোকজন আশ্রয় এবং সাহায্য পেয়েছিল তাদের মধ্যে রুমির বাবাও ছিল। আফগানিস্তানের দুর্গম, বিপদসংকুল এলাকা ছেড়ে তাই কোনিয়ার শান্ত পরিবেশে আশ্রয় নিয়েছিল রুমির পরিবার। মানুষের ভালোবাসা এবং মনোযোগ পেয়ে এসেছে তারা সব সময়, এখানে সবাই তাদের গুরুত্ব দিয়েছে। যখন কারও ইতিহাস এমন হয়, তখন তো তার কাছ থেকে আত্মসমর্পণের কথা ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না!

সে দিন একটা গল্প শুনলাম আমি, যেটা বাজারের কয়েকজন লোককে বলেছিল শামস তাবরিজি। গল্পটা এমন *নবীর সঙ্গী এবং উত্তরাধিকারী আলি একবার এক বিধর্মীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছিলেন। লোকটাকে কোণঠাসা করে তার বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিতে যাবেন আলি, এই সময় হঠাৎ করেই মুখ তুলে তার দিকে এক দলা থুতু ছিটিয়ে দিল সেই বিধর্মী। সাথে সাথে তলোয়ার ফেলে দিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলেন আলি, তারপর চলে গেলেন সেখান থেকে। দারুণ অবাক হয়ে গেল সেই বিধর্মী। আলির পিছু নিল সে, জানতে চাইল যে কেন তিনি তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন।*

'কারণ আমি তোমার উপর প্রচণ্ড রেগে গেছি,' জবাব দিলেন আলি।

'তাহলে আমাকে হত্যা করছ না কেন?' প্রশ্ন করল বিধর্মী। 'বুঝতে পারছি না আমি।'

এবার আলি তাকে বুঝিয়ে বললেন। 'যখন তুমি আমার মুখে থুতু দিলে, তখন আমার প্রচণ্ড রাগ হলো। আমার নাফস জেগে উঠে প্রতিশোধ নিতে চাইল। এখন যদি আমি তোমাকে হত্যা করি, তাহলে তা হবে আমার নাফসের কথাকে গুরুত্ব দেয়া। এবং সেটা হবে অনেক বড় একটা ভুল।'

BanglaBook.org

এই কথা বলেই আলি লোকটাকে ছেড়ে দিলেন। সেই বিধর্মী এতে দারুণ অবাক হলো, এবং আলির বন্ধু ও অনুসারীতে পরিণত হলো সে। পরবর্তীতে সে নিজের ইচ্ছাতেই ইসলাম গ্রহণ করে।

শামস তাবরিজি তাহলে এ ধরনের গল্পই মানুষকে বলে বেড়াচ্ছে। আর গল্পের শিক্ষাটা কি দাঁড়াল? বিধর্মীদের তোমার মুখে থুতু দিতে দাও! আরে আমি তো বলি, মাথা খারাপ? বিধর্মী হোক বা না হোক, কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই এই বেবার্সের মুখে থুতু দেয়।

BanglaBook.org

এলা
নর্দাম্পটন, ১৩ জুন, ২০০৮

ব্যাপারটা বারবার ভাবিয়ে তুলতে লাগল এলাকে। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে আজিজের কাছে ইমেইল লিখতে বসল ও।

প্রিয় আজিজ,
তোমার হয়তো মনে হবে যে আমি পাগলামি করছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞেস করা খুব দরকার আমার তুমিই কি শামস? অথবা এর উল্টোটা, শামসই কি তুমি?
এলা

•••

প্রিয় এলা,
শামস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে রুমিকে এক স্থানীয় ধর্মপ্রচারক থেকে পরিণত করেছিল পৃথিবী-বিখ্যাত কবি এবং সাধকে। মাস্টার সামিদ আমাকে বলতেন, "কিছু কিছু মানুষের ভেতর যদি শামসের সমান গুণাবলি থেকেও থাকে, তাহলে কি লাভ? সেগুলোকে দেখতে পাওয়ার মতো রুমি কোথায়?"
শুভেচ্ছাসহ,
আজিজ

•••

প্রিয় আজিজ,
মাস্টার সামিদ কে?
এলা

•••

প্রিয় এলা,
সে অনেক লম্বা গল্প। তুমি কি সত্যিই শুনতে চাও?
আজিজ

•••

প্রিয় আজিজ,
আমার হাতে সময়ের কোনো অভাব নেই।
ভালোবাসাসহ,
এলা

BanglaBook.org

রুমি

কোনিয়া, ২ আগস্ট, ১২৪৫

বহু দিন ধরে তুমি ভেবে এলে, তোমার জীবনে কোনো অতৃপ্তি নেই, সবই পাওয়া হয়ে গেছে। তারপরেই হঠাৎ কেউ একজন এসে তোমাকে বুঝিয়ে দিল, সারা জীবন আসলে কিসের অভাব ছিল তোমার। উপস্থিত বস্তুর বদলে অনুপস্থিতকে দেখাতে পারে এমন এক আয়নার মতো সে তোমার সত্তার শূন্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, যা এতদিন তুমি দেখেও দেখোনি। সেই মানুষটি হতে পারে কোনো প্রেমিক, বন্ধু, অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। হতে পারে একটি শিশু, যাকে প্রতিনিয়ত দেখাশোনা করতে হয়। তার পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোমার আত্মার সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করা। প্রত্যেক নবীকেও এই একই উপদেশ দেয়া হয়েছে *তাকে খুঁজে নাও, যে তোমার আয়না স্বরূপ!* আমার জন্য সেই আয়না হচ্ছে শামস তাবরিজি। যখন সে হাজির হলো, এবং আমাকে বাধ্য করল আমার আত্মার গভীরে উঁকি দিতে, তখনই শুধু আমি সত্যি কথাটা বুঝতে পারলাম বাইরে যতই সফল এবং সুখী মনে হোক না কেন, নিজের ভেতরে আমি একাকী, অসম্পূর্ণ।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। হয়তো বহু বছর ধরে একটি ব্যক্তিগত অভিধান রচনা করল কেউ। সেখানে প্রতিটি ধারণার সংজ্ঞাকে নিজের মতো করে লিপিবদ্ধ করল সে, যেমন "সত্য", "সুখ", অথবা "সৌন্দর্য"। জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই অভিধানের সাহায্য নিতে থাকল সে, চিরন্তন সত্যি বলে ধরে নিল প্রতিটি সংজ্ঞাকে। তারপর একদিন হুট করে উপস্থিত হলো এক আগন্তুক, তার কাছ থেকে সেই অভিধান ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'তোমার সব সংজ্ঞাকে নতুন করে লিখতে হবে,' বলল সে। 'যা যা এতদিন শিখেছ, সব এখন ভুলে যেতে হবে তোমাকে, নতুন করে শিখতে হবে।'

আর সেই মানুষটাও তখন মস্তিষ্কের কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু হৃদয়ের কাছে স্পষ্ট কোনো কারণে আপত্তি না করে বা ক্ষেপে না উঠে খুশিমনে রাজি হয়ে

BanglaBook.org

গেল আগন্তুকের কথায়। শামসও আমাকে একই ভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের বন্ধুত্ব থেকে বহু কিছু শিখেছি আমি। কিন্তু তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ যেটা, আমাকে সবকিছু আবার নতুন করে শিখতে শিক্ষা দিয়েছে সে।

যখন তুমি কাউকে এত বেশি ভালোবাসো, তখন তোমার মনে হয় যে চারপাশের সবাই বোধহয় তোমার মতোই বোধ করে, তোমার মতোই আনন্দ আর উচ্ছ্বাস খেলা করে তাদের মনে। কিন্তু যখন সেটা বাস্তবে না ঘটে তখন তুমি প্রথমে অবাক হও, তারপর ক্ষুব্ধ বোধ করো।

আমি যা দেখি, তা কিভাবে আমার পরিবার এবং বন্ধুদের দেখাব? যাকে বর্ণনা করা অসম্ভব, তাকে আমি কিভাবে বর্ণনা দেবো? শামস আমার কাছে দয়া এবং ভালোবাসার সাগর স্বরূপ। সে আমার সত্য এবং বিশ্বাসের সূর্য। আমি তার নাম দিয়েছি সত্তার রাজাধিরাজ। আমার কাছে সে জীবনের ফল্‌গুধারা, রহস্যময় এবং চিরসবুজ সাইপ্রেস গাছ। তার সঙ্গ আমার কাছে কোরআনের চতুর্থ স্রোতের মতো–এমন এক ভ্রমণ, যাকে কেবল ভেতর থেকেই স্পর্শ করা যায়, বাইরে থেকে নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ মানুষই তাদের শোনা কথার উপর ভিত্তি করে বিচার করতে ভালোবাসে। তাদের কাছে শামস এক পাগলাটে দরবেশ। তারা বলে যে তার আচরণ উদভ্রান্ত, কথাবার্তায় ধর্মবিরোধীতা। কখন কি করে বসবে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমার কাছে সে ভালোবাসার প্রতিনিধি। সেই ভালোবাসা, যা মহাবিশ্বকে পরিচালনা করে। কখনও আড়াল থেকে সবকিছুকে গেঁথে রাখে একই সুতোয়, কখনও সহস্র আলোর ঝলকানি হয়ে বিস্ফারিত হয়। এমন পরিচয় জীবনে কেবল একবারই হতে পারে। আটত্রিশ বছরে একবার।

শামস আমাদের জীবনে পা রাখার পর থেকেই লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তার ভেতর আমি কি এমন দেখেছি। কিন্তু তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার সাধ্য আমার নেই। দিনের শেষে সেই মানুষগুলোই প্রশ্ন করে যারা আমার অনুভূতিকে বুঝতে পারবে না। আর যারা আমার অনুভূতিকে বুঝবে, তারা কখনও এমন প্রশ্ন করতে আসবে না।

নিজের এই বিভ্রান্ত অবস্থায় আমার স্মরণ হয় লায়লা এবং আব্বাসীয় বংশের সেই বিখ্যাত খলিফা, হারুন-অর-রশিদের কথা। খলিফা যখন শুনলেন যে কায়েস নামের এক বেদুইন কবি লায়লার প্রেমে পাগল হয়ে গেছে, এবং যে কারণে তাকে সবাই নাম দিয়েছে মজনু–অর্থাৎ উন্মাদ, তখন দারুণ কৌতুহলী হয়ে উঠলেন তিনি। কে সেই নারী, যার কারণে এই দুর্দশায় ভুগছে মজনু?

এই লায়লা নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ নারী, ভাবলেন তিনি। হয়তো অন্য সব নারীর চাইতে সুন্দর তার চেহারা। হয়তো কোনো এক মায়াবিনী, সৌন্দর্য এবং মোহনীয়তায় যার কোনো জুড়ি নেই।

BanglaBook.org

দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন খলিফা, এবং লায়লাকে নিজের চোখে একবার হলেও দেখার জন্য সম্ভাব্য সব রকম পথের আশ্রয় নিলেন।

অবশেষে একদিন লায়লাকে নিয়ে আসা হলো সম্রাটের প্রাসাদে। যখন সে তার ঘোমটা সরাল, সাথে সাথে হারুন-অর-রশিদের বিভ্রান্তির পর্দাও সরে গেল। লায়লা যে খুব একটা কুৎসিত বা বয়সী তা নয়, বিকলাঙ্গও নয় সে। দোষক্রটি নিয়ে সাধারণ একজন মানুষ, যার সবকিছুই সাধারণ। তার মতো নারী আরও অসংখ্য আছে এই পৃথিবীতে।

নিজের অসন্তোষ লুকাতে পারলেন না খলিফা। 'তুমিই কি সেই নারী, যার জন্য মজনু পাগল হয়ে গেছে? কেন, তোমাকে তো মোটেই তেমন সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে না। কি আছে তোমার ভেতরে?'

হাসি ফুটল লায়লার মুখে। 'হ্যাঁ, আমিই সেই লায়লা। কিন্তু আপনি তো মজনু নন,' জবাব দিল সে। 'যদি মজনুর চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে পারেন, তাহলেই এই রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হবে আপনার পক্ষে, যে রহস্যের নাম ভালোবাসা।'

সেই একই রহস্যের কথা কিভাবে আমি বুঝিয়ে বলব আমার পরিবার, বন্ধু আর শিষ্যদের? কিভাবে তাদের বোঝাব যে শামস তাবরিজির মধ্যে বিশেষ কি আছে তা বুঝতে হলে তাকে মজনুর চোখ দিয়ে দেখতে হবে?

ভালোবাসা কাকে বলে, তা জানতে হলে প্রথমে প্রেমিক হওয়া ছাড়া কি আর কোনো উপায় আছে?

ভালোবাসাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল তার স্বাদ নেয়া যায়।

ভালোবাসাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু তা সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কিমিয়া

কোনিয়া, ১৭ আগস্ট, ১২৪৫

বুকভরা আশা নিয়ে রুমির কাছ থেকে ডাক আসার জন্য অপেক্ষা করি আমি, কিন্তু আমাকে পড়ানোর মতো সময় যেন আর নেই তার হাতে। তার কাছে পড়তে বসতে যদিও খুব ইচ্ছে করে আমার, কিন্তু তাই বলে তার উপর রাগ করিনি আমি। হয়তো তার উপর রাগ করার তুলনায় অনেক বেশি ভালোবাসি আমি। অথবা কে জানে, হয়তো অন্য সবার চাইতে আমি ভালোভাবে বুঝতে পারি যে তার মানসিক অবস্থা এখন কেমন। কারণ মনের গভীরে আমিও সেই স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছি, যে স্রোতের নাম শামস তাবরিজি।

সূর্যমুখী ফুল যেভাবে সূর্যকে অনুসরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে শামসকে অনুসরণ করে রুমির চোখ। পরস্পরের প্রতি তাদের টান এত স্পষ্ট এবং তীব্র, একই সাথে এত বিরল যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তাদের আশেপাশে অসহায় বোধ করে, কারণ তার জীবনে এত তীব্র কোনো বন্ধনের উপস্থিতি নেই। এই বাড়ির সবাই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারেনি, যাদের মধ্যে প্রথমেই আসে আলাদিনের নাম। বহু বার আমি খেয়াল করেছি যে তীব্র দৃষ্টিতে শামসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কেরাও অস্বস্তিতে ভুগছে, কিন্তু কখনও কিছু বলে না সে, আমিও জিজ্ঞেস করি না কিছু। আমরা সবাই যেন বারুদভর্তি পিপের উপর বসে আছি, এমন রুদ্ধশ্বাস অবস্থা সবার। অদ্ভুত হলেও সত্যি, এই পরিস্থিতির জন্য যে মানুষটা দায়ী, সেই শামস তাবরিজির মাঝে এ নিয়ে কোনো ভাবান্তরই নেই।

আমার মনের একটা অংশ শামসের উপর রেগে আছে, কারণ রুমিকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু আরেকটি অংশ তাকে ভালোভাবে জানার জন্য কৌতুহলে মরে যাচ্ছে। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই এই মিশ্র অনুভূতির সাথে লড়াই করছি আমি, কিন্তু আজ বোধহয় একটু বেশিই এগিয়ে গিয়েছি। আমার অনুভূতি আর একান্ত আমার কাছে গোপন নেই।

বিকেলের দিকে দেয়ালের তাকে রাখা কোরআনটা নামিয়ে নিয়েছিলাম আমি, ঠিক করেছি যে নিজেই পড়ব। আগে অবশ্য কোরআনের সূরাগুলো যে ক্রমে নাজিল করা হয়েছে সেটাই অনুসরণ করতাম আমি এবং রুমি। কিন্তু আজ যেহেতু আমাকে পড়া দেখিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই, তাই

BanglaBook.org

এলোমেলোভাবে পড়ায় কোনো দোষ দেখতে পেলাম না আমি। তাছাড়া, আমাদের জীবনটাই তো এখন এলোমেলো হয়ে গেছে। আনমনে কোরআন খুললাম আমি, প্রথম যে পৃষ্ঠাটা বের হলো তার মাঝে যে আয়াতটা চোখে পড়ল তার উপর আঙুল রাখলাম। সুরা আল-নিসার পাতা এটা। ঘটনাচক্রে দেখা গেল, যে আয়াতটা আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়েছে সেটাই বের করেছি আমি। সুরা নিসা আমার কাছে বেশ কঠিন মনে হয়, কারণ মেয়েদের ব্যাপারে এখানে কিছু কথা আছে যেগুলো আমার মনে বিভ্রান্তি জাগিয়ে তোলে। আয়াতটা আরও একবার পড়তে পড়তে মনে হলো, কারও সাহায্য দরকার আমার। রুমি হয়তো আমাকে আর পড়াচ্ছেন না এখন, কিন্তু তাকে কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে পারি আমি। তাই কোরআনটা নিয়ে তার কামরার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

কিন্তু কামরার সামনে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, রুমির বদলে শামস বসে আছে ভেতরে। জানালার সামনে বসে আছে সে, হাতে একটা তসবি। অস্তগামী সূর্যের আলো এসে লেগেছে তার মুখে। হঠাৎ তাকে এত বেশি সুদর্শন মনে হলো যে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি।

'মাফ করবেন,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম। 'মাওলানাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমি। না হয় পরেই আসব।'

'এত তাড়াহুড়ো কিসের?' বলল শামস। 'মনে হচ্ছে কোনো প্রশ্ন নিয়ে এসেছ তুমি। আমাকে বলে দেখো, কোনো লাভ হয় কি না?'

প্রশ্নটা তাকে না জানানোর কোনো কারণ দেখলাম না আমি। 'আচ্ছা। কোরআনের এই আয়াতটা বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার,' মৃদু গলায় বললাম তাকে।

বিড়বিড় করে কথা বলে উঠল শামস, যেন নিজের সাথেই কথা বলছে। 'কোরআন হচ্ছে এক লাজুক নববধুর মতো। সে কেবল তখনই তার ঘোমটা সরাবে, যখন দেখবে যে পাঠকের হৃদয় নরম, এবং মায়ায় পরিপূর্ণ।' তারপর সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কোন আয়াতের কথা বলছ তুমি?'

'সুরা আল-নিসার একটা আয়াত,' বললাম আমি। 'এখানে কিছু বাক্যে বলা হয়েছে যে পুরুষরা মেয়েদের চাইতে উন্নত। বলা হয়েছে, পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রহারও করতে পারে...'

'তাই নাকি?' শামসের গলায় হঠাৎ করেই এত বেশি আগ্রহ ফুটে উঠল যে সে ঠাট্টা করছে না সত্যিই আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে, তারপর হঠাৎ করেই হাসি ফুটল তার মুখে। নিজের স্মৃতি থেকেই আয়াতটা আবৃত্তি করল সে।

"পুরুষরা হচ্ছে নারীদের রক্ষক কারণ স্রষ্টা তাদেরকে অপেক্ষাকৃত উন্নত করে তৈরি করেছেন এবং তারা নিজেদের সম্পত্তি থেকে খরচ করে; তাই

BanglaBook.org

ভালো নারী হচ্ছে তারাই যারা অনুগত, অদৃশ্যকে ঢেকে রাখে যেমন সৃষ্টিকর্তা রেখেছেন; এবং (এ কারণে) যাদের মাঝে তোমরা অবাধ্যতা দেখতে পাও তাদের ভর্ৎসনা করো, এবং বিছানায় একাকী রাখো এবং প্রহার করো; এবং তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যেও না; নিশ্চয়ই স্রষ্টা সর্বজ্ঞ, মহান।"

কথাগুলো বলা শেষ হতে চোখ বন্ধ করল শামস, তারপর একই আয়াত আবার বলে উঠল। কিন্তু এবার তার অনুবাদ হলো আগের চাইতে একটুখানি আলাদা।

"পুরুষরা হচ্ছে নারীদের আশ্রয় কারণ সৃষ্টিকর্তা কাউকে কাউকে অন্যদের চাইতে উন্নত করে তৈরি করেছেন, এবং কারণ তারা তাদের সম্পত্তি থেকে খরচ করে (নারীদের খরচ বহনের জন্য)। তাই যেসব নারী ধর্মশীল তারা সৃষ্টিকর্তার অনুগত থাকে, এবং সৃষ্টিকর্তা যেভাবে গোপনকে গোপন রাখেন তারাও তাই করে। যে সব নারীকে তোমাদের পথভ্রষ্ট বলে মনে হয় তাদেরকে বুঝিয়ে বলো, তারপর তাদের বিছানায় একাকী রাখো (তবে গায়ে হাত তুলো না) এবং তাদের সাথে বিছানায় যাও (যদি তারা ইচ্ছুক হয়)। যদি তারা তোমার কথা শোনে তাহলে তাদের দোষারোপ করার অযুহাত খুঁজো না। নিশ্চয়ই তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান, মহিমাময়।"

'এই দুইয়ের মাঝে কোনো তফাত কি দেখতে পেলে?' প্রশ্ন করল শামস।

'হ্যাঁ, পেলাম তো,' বললাম আমি। 'দুটো কথা শুনতে একই, কিন্তু তাদের ভাব আলাদা। প্রথমটায় মনে হচ্ছে সেখানে বিবাহিত পুরুষদের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার। আর দ্বিতীয়টায় বলা হয়েছে শুধু তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার। এটা তো অনেক বড় একটা পার্থক্য। কিন্তু এমন কেন হবে?'

'কেন হবে? কেন হবে?' কথাটা কয়েকবার বলল শামস, যেন প্রশ্নটা উপভোগ করছে সে। 'আমাকে একটা কথা বলো তো, কিমিয়া। কখনও নদীতে সাঁতার কেটেছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, ছোটবেলার একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। বৃষ পর্বতমালা থেকে নেমে আসা ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা-নিবারক পানির ধারার কথা মনে পড়েছে আমার। যেই বাচ্চা মেয়েটা তার জীবনের অনেকগুলো সুখী দুপুর সেই ঝর্নার পানিতে তার বোন এবং বান্ধবীদের সাথে গোসল করে কাটিয়েছে, তার খুব সামান্যই এখন অবশিষ্ট আছে। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি, চাই না যে শামস আমার চোখে জমা হওয়া পানির ফোঁটা দেখতে পাক।

'দূর থেকে যখন কোনো নদীর দিকে তাকানো হয়, তখন মনে হয় যে সেখানে কেবল একটিই পানির প্রবাহ বিদ্যমান। কিন্তু, যখন তুমি সেই নদীতে ঝাঁপ দেবে, কিমিয়া, দেখবে যে সেখানে আসলে একাধিক নদী রয়েছে। একই নদীর ভেতর লুকিয়ে থাকে একাধিক স্রোত, যারা সবাই একই সাথে বয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে।'

BanglaBook.org

এই কথা বলে আমার দিকে এগিয়ে এল শামস তাবরিজি, তারপর আমার থুতনিটা ধরল দুই আঙুলে। ফলে আমি বাধ্য হলাম সরাসরি তার গভীর কালো চোখজোড়ার দিকে তাকাতে। কেঁপে উঠল আমার বুক, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল।

'কোরআন হচ্ছে তেমনই এক বহতা নদী,' বলল সে। 'যারা দূর থেকে একে দেখে তাদের কাছে একটি নদী বলেই মনে হয়। কিন্তু যারা সেই নদীতে সাঁতার কাটতে নামে, তাদের জন্য সেখানে চারটি স্রোত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মাছের মতোই আমাদের মাঝে কেউ কেউ তীরের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে, আর কেউ কেউ চলে যায় নদীর তলদেশের কাছে গভীর পানিতে।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বললাম আমি, যদিও শামসের কথার অর্থ আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করেছে আমার মাথায়।

'যারা তীরের কাছাকাছি সাঁতার কাটে তারা কোরআনের বাইরের অর্থ জেনেই সন্তুষ্ট থাকে। এবং বেশিরভাগ মানুষই এমন। তারা কোরআনের কথাগুলোকে খুব বেশি আক্ষরিকভাবে নেয়। তাই যখন তারা নিসার মতো একটি সুরা পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে হয় যে নারীদের চাইতে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। কারণ তারা ঠিক এই কথাটাই বিশ্বাস করতে চায়।'

'আর অন্যান্য স্রোতগুলো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শামস। নিজের অজান্তেই তার ঠোঁটের দিকে চলে গেল আমার চোখ, গোপন কোনো বাগানের মতোই রহস্যময়, হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন।

'আরও তিনটি স্রোত আছে এমন। দ্বিতীয় স্রোতটি প্রথমটির চাইতে গভীর, কিন্তু তবুও তীরের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি। যখন তোমার চেতনা বিস্তৃত হয়, একই সাথে বিস্তৃত হয় তোমার কোরআনকে বোঝার ক্ষমতা। কিন্তু তেমনটি ঘটার জন্য প্রথমে তোমাকে ডুব দিতে হবে।'

তার কথা শুনতে শুনতে একই সাথে নিজেকে রিক্ত, অথচ পূর্ণ বলে মনে হতে লাগল আমার। 'ডুব দিলে কি হয়?' সতর্কতার সাথে প্রশ্নটা উচ্চারণ করলাম আমি।

'তৃতীয় স্রোতটি প্রবাহিত হয় নদীর গভীরে, যা হলো গোপন, বা *বাতিনি* পাঠ। যদি সুরা নিসাকে তোমার অন্তর্চক্ষু খোলা রেখে পড়তে পারো, তাহলে দেখবে যে এই সুরাতে নারী এবং পুরুষকে নিয়ে কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে নারীত্ব ও পৌরুষকে নিয়ে। তুমি, আমি, আমাদের সবার মাঝেই নারীত্ব এবং পুরুষত্ব রয়েছে, বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন পরিমাণে। যখন উভয়কেই আমরা আলিঙ্গন করতে শিখব তখনই কেবল আমাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে একীভূত হওয়া সম্ভব।'

'আপনি বলতে চাইছেন, আমার ভেতরেও পুরুষালি ভাব রয়েছে?'

'অবশ্যই। আমার ভেতর যেমন রয়েছে নারীত্বের চিহ্ন।'

BanglaBook.org

না হেসে পারলাম না আমি। 'আর রুমি? তার কথা কি বলবেন?'

মৃদু হাসল শামস। 'প্রতিটি পুরুষের মাঝেই নারীত্বের কিছুটা হলেও চিহ্ন থাকে।'

'এমনকি যারা দারুণ পুরুষালি চেহারার পুরুষ, তাদের ভেতরেও?'

'তাদের ভেতরে আরও বেশি থাকে,' জবাব দিল শামস। কথাটা বলার সময় চোখ টিপল সে, এবং একই সাথে গলা নামিয়ে আনল খাদে, যেন গোপন কোনো কথা বলছে আমাকে।

খিলখিল করে হেসে ওঠার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে রোধ করলাম আমি, মনে হচ্ছে যেন আবার সেই বাচ্চা মেয়েতে পরিণত হয়েছি। শামসের বেশি কাছাকাছি আসার ফল এটা। অদ্ভুত এক মানুষ সে, যার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শ্রুতিমধুর। হাতগুলো লম্বা, পেশল, দৃষ্টি যেন এক টুকরো সূর্যকিরণ, যার উপর পড়ে তাকেই আরও প্রাণচঞ্চল, উচ্ছল বলে মনে হয়। তার পাশে দাঁড়িয়ে একই সাথে আমার তারুণ্যকে অনুভব করতে পারছি আমি, আবার মনের অনেক গভীরে কোথায় যেন তৈরি হচ্ছে মাতৃত্বের অনুভূতি। মাতৃত্বের মিষ্টি, ঘন দুধের মতো গন্ধ এসে জড়িয়ে ধরছে আমাকে। শামসকে রক্ষা করতে চাইছি আমি, কিন্তু কার কাছ থেকে তা জানি না।

আমার কাঁধে হাত রাখল শামস, এত কাছাকাছি মুখ নিয়ে এল যে এমনকি তার নিঃশ্বাসের উষ্ণতাও অনুভব করতে পারলাম আমি। এখন তার চোখে ভর করেছে এক নতুন, স্বপ্নালু দৃষ্টি। তার স্পর্শে যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আমার গাল স্পর্শ করল আঙুল, মনে হলো যেন আগুনের তৈরি তার হাতগুলো। শিহরিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল তার আঙুলটা, আমার নিচের ঠোঁট স্পর্শ করল। মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। টের পাচ্ছি, তীব্র উত্তেজনায় পাকিয়ে উঠছে আমার পাকস্থলীর ভেতর। কিন্তু আমার ঠোঁট স্পর্শ করার পরেই হাত সরিয়ে নিল শামস।

'এখন তুমি যাও, কিমিয়া,' বিড়বিড় করে বলল সে। তার মুখে আমার নামটাকে কেমন বিষণ্ন শোনাল।

ধীর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম আমি, যেন কোনো স্বপ্নের মাঝে রয়েছি। মাথা ঘুরছে আমার, লাল হয়ে উঠেছে গাল।

নিজের কামরায় ফিরে এসে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম আমি, চেয়ে রইলাম ছাদের দিকে। ভাবছি, শামস যদি আমাকে চুমো খায় তাহলে কেমন লাগবে? তারপরেই আমার মনে পড়ল যে চতুর্থ স্রোতের কথা ওকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি আমি, কোরআনের সবচেয়ে গভীর পাঠ রয়েছে যে স্রোতে। কি সেই পাঠ? এত গভীরে কিভাবে যেতে পারে কোনো মানুষ?

আর যারা সেই গভীরে ডুব দেয়, কি ঘটে তাদের ভাগ্যে?

BanglaBook.org

সুলতান ওয়ালাদ

কোনিয়া, ৪ সেপ্টেম্বর, ১২৪৫

বরাবরই আলাদিনকে নিয়ে নানা কারণে দুশ্চিন্তা হতো আমার, কারণ আমি ওর বড় ভাই। কিন্তু ইদানীং তার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। সেই ছোটবেলা থেকেই ওর মেজাজ বেশ চড়া। কিন্তু ইদানীং যেন অনেক বেশি ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে ও, সামান্যতেই রেগে যাচ্ছে। প্রায় যে কোনো কিছু নিয়েই ঝগড়া বাধিয়ে দিতে চাইছে, তা সে যতই তুচ্ছ ব্যাপার হোক না কেন। এমনকি রাস্তাঘাট থেকেও বাচ্চারা সরে যাচ্ছে ওকে দেখলে। মাত্র সতেরো বছর বয়স ওর, অথচ ইতোমধ্যেই চোখের চারপাশে ভাঁজ পড়েছে–সারাক্ষণ ভ্রুকুটি করে থাকার ফল। আজ সকালেই ওর মুখের পাশে নতুন একটা দাগ খেয়াল করেছি আমি। সারাক্ষণ শক্ত হয়ে থাকে ওর মুখ, সে কারণেই হয়তো নতুন রেখাটার সৃষ্টি হয়েছে।

ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি একটা কাগজে লিখছিলাম আমি, এই সময় হঠাৎ পেছন থেকে একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে আলাদিন। কে জানে, কতক্ষণ ধরে এভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। বাদামি চোখে রাগী দৃষ্টি, জানতে চাইল যে কি করছি আমি।

'আমাদের বাবার একটা পুরনো বক্তৃতা লিখে রাখছি,' বললাম আমি। 'সবগুলো ভাষণের অতিরিক্ত কপি থাকলে অনেক ভালো হয়।'

'কি লাভ তাতে?' জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলাদিন। 'বাবা তো বক্তৃতা বা ভাষণ দেয়া ছেড়েই দিয়েছেন। তুমি বোধহয় খেয়াল করোনি, কিন্তু তিনি ইদানীং মাদ্রাসাতেও যাচ্ছেন না। নিজের সব দায়িত্বজ্ঞানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি।'

'এটা একটা সাময়িক পরিস্থিতি,' বললাম আমি। 'খুব তাড়াতাড়িই আবার শিক্ষকতা শুরু করবেন তিনি।'

'নিজেকেই বোকা বানাচ্ছ তুমি, ভাই। তুমি কি দেখতে পাও না যে শামস ছাড়া আর কোনো কিছুর জন্যই আমাদের বাবার কোনো সময় নেই? অদ্ভুত না ব্যাপারটা? লোকটা নাকি একজন ভবঘুরে দরবেশ, অথচ আমাদের বাড়িতেই আস্তানা গেড়ে বসে আছে সে।'

BanglaBook.org

হেসে উঠল আলাদিন, অপেক্ষা করছে যে আমি তার সাথে সম্মতি জানিয়ে কিছু একটা বলব। কিন্তু আমার মুখে কোনো কথা নেই দেখতে পেয়ে এবার পায়চারি করতে শুরু করল সে। ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি, ওর জ্বলন্ত চোখজোড়া একটু পরপরই তাকাচ্ছে আমার দিকে।

'লোকজন গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে,' তিক্ত গলায় বলল আলাদিন। 'সবার মুখে কেবল একটাই প্রশ্ন বাবার মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তি কিভাবে একজন ধর্মদ্রোহীর হাতে নিজেকে অপমানিত হতে দিলেন? মানুষের মাঝে তার যে সম্মান ছিল তা খুব দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি যদি নিজেকে না সামলান তাহলে এই শহরের কোনো ছাত্রই আর তার কাছে পড়তে আসবে না। কেউই শিক্ষক হিসেবে চাইবে না তাকে। আর আমি তাদের দোষও দিতে পারব না তখন।'

এবার কাগজটা সরিয়ে রেখে ভাইয়ের দিকে সরাসরি চাইলাম আমি। একেবারেই বয়স কম তার, যদিও তার প্রতিটি নড়াচড়া, অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে যে পৌরুষের দ্বারপ্রান্তে পা দিতে চলেছে সে। গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি পরিবর্তন দেখছি ওর ভেতরে, মনে মনে সন্দেহ করছি যে প্রেমে পড়েছে ও। তবে মেয়েটা কে হতে পারে সেটা এখনও বুঝতে পারছি না, এবং ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকেও কিছু জানা যাচ্ছে না।

'ভাই, আমি জানি যে তুমি শামসকে পছন্দ করো না। কিন্তু সে আমাদের বাড়িতে একজন অতিথি, এবং আমাদের উচিত তাকে সম্মান করা। অন্যদের কথায় কান দিও না। সত্যি কথা বলছি, এভাবে সামান্য কথা নিয়ে কখনই মাথা ঘামানো উচিত নয় আমাদের।'

কথাগুলো আমার মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আফসোস হলো আমার, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। খটখটে শুকনো কাঠের মতো হয়ে আছে আলাদিনের মেজাজ, খুব সহজেই আগুন ধরে যায় তাতে।

'সামান্য কথা?' হিসিয়ে উঠল আলাদিন। 'আমাদের উপরে নেমে আসা এই বিপর্যয়কে তুমি সামান্য বলছ? এতটা অন্ধ কি করে হলে তুমি?'

আরেকটা কাগজ বের করলাম আমি, মসৃণ পাতাটার উপর হাত বোলাচ্ছি। বাবার কথাগুলোকে কপি করে রাখতে বরাবরই দারুণ আনন্দ পেয়েছি আমি, মনে হয়েছে যে এই কাজের মাধ্যমে কথাগুলোকে আরও দীর্ঘজীবি হতে সাহায্য করছি। এমনকি একশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও লোকে আমার বাবার কথাগুলো পড়তে পারবে, সেখান থেকে উৎসাহ পাবে। জ্ঞানের এই পরিবহণে খুব সামান্য হলেও একটা ভূমিকা রাখতে পারছি আমি, এটা ভেবেই গর্ব হয় আমার।

সেই অভিযোগের চোখ নিয়েই এবার আমার পাশে এসে বসল আলাদিন, আমার কাজের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে তিক্ত, বিষন্ন দৃষ্টি। এক মুহূর্তের

BanglaBoi.org

জন্য ওর চোখে তীব্র আকাঙ্খা দেখলাম আমি, পিতৃসুলভ ভালোবাসার কাঙাল একটা ছেলেকে দেখতে পেলাম আমার সামনে। বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে বুঝতে পারলাম, আসলে শামসের উপরে রাগ নেই ওর, রাগ হচ্ছে আমাদের বাবার উপরে।

আলাদিন আমাদের বাবার উপর রেগে আছে, কারণ তার কাছ থেকে যথেষ্ট ভালোবাসা পায়নি ও, এবং বাবা তার নিজের মতো থাকতে চাইছেন বলে। তিনি হয়তো বিখ্যাত এবং মর্যাদাশালী হতে পারেন, কিন্তু মৃত্যুর মুখে তিনি একান্তই অসহায়, যে মৃত্যু আমাদের মা'কে অকালে কেড়ে নিয়ে গেছে।

'সবাই বলছে, শামস নাকি আমাদের বাবাকে জাদু করেছে,' বলল আলাদিন। 'বলছে, আসাসিনরা পাঠিয়েছে তাকে।'

'আসাসিন!' চমকে উঠলাম আমি। 'একেবারেই বাজে কথা এসব!'

আসাসিনরা হচ্ছে এক গুপ্তঘাতকের দল, যারা তাদের অব্যর্থ হত্যা-পরিকল্পনা এবং বিষের অবাধ ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত। প্রধানত প্রভাবশালী মানুষরা তাদের শিকারে পরিণত হয়। জনসমক্ষে তাদের খুন করে আসাসিনরা, যাতে জনগণের মনে ভয় এবং শঙ্কা ঢুকিয়ে দেয়া যায়। ওরা এমনকি সালাদিনের তাঁবুতে একটা বিষ মাখানো পিঠাও রেখে গিয়েছিল, তার সাথে একটা চিরকুট–যাতে লেখা ছিল, *তুমি আমাদের হাতের মুঠোয়।* ইসলামের মহান নেতা সালাদিন, যিনি খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে জেরুজালেমকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন; তিনিও সেই আসাসিনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে সাহস পাননি, বদলে শান্তিচুক্তি করেছিলেন তাদের সাথে। লোকজন কিভাবে ভাবতে পারে যে শামসও সেই কুখ্যাত ঘাতকদলের সদস্য?

আলাদিনের কাঁধে হাত রেখে তাকে আমার দিকে তাকাতে বাধ্য করলাম আমি। 'তাছাড়া, তুমি কি জানো না যে ওই দলটা এখন আর আগের মতো নেই? নামটা ছাড়া আগের সেই শক্তির খুব সামান্যই অবশিষ্ঠ আছে ওদের।'

কথাটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখল আলাদিন। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু সবাই বলে যে হাসান সাব্বাহ-র নাকি তিনজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত শিষ্য ছিল। তারা আলামুত দুর্গ ছেড়ে বের হয়েছে, যেখানেই গেছে সেখানেই জন্ম দিয়েছে আতঙ্ক আর বিদ্বেষের। লোকজন বলছে, শামস নাকি সেই তিনজনের প্রধান।'

এবার ধৈর্য হারাতে শুরু করলাম আমি। 'ওহ, খোদা! তোমার কি মনে হয়, একজন আসাসিন কেন আমাদের বাবাকে খুন করতে চাইবে?'

'কারণ তারা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘৃণা করে, বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে ভালোবাসে,' জবাব দিল আলাদিন। বোঝা যাচ্ছে যে কথাগুলো বেশ ভালোভাবেই ঢুকেছে ওর মাথায়, লাল হয়ে উঠেছে চেহারা।

BanglaBook.org

বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা সাবধানতার সাথে সামলাতে হবে আমাকে। 'দেখো, লোকজন অনেক কথাই বলে,' বললাম আমি। 'এসব গুজবকে কখনও গুরুত্ব দিও না। মন থেকে এসব ক্ষতিকর চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলো। তোমার মনকে বিষাক্ত করে তুলছে ওরা।'

অস্থির ভঙ্গিতে গুঙিয়ে উঠল আলাদিন, কিন্তু কথা থামালাম না আমি। 'ব্যক্তিগতভাবে হয়তো শামসকে তুমি পছন্দ করো না। করার দরকারও নেই। কিন্তু বাবার দিকে তাকিয়ে হলেও তাকে তোমার একটু সম্মান করা উচিত।'

তিক্ত, রাগী চোখে আমার দিকে তাকাল আলাদিন। আমি বুঝতে পারছি যে আমার ছোট ভাই কেবল আমার বাবা এবং শামসের উপরেই রেগে নেই। সে আমার উপরেও বিরক্ত। শামসের সম্পর্কে আমার মনোভাবকে সে দুর্বলতা ভাবছে। হয়তো ভাবছে যে বাবার চোখে ভালো হওয়ার জন্য এটা করছি আমি, মেরুদণ্ডহীনের মতো আচরণ করছি। যদিও ব্যাপারটা আমার সন্দেহ মাত্র, কিন্তু ভাবতে গিয়ে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল।

তারপরেও আমি ওর উপর রাগ করতে পারি না। আর যদি করিও, সেই রাগ খুব বেশিক্ষণ থাকবে না। ও তো আমার ছোট ভাই। আমার কাছে ও সব সময় সেই বাচ্চা ছেলেটাই থাকবে, যে রাস্তায় বেড়াল দেখলেই তাড়া করত, বৃষ্টির পানিতে পা ভেজাতে ভালোবাসত, আর সারা দিন ধরে শুধু দই-মাখানো রুটি খেতো। এক সময় যে শিশু ছিল ও, তার ছায়া আমি এখনও দেখতে পাই ওর চেহারায়। বয়সের তুলনায় একটু খাটো, মোটাসোটা, একটুও চোখের পানি না ফেলে যে আমাদের মায়ের মৃত্যুসংবাদকে মেনে নিয়েছিল। খবরটা শোনার পর কেবল ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল ও, যেন বড় কোনো দোষ করে ফেলেছে। আর নিচের ঠোঁটটা এত জোরে কামড়ে ধরেছিল যে সব রক্ত সরে গিয়েছিল সেখান থেকে। কোনো কথা বের হয়নি ওর মুখ থেকে, একটু কান্নার শব্দও নয়। আমার মনে হয়, তখন যদি একটু কাঁদত ও, তাহলেই ভালো হতো।

'তোমার মনে আছে, একবার প্রতিবেশীদের কয়েকটা ছেলের সাথে মারামারি করেছিলে তুমি?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিলে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আমাদের মা তখন কি বলেছিলেন তোমাকে?'

প্রথমে সরু হয়ে এল আলাদিনের চোখ, তারপরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বোঝা গেল, ঘটনাটার কথা মনে পড়েছে ওর। কিন্তু কোনো কথা বলল না ও।

'মা বলেছিলেন, যখনই কারও উপর রাগ হবে, তখন মনে মনে সেই মানুষটার জায়গায় প্রিয় কোনো মানুষের চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা করবে। কখনও কি শামসের চেহারার বদলে আমাদের মায়ের মুখ বসিয়ে কল্পনা করার

BanglaBook.org

চেষ্টা করেছ? কে জানে, হয়তো তার মাঝে পছন্দ করার মতো কিছু একটা পেলেও পেয়ে যেতে পারো।'

মৃদু একটা হাসি ফুটল আলাদিনের মুখে, যেন হালকা কোনো মেঘের ছায়া। এর ফলে ওর চেহারা কত দ্রুত নরম হয়ে উঠল দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না আমি।

ভালোবাসায় ভরে উঠল আমার মন। ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম আমি, আর কি বলব বুঝতে পারছি না। ও নিজেও আমাকে জড়িয়ে ধরল। মনে হলো, এবার নিশ্চয়ই শামসের সাথে ওর সম্পর্কের উন্নতি হবে, আবার শান্তি ফিরে আসবে আমাদের বাড়িতে।

কিন্তু এরপর যে ঘটনাগুলো ঘটল, তাতে বুঝেছিলাম যে অনেক বড় ভুল ধারণা করেছিলাম আমি।

BanglaBook.org

কেরা

কোনিয়া, ২২ অক্টোবর, ১২৪৫

বন্ধ দরজার ওপাশে সেদিন শামস এবং রুমি ফিসফিস করে কথা বলছিল, কি নিয়ে তা সৃষ্টিকর্তাই ভালো বলতে পারবেন। দরজায় টোকা দিয়ে জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি, এক থালা হালুয়া নিয়ে এসেছি। এমনিতে আমি থাকলে শামস কোনো কথা বলে না, যেন আমার উপস্থিতিতে কোনো কথা ফোটে না তার মুখে। আর আমার রান্না নিয়েও কোনো কথা বলে না সে। এমনিতেও সে খায় খুব কম। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমি নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করি, অথবা শুকনো রুটি খেতে দিই–তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আজ আমার বানানো হালুয়া থেকে একটুখানি মুখে দিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ।

'খুব মজার হয়েছে তো, কেরা। কিভাবে বানালে?' প্রশ্ন করল সে।

সেই মুহূর্তে আমার কি যে হয়ে গেল আমি জানি না। প্রশংসাসূচক বাক্যটাকে সহজভাবে না নিয়ে উল্টো ধমকে উঠলাম আমি, 'কেন জানতে চাইছেন? আমি যদি আপনাকে বলিও, আপনি তো এটা করতে পারবেন না।'

আমার চোখে চোখ রাখল শামস, আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল একবার। যেন আমার কথায় সম্মতি জানাল। তার মুখ থেকে আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম আমি, কিন্তু কিছুই বলল না সে, শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কেবল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কামরা থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এলাম আমি, এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নিয়ে ভাবছি। কে জানে, হয়তো ভুলেই যেতাম, যদি না আজ সকালের ঘটনাটা ঘটত।

●●●

রান্নাঘরে বসে বসে মাখন বানাচ্ছিলাম আমি, এই সময় উঠোন থেকে কারও উচ্চকিত গলার স্বর ভেসে আসতে শুনলাম। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি, এবং অদ্ভুত এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম সাথে সাথে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে বই আর বই, উঁচু স্তূপ করে রাখা। আরও অনেকগুলো বই পড়ে আছে

BanglaBook.org

উঠোনের মাঝখানে তৈরি করা ফোয়ারার ভেতরে। বইগুলো থেকে বেরিয়ে আসা কালির কারণে গাঢ় নীল হয়ে গেছে ফোয়ারার পানি।

রুমি এবং শামস দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। রুমির চোখের সামনেই আরও একটা বই তুলে নিল শামস–*আল-মুতান্নাবির নির্বাচিত কবিতা*–তারপর গম্ভীর চোখে সেটার দিকে একবার তাকিয়ে ফেলে দিল পানিতে। বইটা ডুবে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিল আরেকটা বইয়ের দিকে। আত্তারের *গোপন জ্ঞানের পুস্তক।*

ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। এক এক করে রুমির বাবার রেখে যাওয়া সবগুলো বই ধ্বংস করে দিচ্ছে শামস! এরপরেই পানিতে পড়ল রুমির বাবার লেখা *স্বর্গীয় বিজ্ঞান* নামের বইটা। রুমি তার বাবাকে কত ভালোবাসে এবং তার লেখাগুলোকে কি পরিমাণে শ্রদ্ধা করে তা আমি জানি। এবার ওর দিকে তাকালাম, ভাবছি যে কোনো মুহূর্তে রাগে ফেটে পড়বে ও।

কিন্তু তার বদলে দেখলাম, এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। মোমের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, হাতগুলো কাঁপছে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করছে না কেন সেটা মোটেই বুঝতে পারলাম না আমি। যেই মানুষটা একবার আমাকে ধমক দিয়েছিল শুধু তার বইগুলোর ধুলো ঝাড়ার জন্য, সেই একই মানুষ আজ কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বইগুলোকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখছে, অথচ একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না। এটা মোটেও ঠিক নয়। রুমি যদি প্রতিবাদ নাও করে, আমি করব।

'কি করছেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম শামসকে। 'এসব বইয়ের আর কোনো সংস্করণ নেই কোথাও। অত্যন্ত দামি সব বই এগুলো। কেন পানিতে ফেলে দিচ্ছেন ওগুলোকে? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে রুমির দিকে তাকাল শামস। 'তোমারও কি তাই ধারণা?' প্রশ্ন করল সে।

রুমির ঠোঁট কেঁপে উঠল, মৃদু হাসি ফুটল সেখানে। কিন্তু কোনো কথা বলল না ও।

'কিছু বলছ না কেন তুমি?' স্বামীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

এবার আমার দিকে এগিয়ে এল রুমি, আমার হাতটা শক্ত করে ধরল। 'শান্ত হও, কেরা। আমি শামসকে বিশ্বাস করি।'

এবার ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকাল শামস, শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টি তার চোখে। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে পানি থেকে তুলে আনতে শুরু করল বইগুলো। অবাক হয়ে দেখলাম, প্রত্যেকটা বই একেবারে খটখটে শুকনো।

BanglaBook.org

'এ কি জাদুমন্ত্র? কিভাবে এই কাজ করলেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কেন জানতে চাইছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল শামস। 'আমি যদি তোমাকে বলিও, তুমি তো এটা করতে পারবে না।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে কান্না চেপে এক দৌড়ে রান্নাঘরে ফিরে এলাম আমি, যা এখন আমার একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। সেখানে হাঁড়িকুঁড়ি, বাসনকোসন, আর শাক-সবজি মসলার মাঝে বসে বসে বুক উজাড় করে কাঁদলাম আমি।

BanglaBook.org

রুমি

কোনিয়া, ডিসেম্বর ১২৪৫

বাড়ি থেকে অন্ধকার থাকতে থাকতেই বের হয়েছি আমি আর শামস, উদ্দেশ্য যে দিনের প্রথম প্রার্থনা আদায় করব প্রকৃতির বুকে, খোলা পরিবেশে। ঘোড়া নিয়ে বেশ কিছু দূর পথ চললাম আমরা। খোলা উপত্যকা, তৃণভূমি এবং বরফ-শীতল ঝর্না পার হয়ে এগিয়ে চলল আমাদের ঘোড়া, ভোরের বাতাস মুখে লাগতে ভালোই লাগছে। গমের ক্ষেতে কাকতাড়ুয়ারা ভৌতিক নিস্তব্ধতায় স্বাগত জানাল আমাদের। একটা খামারবাড়ির সামনে সদ্য ধুয়ে দেয়া কাপড় আধো অন্ধকারের মাঝে উড়ছে বাতাসে, তার সামনে দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা।

ফেরার পথে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল শামস, শহরের বাইরে গজানো বিশাল একটা ওক গাছের দিকে ইঙ্গিত করল। গাছের নিচে এক সাথে বসলাম আমরা দুজন। মাথার উপর অন্ধকার আকাশে বেগুনি রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে। মাটির উপর নিজের আলখাল্লাটা বিছিয়ে রাখল শামস, তারপর কাছের এবং দূরের মসজিদগুলো থেকে প্রার্থনার ডাক ভেসে আসতে তার উপর একসাথে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলাম দুজন।

'প্রথম যখন কোনিয়ায় এলাম, তখন এই গাছের নিচেই বসে ছিলাম আমি,' বলল শামস। যেন বহু দূরের কোনো স্মৃতি মনে পড়তেই মৃদু হাসল সে। কিন্তু তারপরেই গম্ভীর হয়ে গেল আবার। বলল, 'এক কৃষক তার গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়েছিল আমাকে। তোমার খুব বড় ভক্ত ছিল সে। আমাকে বলেছিল, তোমার বক্তৃতা শুনলে নাকি দুঃখ কেটে যায়।'

'লোকে আমাকে বলত শব্দের জাদুকর,' বললাম আমি। 'কিন্তু এখন সে সব বহু দূরের কথা বলে মনে হয়। এখন আর বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে হয় না আমার। মনে হয়, সে সব দায়িত্ব অনেক আগেই শেষ করে দিয়ে এসেছি।'

'তুমি আসলেই শব্দের জাদুকর,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল শামস। 'কিন্তু এখন আর ধর্মপ্রচারকের মন নেই তোমার মাঝে, তার বদলে রয়েছে প্রশংসাকারী এক হৃদয়।'

BanglaBook.org

কথাটা দিয়ে সে কি বোঝাতে চাইল ঠিক বুঝলাম না আমি, তবে কিছু জিজ্ঞেসও করলাম না। ভোরের আলোতে ইতোমধ্যে রাতের আঁধারের সবটুকু কেটে গেছে, কমলা আভায় ভরে গেছে আকাশ। আমাদের সামনে, কিছু দূরে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠছে শহর। সবজি বাগানে ছোঁ মেরে কিছু চুরি করা যায় কি না দেখছে কাকের দল, দরজা খোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাধার ডাক, চুল্লি জ্বলার শব্দ–সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন একটা দিন শুরু করার।

'প্রতিটি জায়গায় মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে পূর্ণতা পাওয়ার, কিন্তু তা কিভাবে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে কোনো পথ জানা নেই তাদের,' বিড়বিড় করে বলল শামস, মাথা নাড়ল আনমনে। 'তোমার কথাগুলো তাদের সাহয্য করে। আর আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব তোমাকে সাহায্য করার। আমি তোমার দাস।'

'এই কথা বোলো না,' প্রতিবাদ জানালাম আমি। 'তুমি আমার বন্ধু।'

আমার আপত্তিতে কর্ণপাত না করে আবার বলে চলল শামস, 'আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হচ্ছে সেই খোলসটা, যার মাঝে তুমি বাস করে আসছ। একজন বিখ্যাত বক্তা তুমি, অসংখ্য ভক্ত এবং অনুরাগীর ভীড় তোমার চারপাশে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তুমি কতটুকু চেনো? মাতাল, ভিখারী, চোর, পতিতা, জুয়াড়ী–সমাজের সবচেয়ে অবাধ্য, এবং সবচেয়ে অবহেলিত অংশ যারা। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির সবাইকে কি আমরা সমানভাবে ভালোবাসতে পারি? এ অত্যন্ত কঠিন এক পরীক্ষা, এবং খুব কম মানুষই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।'

কথাগুলো বলতে বলতে তার মুখে অদ্ভুত এক মায়া এবং প্রশান্তি ফুটে উঠতে দেখলাম আমি, যাকে তুলনা করা যায় কেবল মায়ের মুখে ফোটা অনুভূতির সাথে।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' তার সাথে একমত হলাম আমি। 'বরাবরই দশজনের থেকে আলাদা জীবন কেটেছে আমার। সাধারণ মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকে সেটাও জানি না আমি।'

এক দলা মাটি তুলে নিল শামস, তারপর সেটা আঙুলের মাঝে ডলতে ডলতে মৃদু স্বরে আবার বলতে শুরু করল, 'আমরা যদি মহাবিশ্বকে তার পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারি, তার সকল বৈপরিত্য এবং পার্থক্যের বিচার না করেই; কেবল তখনই সব কিছু একাত্মতায় মিলিত হতে পারে।'

এই কথা বলে একটা মরা ডাল তুলে নিল শামস, তারপর সেটা দিয়ে ওক গাছের চারপাশে একটা বৃত্ত আঁকল। কাজ শেষ হতে দুই হাত আকাশের দিকে তুলল সে, যেন কোনো অদৃশ্য দড়িতে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে; এবং একই সাথে উচ্চারণ করল সৃষ্টিকর্তার নিরানব্বইটি নাম। একই সাথে বৃত্তের ভেতরে

BanglaBook.org

ঘুরতে শুরু করল সে। প্রথমে ধীরে ধীরে, কিন্তু সময় যাওয়ার সাথে সাথে বাড়তে শুরু করল তার গতি, ঝোড়ো বাতাসের মতো দ্রুত হয়ে উঠল এক সময়। তার এই ঘূর্ণন দেখে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লাম আমি, মনে হলো যেন সমস্ত মহাবিশ্ব–পৃথিবী, নক্ষত্র, চাঁদ, তারা–সব কিছু যেন তার সাথে সাথে ঘুরছে। এই অদ্ভুত নাচকে অবাক চোখে দেখতে লাগলাম আমি, অনুভব করলাম যে চরকির মতো ঘুরতে থাকা শামসের মাঝ থেকে শক্তির স্রোত বের হয়ে এসে ঘিরে ধরছে আমার শরীর এবং আত্মাকে।

শেষ পর্যন্ত থামল শামসের নাচ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল সে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। সাদা হয়ে গেছে মুখ, ভারি হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। যখন কথা বলল, মনে হলো বহু দূর থেকে ভেসে আসছে তার কথাগুলো। *'এই মহাবিশ্ব এক পূর্ণাঙ্গ সত্তা। এর ভেতরের সবাই, সব কিছু পরস্পরের সাথে বিভিন্ন কাহিনীর এক অদৃশ্য সুতোয় বন্দী। হয়তো আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা সবাই এক নিঃশব্দ কথোপকথনের অংশীদার। কারও কোনো ক্ষতি কোরো না। দয়ালু হও। কারও পেছনে তাকে নিয়ে গুজব রটিও না–এমনকি আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ কোনো কথাও বোলো না! আমাদের মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে আসে তা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না, বরং অসীমের মাঝে রয়ে যায় অনন্তকালের মতো। সঠিক সময়ে তারা আবার ফিরে আসে আমাদের কাছে। একজন মানুষের ব্যথা আমাদের সবাইকে ব্যথা দিতে পারে। একজন মানুষের আনন্দে আনন্দিত হতে পারে সকল মানুষ,'* ধীরে ধীরে বলল সে। 'চল্লিশ নীতির একটিতে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে আমাদের।'

তারপর সে তার অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি ফেরাল আমার দিকে। তার দৃষ্টির অন্তবিহীন গভীরতায় এক বিষণ্ণতার ছায়া দেখতে পেলাম আমি, এমন এক দুঃখের ছোঁয়া যা আমি আগে কখনও দেখিনি।

'একদিন তোমাকে ভালোবাসার কণ্ঠস্বর বলে জানবে সবাই,' মন্তব্য করল শামস। 'পুব এবং পশ্চিমে, যারা এমনকি কখনও তোমার চেহারা দেখেনি, তারাও তোমার কথায় দিশা খুঁজে পাবে।'

'কিভাবে ঘটবে সেটা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'তোমার কথার মাধ্যমে,' জবাব দিল শামস। 'কিন্তু আমি তোমার বক্তৃতার কথা বলছি না। আমি কবিতার কথা বলছি।'

'কবিতা?' কেঁপে উঠল আমার গলা। 'আমি তো কবিতা লিখি না। আমি একজন গবেষক।'

মৃদু হাসি ফুটল শামসের ঠোঁটে। 'বন্ধু, এই পৃথিবীর বুকে হাতে গোনা যে কয়েকজন সত্যিকারের কবির আগমন ঘটেছে, তুমি তাদের একজন।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু শামসের চোখে এমন কিছু একটা ছিল যে থেমে যেতে বাধ্য হলাম। তাছাড়া, তর্ক করতে ইচ্ছাও হচ্ছে না

BanglaBook.org

আমার। 'তারপরেও, যা কিছু করা দরকার তা আমরা দুজন একসাথেই করব। একই সাথে এই পথে পা রাখব আমরা।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল শামস, তারপর আবার ডুবে গেল অদ্ভুত নিস্তব্ধতায়। দিগন্তের শরীর থেকে দ্রুত মুছে যাওয়া রঙের দিকে তাকিয়ে আছে ওর চোখ। যখন আবার কথা বলল, তখন এমন কিছু ভয়ানক কথা বের হলো তার মুখ থেকে, যা কখনও ভুলতে পারিনি আমি, যা চিরকালের জন্য কাঁপিয়ে দিয়েছে আমার অন্তরাত্মাকে 'তোমার সাথে যোগ দেয়ার ইচ্ছেতে কোনো খাদ নেই আমার, কিন্তু এই পথ তোমাকে একাই পাড়ি দিতে হবে।'

'কি বলতে চাও? কোথায় যাবে তুমি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

কেঁপে উঠল শামসের ঠোঁটজোড়া, মাথা নামিয়ে ফেলল সে। 'সেটা আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে না।'

হঠাৎ এক ঝলক বাতাস বয়ে এল আমাদের দিকে, ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করল। প্রকৃতি যেন মনে করিয়ে দিতে চাইছে যে খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে শরত। পরিষ্কার নীল আকাশের বুক থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল হালকা, উষ্ণ ফোঁটায়। যেন প্রজাপতির পাখা ছুঁয়ে যেতে লাগল আমাদের। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শামসের চলে যাওয়ার কথা ভেবে প্রথমবারের মতো এক তীক্ষ্ণ ব্যথা আঘাত করল আমার হৃদয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুলতান ওয়ালাদ

কোনিয়া, ডিসেম্বর ১২৪৫

বেশিরভাগ মানুষের কাছে হয়তো নির্দোষ ঠাট্টা মনে হবে, কিন্তু যে কোনো ধরনের গুজবই অসহ্য লাগে আমার। মানুষ যে সব ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানে না, সেগুলো নিয়ে এত ক্রোধ, এত ঈর্ষা কোথা থেকে আসে তাদের মধ্যে? মানুষ যে সত্যি থেকে কতটা দূরে সরে গেছে তা খুব অদ্ভুত লাগে, ভয় জাগে মনে। আমার বাবা এবং শামসের মাঝে যে গভীর বন্ধন তার গভীরতা বোঝে না তারা। মনে হয়, ওদের কেউ কখনও কোরআন পড়েনি। কারণ যদি তা পড়ত, তাহলে নিশ্চয়ই জানত যে আধ্যাত্মিক বন্ধুত্বের এমন নিদর্শন আরও আছে, যেমন মুসা এবং খিজির।

সুরা আল-ক্বাফে লেখা আছে সেই কাহিনি, পরিষ্কার এবং সোজাসাপ্টা ভাষায়। মুসা ছিলেন এক মহান ব্যক্তি, নবী হওয়ার সকল গুণাবলিই পরিস্ফুট ছিল তার মধ্যে। একই সাথে একজন দক্ষ সেনাপতি ও আইনপ্রণেতাও ছিলেন তিনি। কিন্তু একটা সময় এসেছিল যখন তার এমন একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল যে তার তৃতীয় নয়নকে খুলে দিতে পারে। আর সেই সঙ্গী আর কেউ নয়, বরং খিজির।

খিজির মুসাকে বললেন, 'আমি তো জন্ম থেকেই ভ্রমণকারী। সৃষ্টিকর্তা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই পৃথিবী ঘুরে বেড়ানোর, এবং প্রয়োজন মতো কাজ করার। তুমি আমার সাথে এই ভ্রমণে যোগ দিতে চাইছ, কিন্তু সে জন্য একটি শর্ত আছে। আমার সাথে থাকতে হলে আমার কোনো কাজে তুমি কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। কোনো কৌতূহল প্রকাশ ছাড়া কি আমার সাথে থাকতে পারবে তুমি? আমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারব,' তাকে আশ্বস্ত করে বললেন মুসা। 'আমাকে আপনার সাথে আসার অনুমতি দিন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কোনো কিছু নিয়ে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করব না।'

সুতরাং এবার পথে নামলেন তারা, বিভিন্ন শহরে ঘুরে দেখলেন। কিন্তু মুসা যখন দেখলেন যে খিজির অবিবেচকের মতো বেশ কিছু কাজ করলেন, যেমন একটা ছোট্ট ছেলেকে হত্যা করা অথবা একটা নৌকা ডুবিয়ে দেয়া;

BanglaBook.org

তখন তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। 'এসব ভয়ানক কাজগুলো আপনি কেন করছেন?' ব্যাকুল গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

'তুমি না আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে?' তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন খিজির। 'আমি তো তোমাকে বলেছি যে আমার সাথে থাকতে হলে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না।'

এভাবে বারবার মুসা ক্ষমা চাইলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। কিন্তু তারপর আবার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিটি কাজের পেছনে লুকিয়ে থাকা কারণগুলো খুলে বললেন খিজির। ধীরে ধীরে মুসা বুঝতে পারলেন যে কোনো কাজ আপাতদৃষ্টিতে খারাপ বা দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হলেও তার আড়ালে সৌভাগ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, এবং আপাত সুন্দর বা ভালো জিনিসও ভবিষ্যতে খারাপ হয়ে দেখা দিতে পারে। খিজিরের সাথে যে অল্প কিছু দিন তিনি কাটিয়েছিলেন, সেই সময়টা ছিল তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক অভিজ্ঞতা।

আর এই কাহিনির আলোকেই বলা যায়, এই পৃথিবীতে এমন কিছু বন্ধুত্ব দেখা যায় যা সাধারণ মানুষের কাছে অদ্ভুত বা বুদ্ধির অগম্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গভীর জ্ঞান এবং উপলব্ধির বিষয়বস্তু। আমার বাবার জীবনে শামসের উপস্থিতিকে এই চোখেই দেখি আমি।

কিন্তু আমি জানি যে অন্য সবাই আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে দেখে না, এবং সে জন্যই আমার দুশ্চিন্তা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, মানুষের চোখে নিজেকে পছন্দনীয় করে তোলার জন্য কোনো চেষ্টাই করে না শামস। বরং বাড়ির সদর দরজায় বাদশাহের মতো বসে থাকে সে, এবং আমার বাবার সাথে যারাই দেখা করতে বা কথা বলতে আসে তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

'মহান মাওলানার সাথে কি উদ্দেশ্যে দেখা করতে চান আপনি?' প্রশ্ন করে সে। 'উপহার হিসেবে কি এনেছেন তার জন্য?'

এই কথার জবাবে কি বলবে তা লোকে বুঝতে পারে না, জড়িয়ে যায় তাদের গলা। কেউ কেউ তো মাফও চাইতে শুরু করে। শামস তখন তাদের বিদেয় করে দেয়।

দর্শনপ্রার্থীদের কেউ কেউ কয়েকদিন পর আবার উপহার নিয়ে ফিরে আসে। শুকনো ফল, রুপার দিরহাম, রেশমি গালিচা, অথবা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে আসে তারা। কিন্তু সে সব জিনিস দেখে শামসের রাগ যেন আরও বেড়ে যায়। কালো চোখগুলো জ্বলে ওঠে রাগে, লাল হয়ে ওঠে মুখ। আবার তাদের তাড়িয়ে দেয় সে।

একবার এক লোক শামসের উপর এমনই রেগে গিয়েছিল যে চেঁচিয়ে উঠে প্রশ্ন করেছিল, 'মাওলানার দরজা আটকে বসে থাকার অধিকার তোমাকে

BanglaBook.org

কে দিয়েছে? সবাইকে জিজ্ঞেস করছ যে তারা উপহার হিসেবে কি এনেছে, কিন্তু তুমি নিজে কি করেছ? মাওলানার জন্য কি উপহার এনেছ তুমি?'

'আমি নিজেকে নিয়ে এসেছি,' নিচু গলায় জবাব দিয়েছিল শামস। 'মাওলানার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছি আমি।'

এই কথা শোনার পর যতটা না রাগ, তার চাইতে বেশি বিভ্রান্তি নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে বলতে চলে গিয়েছিল লোকটা।

●●●

সেই একই দিন আমি শামসকে প্রশ্ন করেছিলাম, লোকে যে তাকে এভাবে ভুল বোঝে, তার উপর রাগ করে–এতে তার খারাপ লাগে কি না। নিজের দুশ্চিন্তার ভার সামলাতে না পেরে তাকে এটাও বলেছিলাম যে ইদানীং তার শত্রুর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

শূন্য চোখে আমার দিকে তাকাল শামস, যেন আমার কথার অর্থ বুঝতেই পারেনি। 'কিন্তু আমার তো কোনো শত্রু নেই,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে। 'সৃষ্টিকর্তার প্রেমিক যারা, তাদের সমালোচক থাকতে পারে, এমনকি প্রতিযোগীও থাকতে পারে। কিন্তু তাদের কোনো শত্রু থাকা অসম্ভব।'

'হয়তো, কিন্তু আপনি তো মানুষের সাথে ঝগড়া করেন,' আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম আমি।

উত্তেজিত হয়ে উঠল শামসের গলা। 'আমি ওদের সাথে ঝগড়া করি না,' বলল সে। 'আমি ঝগড়া করি ওদের অহং, ওদের নাফসের সাথে। সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।'

তারপর অপেক্ষাকৃত মৃদু গলায় বলল, 'চল্লিশ নীতির একটিতে বলা হয়েছে *এই পৃথিবী হচ্ছে তুষারে ঢাকা পর্বতমালার মতো, যা তোমার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তৈরি করতে পারে। তুমি ভালো বা খারাপ যাই বলো না কেন, তা একভাবে না একভাবে তোমার কাছেই ফিরে আসে। তাই, কেউ যদি তোমার সম্পর্কে কুচিন্তা করে, তাহলে তার সম্পর্কে একই রকম খারাপ কথা বললে তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপই হয় শুধু। ক্ষতিকর শক্তির এক ভয়ঙ্কর চক্রে তখন আটকা পড়ে যাও তুমি। তার চাইতে বরং চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাত সেই ব্যক্তির সম্পর্কে ভালো কথা বলো, ভালো চিন্তা করো। চল্লিশ দিনের শেষে সব কিছুই বদলে যাবে, কারণ তুমি নিজে তখন বদলে যাবে ভেতর থেকে।*'

'কিন্তু মানুষ তো তোমার সম্পর্কে নানা আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছে। তারা এমনকি এটাও বলে যে দুজন পুরুষ যখন এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে তখন তাদের মাঝে এক ঘৃণিত সম্পর্ক তৈরি হয়, যার নাম আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারব না,' বললাম আমি। শেষ দিকে ভেঙে গেল আমার গলা।

BanglaBook.org

এই কথা শুনে আমার কাঁধে হাত রাখল শামস, মুখে সেই চিরপরিচিত সহজ হাসি। তারপর আমাকে একটা গল্প বলল সে।

দুজন মানুষ এক শহর থেকে আরেক শহরে যাচ্ছিল। পথে একটা ঝর্নার সামনে এসে দাঁড়াল তারা, ভারি বর্ষণের কারণে যা ফুলে ফেঁপে বিশাল আকৃতি ধারণ করেছে। সেই স্রোত পার হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তারা এক সুন্দরী তরুণীকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। স্রোত পার হতে চায় সে, অথচ একলা পার হতে পারছে না। দুজনের মাঝ থেকে একজন সাথে সাথে তার সাহায্যে এগিয়ে গেল। মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল সে, তারপর স্রোত পার হয়ে ওপারে চলে গেল। সেখানে তাকে নামিয়ে দিল সে, তারপর বিদায় জানাল। তারপর মানুষ দুজন আবার নিজেদের পথে রওনা দিল।

পথের বাকি সময়টুকু দ্বিতীয় ব্যক্তি একেবারেই চুপচাপ রইল, কোনো কথা বলল না। বন্ধুর প্রশ্ন শুনেও কোনো জবাব দিল না সে। বেশ কয়েক ঘণ্টা এভাবে গম্ভীর হয়ে থাকার পর অবশেষে নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে সে বলে উঠল, 'তুমি ওই মেয়েটাকে স্পর্শ করতে গেলে কেন? চাইলেই তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারত সে! পুরুষ এবং নারীদের এভাবে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা ঠিক নয়!'

প্রথম ব্যক্তি এবার শান্ত গলায় জবাব দিল, 'বন্ধু, ওই মেয়েকে আমি ঝর্না পার করে নামিয়ে দিয়েছি, এবং সেখানেই রেখে এসেছি। তারপর থেকে তুমিই ওকে বয়ে চলেছ, আমি নই।'

'কিছু কিছু মানুষ এমনই,' জবাব দিল শামস। 'তারা নিজেদের সকল ভয় আর দুশ্চিন্তাকে নিজেদের কাঁধে বহন করে, আর সেই ভারের তলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর পর যদি এমন কাউকে পাও যে তোমার বাবা এবং আমার মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতাকে নোংরা রূপ দিতে চাইছে, তাহলে তাকে বোলো, সে যেন তার মনটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে!'

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ১৫ জুন, ২০০৮

বিকেলের দিকে এল ইমেইলটা।

প্রিয় এলা,

তুমি জানতে চেয়েছ যে আমি কিভাবে সুফি হলাম। ব্যাপারটা রাতারাতি ঘটেনি। জন্মের সময় আমার নাম ছিল ক্রেইগ রিচার্ডসন। স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে কিনলকবারভি নামে এক বন্দরকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামে জন্মেছিলাম আমি। যখনই অতীতের কথা ভাবি, তখনই আমার মনে পড়ে মাছ ধরা নৌকা, মাছ আর সবুজ সাপের মতো ভারি হয়ে ঝুলে থাকা সামুদ্রিক শ্যাওলায় ভর্তি জাল, সাগরতীরে পোকা খুঁজে বেড়ানো পাখি, এখানে ওখানে জন্মানো আগাছা, এবং সব কিছুর সাথে মিশে থাকা সমুদ্রের ভারি, লোনা ঘ্রাণের কথা। ওই গন্ধ, সেই সাথে পাহাড় এবং লেকের সুবাস, সেই সাথে যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপের শান্ত জীবনধারায় গড়ে উঠেছিল আমার ছোটবেলা। ষাটের দশকে যখন পৃথিবী টালটামাল, ছাত্র বিক্ষোভ, হাইজ্যাকিং এবং বিপ্লবের মাঝে পড়ে ত্রাহি অবস্থা; আমি তখন এক শান্ত, সবুজ কোণায় বেড়ে উঠছি। আমার বাবা ছিলেন পুরনো বইয়ের দোকানদার, আর মা ছিলেন ভেড়া পালক। ভালো মানের উল তৈরি হতো সেগুলো থেকে। ছোটবেলায় আমি মেষপালকের নিঃসঙ্গতা এবং বইবিক্রেতার সহজাত কৌতূহল–দুটোই পেয়েছি। এমন অনেক দিন গেছে যখন কোনো পুরনো গাছে উঠে বসে থাকতাম, মনে হতো যে সারা জীবন এখানেই কাটিয়ে দেবো। মাঝে মাঝেই কোনো রহস্যময় এডভেঞ্চারে বেড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হতো মনের ভেতর, কিন্তু একই সাথে কিনলকবারভিকে ভালোবাসতাম আমি, ভালোবাসতাম সেখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা। তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে আমার জন্য অন্য কোনো পরিকল্পনা করে রেখেছেন সৃষ্টিকর্তা। কুড়িতে পা দেয়ার পর আমি এমন দুটো জিনিস আবিষ্কার করলাম যেগুলো চিরতরে বদলে দিলো আমার জীবন। প্রথম জিনিসটা ছিল একটা প্রফেশনাল ক্যামেরা। ফটোগ্রাফি ক্লাসে ভর্তি হলাম আমি, তখনও বুঝতে পারিনি যে সামান্য একটা শখ এক সময় আমার সমস্ত জীবনের নেশায় পরিণত হবে। আর দ্বিতীয় জিনিসটা ছিল ভালোবাসা–এক ডাচ নারী, বন্ধুদের

BanglaBook.org

সাথে যে ইউরোপ ঘুরতে বের হয়েছিল। ওর নাম ছিল মার্গট। বয়সে আমার চাইতে আট বছরের বড় ছিল সে। সুন্দরী, লম্বা, এবং অত্যন্ত জেদী। নিজেকে একজন মানবতাবাদী, একজন বোহেমিয়ান, একজন চরমপন্থী, উভকামী, বামপন্থী, একজন একাকী নৈরাজ্যবাদী, একজন বহুসংস্কৃতিবাদী, একজন মানবাধিকার কর্মী, একজন প্রতিসংস্কৃতি কর্মী, একজন পরিবেশ ও নারীবাদী সহ আরও অনেকগুলো বিশেষণে বিশেষায়িত করেছিল সে-যেগুলোর অর্থ এমনকি আমি নিজেও বলতে পারব না। কিন্তু প্রথম দিকেই আমি যে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে ও ছিল একজন পেন্ডুলাম স্বভাবের মানুষ। অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থা থেকে মুহূর্তের মধ্যে তীব্র দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারত ও, যেন অনিশ্চয়তার এক জলজ্যান্ত উদাহারণ। ওর মতে যা ছিল "বুর্জোয়া জীবনধারার দ্বিমুখিতা", তার উপর দারুণ রাগ ছিল ওর, এবং জীবনের প্রতিটি ব্যাপারকে তাই প্রশ্নের মুখোমুখি ফেলতে ভালোবাসত। সমাজের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ও। আজ পর্যন্ত এটা এখনও আমার কাছে রহস্য যে কেন ওর সাথে পরিচয়ের পরেই পালিয়ে যাইনি আমি। তার বদলে বরং ওর অসম্ভব উচ্ছল প্রাণশক্তির ঘূর্ণির মধ্যে নিজেকে ডুবে যেতে দিয়েছিলাম। প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করলাম ওর। অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছিল ওর মধ্যে-বিপ্লবী চিন্তাভাবনায় ভর্তি মাথা, অসম্ভব সাহস আর সৃষ্টিশীলতা, অথচ একই সাথে কাচের ফুলের মতো ভঙ্গুর। আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে সব সময় ওর পাশে থাকব, এবং শুধু বাইরের পৃথিবী নয়, বরং ওর নিজের কাছ থেকেও ওকে বাঁচিয়ে রাখব। আমি ওকে যতটা ভালোবাসতাম, ও কি কখনও তত ভালোবেসেছিল আমাকে? মনে হয় না। কিন্তু এটুকু জানি যে ওর নিজের মতো করে, আত্মকেন্দ্রীক এবং আত্মবিধ্বংসী উপায়ে ও আমাকে ভালোবাসত। আর এভাবেই মাত্র বিশ বছর বয়সে আমস্টারডামে গিয়ে হাজির হলাম আমি। সেখানেই বিয়ে করলাম আমরা। মার্গট ওর সময়কে ব্যবহার করত শরণার্থীদের সাহায্য করার কাজে, যারা রাজনৈতিক বা মানবিক কারণে ইউরোপে আশ্রয় নিতে চাইছে। অভিবাসীদের প্রয়োজনে কাজ করে এমন একটা সংস্থাতে চাকরি করত ও, পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদসংকুল এলাকাগুলো থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের সাহায্য করত হল্যান্ডের বুকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। ও ছিল তাদের কাছে দেবদূতের মতো। ইন্দোনেশিয়া, সোমালিয়া, আর্জেন্টিনা, এবং ফিলিস্তিনের অনেক পরিবার তাদের মেয়ের নাম রেখেছিল মার্গটের নামে। আমি নিজে অবশ্য মানুষের জন্য এত কিছু করতে আগ্রহী ছিলাম না, তার চেয়ে কর্পোরেট সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠাই তখন আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিজনেস স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর একটা ইন্টারন্যাশনাল ফার্মে চাকরি নিলাম আমি। মার্গট যে আমার বেতন বা পদমর্যাদা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না

তাতে যেন সাফল্যের প্রতি আমার পিপাসা আরও বেড়ে গেল। ক্ষমতার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলাম আমি, গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের অংশীদার হতে চাইলাম। সম্পূর্ণভাবে ছকে ফেলে সাজিয়ে নিয়েছিলাম আমাদের জীবনকে। দুই বছর পর বাচ্চা নেব। দুটো কন্যা, যারা আমার আদর্শ পরিবারকে পরিপূর্ণ করবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম আমি। হাজার হোক, পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাগুলোতে বাস করছি আমরা, যে সব দেশ থেকে বন্যার মতো শরণার্থী ভীড় জমাচ্ছে ইউরোপে সেগুলোর কোনো একটায় নয়। বয়সে তরুণ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আমরা, পরস্পরকে ভালোবাসি। কোনো ঝামেলা যে হতে পারে, তখন তা মনেই হতো না আমার। এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে আমার বয়স চুয়ান্নতে পৌঁছে গেছে, এবং মার্গট আর বেঁচে নেই। অথচ ওর স্বাস্থ্যই ভালো ছিল। যে সময় এমনকি ভেজিটেরিয়ান শব্দটাও চালু হয়নি, তখন থেকেই ও ছিল নিরামিষাশী। স্বাস্থ্যকর খাবার খেত, নিয়মিত ব্যায়াম করত, ড্রাগস থেকে দূরে থাকত। ওর নিষ্পাপ চেহারায় খেলা করত সুস্বাস্থ্যের দ্যুতি। একহারা, সুগঠিত গড়ন। নিজেকে এত বেশি যত্নে রাখত যে বয়সের বড় একটা পার্থক্য সত্ত্বেও ওর চাইতে আমাকে বেশি বয়স্ক মনে হতো। ওর মৃত্যুটা হয়েছিল একেবারেই আকস্মিক, কোনো কারণ ছাড়াই। এক রাতে এক বিখ্যাত রাশিয়ান সাংবাদিকের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল ও। লোকটা অভয়াশ্রয় পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় মার্গটের গাড়ি। বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করা মার্গট তখন এমন একটা কাজ করে বসে, যা ওর সাথে একেবারেই খাপ খায় না। গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসে না থেকে ও গাড়ি থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে সামনের গ্রামটা পর্যন্ত চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। ওর পরনে ছিল কালো ট্রেঞ্চকোট আর গাঢ় রঙের ট্রাউজার। সাথে কোনো ফ্ল্যাশলাইটও ছিল না যাতে করে ওর উপস্থিতি বোঝা যাবে। যুগোশ্লাভিয়া থেকে আসা একটা ট্রেলার গাড়ি ওকে ধাক্কা দেয়। ড্রাইভার পরে বলেছিল, সে নাকি মার্গটকে দেখতেই পায়নি, অন্ধকারের সাথে এতটা মিশে গিয়েছিল ও। এক সময় স্রেফ একটা বাচ্চা ছেলে ছিলাম আমি। ভালোবাসা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল, জীবনকে নতুন করে দেখতে শিখিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসার মানুষটাকে হারানোর পর খুব দ্রুত পরিবর্তন চলে এল আমার মাঝে। শিশুও হতে পারলাম না, আবার প্রাপ্তবয়স্কও হতে পারলাম না, যেন ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো হয়ে গেল আমার অবস্থা। "সুফি" শব্দের চারটি অক্ষর–"এস", "ইউ", "এফ", এবং "আই" এর মধ্যে "এস" এর সাথে আমার এই জীবনের এই পর্যায়েই পরিচয় হয়। আশা করি এত লম্বা চিঠি পড়তে গিয়ে তুমি বিরক্ত বোধ করোনি।

ভালোবাসা নিও,
আজিজ

BanglaBook.org

মরুগোলাপ নামের গণিকা

কোনিয়া, জানুয়ারি ১২৪৬

বেশ কয়েক মাস আগে মসজিদে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার পর থেকে গণিকালয়ের মালিক সাবধান হয়ে গেছে, কোথাও যেতে দেয় না আমাকে। সারা দিন নিজের ঘরে বন্দী হয়ে থাকি আমি। কিন্তু তাতে আমার কিছু মনে হয় না। সত্যি কথা বলতে, ইদানীং কোনো কিছুতেই আর কিছু মনে হয় না আমার।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখি, আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আমার চেহারা। এখন আর চুলে চিরুনি চালাই না, চিমটি কেটে লাল করে তুলি না গাল। অন্য মেয়েরা প্রায়ই আমার খারাপ হয়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে অনুযোগ করে, বলে যে এতে নাকি খদ্দের আসে না। কে জানে, হয়তো ঠিকই বলে। আর সে কারণেই সে দিন যখন আমাকে বলা হলো যে আমার কাছে এক খদ্দের এসেছে, তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম আমি।

কিন্তু খদ্দেরের চেহারা দেখার পর সেই বিস্ময় আতঙ্কে বদলে যেতে খুব বেশি সময় লাগল না। বেবার্স।

নিজের কামরায় একাকী হওয়ার পরেই আমি বেবার্সকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার মতো একজন নিরাপত্তা প্রহরী এখানে কি করছে?'

'তোর মতো একটা বেশ্যা যদি মসজিদে ঢুকতে পারে, তাহলে আমি গণিকালয়ে আসলে কি অসুবিধে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে, তীব্র ঘৃণা জড়িয়ে আছে গলায়।

'সেই দিন আমাকে গণপিটুনি দিতে পারলে তুমি খুব খুশি হতে, আমি জানি,' বললাম আমি। 'শামস তাবরিজি আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'ওই শয়তানের নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। ও একটা ধর্মদ্রোহী!'

'না, মোটেই না!' জানি না হঠাৎ করে কি হয়ে গেল আমার। বলে উঠলাম, 'সেদিনের পর থেকে শামস তাবরিজি বেশ কয়েকবার আমার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

BanglaBook.org

'হাহ! দরবেশ এসেছে বেশ্যালয়ে!' বিদ্রূপের শব্দ বেরিয়ে এল বেবার্সের মুখ থেকে। 'এমনটাই আশা করছিলাম আমি।'

'তুমি যা ভাবছ তা নয়,' বললাম আমি। 'মোটেই সে রকম কিছু ঘটেনি।'

কথাটা আগে কখনও কাউকে বলিনি আমি, তাই কেন এখন বেবার্সকে বলছি তা আমার জানা নেই। কিন্তু গত কয়েক মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে দেখতে এসেছে শামস তাবরিজি। অন্য কারও চোখে, বিশেষ করে মালিকের চোখে ধরা না পড়ে সে কিভাবে ভেতরে ঢোকে তা আমার কাছে এক রহস্য। অন্য কেউ হলে হয়তো ভাবত যে নিশ্চয়ই কালো জাদুর আশ্রয় নেয় সে। কিন্তু আমি জানি যে এমন কিছু ঘটে না। শামস একজন ভালো মানুষ। ধার্মিক মানুষ। এবং বিশেষ কিছু গুণাবলি আছে তার। ছোটবেলায় আমার মায়ের কাছ থেকে ছাড়া এই প্রথম কেবল শামসের কাছেই নিঃশর্ত ভালোবাসা আর দয়ার দেখা পেয়েছি আমি। আমাকে কোনো পরিস্থিতিতেই হতাশ না হতে শিখিয়েছে সে। যখনই আমি ওকে বলি যে আমার মতো কারও পক্ষে কখনই তার অতীতকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়, সে তখন আমাকে তার চল্লিশ নীতির একটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় *অতীত হচ্ছে কিছু স্মৃতির সমষ্টি। ভবিষ্যৎ হচ্ছে এক বিভ্রান্তি। এই পৃথিবীতে সময় কখনও সরলরেখার মতো অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হয় না। বরং অন্তহীন চক্রের মতো কেবল বয়ে চলে আমাদের ভেতর দিয়ে, আমাদের মধ্য দিয়ে।*

চিরকাল মানে অসীম সময় নয়, বরং সময়ের অনুপস্থিতি।

তুমি যদি অনন্ত আলোকিত হওয়ার অভিজ্ঞতা নিতে চাও, তাহলে অতীত এবং ভবিষ্যতের ধারণাকে মন থেকে দূর করে দাও, কেবল বর্তমানেই বাঁচতে শেখো।

শামস আমাকে প্রায়ই বলে, 'বর্তমান ছাড়া আর কিছুই নেই, এবং কখনও ছিল না বা থাকবেও না। যখন তুমি সত্যকে চিনতে পারবে, তখন আর কোনো কিছুকেই ভয় লাগবে না তোমার। কেবল তখনই চিরকালের জন্য এই গণিকালয় ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি।'

•••

তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বেবার্স। সে যখন আমার দিকে তাকায়, তখন তার আধবোজা ডান চোখটা এক পাশে হেলে থাকে। মনে হয় যেন আরও একজন মানুষ রয়েছে কামরায়, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাকে দারুন ভয় লাগে আমার।

শামসকে নিয়ে আর কোনো কথা বলা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে তাকে বড় এক পাত্র মদ এনে দিলাম আমি। সেটা ঢকঢক করে গিলে ফেলল বেবার্স।

BanglaBook.org

'তোর কি আছে, বল তো?' দ্বিতীয় পাত্র মদ শেষ করার পর হঠাৎ প্রশ্ন করল বেবার্স। 'তোদের মতো মেয়েদের সবারই তো কিছু না কিছু বিশেষ গুণ থাকে। নাচতে পারিস তুই?'

আমি জবাব দিলাম যে এমন কোনো গুণ আমার নেই। আর আগে যা-ও কিছু ছিল, এখন সেগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। অজানা এক অসুখে ভুগছি আমি। খদ্দেরকে এসব কথা বলেছি জানতে পারলে মালিক আমাকে মেরেই ফেলবে, কিন্তু তাতে আর পরোয়া করি না আমি। সত্যি কথা বলতে আমি মনে মনে আশা করছি যে বেবার্স যেন রাতটা অন্য কোনো মেয়ের সাথে কাটায়।

কিন্তু নিরাশ হতে হলো আমাকে। কাঁধ ঝাঁকাল বেবার্স, বলল যে আমার অসুখে তার কোনো আপত্তি নেই। তারপর পকেট থেকে একটা থলে বের করে সেখান থেকে কিছুটা লালচে বাদামি পদার্থ বের করল সে, সেগুলো মুখে ফেলে চিবোতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চিবোতে চিবোতে বলল, 'তুই একটু খাবি নাকি?'

মাথা নাড়লাম আমি। ওটা কি জনিস আমার জানা আছে।

'এতে যে কি মজা, তা তো জানা নেই তোর,' বিছানায় এলিয়ে পড়তে পড়তে দাঁত বের করে হাসল বেবার্স। হাশিশের নেশা ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তার মস্তিষ্কে।

সেই সন্ধ্যায় মদ এবং হাশিশের নেশায় পুরোপুরি মাতাল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি বীভৎস ব্যাপার দেখেছে তার বিবরণ দিতে লাগল বেবার্স। চেঙ্গিস খান মরে পচে গেছে অনেক আগেই, কিন্তু তার ভূত নাকি এখনও মোঙ্গল সেনাবাহিনীর সাথে রয়েছে। আর সেই ভূতের কারণেই মোঙ্গলরা কাফেলার উপর হামলা চালায়, গ্রামের পর গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দেয়, নারী পুরুষ সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে। আরও বলল, ঠাণ্ডা কোনো শীতের রাতে যখন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত মানুষ মরে পড়ে থাকে, এবং আরও বহু মানুষ উপনীত হয় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে; তখন নাকি সেখানে নেমে আসে নীরবতার এক নিস্তব্ধ, শান্ত চাদর।

'বড় কোনো বিপর্যয়ের পর যে নীরবতা নেমে আসে তা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিময় শব্দ,' জড়ানো গলায় বলল সে।

'কি দুঃখজনক,' ফিসফিস করে বললাম আমি।

হঠাৎ করেই যেন ফুরিয়ে গেল বেবার্সের সব কথা। আর কিছু বলার নেই তার। এবার আমার হাত ধরে এক টানে বিছানায় নিয়ে ফেলল সে, টেনে ছিঁড়ে ফেলল আমার পোশাক। চোখ লাল হয়ে আছে তার, কর্কশ গলা। শরীর থেকে ভেসে আসছে হাশিশ, ঘাম এবং কামের মিশ্র দুর্গন্ধ। জোরালো এক ধাক্কায় আমার ভেতর প্রবেশ করল সে। নড়ে চড়ে উঠতে চাইলাম আমি, ব্যথা যেন একটু কমে আসে সে জন্য ছড়িয়ে দিতে চাইলাম দুই উরু। কিন্তু বেবার্স তার

BanglaBoi.org

দুই হাত দিয়ে আমার বুকের উপর এমনভাবে চেপে ধরেছে যে একটুও নড়তে পারলাম না। চরম মুহূর্তের পরেও দীর্ঘ সময় আমার উপর ওঠানামা করতে লাগল তার শরীর, যেন সুতোয় বাধা কোনো এক কাঠের পুতুল, যার জানা নেই যে কিভাবে থামতে হবে। পরিষ্কার বোঝা গেল যে অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। আমার ভয় হতে লাগল যে হয়তো আবার শুরু হবে অত্যাচার, কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই সব শেষ হয়ে গেল। আমার উপরে থাকা অবস্থাতেই তীব্র ঘৃণা নিয়ে আমার দিকে তাকাল সে, যেন যে শরীরটা একটু আগে তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল সেটাই এখন তাকে বিষিয়ে তুলছে।

'কাপড় পর,' গড়িয়ে সরে যেতে যেতে নির্দেশ দিল সে।

পোশাক পরে নিলাম আমি। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, আরও একটু হাশিশ মুখে পুরল সে। 'এখন থেকে শুধু আমার মেয়েমানুষ হবি তুই,' জড়ানো গলায় বলে উঠল বেবার্স।

খদ্দেররা অবশ্য প্রায়ই এ ধরনের আবদার করে। এমন পরিস্থিতিকে কিভাবে সামলাতে হবে তা ভালোই জানা আছে আমার। খদ্দেরকে বোঝাতে হয় যে তার মেয়েমানুষ হতে কোনো আপত্তি নেই আমার, বরং খুব খুশিই হবো। কিন্তু সেটা করতে হলে প্রথমে মালিককে অনেকগুলো টাকা দিয়ে খুশি করতে হবে তাকে। কিন্তু আজ আর সেই নাটক করতে ইচ্ছে হলো না আমার।

'তোমার মেয়েমানুষ হওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' বললাম আমি। 'খুব তাড়াতাড়িই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব আমি।'

হো হো করে হেসে উঠল বেবার্স, যেন দারুণ মজার একটা কৌতুক শুনেছে। 'এই কাজ জীবনেও করতে পারবি না তুই,' সম্পূর্ণ নিশ্চিত গলায় বলল সে।

আমি জানি যে এর সাথে তর্কে যাওয়া উচিত হবে না আমার, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। 'তোমার এবং আমার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আমরা দুজনেই অতীতে এমন কিছু কাজ করেছি যার জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত বোধ করি। কিন্তু তুমি তবু প্রহরীর চাকরি নিতে পেরেছ, কারণ তোমার একজন প্রভাবশালী চাচা আছে। কিন্তু আমার জন্য তেমন কেউ নেই।'

শক্ত হয়ে উঠল বেবার্সের মুখ। এতক্ষণ ঠাণ্ডা, ভাবলেশহীন ছিল তার চোখজোড়া, এবার সেখানে এসে ভর করল তীব্র ক্রোধ। এক লাফে এগিয়ে এসে আমার চুল মুঠি করে ধরল সে। 'তোর সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে ফেলেছি, তাই না?' গর্জে উঠল সে। 'নিজেকে কি মনে করিস তুই?'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললাম আমি, কিন্তু তীব্র ব্যথার স্রোত এসে বন্ধ করে দিল আমার মুখ। বেবার্স ঘুষি মেরেছে আমার মুখে, তারপর দেয়ালের উপর ছুঁড়ে মেরেছে।

BanglaBook.org

এটাই প্রথমবার নয়। এর আগেও খদ্দেরদের হাতে মার খেতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু কোনোবারই এত ভয়ানক ছিল না সেগুলো।

•••

মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি। তারপরেই আমার পাঁজর আর কোমর লক্ষ্য করে একের পর এক লাথি মারতে শুরু করল বেবার্স, একই সঙ্গে গালিগালাজের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই অবস্থাতেই অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হলো আমার। তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছে আমার শরীর, প্রতিটা মারের সাথে সাথে যেন আরও দুমড়ে যাচ্ছে–ঠিক সে সময় মনে হলো যেন আমার আত্মাটা মুক্ত ঘুড়ির মতো হালকা হয়ে বের হয়ে এল আমার শরীর থেকে।

দেখলাম, বাতাসে ভাসছি আমি। আমার চারপাশে কিচ্ছু নেই, কেবল শান্তিময় নিস্তব্ধতা। কেউ বাধা দিচ্ছে না আমাকে, যে দিকে খুশি যেতে পারছি। সদ্য ফসল কেটে নেয়া গমক্ষেতের উপর দিয়ে ভেসে গেলাম আমি, যেখানে কৃষক মেয়েদের মাথার ওড়না নিয়ে খেলা করছে বাতাস; রাতের বেলায় যেখানে জোনাকির আলো জ্বলে মিটমিট করে, মনে হয় পরীদের আলো। অনেকটা পড়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছে আমার, কিন্তু তফাতটা হলো যে এখানে আমি পড়ছি উপরের দিকে, অন্তহীন আকাশের দিকে।

এই কি মৃত্যু? যদি তাই হয়, তাহলে তো একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার সব দুশ্চিন্তা মুছে গেছে। অদ্ভুত এক অবস্থায় পৌঁছে গেছি আমি, যেখানে বিশুদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এমন এক জায়গা, যেখান থেকে কোনো কিছুই আমাকে নামিয়ে আনতে পারবে না। হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম, সারা জীবন এই অনুভূতিকেই ভয় পেয়ে এসেছি আমি। অথচ এ তো মোটেই ভীতিকর কিছু নয়। মরে যাব এই ভয়েই তো কখনও গণিকালয় থেকে বের হওয়ার সাহস পেতাম না আমি। কিন্তু এখন নতুন এক সাহস বুকে নিয়ে বুঝতে পারলাম, ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে ওই ইঁদুরের গর্ত থেকে বের হয়ে পড়ার সাধ্য আছে আমার।

শামস তাবরিজি ঠিকই বলেছে। একমাত্র ময়লা হলো অন্তরের ময়লা। চোখ বন্ধ করলাম আমি, কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম আমারই এক প্রতিবিম্ব, যে বয়স এবং কমনীয়তা উভয় দিক দিয়েই আমার চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, পায়ে হেঁটে বের হয়ে আসছে গণিকালয় থেকে। নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। তারুণ্য এবং আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করছে তার মুখ। জীবনে যদি নিরাপত্তা আর ভালোবাসার দেখা পেতাম তাহলে আমার চেহারাও আজ এমনই থাকত। দৃশ্যটা এত বেশি বাস্তব, এত বেশি লোভনীয় মনে হতে লাগল যে তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখার পরেও মৃদু হাসি ফুটল আমার ঠোঁটে।

BanglaBook.org

কিমিয়া

কোনিয়া, জানুয়ারি ১২৪৬

বহু লজ্জার ভার কাটিয়ে উঠে অবশেষে শামস তাবরিজির সাথে আবার কথা বলার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলাম আমি কোরআনের চতুর্থ স্রোত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তেমন কোনো সুযোগ আসেনি। একই ছাদের নিচে থাকার পরে কখনও তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি আমার। কিন্তু আজ সকালে যখন আমি উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছি, তখন শামস নিজে থেকেই এসে দাঁড়াল আমার পাশে। একা, মনে হলো গল্প করার মেজাজে আছে। এইবার শুধু তার সাথে আগের চাইতে দীর্ঘ সময় কথা বলারই সুযোগ পেলাম না, বরং তার চোখে চোখও রাখতে পারলাম।

'কেমন আছ, প্রিয় কিমিয়া?' উৎফুল্ল গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

আমি খেয়াল করলাম যে কিছুটা এলোমেলো হয়ে আছে শামসের চেহারা, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এল, অথবা আরও একটা অতীন্দ্রিয় দর্শন ধরা দিয়েছিল তার হাতে। আমার জানা আছে যে ইদানীং এই দর্শনগুলো খুব বেশি পাচ্ছে ও, এবং ইতোমধ্যে তার লক্ষণগুলোও চিনতে শিখে গিয়েছি। প্রতিবার এমন কোনো দর্শন থেকে জেগে ওঠার পর ফ্যাকাসে হয়ে যায় তার চেহারা, চোখগুলো ঘুম ঘুম হয়ে আসে।

'ঝড় আসছে,' আকাশের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল শামস। ধূসর মেঘ জমতে শুরু করেছে সেখানে। বছরের প্রথম তুষারপাতের চিহ্ন।

ঠিক করলাম, এটাই হচ্ছে আমার ভেতরে জমিয়ে রাখা প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্য সঠিক সময়। 'মনে আছে, আপনি একবার বলেছিলেন যে আমরা সবাই কোরআনকে ততটুকুই বুঝি, যতটুকু আমাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম তাকে। 'সেই দিনের পর থেকে কোরআনের চতুর্থ স্রোত সম্পর্কে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি।'

এবার তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল শামস। যখন সে এমন মনোযোগের সাথে আমার দিকে তাকায় তখন খুব ভালো লাগে আমার। এই

BanglaBook.org

সময়টাতেই তাকে সবচেয়ে সুদর্শন লাগে বলে আমার ধারণা, বিশেষ করে যখন তার ঠোঁটগুলো একটা আরেকটার উপর চেপে বসে, হালকা ভাঁজ পড়ে কপালে।

'চতুর্থ স্রোতের কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না,' বলল সে। 'একটি পর্যায়ে যাওয়ার পর অনুভূতিদের আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যখন তুমি ভালোবাসার সীমানার মধ্যে পা রাখবে, তখন তোমার ভাষার প্রয়োজন হবে না।'

'আশা করি কোনো একদিন সেই সীমানার মধ্যে ঢুকতে পারব,' বলে উঠলাম আমি, এবং প্রায় সাথে সাথেই লজ্জিত বোধ করলাম। 'মানে, আমি বলতে চাইছি যে কোরআনকে তেমন গভীর উপলব্ধির সাথে পড়তে পারব।'

ছোট্ট এক টুকরো হাসি ফুটল শামসের ঠোঁটে। 'যদি তোমার মাঝে তা লেখা থাকে, তাহলে তো অবশ্যই পারবে। চতুর্থ স্রোতে ডুব দেবে তুমি, তারপর নিজেই পরিণত হবে সেই স্রোতে।'

আমার ভেতর যে মিশ্র অনুভূতিকে একমাত্র শামসই জাগিয়ে তুলতে পারে তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। তার পাশে এসে দাঁড়ালে আমার মনে হয় যে আমি এখনও শিশুমাত্র, জীবনকে নতুন করে শিখছি। একই সাথে মনে হয় আমি এক প্রাপ্তবয়স্ক নারী, নিজের গর্ভে নতুন জীবনকে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত।

'"আমার ভেতরে লেখা থাকা" বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'মানে, আমার নিয়তি?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ,' বলে মাথা ঝাঁকাল শামস।

'কিন্তু নিয়তি মানে আসলে কি বোঝায়?'

'তা তো আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে নিয়তি বলতে আসলে কি বোঝায় না। প্রকৃতপক্ষে, তোমার প্রশ্নটির জবাব হিসেবে একটি নীতিকে উল্লেখ করতে পারি আমি। *নিয়তির অর্থ এই নয় যে তোমার জীবনের সব খুঁটিনাটি আগে থেকেই লেখা হয়ে আছে। তুমি যদি সব কিছু নিয়তির উপর ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকো, এই মহাবিশ্ব জুড়ে ধ্বনিত হওয়া সংগীতে নিজের সুরকে যোগ না করো তাহলে তা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।*

মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় এই সুর, যাকে রচনা করা হয়েছে চল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে।

তোমার নিয়তি হচ্ছে সেই স্তর, যেখানে তোমার নিজের সুরকে বাজাবে তুমি। কোন যন্ত্রে বাজাবে তা হয়তো তোমার হাতে নেই, কিন্তু সেটাকে কত ভালো বাজাতে পারবে তা নির্ভর করে একান্তই তোমার উপর।'

নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়েছিলাম আমি, কারণ শামস এবার আমাকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল। আমার হাতের উপর হাত রেখে মৃদু চাপ দিল সে। তারপর গভীর কালো, উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে একটা গল্প বলি তাহলে।'

সে আমাকে যা বলল তা হচ্ছে এই

এক দিন এক তরুণী এক দরবেশের কাছে নিয়তির সম্পর্কে জানতে চাইল। দরবেশ তাকে বললেন, "এসো আমার সাথে। আমরা দুজন মিলে এই পৃথিবীকে একটু ঘুরে দেখি।" কিছুক্ষণের মধ্যেই এক মিছিলের সামনে এসে পড়ল তারা। এক খুনীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাজারে, সেখানে তাকে ফাঁসি দেয়া হবে। দরবেশ প্রশ্ন করলেন, "ওই লোকটাকে ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন? কেউ একজন তাকে খুন করার অস্ত্র কেনার জন্য টাকা দিয়েছে বলে? নাকি অপরাধটি করার সময় কেউ তাকে বাধা দেয়নি বলে? নাকি খুন করার পরে সে ধরা পড়ে গেছে, এ কারণে? এই ঘটনার মাঝে কারণ এবং কার্যের সম্পর্কটা কোথায়?"

শামসকে বাধা দিয়ে মাঝখানে কথা বলে উঠলাম আমি। বললাম, 'লোকটাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে কারণ খুবই খারাপ একটা কাজ করেছে সে। এখন সেই কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে। এর মাঝেই বিদ্যমান কারণ এবং কার্য। ভালো জিনিস যেমন আছে, খারাপও তেমনি আছে। দুটোর মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান।'

'আহ, অবোধ কিমিয়া,' মৃদু গলায় বলল শামস, হঠাৎ যেন ক্লান্ত শোনাল তার গলা। 'পার্থক্য জিনিসটাকে তোমার খুব পছন্দ, কারণ তাতে জীবনকে সহজ করে তোলা যায়। কিন্তু সব সময় সব ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি করাটা সহজ নয়, জানো তো?'

'কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তো চেয়েছেন যেন আমরা সহজ পথে থাকি। তা না হলে তিনি হারাম হালালের কোনো পার্থক্য করতেন না। স্বর্গ ও নরক বলে কিছু থাকত না। ভেবে দেখুন, মানুষ যদি স্বর্গ নরকের কথা না ভাবত, তাহলে এই পৃথিবীটা আরও খারাপ জায়গায় পরিণত হতো।'

বাতাসে তুষারের কণা উড়তে শুরু করল। ঝুঁকে এসে আমার চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে দিল শামস। এক মুহূর্তের জন্য তার শরীরের গন্ধ পেয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চন্দন কাঠের সাথে অ্যাম্বারের গন্ধ মেশালে যেমন হয় অনেকটা তেমন, তার সাথে হালকা ভেজা ভাব, বৃষ্টির পর ভেজা মাটির মতো। এক মুহূর্তের জন্য কামনার স্রোত ঘিরে ধরল আমাকে। কি লজ্জার! কিন্তু অদ্ভুত কথা এটাই যে মোটেই লজ্জা লাগল না আমার।

'ভালোবাসায় কোনো সীমানা থাকে না,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল শামস। দৃষ্টিতে মেশানো মায়া আর দুশ্চিন্তা।

BanglaBook.org

কোন ভালোবাসার কথা বলছে সে? সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা, নাকি পুরুষ এবং নারীর মধ্যকার ভালোবাসা? আমাদের দুজনের কথা বলছে না তো সে? "আমাদের" বলে কোনো শব্দের অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে?

আমার চিন্তাগুলো পড়তে পারেনি শামস, নিজের মতো বলে চলল সে। 'হারাম বা হালাল নিয়ে আমি চিন্তা করি না। মানুষ যদি শুধু ভালোবাসার জন্যেই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসত, তাহলে স্বর্গ আর নরকের ধারণাকেও আমি মুছে দিতে চাইতাম।'

'এসব কথা সবার সামনে বলা উচিত নয় আপনার। মানুষজন রেগে উঠতে পারে। সবাই তো এসব কথা বুঝবে না,' বললাম আমি। তখনও জানি না যে আমার সাবধানবানী সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হওয়ার আগে তা নিয়ে আরও চিন্তা করতে হবে আমাকে।

সাহসী, প্রায় বেপরোয়া হাসি ফুটল শামসের ঠোঁটে। তার হাতের মাঝে উষ্ণ, ভারি হয়ে আটকে আছে আমার হাত। বাধা দিলাম না আমি।

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে সেক্ষেত্রে আরও বেশি সাহসী হওয়া উচিত আমার? তাছাড়া, সংকীর্ণমনা মানুষরা এমনিতেও কারও কথা শোনে না। তাদের বন্ধ কানের কাছে আমি যাই বলি না কেন, ধর্মদ্রোহীতা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।'

'কিন্তু আমার কাছে তো আপনার সব কথাই শুনতে ভালো লাগে!'

অবিশ্বাসী, প্রায় বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকাল শামস। কিন্তু তার চাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছি আমি। এমন কথা কি করে বের হলো আমার মুখ থেকে? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? নিশ্চয়ই কোনো জ্বিন চেপে বসেছে আমার ঘাড়ে।

'মাফ করবেন। এখন আমি যাই,' এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমি।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে আমার গাল। এতক্ষণ যে সব কথা বলেছি এবং বলিনি, সেগুলোর কথা চিন্তা করে দ্রুত হয়ে উঠেছে হৃৎস্পন্দন। প্রায় দৌড়ে উঠোন থেকে বের হয়ে এসে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম আমি। কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতেই বুঝতে পারলাম, এক অদৃশ্য সীমানা পার হয়ে এসেছি আমি। আজকের পর থেকে আর কখনও এই সত্যি কথাটাকে অস্বীকার করতে পারব না : শামস তাবরিজিকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি।

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, জানুয়ারি ১২৪৬

বেশিরভাগ মানুষের স্বভাবজাত একটি কাজ হচ্ছে অপর মানুষের নামে গুজব রটানো। আমার সম্পর্কে ছড়ানো গুজবগুলোও শুনেছি আমি। কোনিয়ায় পা রাখার পর থেকেই শুরু হয়েছে সেগুলো। তাতে অবশ্য আমি অবাক হইনি। কোরআনে যদিও বলা হয়েছে যে কারও বদনাম করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপের একটি, তারপরেও খুব কম মানুষই একে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। মাতালদের দেখলেই গালমন্দ করে তারা, ব্যভিচারী নারীদের পেলেই পাথর মারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার চোখে আরও বড় যে অপরাধ, অপরের নামে বদনাম রটানো–তার ব্যাপারে কেউ কোনো গুরুত্বই দেয় না।

এই সব কিছু দেখে আমার একটা গল্পের কথা মনে হয়।

একদিন এক লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এক সুফির কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ওই দেখুন, ওই লোকগুলো একগাদা থালা নিয়ে এদিকেই আসছে!"

সুফি শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "তাতে আমার কি?"

"কিন্তু ওরা তো থালাগুলো আপনার বাড়িতেই আনছে! নিশ্চয়ই অনেক খাবার আছে ওতে!" বিস্মিত সুরে বলল লোকটি।

এবার সুফি বললেন, "তাতে তোমার কি?"

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, মানুষের নজর সব সময় থাকে অপরের থালার দিকে। নিজেদের চরকায় তেল দেয়ার চাইতে অপর ব্যক্তির দোষ ধরতেই বেশি ব্যস্ত থাকে তারা। তাদের উর্বর মস্তিষ্কে যে সব গল্পের জন্ম হয় সেগুলো শুনলে আমি অবাক না হয়ে পারি না। বদনাম এবং গুজব তৈরির ব্যাপারে তাদের কল্পনাশক্তি কোনো বাধ মানে না।

এই শহরের কিছু লোকের বিশ্বাস, আমি অ্যাসাসিনদের গোপন নেতা। কেউ কেউ তো এমনও বলতে চায় যে আমি আলামুতের শেষ ইসমাইলি ইমামের ছেলে। তারা বলে, আমি নাকি কালো জাদু এবং ডাকিনীবিদ্যায় এতই দক্ষ যে কাউকে অভিশাপ দিলে সে সাথে সাথে মারা যায়। কেউ কেউ আবার রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে আমি রুমিকে জাদু করেছি। সে যেন সেই জাদুর প্রভাব কেটে বেরিয়ে আসতে না পারে, সে জন্য প্রতি দিন ভোরে তাকে আমি সাপের মাংস দিয়ে রান্না করা ঝোল খাওয়াই!

BanglaBook.org

এসব কথাবার্তা শুনে হাসতে হাসতে সরে আসা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না আমার। আর কিই বা করব? লোকজনের বকবকানি থেকে একজন দরবেশের কি এমন ক্ষতি হতে পারে? এই পুরো পৃথিবীও পানিতে ডুবে গেলেও হাঁসের কি তাতে কিছু আসে যায়?

তারপরেও, আমার চারপাশের মানুষগুলো আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। বিশেষ করে সুলতান ওয়ালাদ। অত্যন্ত মেধাবী এক তরুণ সে, আমি নিশ্চিত যে একদিন সে তার বাবার প্রধান সহকারীতে পরিণত হবে। আর তারপর আছে কিমিয়া, শান্ত মেয়ে কিমিয়া... সেও আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে। কিন্তু এই গুজবের সবচেয়ে খারাপ দিক হলো রুমিও তা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আমার মতো ওর তো লোকজনের কাছ থেকে বদনামের শিকার হওয়ার অভ্যাস নেই। মুর্খ লোকজনের কথায় ওর কষ্ট পাওয়া দেখে আমারও খারাপ লাগে। মাওলানার অন্তরে অপার সৌন্দর্য বিদ্যমান। অপর দিকে আমার অন্তরে সৌন্দর্য এবং কদর্য–দুই দিকই আছে। অপরের কুৎসিত চেহারার সাথে আমি যতটা সহজে মোকাবেলা করতে পারি, রুমি তা পারে না। কিন্তু একজন জ্ঞানী গবেষক, যে কেবল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং যৌক্তিক উপসংহারে অভ্যস্ত, সে কিভাবে লোকজনের বানোয়াট গুজবের মুখোমুখি হবে?

এ কারণেই হয়তো নবী মুহাম্মদ বলেছেন, *"এই পৃথিবীতে তিন শ্রেণির মানুষকে করুণা করো। সেই ধনী ব্যক্তি যে তার সম্পদ হারিয়েছে, সেই সম্মানিত ব্যক্তি যে তার সম্মান হারিয়েছে, এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যার চারপাশ মূর্খ মানুষে পরিপূর্ণ।"*

কিন্তু তারপরেও আমার কেন যেন মনে হয়, এসবের মধ্যে রুমির জন্যেও ভালো কিছু নিহিত আছে। বদনাম সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর হলেও তার অন্তরের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয়। সমস্ত জীবন সে শুধু প্রশংসা আর সম্মান পেয়েছে, কেউ তার সুনামে আঘাত করার চেষ্টা করেনি। সে জানে না যে অপরের কাছে সমালোচিত হতে, ভুল বিচার পেতে কেমন লাগে। মাঝে মাঝে মানুষকে যে একাকিত্ব এবং অসহায়ত্ব ঘিরে ধরে, তার স্বাদও কখনও পায়নি সে। তার সত্তায় কখনও অপর ব্যক্তির দ্বারা আঘাত লাগেনি, এমনকি সামান্য আঁচড়ও পড়েনি। কিন্তু সেটা দরকারী ওর জন্য। কষ্টদায়ক হলেও বদনামের ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়, বিশেষ করে যে ব্যক্তি এই পথে নেমেছে তার জন্য। ত্রিশতম নীতিতে আছে এই কথা *সত্যিকারের সুফি হলো সেই ব্যক্তি যে শত অন্যায় অভিযোগ, আক্রমণ এবং শাস্তির শিকার হওয়ার পরেও ধৈর্যের সাথে তাকে সহ্য করে যায়, এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে একটি কড়া কথাও উচ্চারণ করে না। একজন সুফি কখনও তার বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে না। "আত্ম" বা "নিজ" এর বোধই যদি না থাকে, তাহলে প্রতিপক্ষ বা প্রতিযোগী, এমনকি "অপর" এর ধারণাই বা কিভাবে আসবে?*

সবাই যখন এক, তখন অপর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ আনা যায়?

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ১৭ জুন, ২০০৮

বেশ দ্রুতই এল পরের ইমেইলটা।

প্রিয় এলা,

তুমি যে আমার সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছ সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সত্যি কথা বলতে, জীবনের এই সময়গুলো সম্পর্কে লিখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার, কারণ এর সাথে সাথে ভীড় করে আসছে বহু কষ্টের স্মৃতি। কিন্তু তারপরেও বলি মার্গটের মৃত্যুর পর আমার জীবনে বিশাল বড় এক পরিবর্তন এল। নেশাসক্তদের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম আমি, আমস্টারডামের এমন সব পার্টি এবং ড্যান্স ক্লাবে রাত কাটাতে শুরু করলাম যেগুলো আগে কখনও চিনতাম না। ভুল জায়গায় শান্তি খুঁজে বেড়াতে শুরু করলাম। নিশাচর হয়ে উঠলাম ধীরে ধীরে, ভুল মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করলাম। অচেনা বিছানায় ঘুমোতে শুরু করলাম, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই পঁচিশ পাউন্ড ওজন হারালাম। প্রথমবার যখন হেরোইন টানি নাক দিয়ে, সাথে সাথে বমি হয়ে গিয়েছিল, সারা দিন মাথাব্যথায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনি। আমার শরীর ওই ড্রাগটাকে সহ্য করতে পারেনি। তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার, কিন্তু তখন আমি কোনো কিছু ভেবেচিন্তে দেখার অবস্থায় ছিলাম না। খুব তাড়াতাড়িই নাক দিয়ে টানার বদলে ইনজেকশনে হেরোইন নিতে শুরু করলাম। মারিজুয়ানা, হাশিশ, মেথাম্ফেটামিন, কোকেন—হাতের কাছে যা পেয়েছি সবই নিয়েছি। ফলে মানসিক এবং শারীরিকভাবে কঙ্কালে পরিণত হতে খুব বেশি সময় লাগল না আমার। যা কিছু করতাম, কেবল নেশার জন্য। আর যখন নেশায় থাকতাম, তখন আত্মহত্যার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করতাম। এমনকি হেমলকও নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি সক্রেটিসের মতো। কিন্তু হয় বিষটা আমার উপর কাজ করেনি, অথবা যে চাইনিজ দোকানের পেছনের দরজা থেকে জিনিসটা কিনেছিলাম তারা আমাকে ঠকিয়েছিল। কে জানে, হয়তো কোনো ধরনের চা পাতাই বিক্রি করেছিল আমার কাছে, তারপর আমার বোকামী দেখে হেসেছিল গোপনে। বহু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি অচেনা কোনো জায়গায় রয়েছি আমি, পাশে এমন কেউ যাকে চিনিই না; কিন্তু

BanglaBook.org

সেই একই শূন্যতা কুরে কুরে খাচ্ছে আমার ভেতরটা। মেয়েরা আমাকে ভালোবাসত। কেউ আমার চাইতে বয়সে ছোট ছিল, কেউ কেউ অনেক বড়। তাদের বাড়িতে থাকতাম আমি, তাদের বিছানায় ঘুমোতাম, তাদের সামার রিসোর্টে থাকতাম, তাদের রান্না করা খাবার খেতাম, তাদের স্বামীদের পোশাক পরতাম। তাদের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটা করতাম, এবং এর বিনিময়ে তারা যে জিনিসটা চাইত–ভালোবাসা, তার কণামাত্রও দিতাম না কাউকে। যে জীবন আমি বেছে নিয়েছিলাম তা খুব শীঘ্রই আমার উপর শোধ নিতে শুরু করল। চাকরি হারালাম আমি, বন্ধুদের হারালাম, এবং শেষ পর্যন্ত আমি এবং মার্গট যে এপার্টমেন্টে থাকতাম সেটাও হারালাম। যখন এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে আগের জীবনধারায় আর চলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, তখন পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে শুরু করলাম আমি। সেখানে সব কিছুই হতো বারোয়ারি। একবার রটারডামের এমন এক বাড়িতে প্রায় পনেরো মাস ছিলাম। সেই বিল্ডিঙের ভেতরে বা বাইরে কোনো দরজা ছিল না, এমনকি বাথরুমেও না। সব কিছু ভাগাভাগি করে নিতাম আমরা। আমাদের গান, স্বপ্ন, হাতখরচ, ড্রাগস, খাবার, বিছানা... সব কিছু, শুধু আমাদের কষ্ট ছাড়া। এভাবে নেশা এবং উশৃঙ্খলতার মাঝে বেশ কয়েক বছর কাটানোর পর অবশেষে অবক্ষয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম আমি, পরিণত হলাম প্রাক্তন আমার ছায়ায়। এক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার সময় আয়নার দিকে তাকালাম। এত অল্প বয়সে আর কাউকে এত বেশি বিষণ্ন আর দুর্বল হতে দেখিনি, যতটা দেখলাম নিজেকে। বিছানায় ফিরে গিয়ে শিশুর মতো কাঁদলাম বহুক্ষণ। সেই দিনই মার্গটের স্মৃতিগুলো যে বাক্সে রেখেছিলাম সেটা বের করলাম। ওর বই, কাপড়, রেকর্ড, চুলের কাঁটা, নোটস, ছবি–এক এক করে প্রতিটা স্মৃতিকে বিদায় জানালাম আমি। তারপর সেগুলো আবার বাক্সে রেখে দান করে দিলাম সেই শরণার্থীদের ছেলেমেয়েদের মাঝে, যাদের মার্গট অত্যন্ত ভালোবাসত। তখন ১৯৭৭ সাল। তখনও কিছু মানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল আমার। তাদের সহায়তায় একটা সুপরিচিত ট্রাভেল ম্যাগাজিনে ফটোগ্রাফারের চাকরি পেয়ে গেলাম। তারপর রওনা দিলাম উত্তর আফ্রিকার উদ্দেশ্যে। সাথে একটা ক্যানভাসের সুটকেস আর মার্গটের একটা ছবি, পালিয়ে যাচ্ছি নিজের কাছ থেকে। সাহারান অ্যাটলাসে এক ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদের সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার, সেই একটা বুদ্ধি দিল এক দিন। আমার কাছে জানতে চাইল, কখনও ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র শহরগুলোতে প্রথম পশ্চিমা ফটোগ্রাফার হিসেবে ঢোকার কথা ভেবেছি কি না। তার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি। তখন সে বলল, সৌদি আইন অনুসারে মক্কা এবং মদিনায় নাকি কোনো অমুসলিম ঢুকতে পারে না। কোনো খ্রিস্টান বা ইহুদীকে ঢুকতে দেয়া হয় না সেখানে, তবে কেউ যদি গোপনে ঢুকে ছবি তুলে

BanglaBook.org

আনতে পারে সেটা আলাদা কথা। ধরা পড়লে জেল হতে পারে, বা আরও ভয়ঙ্কর কোনো শাস্তি। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম আমি। নিষিদ্ধ দেশে ঢোকার উত্তেজনা, এমন কিছু করা যা আগে কেউ করতে পারেনি, প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা... কাজটা ঠিক মতো শেষ করতে পারলে যে টাকা আর খ্যাতি পাওয়া যাবে তার কথা তো বলাই বাহুল্য। মৌমাছি যেভাবে মধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, আমিও একই রকম আগ্রহী হয়ে উঠলাম। সেই নৃতত্ত্ববিদ বলল, কাজটা একার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারও সাহায্য প্রয়োজন। সেই আমাকে বলল ওই সব এলাকার সুফি সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে। কে জানে, হয়তো ওরা সাহায্য করতে রাজিও হতে পারে। সুফিবাদ সম্পর্কে তখনও কিছু জানি না আমি, এবং জানার কোনো আগ্রহও পাইনি। সুফিরা যদি আমাকে সাহায্য করতে পারে তাহলে তাদের সাথে দেখা করতে কোনো আপত্তি নেই আমার। আমার কাছে তারা ছিল একটি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র। যদিও তখন সব কিছুই আমার কাছে তাই ছিল। জীবন খুব অদ্ভুত, এলা। শেষ পর্যন্ত মক্কা বা মদিনা কোথাও যাওয়া হয়নি আমার। তখনও না, পরেও না। এমনকি আমি ইসলাম গ্রহণ করার পরেও না। ভাগ্য আমাকে সম্পূর্ণ আলাদা এক পথে নিয়ে গেছে, যে পথের প্রতিটি মোড়ে ছিল অপ্রত্যাশিত সব ঘটনার ভীড়। প্রতিটি ঘটনা আমাকে এত গভীরভাবে বদলে দিয়েছিল যে একটা সময় পরে আমার গন্তব্য তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল। সম্পূর্ণ বস্তুগত কারণে যে যাত্রা আমি শুরু করেছিলাম, সেই যাত্রার শেষে আমি একেবারেই আলাদা এক মানুষে পরিণত হলাম। আর সুফিদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, যাদের আমি স্রেফ একটা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম ভেবেছিলাম তারাই যে আমার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? জীবনের এই অংশে এসে আমার পরিচয় হলো "সুফি" শব্দের "ইউ" অক্ষরের সাথে।

ভালোবাসা নিও,
আজিজ

BanglaBook.org

মরুগোলাপ নামের গণিকা

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি, ১২৪৬

বেশ্যালয় ছেড়ে তিক্ত, শূন্য মন নিয়ে আমি যে দিন চিরতরে বেরিয়ে এলাম সে দিনটা ছিল চল্লিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিন। সরু, সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলোতে তাজা তুষারের আস্তরণ পড়েছে, ঘরবাড়ির ছাদ এবং মসজিদের মিনার থেকে বিপজ্জনক এক সৌন্দর্য নিয়ে ঝুলে আছে বরফের সূচালো টুকরো। মধ্য বিকেলের দিকে ঠাণ্ডা এত বেড়ে গেল যে রাস্তার উপর বেড়ালগুলো পর্যন্ত জমে গেল, তাদের গোঁফগুলো পরিণত হলো বরফের সুতোয়। তুষারের ভারে বেশ কয়েকটা পুরনো বাড়ি ধ্বসে পড়ল। রাস্তার বেড়ালগুলোর পরেই যারা সবচেয়ে কষ্ট পেল তারা হচ্ছে কোনিয়ার গৃহহীন মানুষজন। বেশ কয়েকটা জমাট মৃতদেহ দেখা গেল রাস্তায়–শীতে জমে ভ্রুনের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে, অথচ মুখে প্রশান্তির হাসি। যেন পরের জন্মে আরও সুন্দর, উষ্ণ জীবনে জন্ম নেয়ার আশ্বাস পেয়েছে তারা।

রাতের ব্যস্ততা শুরু হওয়ার আগে, বিকেলের শেষ দিকে সবাই যখন ঘুমে বিভোর, তখন নিজের কামরা থেকে বের হয়ে এলাম আমি। সাথে কেবল কয়েকটা সাধারণ জামাকাপড় নিয়েছি। বিশেষ খদ্দেরদের জন্য যে রেশমি পোশাক এবং প্রসাধন ছিল সেগুলো রেখে যাচ্ছি পেছনে। গণিকালয় থেকে যা কিছু পেয়েছি, তা এখানেই রেখে যেতে হবে আমাকে।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে আসতেই দেখলাম, সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগনোলিয়া, পছন্দের নেশাদ্রব্য সেই বাদামি পাতাগুলো চিবোচ্ছে। এই গণিকালয়ের অন্যান্য সব মেয়ের চাইতে তার বয়স বেশি। ইদানীং অভিযোগ জানাচ্ছে যে শরীর প্রায়ই খারাপ থাকে তার। রাতের বেলা তাকে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে শুনি আমি। সবাই জানে যে বয়স হচ্ছে ওর, শুকিয়ে আসছে নারীত্বের সম্ভার। অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী মেয়েরা ঠাট্টা করে বলে যে ম্যাগনোলিয়াকে তাদের হিংসে হয়, কারণ ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ, অথবা গর্ভপাত নিয়ে এখন আর চিন্তা করতে হবে না তাকে। মাসের মধ্যে প্রত্যেক দিনই খদ্দেরের সাথে শুতে পারবে সে। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে বয়স্ক একজন পতিতার জন্য জীবন খুবই কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

BanglaBook.org

ম্যাগনোলিয়াকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম, আমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা। হয় নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, ভুলে যেতে হবে পালানোর কথা; অথবা সরাসরি ওই দরজা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিল আমার মন।

'কেমন আছ, ম্যাগনোলিয়া?' বলে উঠলাম আমি, আশা করছি যে একেবারেই স্বাভাবিক আছে আমার কণ্ঠস্বর।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাগনোলিয়ার মুখ, কিন্তু তারপরেই আমার হাতের দিকে নজর পড়ল তার, এবং কাপড়চোপড়ের থলেটা দেখার সাথে সাথে আবার অন্ধকার হয়ে গেল তার চেহারা। মিথ্যে বলে কোনো লাভ নেই। ম্যাগনোলিয়া জানে যে মালিক আমাকে গণিকালয় থেকে বের হওয়া তো দূরে থাক, নিজের ঘর ছেড়ে বের হতেই নিষেধ করে দিয়েছে।

'তুমি কি পালাচ্ছ?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাগনোলিয়া, যেন জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে।

কিছু বললাম না আমি। এখন ম্যাগনোলিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়। হয় সে আমাকে থামাবে, সবাইকে জানিয়ে দেবে যে আমি পালাতে চেষ্টা করছিলাম; অথবা আমাকে যেতে দেবে। আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে, চোখের দৃষ্টি তিক্ত, গম্ভীর।

'তোমার ঘরে ফিরে যাও, মরুগোলাপ,' বলল সে। 'মালিক কিন্তু শেয়ালমুখোকে পাঠাবে তোমাকে ধরে আনার জন্য। তুমি জানো না, ওই মেয়েটার কপালে কি ঘটেছিল...?'

আর কিছু বলার দরকার হলো না। গণিকালয়ের অলিখিত নিয়মগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে সব মেয়ে আমাদের আগে এখানে কাজ করতে গিয়ে অকালে মারা গেছে তাদের কথা আমরা আলাপ করি না, অথবা করলেও তাদের নাম উচ্চারণ করি না। কবরে শান্তিতে আছে ওরা, ওদের বিরক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। বেঁচে থাকতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে ওদের, মরার পর একটু শান্তিতে থাকতে দেয়া উচিত।

'পালিয়ে যদি যেতেও পারো, পেট চালাবে কি করে? কেউ কাজ দেবে না তোমাকে। না খেয়ে মরতে হবে শেষে,' আবার বলল ম্যাগনোলিয়া।

ম্যাগনোলিয়ার চোখে আমি ভয় দেখতে পেলাম। আমি ধরা পড়ে গিয়ে মালিকের হাতে শাস্তি পাব সেই ভয় নয়, বরং সে ভয় পাচ্ছে যে আমি সত্যিই সফলভাবে পালিয়ে যেতে পারব। সমস্ত জীবন এই কাজটা করার স্বপ্ন দেখেছে সে, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। এখন আমার সাহসের জন্য সে একই সাথে আমাকে ঘৃণা করছে, আবার শ্রদ্ধাও করছে। এক মুহূর্তের জন্য অপরাধবোধ জেগে উঠল আমার মনে। হয়তো ফিরেই যেতাম, যদি না শামস তাবরিজির কথাগুলো আমার মাথার ভেতর প্রতিনিয়ত বাজতে থাকত।

'আমাকে যেতে দাও, ম্যাগনোলিয়া,' বললাম আমি। 'আর একটা দিনও এখানে থাকতে চাই না আমি।'

বেবার্সের হাতে মার খাওয়ার পর, মৃত্যুর চোখে চোখ রাখার পর আমি বুঝতে পারছি যে আমার ভেতর কিছু একটা চিরতরে বদলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন আর কোনো দ্বিধা অবশিষ্ট নেই আমার মধ্যে। এখন যাই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না আমার। জীবনের যেটুকু বাকি আছে তা সৃষ্টিকর্তার পথে উৎসর্গ করতে চাই আমি। তা সে একটা মাত্র দিন হোক, আর অনেকগুলো বছর হোক। শামস তাবরিজি বলেছে যে বিশ্বাস আর ভালোবাসাই নাকি মানুষকে মহান বীরে পরিণত করতে পারে, কারণ মানুষের হৃদয় থেকে সকল ভয় এবং অনিশ্চয়তাকে দূর করে দেয় এই দুই অনুভূতি। এখন তার কথার অর্থ ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছি আমি।

আর অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, ম্যাগনোলিয়াও যেন বুঝতে পারল আমার সাথে সাথে। দীর্ঘ সময় ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর আস্তে করে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল আমার জন্য।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ১৯ জুন, ২০০৮

বিশেষ কোনো কাজ নেই এলার হাতে, আজিজের ইমেইলের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া। যদিও ওকে খুব বেশি অপেক্ষা করিয়ে রাখে না সে। আজও তাই হলো। ইমেইল আসার সাথে সাথে সেটা খুলে পড়তে শুরু করল এলা।

প্রিয় এলা,
আমার জন্য সত্যিই অনেক মায়া রয়েছে তোমার মনে, এবং সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার কাহিনি তোমার ভালো লেগেছে, এবং প্রচুর ভাবিয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। যদিও কারও কাছে নিজের অতীতকে নিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত নই আমি, কিন্তু তোমার কাছে সব বলতে পেরে সত্যিই নিজেকে অনেক হালকা লাগছে। ১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মকালটা আমি মরক্কোতে একদল সুফির সাথে কাটাই। আমার কামরাটা ছিল সাদা রঙের, ছোট এবং সাদাসিধে। কেবল অতি প্রয়োজনীয় জিনিস বাদে আর কিছুই ছিল না সেখানে একটা ঘুমানোর মাদুর, একটা তেলের লণ্ঠন, অ্যাম্বারের তৈরি একটা তসবি, জানালার পাশে ফুলদানিতে রাখা কিছু ফুল, অশুভ শক্তিকে সরিয়ে রাখার জন্য একটা তাবিজ, এবং ওয়ালনাট কাঠের তৈরি একটা টেবিল, আর তার ড্রয়ারে রুমির কবিতার একটা বই। কোনো টেলিফোন, টেলিভিশন, ঘড়ি অথবা বিদ্যুৎ কিচ্ছু ছিল না সেখানে। তাতে অবশ্য আমার কোনো অসুবিধে হয়নি আমার। বছরের পর বছর পরিত্যক্ত বাড়িতে বাস করেছি আমি, সেই তুলনায় দরবেশ আশ্রম অনেক ভালো জায়গা। প্রথম রাতেই মাস্টার সামিদ আমার সাথে দেখা করতে এলেন আমার কামরায়। বললেন, মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে থাকতে পারি, কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু একটা শর্ত আছে ড্রাগস নেয়া যাবে না। আমার মনে আছে যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলাম আমি, বিস্কুট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া কোনো শিশুর মতো অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। কিভাবে জানল তারা? আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন কি আমার স্যুটকেস ঘাটাঘাতি করেছে কেউ? তবে এর পরেই মাস্টার সামিদ যে কথাগুলো বললেন সেটা আমি কখনও ভুলব না

BanglaBook.org

"ভাই ক্রেইগ, তুমি যে ড্রাগস নাও সেটা জানার জন্য তোমার জিনিসপত্র তল্লাশী করার প্রয়োজন হয়নি আমাদের। তোমার চোখই বলে দেয় যে তুমি একজন নেশাসক্ত।" অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, এলা, সে দিনের আগ পর্যন্ত কখনও নিজেকে নেশাসক্ত বলে মনে হয়নি আমার। আমি একেবারেই নিশ্চিত ছিলাম যে সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং ড্রাগসগুলো শুধু আমার কষ্টকে দমিয়ে রাখতে সাহায্য করছে–আর কিছু নয়। কিন্তু মাস্টার সামিদ বললেন, "কষ্টকে দমিয়ে রাখা আর তাকে আরোগ্য করা এক কথা নয়। অবশকারী ঔষধের প্রভাব এক সময় কেটে যায়, কিন্তু ব্যথা তখনও থেকে যায়।" বুঝতে পারলাম, ঠিকই বলেছেন তিনি। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে আমার সাথে নিয়ে আসা সব ড্রাগস তুলে দিলাম তার হাতে, এমনকি ঘুমের বড়িগুলোও। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই বোঝা গেল যে এর ফলে যা ঘটবে তাকে সহ্য করার জন্য আমার ইচ্ছাশক্তি মোটেই যথেষ্ট নয়। ওই ছোট্ট আশ্রমে যে চার মাস ছিলাম, তার মধ্যে অন্তত দশ থেকে বারোবার নিজের প্রতিশ্রুতি ভেঙেছি আমি। যে মানুষ সুস্থতার বদলে নেশাকে বেছে নিয়েছে তার জন্য নেশার বস্তু জোগাড় করা কঠিন নয়, এমনকি অচেনা প্রবাসেও। এক রাতে পাড় মাতাল হয়ে আশ্রমে ফিরলাম আমি, এবং আবিষ্কার করলাম যে সবগুলো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সে রাতে বাগানে ঘুমাতে হলো আমাকে। পরের দিন মাস্টার সামিদ আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও কোনো রকম ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্য দিয়ে গেলাম না। তবে এই লজ্জাজনক ঘটনাগুলো বাদ দিলে সুফিদের সাথে আমার সম্পর্ক ভালোই ছিল। সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমে যে প্রশান্তি নেমে আসত তা খুব ভালো লাগত আমার। আশ্রমের দিনগুলো অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা ছিল আমার জন্য, কিন্তু ভালোও লাগত। এর আগে যদিও একই ছাদের নিচে বহু অচেনা মানুষের সাথে থেকেছি আমি, কিন্তু এখানে নতুন এক অনুভূতি আবিষ্কার করলাম নিজের ভেতর অন্তরের প্রশান্তি। বাইরে থেকে দেখলে সবার জীবন ছিল একই রকম একই খাবার, পানীয়, এবং একই সময়ে করা একই কাজ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একাকী হওয়া, নিজের ভেতরে উঁকি দেয়া। সুফিবাদের পথে প্রথমেই আবিষ্কার করতে হয় ভীড়ের মধ্যে একলা হওয়ার পদ্ধতি। তারপর জানতে হয় একাকীত্বের মাঝে লুকিয়ে থাকা জনারণ্যকে–যে কণ্ঠস্বরগুলো অহর্নিশি কথা বলে নিজের ভেতরে। মরক্কোর সুফিদের সাহায্যে লুকিয়ে মক্কা এবং মদিনায় ঢোকার অপেক্ষা করার সময় সুফি দর্শন এবং কবিতা নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করলাম আমি। প্রথমে কাজটা করতাম স্রেফ একঘেয়েমি কাটানোর জন্য, আর কিছু করার ছিল না বলে। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে আগ্রহ জন্মাতে শুরু করল। পানিতে প্রথম চুমুক দেয়ার আগে যে মানুষ বুঝতে পারেনি যে সে কতটা পিপাসার্ত ছিল, তার মতোই আমি আবিষ্কার করলাম যে সুফিবাদের প্রতি

BanglaBook.org

আমার আগ্রহ বেড়েই চলেছে। সেই দীর্ঘ গ্রীস্মে আমি যে বইগুলো পড়েছিলাম, তার মধ্যে রুমির নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহ আমার উপর প্রভাব ফেলেছিল সবচেয়ে বেশি। তিন মাস পর হুট করেই একদিন মাস্টার সামিদ বললেন, আমাকে দেখে নাকি তার অন্য একজন মানুষের কথা মনে হয়–এক ভবঘুরে দরবেশ, নাম শামস তাবরিজি। তিনি জানালেন, কিছু কিছু মানুষ শামসকে এক কথায় ধর্মদ্রোহী বলে রায় দিয়ে দেয়। কিন্তু রুমির কাছে সে ছিল সূর্য এবং চাঁদের মতো গুরুত্বপূর্ণ। বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলাম আমি। আগ্রহটা কেবল সামান্য কৌতুহলেই সীমাবদ্ধ রইল না। মাস্টার সামিদের কথাগুলো শুনতে শুনতেই হঠাৎ আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল, মনে হলো যেন বহু আগের কোনো স্মৃতি ফিরে এসেছে আমার মনে। এখন হয়তো তুমি বলবে যে আমি পাগলামি করছি। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি যে সেই মুহূর্তে বহু দূরে কোথাও থেকে যেন রেশমি কাপড়ের খসখস শব্দ ভেসে এল। দূর থেকে ক্রমে কাছে এগিয়ে এল সেই শব্দ। একজন মানুষের ছায়া দেখতে পেলাম আমি। মানুষটা নেই, কিন্তু ছায়া আছে। হয়তো সন্ধ্যার বাতাসে গাছের ডাল নড়ছিল, তার ছায়া। অথবা কে জানে, কোনো দেবদূতের পাখা। যাই হোক না কেন, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার। আগে হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। সব সময় অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া, বহু দূরে কোথাও সরে যাওয়ার তাড়নায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। অথচ যেখানে থাকতে চাই, সেখানেই ছিলাম সব সময়। আমার শুধু উচিত ছিল একটু সুস্থির হওয়া, নিজের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা। জীবনের এই নতুন অংশই হচ্ছে সেই সময়, যখন "সুফি" শব্দটির "এফ" অক্ষরের সাথে আমার পরিচয় হলো।

ভালোবাসা নিও,
আজিজ

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

বিভিন্ন ঘটনায় ভরপুর একটি দিন শেষ হলো। সকালটা যেন কেটে গেল খুব দ্রুত, সমস্ত দিন ধূসর রঙে ঢেকে রইল আকাশ। বিকেলের দিকে রুমির ঘরে গিয়ে দেখলাম, জানালার পাশে বসে আছে সে। কপালে চিন্তার ভাঁজ, তসবির দানাগুলোর উপর দ্রুত ঘুরে বেড়াচ্ছে আঙুল। জানালার ভারি মখমলের পর্দাগুলো অর্ধেক টেনে দেয়ায় ঘরের ভেতর আধো অন্ধকার বিরাজ করছে, কেবল রুমি যেখানে বসে আছে সেই জায়গাটায় এসে পড়েছে এক ফালি দিনের আলো। পুরো দৃশ্যটাকে স্বপ্নের মতো লাগছে দেখতে। আমার মনে হলো, এখন আমি রুমিকে যে কাজ করতে বলব তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সে অনুধাবন করতে পারবে, নাকি ভয় পেয়ে যাবে?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তটিকে উপভোগ করতে লাগলাম আমি, যদিও একই সাথে কিছুটা চিন্তিতও বোধ করছি। এই সময় হঠাৎ একটা দর্শন পেলাম আমি। দেখলাম, আরও বয়স্ক, আরও দুর্বল চেহারার রুমি বসে আছে ওই একই জায়গায়। পরনে গাঢ় সবুজ আলখাল্লা, চেহারায় কী ভীষণ মায়া আর মমতা! কিন্তু তার হৃদয়ের উপর রয়েছে এক চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন, যেই ক্ষতের আকৃতি আমার মতো। সাথে সাথে দুটো জিনিস বুঝতে পারলাম আমি প্রথমত, রুমি তার বৃদ্ধ বয়সেও এই বাড়িতেই থাকবে। এবং দ্বিতীয়ত, আমার অনুপস্থিতিতে সে যে দুঃখ পাবে, তার চিহ্ন কখনও সম্পূর্ণ দূর হবে না। অশ্রু চলে এল আমার চোখে।

'তুমি ঠিক আছ তো? ফ্যাকাসে লাগছে তোমাকে,' বলে উঠল রুমি।

জোর করে হাসি ফোটালাম মুখে। কিন্তু এরপর আমি যা বলতে চাচ্ছি তা যেন ভারি পাথরের মতো চেপে বসে আছে আমার কাঁধে। যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে কর্কশ, দুর্বল শোনাল আমার গলা। 'ঠিকই ধরেছ তুমি। দারুণ পিপাসা লেগেছে আমার। এবং এই বাড়িতে এমন কিছুই নেই যা আমার পিপাসা নিবারণ করতে পারে।'

BanglaBook.org

'আমি কি কেরাকে বলে দেখব, ও কিছু বানিয়ে দিতে পারে কি না?' প্রশ্ন করল রুমি।

'না, কারণ আমার যা দরকার তা রান্নাঘরে নেই। তা আছে পানশালায়। মাতাল হতে ইচ্ছে জেগেছে আমার।'

রুমির চেহারায় যে বিভ্রান্তির ছাপ পড়ল তা দেখেও না দেখার ভান করলাম আমি। বলে চললাম, 'পানি আনার জন্য রান্নাঘরে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং পানশালা থেকে আমার জন্য এক বোতল মদ এনে দাও।'

'তুমি... তুমি আমাকে তোমার জন্য মদ নিয়ে আসতে বলছ?' প্রশ্ন করল রুমি। "মদ" কথাটা খুব সাবধানে উচ্চারণ করল সে, যেন ভেঙে যেতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে।

'ঠিক ধরেছ। যদি আমাদের জন্য একটু মদ নিয়ে আসতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়। দুই বোতল হলেই চলবে। একটা তোমার জন্য, একটা আমার জন্য। কিন্তু আরেকটা কাজ করতে হবে যে তোমাকে। পানশালায় গিয়ে মদ কিনেই আবার ফিরে এসো না। ওখানে একটু সময় কাটিও। লোকজনের সাথে কথা বোলো। আমি এখানেই আছি, তোমার তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই।'

আধা বিভ্রান্ত, আধা রাগান্বিত চোখে আমার দিকে তাকাল রুমি। বাগদাদের সেই শিক্ষানবিসের কথা মনে পড়ল আমার, যে আমার সঙ্গী হতে চেয়েছিল, কিন্তু একই সাথে নিজের সুনামকে হারানোর ভয়ে ভীতও ছিল পুরোমাত্রায়। লোকে কি বলবে এই চিন্তাই তাকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়নি। রুমির সুনামও কি তাকে অগ্রসর হতে না দিয়ে আটকে রাখবে?

কিন্তু না। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল রুমি, এবং আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'এর আগে কখনও পানশালায় যাইনি আমি, মদও খাইনি কখনও। মদ খাওয়া যে সঠিক কাজ তা আমার মনে হয় না। কিন্তু তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমার, যেমন বিশ্বাস আছে ভালোবাসার শক্তির উপর। আমাকে এমন কাজ করতে বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে তোমার। সেই কারণটা কি তা আমার জানা দরকার। এখনই গিয়ে তোমার কথা মতো মদ কিনে আনছি আমি।'

এই বলে আমাকে বিদায় জানাল সে, তারপর বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

সে বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তীব্র আনন্দ নিয়ে মাটিতে কপাল ছোঁয়ালাম আমি। রুমির ফেলে যাওয়া তসবিটা তুলে নিয়ে বারবার ধন্যবাদ জানালাম সৃষ্টিকর্তাকে, কারণ তিনি সত্যিকারের এক সঙ্গীকে খুঁজে দিয়েছেন আমার জন্য। প্রার্থনা করলাম, রুমির আত্মা যেন ঐশ্বরিক ভালোবাসার এই মনোরম নেশা থেকে কখনও মুক্তি না পায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চতুর্থ অংশ

আগুন

সেই সমস্ত বস্তু, যা ক্ষতি করে,
বিনাশ ঘটায়, এবং ধ্বংস ডেকে আনে

সুলায়মান নামের মাতাল

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

বোতল টানার অভ্যাস আমার বহু দিনের, ভালো করেই জানি যে এ জিনিস পেটে পড়লে চোখে উল্টোপাল্টা দেখা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এমনকি আমার মতো বদ্ধ মাতালও যখন মহান রুমিকে শুঁড়িখানার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখল, তখন অবাক না হয়ে পারল না। নিজের শরীরে চিমটি কাটলাম আমি, ভুল দেখছি কি না বোঝা দরকার। কিন্তু না, চিমটি কাটার পরেও মিলিয়ে গেল না দৃশ্যটা।

'আরে, রিস্টোস! এ কি জিনিস খাওয়ালে, ভায়া?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'শেষ যে বোতলটা দিয়ে গেলে ওতে নিশ্চয়ই খুব কড়া কিছু ছিল। মদের নেশায় এখন আমি যে কি দেখছি, তা তো বললে বিশ্বাস করবে না।'

'চুপ, গর্দভ,' কেউ একজন ফিসফিস করে ধমক দিল আমার পেছন থেকে।

কে আমাকে ধমক দিচ্ছে দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম আমি, এবং অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম যে শুঁড়িখানার প্রত্যেকটা মানুষ, এমনকি রিস্টোস পর্যন্ত হাঁ করে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। পুরো জায়গাটায় হঠাৎ করেই অদ্ভুত নীরবতা নেমে এসেছে। এমনকি শুঁড়িখানার কুকুরটা, যার নাম সাকি, সেও যেন দারুণ বিস্মিত হয়ে উঠেছে। পারস্য থেকে আসা সেই সওদাগর তার বেসুরো গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, দুলছে অল্প অল্প। একেবারেই মাতাল হয়ে আছে সে, কিন্তু ভাবভঙ্গিতে যেন সেটা প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙে প্রথম রিস্টোসই কথা বলে উঠল। 'আমার পানশালায় স্বাগতম, মাওলানা,' বলল সে, গলা দিয়ে চুইয়ে পড়ছে ভক্তি। 'আমার ছাদের নিচে আপনাকে দেখতে পাওয়া আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের ব্যাপার। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, বলুন?'

চোখ পিটপিট করলাম আমি। শেষ পর্যন্ত আমার মাথায় ঢুকেছে যে ভুল দেখিনি, সত্যিই রুমি দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে।

'ধন্যবাদ,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন রুমি, যদিও প্রাণ নেই সে হাসিতে। 'আমি দু'বোতল মদ কিনতে চাই।'

BanglaBook.org

বেচারা রিস্টোস কথাটা শুনে এমনই অবাক হলো যে হাঁ হয়ে গেল তার মুখটা। যখন আবার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেল, তখন তাড়াহুড়ো করে রুমিকে নিয়ে সবচেয়ে কাছের টেবিলে এনে বসাল সে। আর কি কপাল, তার ঠিক পাশের টেবিলে বসে ছিলাম আমি!

'সেলামুন আলেকুম,' বসেই আমাকে সম্ভাষণ জানালেন রুমি।

সালামের জবাব দিলাম আমি, এবং আরও কিছু ভদ্রতাসূচক কথাবার্তা বললাম। যদিও কথাগুলো আমার মুখ থেকে ঠিকঠাক বের হয়েছিল কি না নিশ্চিত নই। প্রশান্তিভরা চেহারা, দামী পোশাক, আর অভিজাত গাঢ় বাদামি রঙের কাফতান পরা রুমিকে এই জায়গায় একেবারেই মানাচ্ছিল না।

এবার একটু ঝুঁকে এলাম আমি। তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞেস করি, আপনার মতো সম্মানিত একজন মানুষ এই জায়গায় কি করছে?'

'একটি সুফি পরীক্ষার মাঝ দিয়ে যাচ্ছি আমি,' বললেন রুমি, তারপর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভঙ্গিতে চোখ টিপলেন আমার দিকে চেয়ে। 'শামস আমাকে পাঠিয়েছে এখানে, যাতে আমি আমার সুনাম বিনষ্ট করতে পারি।'

'কিন্তু কাজটা কি ভালো হবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

হেসে উঠলেন রুমি। 'সেটা আসলে নির্ভর করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মাঝে মাঝে নিজের অহংকে দাবিয়ে রাখার জন্য সকল পিছুটানকে ধ্বংস করা জরুরি হয়ে পড়ে। আমরা যদি আমাদের পরিবার, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির প্রতি এত বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে তারা সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেগুলোকে সরিয়ে দেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।'

তার কথাগুলো আমার মাথায় সম্পূর্ণ ঢুকল কি না আমি নিশ্চিত নই। তবে কেন যেন মনে হলো যে কথাগুলো ঠিকই আছে, এর চাইতে সত্যি কথা আর কিছু হয় না। আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে সুফিরা হচ্ছে এক দল পাগলাটে, ছিটগ্রস্ত লোকজন, যারা সব কিছুই করতে পারে।

এবার রুমি একই ভঙ্গিতে ঝুঁকে এলেন আমার দিকে। একই রকম ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু যদি মনে না করো তো জিজ্ঞেস করি, তোমার মুখের ওই দাগটা কিভাবে এল?'

'সে তেমন কিছু নয়,' জবাব দিলাম আমি। 'এক রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে এক নিরাপত্তা প্রহরীর সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। সেই পিটিয়ে আমার চেহারার এই হাল করেছে।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করলেন রুমি। দেখে মনে হলো সত্যিই অবাক হয়েছেন তিনি।

'কারণ আমি মদ খেয়েছিলাম,' রিস্টোস যে বোতলটা এইমাত্র রুমির সামনে রেখে গেছে সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম আমি।

BanglaBook.org

মাথা নাড়লেন রুমি। প্রথমে সত্যিই তাকে বিভ্রান্ত বলে মনে হলো, যেন বুঝতে পারছেন না যে এমন ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে নানা ব্যাপারে কথা হলো আমাদের মধ্যে। রুটি আর ছাগলের দুধের পনীর খেতে খেতে বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং জীবনের অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে কথা বললাম আমরা। এমন সব ব্যাপারে আলাপ করলাম, যেগুলো অনেক আগেই ভুলে গেছি বলে ধারণা ছিল আমার, কিন্তু এখন মনের গভীর থেকে তাদের তুলে আনতে পেরে খুবই ভালো লাগল।

সূর্যাস্তের পরপরই বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন রুমি। শুঁড়িখানার সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় জানাল। দেখার মতো একটা দৃশ্য হলো তখন।

'যাওয়ার আগে আমাদের বলে যান যে মদকে কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে,' বললাম আমি।

তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এল রিস্টোস, মুখে ভ্রুকুটি। ভাবছে, আমার প্রশ্ন শুনে হয়তো তার সম্মানিত ক্রেতা রাগ করতে পারে। 'চুপ, সুলায়মান। এমন প্রশ্ন করতে হয় না।'

'না, না, আমি সত্যিই জানতে চাই,' রুমির দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। 'আপনি তো আমাদের দেখলেন। আমরা কেউই খারাপ মানুষ নই, কিন্তু সবাই আমাদের সম্পর্কে ওই কথাই বলে। এখন আপনিই বলুন, আমরা যদি নিজেদের সামলে রাখি, কারও ক্ষতি না করি, তাহলে মদ খাওয়া খারাপ কাজ কেন হবে?'

এক কোণে একটা জানালা খোলা রয়েছে, তা সত্ত্বেও শুঁড়িখানার ভেতরে গুমোট হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য কারও আগ্রহই কম নয়। এবার গম্ভীর, কিন্তু দয়ালু চেহারায় আমার দিকে এগিয়ে এলেন রুমি। বললেন :

'মদপানকারীর অন্তরে যদি নম্রতা থাকে, তাহলে মাতাল অবস্থায় সেই নম্রতাই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার মাঝে যদি ক্রোধ এবং আস্পর্ধা লুকানো থাকে, তাহলে বেরিয়ে আসবে সেই একই ক্রোধ। আর বেশিরভাগ মানুষের ভেতরে ভালোবাসা এবং নম্রতার বদলে ক্রোধ ও ঘৃণাই লুকিয়ে থাকে, এবং এ কারণেই মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

ক্ষণিকের নীরবতা নেমে এল পানশালার ভেতর, কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছে সবাই।

'বন্ধুরা, মদ কোনো সাধারণ পানীয় নয়,' নতুন এক কণ্ঠস্বরে আমাদের সবার উদ্দেশ্যে কথা বললেন রুমি। একই সাথে শান্ত, কিন্তু কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'কারণ এটা আমাদের ভেতরের সবচেয়ে খারাপ দিককে বের

BanglaBook.org

করে আনে। আমি বলব যে মদপান থেকে দূরে থাকাই আমাদের জন্য কল্যানকর। কিন্তু তাই বলে নিজেদের কাজের জন্য মদের উপর দোষ চাপাতে পারি না আমরা। নিজেদের ক্রোধ এবং খারাপ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত আমাদের, এবং সেটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দিনের শেষে যে মদ খেতে চায় সে খাবে, আর যে খেতে চায় না সে দূরে থাকবে। নিজেদের মতামত আরেক জনের উপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই আমাদের। ধর্মের পথে কাউকে জোর করে নিয়ে আসা যায় না।'

এই কথা শুনে বেশ কয়েকজন মাথা সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। আর আমি রুমির উদ্দেশ্যে হাতের গেলাসটা উঁচু করলাম। কারণ আমার মতামত হচ্ছে যে কোনো কথার ভেতর যদি একটু হলেও গুরুত্ব লুকিয়ে থাকে তাহলে তার উদ্দেশ্যে অবশ্যই পান করা উচিত।

'আপনি একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ,' বললাম আমি। 'আজ আপনি যা করলেন তার সম্পর্কে লোকে অনেক কথাই বলবে, আমি নিশ্চিত। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এভাবে পানশালায় পা রেখে আমাদের সবার সাথে বন্ধুর মতো কথা বলে অনেক বড় সাহস এবং মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন আপনি।'

উষ্ণ চোখে একবার আমার দিকে তাকালেন রুমি। তারপর ছিপি লাগানো বোতলদুটো তুলে নিলেন হাতে, বের হয়ে গেলেন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

BanglaBook.org

আলাদিন

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

বিগত তিন সপ্তাহ ধরে দুরু দুরু বুকে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি আমি। বাবাকে বলতে হবে যে কিমিয়াকে আমি বিয়ে করতে চাই। কল্পনায় বাবার সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলা অনুশীলন করেছি এই দিনগুলোতে, একই কথা বার বার বলে দেখেছি যে সেগুলোকে আরও সুন্দর করে উপস্থাপন করার কোনো উপায় আছে কি না। বাবা যে সব ব্যাপার নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন সেগুলোর প্রত্যেকটার জন্যই একটা করে উত্তর তৈরি করে রেখেছি। তিনি যদি বলেন যে কিমিয়া আর আমি ভাই বোনের মতো, তাহলে বলব যে ওর সাথে তো আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। আমি জানি যে আমার বাবা কিমিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই তাকে মনে করিয়ে দেবো যে আমাদের বিয়ে হলে ও এখানেই থাকতে পারবে সারা জীবন, আর কোথাও যেতে হবে না ওকে। মনের ভেতর সব কিছুই সাজিয়ে রেখেছি আমি, শুধু সেই কথাগুলো নিয়ে বাবার সাথে আলাপ করার মতো সময় খুঁজে বের করতে পারছি না।

তবে আজ সন্ধ্যায় তার সাথে যখন আমার দেখা হলো, তখন মনে হলো দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হতো। বাড়ি থেকে বের হয়ে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম আমি, এই সময় সদর দরজা খুলে গেল। দুই হাতে দুটো বোতল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন আমার বাবা।

থমকে দাঁড়ালাম আমি, দারুণ অবাক হয়ে গেছি। 'বাবা, আপনার হাতে কি এগুলো?' প্রশ্ন করলাম তাকে।

'ওহ, এগুলো?' একটুও বিব্রত না হয়ে জবাব দিলেন বাবা। 'এগুলো মদের বোতল, বেটা।'

'তাই নাকি?' বিস্মিত গলায় বলে উঠলাম আমি। 'আপনার মতো এক মহান মাওলানার তাহলে এখন এই দশা হয়েছে? মদের নেশায় ডুব দিচ্ছেন আপনি?'

'মুখ সামলে কথা বলো,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

শামস এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে কখন যেন। পলকহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর বলল, 'নিজের পিতার সাথে এভাবে কথা বলা উচিত নয়। তাকে আমিই বলেছিলাম পানশালায় যেতে।'

BanglaBook.org

'বাহ। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,' ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে।

আমার কথায় শামস যদি রাগ করেও থাকে, বাইরে থেকে তাকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। 'আলাদিন, এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলব,' নিরুত্তাপ গলায় বলল সে। 'অবশ্য, যদি নিজের রাগকে তুমি সামলে রাখতে পারো, তবেই।'

তারপর মাথাটা একপাশে কাত করল সে, আমাকে বলল যে হৃদয়কে নরম রাখতে হবে আমার।

'একটি নীতিতে বলা হয়েছে,' বলল সে, *'যদি তুমি তোমার বিশ্বাসকে মজবুত করতে চাও, তাহলে অন্তরকে নরম করো। বিশ্বাসকে পাথরের মতো শক্ত করে তোলার জন্য অন্তরকে পালকের মতো মোলায়েম করে তোলা প্রয়োজন। রোগব্যাধি, দুর্ঘটনা, ক্ষয়ক্ষতি বা ভয়ভীতির মধ্য দিয়ে আমরা এমন সব ঘটনার মুখোমুখি হই যেগুলো আমাদের শেখায় স্বার্থপর ও সমালোচক হওয়ার বদলে আরও দয়ালু এবং মহৎ হতে। আমাদের মাঝে কোনো কোনো মানুষ সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করে নিজেদের নরম করে তোলে ঠিকই, কিন্তু বাকিরা আগের চাইতেও শক্ত ও কর্কশ হয়ে ওঠে। সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো হৃদয়কে প্রসারিত করা, যাতে সেখানে মানবিকতার সবটুকুকে জায়গা দেয়ার পরেও ভালোবাসার জন্য জায়গা থাকে।'*

'আপনি এসবের মধ্যে নাক গলাতে আসবেন না,' বললাম আমি। 'মাতাল দরবেশদের কাছ থেকে উপদেশ শোনার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। যদিও আমার বাবার ইচ্ছে বোধহয় অন্য রকম।'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, আলাদিন,' এবার বলে উঠলেন বাবা।

সাথে সাথে তীব্র অপরাধবোধের খোঁচা অনুভব করলাম আমি, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিগত মাসগুলোতে আমার ভেতর এত বেশি রাগ আর ক্ষোভ জমা হয়েছে যে সব এবার একসাথে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'তুমি যে সত্যিই আমাকে অপছন্দ করো সেটা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি,' বলল শামস। 'কিন্তু তাই বলে তোমার বাবার প্রতি তোমার ভালোবাসা কমে গেছে সেটা মোটেও বিশ্বাস করি না। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তোমার কথায় তিনি কষ্ট পাচ্ছেন?'

'আর আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনার কারণে আমাদের সবার জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে?' পাল্টা জবাব দিলাম আমি।

এক মুহূর্তের মধ্যে তীব্র ক্রোধ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন বাবা। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ, মাথার উপর হাত তুলেছেন চড় মারার ভঙ্গিতে। মনে হলো যেন সত্যিই চড় মারবেন আমাকে, কিন্তু তারপরেই হাত

BanglaBook.org

নামিয়ে নিলেন তিনি। অদ্ভুত হলেও সত্যি, এবার আরও খারাপ লাগতে শুরু করল আমার।

'আমাকে অপমান করেছ তুমি,' আমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলেন বাবা।

অশ্রুতে ভরে উঠল আমার দুই চোখ। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি, এবং হঠাৎ করেই দেখলাম কিমিয়া এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। এভাবে ভয়ার্ত চোখে কতক্ষণ ধরে আমাদের ঝগড়া করতে দেখছিল ও? আমাদের উত্তেজিত আলাপের কতটুকু গেছে ওর কানে?

যে মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে চাই তার সামনেই বাবার হাতে অপমানিত হওয়ার তীব্র লজ্জা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাকে, কটু, তিক্ত স্বাদে ভরে উঠল মুখ। মনে হলো যেন পুরো কামরাটা দুলছে আমার সামনে, এখনই ধ্বসে পড়বে সব।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে চাদরটা তুলে নিলাম আমি, তারপর শামসকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। কিমিয়ার কাছ থেকে, ওদের সবার কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগলাম।

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

বুনো গাছগাছড়া, ফল আর ভেজা মাটির গন্ধ আসছে আমাদের মাঝখানে রাখা মদের বোতলদুটো থেকে। আলাদিন চলে যাওয়ার পর রুমির মন এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে বেশ কিছুক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারেনি। তাকে নিয়ে তুষারে ঢাকা উঠোনে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। ফেব্রুয়ারির সেই বিষণ্ন সন্ধ্যাগুলোর একটা আজ, যখন এমনকি বাতাসও থেমে গেছে বলে মনে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আকাশের মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা, নিস্তব্ধ পৃথিবীর শব্দ শুনলাম কান পেতে। বহু দূরের জঙ্গলের গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। সুগন্ধী, ভেজা ভেজা। এক মুহূর্তের জন্য আমাদের দুজনেরই মনে হলো, এই শহর ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে পারলে ভালো হতো।

তারপর একটা বোতল তুলে নিলাম আমি। তুষারে ঢাকা পড়া একটা ন্যাড়া গোলাপ ঝোপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম, তারপর সেটার গোড়ায় ঢালতে শুরু করলাম বোতলের ভেতরের মদ। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রুমির মুখ, পরিচিত সেই আধা চিন্তিত, কিন্তু আধা উত্তেজিত হাসি ফুটল মুখে।

ধীরে ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে প্রাণের সঞ্চার হলো ন্যাড়া গাছটায়। মানুষের চামড়ার মতো কমনীয়তার ছোঁয়া লাগল তার বাকলে। আমাদের সামনেই একটা মাত্র গোলাপ ফুটল সেই গাছে। তবুও মদ ঢালা থামালাম না আমি। দেখা গেল, ধীরে ধীরে উজ্জ্বল কমলা রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠল গোলাপটা।

তারপর দ্বিতীয় বোতলটা তুলে নিয়ে সেটাও একই ভাবে ঢালতে শুরু করলাম গাছের গোড়ায়। এবার কমলা রঙের গোলাপটার রঙ আরও গাঢ়, প্রায় খয়েরী হয়ে উঠল, প্রাণচাঞ্চল্যে ঝলমল করে উঠল তার শরীর। এখন বোতলের তলায় কেবল এক গেলাসের মতো মদ অবশিষ্ঠ আছে। এবার সেটুকু একটা পাত্রে ঢেলে অর্ধেক পান করলাম আমি, বাকিটুকু এগিয়ে গিলাম রুমির দিকে।

BanglaBook.org

কম্পিত হাতে পাত্রটা ধরল রুমি। জীবনে কখনও মদ স্পর্শ করেনি সে, তারপরেও কেবল আমার কথায় সে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে পাত্রের গায়ে হাত রাখল, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না আমি।

'ধর্মীয় বিধিনিষেধ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ,' বলল সে। 'কিন্তু তাই বলে কখনই তাদেরকে সমস্ত জিজ্ঞাসার ঊর্ধ্বে বলে ভাবা উচিত নয়। আর সেই ভাবনা মাথায় নিয়েই তোমার দেয়া এই মদে চুমুক দিচ্ছি আমি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করছি যে ভালোবাসার এই নেশার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে।'

এই কথা বলে গেলাসের কিনারায় ঠোঁট ছোঁয়াতে যাবে সে, সাথে সাথে তার হাত থেকে পাত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারলাম আমি। তুষারের উপর ছড়িয়ে পড়ল লাল মদ, মনে হলো যেন রক্তের বিন্দু।

'খেও না,' বললাম আমি। অনুভব করছি যে আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে রুমি।

'তুমি যদি আমাকে মদ খেতে না-ই বলবে, তাহলে মদ আনার জন্য যেতে বললে কেন?'প্রশ্ন করল রুমি। যতটা না কৌতুহল, তার চাইতে বেশি মায়ায় ভরে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর।

'কারণটা তুমি জানো,' হেসে বললাম আমি। 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসে চেতনার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে জোর দেয়ার মাধ্যমে নয়। বত্রিশতম নীতিতে বলা হয়েছে *তোমার এবং সৃষ্টিকর্তার মাঝে কোনো কিছুকে বাধা হতে দিও না। কোনো নেতা, পুরোহিত, ধর্মযাজক, অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যেন এই সুযোগ না পায়। কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষক, এমনকি তোমার বিশ্বাসকেও দাঁড়াতে দিও না নিজেদের মাঝখানে। নিজের মূল্যবোধ এবং নিয়মের উপর আস্থা রাখো, কিন্তু সেগুলো কখনও অপরের উপর চাপিয়ে দিও না। যদি অপরকে কষ্ট দিতে থাকো, তাহলে যতই ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করো না কেন–কখনও তা যথেষ্ট হবে না।*

সব ধরনের প্রতীক পূজা থেকে দূরে থাকো, কারণ তারা তোমার দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে দেবে। কেবল সৃষ্টিকর্তাকেই তোমার পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নাও। সত্যকে জানো, বন্ধু, কিন্তু সেই সত্যকে কখনও বিকৃত কোরো না।'

রুমির ব্যক্তিত্বকে সব সময় শ্রদ্ধা করেছি আমি, এবং জেনেছি যে তার দয়ার পরিমাণ অসীম, যা আমি নিজের জীবনে কখনও অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু আজ তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে গেল।

এই পৃথিবীতে সেই সব মানুষের পরিমাণই বেশি যারা সম্পদ, সম্মান অথবা ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না। তাদের হাতে যত বেশি সাফল্য ধরা দেয়, তারা যেন আরও বেশি বেশি চায়। প্রচণ্ড লোভ এবং হিংসার কারণে পার্থিব অর্জনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মেনে নেয় তারা,

BanglaBoi.org

সর্বক্ষণ সে দিকেই থাকে তাদের দৃষ্টি। বুঝতে পারে না যে এক সময় তারা সেই অসার বস্তুগুলোর দাসে পরিণত হচ্ছে। এটাই ঘটে সব জায়গায়, সব সময়। কিন্তু সে সব প্রলোভনকে কাটিয়ে নিজের পথকে বেছে নিতে পেরেছে এমন মানুষ খুবই বিরল। যথেষ্ট সম্পদ, সম্মান এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ সেই অবস্থানকে এক লহমায় ছেড়ে দিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক পথে পা বাড়াতে পারে তার জুড়ি মেলা দায়; বিশেষ করে যখন তার জানা নেই যে পথের শেষে কি অপেক্ষা করছে। রুমি হলো সেই বিরল রত্ন।

'সৃষ্টিকর্তা চান আমরা যেন বিনীত হই, সত্যকে আশ্রয় করি,' বললাম আমি।

'এবং তিনি চান আমরা যেন তাকে জানি,' মৃদু গলায় যোগ করল রুমি। 'তিনি চান আমরা আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা দিয়ে তার সম্পর্কে জানি। আর সে জন্যই মাতাল হওয়ার চাইতে সজাগ থাকা, সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য কান পেতে থাকা বহু গুণে উত্তম।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসার আগ পর্যন্ত উঠোনেই বসে রইলাম আমরা, আমাদের মাঝখানে রইল একটি মাত্র গোলাপ। সন্ধ্যার শীতল আবহাওয়ায় ছড়িয়ে গেল তার সুগন্ধ। ভালোবাসার নেশায় মৃদু মৃদু ঘুরতে লাগল আমাদের মাথা। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি অনুভব করলাম, বাতাসে এখন আর সেই হাহাকারের শব্দ নেই।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২৪ জুন, ২০০৮

বিকেলের দিকে ডেভিড এসে বলল, 'শহরে নতুন একটা থাই রেস্টুরেন্ট হয়েছে। সবাই বলছে, খুব ভালো জায়গা নাকি। আজ রাতে যাবে ওখানে? শুধু আমরা দুজন।'

এই মঙ্গলবারে স্বামীর সাথে ডিনারে যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে নেই এলার। কিন্তু ডেভিড এত জোর করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আর না করতে পারল না ও।

সিলভার মুন নামের রেস্টুরেন্টটা ছোট্ট, তবে সুন্দর। নানা রকম বাহারী বাতি, আলাদা আলাদা বুথ, কালো ন্যাপকিন আর নিচু করে ঝোলানো অসংখ্য আয়না দিয়ে সাজানো ভেতরটা, ফলে খেতে বসলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নিজের প্রতিবিম্বের সাথেই খেতে বসেছে মানুষ। কিছুক্ষণ পরেই অস্বস্তি লাগতে শুরু করল এলার। কিন্তু অস্বস্তিটা রেস্টুরেন্টের কারণে নয়। কারণটা ওর স্বামী। ডেভিডের চোখে অন্য রকম কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে ও। অস্বাভাবিক কিছু। গম্ভীর মনে হচ্ছে ডেভিডকে, কিছুটা যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এলাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলছে যে ব্যাপারটা তা হলো, কয়েকবার তোতলাতে দেখা গেছে ডেভিডকে। ছোটবেলার এই সমস্যা এখন আর দেখা দেয় না তার মাঝে, যদি না কোনো কারণে সে খুব বেশি চিন্তিত থাকে।

ঐতিহ্যবাহী থাই পোশাক পরা এক অল্পবয়েসী ওয়েট্রেস এসে ওদের অর্ডার নিয়ে গেল। ডেভিড অর্ডার দিল চিলি বাসিল স্ক্যালপ অর্থাৎ ঝিনুক দিয়ে রান্না করা একটা ডিশের। আর এলা বলল সবজি এবং নারকেলের দুধ দিয়ে রান্না করা তোফুর কথা। চল্লিশতম জন্মদিনে নিরামিষাশী হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছে তা ভাঙার কোনো ইচ্ছে নেই ওর। সেই সাথে দুজনের জন্য অর্ডার দিল ওয়াইনের।

রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল দুজন, সাদা ন্যাপকিনের বদলে কালো ন্যাপকিন ব্যবহার করায় কোন দিক দিয়ে সুবিধা হয়েছে তাই নিয়ে আলোচনা করল। তারপর নেমে এল নীরবতা। বিশ বছরের সংসার, বিশ বছর ধরে একই বিছানায় ঘুমানো, একই শাওয়ারে গোসল করা, একই খাবার

খাওয়া, তিন ছেলেমেয়েকে মানুষ করা... অথচ সব কিছুর শেষে ফলাফল কেবল এই নীরবতা। অন্তত এলার তাই মনে হতে লাগল।

'ইদানীং রুমির লেখা পড়ছ দেখলাম,' এক সময় মন্তব্য করল ডেভিড।

মাথা ঝাঁকাল এলা, যদিও বেশ অবাক হয়েছে। তবে কোন ব্যাপারে বেশি অবাক হবে বুঝতে পারছে না–ডেভিড রুমির ব্যাপারে জানে এটা দেখে, নাকি ও কি পড়ছে না পড়ছে সে সম্পর্কে ডেভিডের আগ্রহ আছে দেখে।

'মধুর অবিশ্বাস বইটার উপর রিপোর্ট লিখতে সুবিধা হবে ভেবে রুমির কবিতাগুলো পড়তে শুরু করেছিলাম। কিন্তু তারপর আগ্রহ জন্মাতে শুরু করল। এখন নিজের ভালো লাগার জন্যই পড়ছি,' অনেকটা ব্যাখ্যা করার সুরে বলল এলা।

টেবিলের উপর অসাবধানে পড়া এক ফোঁটা ওয়াইনের দাগ নিয়ে যেন হঠাৎ করেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডেভিড। তারপর হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। 'এলা, আমি জানি যে কি ঘটছে,' বলল সে। 'সবই জানি আমি।'

'কিসের কথা বলছ?' প্রশ্ন করল এলা, যদিও উত্তরটা শুনতে চাইছে কি না ও নিশ্চিত নয়।

'তোমার... তোমার ওই সম্পর্কের ব্যাপারে,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল ডেভিড। 'আমি জানি।'

বিস্মিত এবং বিব্রত চেহারায় স্বামীর দিকে তাকাল এলা। ওয়েইট্রেস একটু আগেই মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ওদের টেবিলে। সেই আলোতে দেখা গেল, বিকৃত হয়ে গেছে ডেভিডের মুখ, যেন দারুণ কষ্ট পাচ্ছে সে।

'আমার সম্পর্ক?' কিছু না ভেবেই বলে উঠল এলা, যতটা চেয়েছিল তার চাইতে জোরে এবং দ্রুত বের হলো কথাটা। খেয়াল করল, পাশের টেবিলে বসে থাকা জুটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। লজ্জা পেয়ে গলা নামিয়ে আনল ও, তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'কিসের সম্পর্ক?'

'বোকা নই আমি,' বলল ডেভিড। 'তোমার ইমেইল একাউন্ট চেক করেছিলাম। ওই লোকটার সাথে তোমার যে মেইলগুলো আদানপ্রদান হয়েছে সেগুলো পড়েছি আমি।'

'মানে?' অবাক হয়ে বলে উঠল এলা।

প্রশ্নটাকে অগ্রাহ্য করল ডেভিড। বোঝা গেল, কথাগুলো বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে তার। 'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, এলা। এটা আমার প্রাপ্য ছিল। তোমাকে অবহেলা করেছি আমি, তাই অন্য কারও কাছে সময় খুঁজে নিয়েছ তুমি।'

চোখ নামিয়ে গ্লাসের দিকে তাকাল এলা। সুন্দর রঙ ওয়াইনটার–গাঢ় লাল চুনীর মতো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন তরলের উপরে আলোর

BanglaBook.org

কিছু বিন্দু ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন ওকে পথ দেখাচ্ছে। কে জানে, হয়তো সত্যিই তাই। সব কিছু কেমন অবাস্তব লাগছে ওর কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ডেভিড। মনে মনে সাজিয়ে নিল যে পরবর্তী কথাগুলো কিভাবে বলবে, অথবা আদৌ বলবে কি না। 'সব কিছু ভুলে যেতে চাই আমি, তোমাকে ক্ষমা করে দিতেও রাজি আছি,' অবশেষে বলল সে।

সেই মুহূর্তে অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে হলো এলার। ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ, অথবা নাটকীয় কোনো কিছু। কিন্তু সবচেয়ে সহজ কথাটাই বেছে নিল ও। জ্বলজ্বলে চোখে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তোমার সম্পর্কগুলো? সেগুলোকেও কি ভুলে যাবে তুমি?'

সেই মুহূর্তে ওদের অর্ডার করা খাবার নিয়ে এল ওয়েইট্রেস। এলা আর ডেভিডের সামনে ওদের টেবিলে একের পর এক প্লেট সাজিয়ে দিল সে, অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে পুনরায় ভর্তি করে দিল ওয়াইনের গ্লাস। সে চলে যাওয়ার পর অবশেষে এলার দিকে তাকাল ডেভিড। বলল, 'তাহলে এটাই ছিল তোমার কারণ? প্রতিশোধ?'

'না,' বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এলা। 'প্রতিশোধ নয় এটা। কখনও ছিলও না।'

'তাহলে?'

এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরল এলা। ওর মনে হচ্ছে রেস্টুরেন্টের সবাই–খদ্দের, ওয়েটার, বাবুর্চি, এমনকি অ্যাকুরিয়ামে ভেসে বেড়ানো মাছগুলো–সবাই কান পেতে আছে ওর জবাবটা শোনার জন্য।

'কারণটা হচ্ছে ভালোবাসা,' অবশেষে বলল ও। 'আমি আজিজকে ভালোবাসি।'

এলার মনে হলো, কথাটা শোনার সাথে সাথে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে ডেভিড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারল ও, দেখল যে ডেভিডের চোখে ভয় ছাড়া আর কিছুই নেই। খুব দ্রুত ভয়কে সরিয়ে সেখানে অন্য এক অভিব্যক্তি দেখা দিল। যথাসম্ভব কম ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে কোনো বিপদকে মোকাবেলা করতে চায় এমন ব্যক্তির চোখেই দেখা যায় এই অভিব্যক্তি। হঠাৎ করেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল এলার কাছে। "ভালোবাসা" অত্যন্ত শক্তিশালী একটা শব্দ, অত্যন্ত ভারি। বিশেষ করে ওর মতো একজন মানুষের মুখে–যে অতীতে ভালোবাসার সম্পর্কেই বহু নেতিবাচক কথা বলেছে।

'তিনটে ছেলেমেয়ে আছে আমাদের,' বলল ডেভিড। ক্লান্ত শোনাল তার গলা।

'হ্যাঁ, এবং আমি ওদের অনেক ভালোবাসি,' জবাব দিল এলা। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে ওর। 'কিন্তু আমি যে আজিজকেও ভালোবাসি-'

BanglaBook.org

'ওই শব্দটা আর উচ্চারণ কোরো না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডেভিড। নিজের গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিল সে, তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমি হয়তো অনেক বড় ভুল করেছি, কিন্তু তাই বলে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কমেনি, এলা। আর কাউকে কখনও ভালোবাসিনি আমি। আমরা দুজনেই আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমি অন্তত তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমার তরফ থেকে এমন কিছু আর কখনও ঘটবে না। অন্য কারও কাছে ভালোবাসা খুঁজতে যাওয়ার দরকার হবে না তোমার।'

'আমি তো ভালোবাসা খুঁজতে যাইনি,' বিড়বিড় করে বলল এলা, যতটা না ডেভিডকে তার চাইতে নিজেকে। 'রুমি বলেছেন, ভালোবাসার জন্য নিজের ভেতরে ছাড়া অন্য কোথাও খোঁজার প্রয়োজন নেই আমাদের। প্রয়োজন কেবল যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আমাদের ভালোবাসার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেগুলোকে ধ্বংস করা।'

'ওহ, ঈশ্বর! এ কি হয়ে গেছে তোমার? তুমি তো আর আগের মতো নেই! এত রোমান্টিকতা দেখিও না, কেমন? দয়া করে আবার আগের রূপে ফিরে এসো,' ধমকে উঠল ডেভিড। তারপর যোগ করল, 'প্লিজ!'

ভ্রু কোঁচকাল এলা, দুই হাতের নখগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হলো যেন ওগুলোর মাঝে কোনো সমস্যা ধরা পড়েছে ওর চোখে। সত্যি কথা বলতে, ঠিক এমনই আরেকটা মুহূর্তের কথা মনে পড়েছে ওর, যখন প্রায় এই একই কথাগুলো ও বলেছিল ওর মেয়েকে। এলার মনে হলো, এইমাত্র যেন সম্পূর্ণ হলো একটা চক্র। আস্তে করে একবার মাথা ঝাঁকাল ও, তারপর ন্যাপকিনটা একপাশে সরিয়ে রাখল।

'আমরা কি বাড়ি ফিরতে পারি?' প্রশ্ন করল ও। 'খিদে নেই আমার।'

সেই রাতে ওরা আলাদা বিছানায় ঘুমাল। পরদিন ভোরে উঠে এলা প্রথম যে কাজটা করল তা হচ্ছে, আজিজের কাছে একটা চিঠি লেখা।

BanglaBook.org

ধর্মান্ধ

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

'বাপ রে বাপ! শেখ ইয়াসিন! শেখ ইয়াসিন! খবর শুনেছেন নাকি?' রাস্তায় আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, তারপর দৌড়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। কাছে আসতে চিনতে পারলাম তাকে। আবদুল্লাহ, আমার এক ছাত্রের বাবা। 'রুমিকে নাকি গতকাল ইহুদী পাড়ার এক পানশালায় দেখা গেছে!'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু অবাক হইনি। যে লোকের বৌ খ্রিস্টান, সবচেয়ে ভালো বন্ধু একজন ধর্মদ্রোহী–তার কাছ থেকে এর চাইতে ভালো আর কি আশা করা যায়?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আবদুল্লাহ। 'ঠিকই বলেছেন। আমাদের আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল।'

আমাদের আলাপ শুনে বেশ কয়েকজন পথিক জড়ো হয়েছে আশেপাশে। কেউ একজন বলল যে রুমিকে আর বড় মসজিদে ভাষণ দেয়ার অনুমতি দেয়া উচিত নয়। অন্তত যতক্ষণ না তিনি সবার সামনে মাফ চাইছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম আমি। ওদিকে মাদ্রাসার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই সবাইকে রেখে এবার দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

আমার বরাবরই মনে হতো যে রুমির মধ্যে কিছু খারাপ দিক অবশ্যই আছে, এবং সময় হলেই তা বেরিয়ে আসবে। তাই বলে আমি নিজেও আশা করিনি যে মদ খেতে শুরু করবেন তিনি। কি লজ্জার ব্যাপার! লোকে বলাবলি করছে যে রুমির অধঃপতনের জন্য শামসই দায়ী, এবং সে না থাকলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন তিনি। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। শামস যে খারাপ লোক তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, এবং এটাও মানি যে রুমির উপর তার খারাপ প্রভাব পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, শামস কি অন্যান্য মানুষদের বিপথে নিতে পারত না, যেমন আমি? দিনের শেষে ওই দুজনের মধ্যে মিল অনেক বেশি, যা এখনও সাধারণ মানুষের চোখে পড়ছে না।

কেউ কেউ নাকি শামসকে বলতে শুনেছে, 'গবেষক বাঁচে কলমের খোঁচায়। আর সুফি বাঁচে পায়ের ছাপে, এবং তাকেই ভালোবাসে!' এই কথার মানে কি দাঁড়ায়? শামস নিশ্চয়ই ভাবে যে জ্ঞানীরা কেবল কথাই বলে, আর

Banglabook.org

সুফিরা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রুমিও তো একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, একজন গবেষক, তাই না? নাকি এখন আর নিজেকে আমাদের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন না তিনি?

শামস যদি আমার শ্রেণিকক্ষে ঢুকত, তাহলে মাছি খেদানোর মতো করে তাকে তাড়িয়ে দিতাম আমি। আমার সামনে কোনো রকম বকোয়াজ উচ্চারণ করার সুযোগ দিতাম না তাকে। তাহলে রুমি কেন এমন কিছু করছেন না? নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে তার। প্রথমেই বলতে হয়, লোকটার স্ত্রী একজন খ্রিস্টান। সে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। খ্রিস্টান ধর্ম ওই মহিলার রক্তে মিশে আছে, সেই সাথে মিশেছে রুমির সন্তানদের রক্তে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শহরের লোকেরা খ্রিস্টান ধর্মের ভয়াবহতাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, ভাবে যে আমরা সবাই একত্রে পাশাপাশি বাস করতে পারব। যারা এমন কথা বিশ্বাস করার মতো অবোধ, তাদেরকে আমি বলি 'তেল আর পানি কখনও মিশ খেতে দেখেছ? মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের মাঝে সম্পর্ক ঠিক তাই!'

একে তো খ্রিস্টান বৌ, তার উপরে সংখ্যালঘুদের উপর রুমির দরদ খুব বেশি। আমার চোখে কখনই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি তাকে। কিন্তু শামস তাবরিজি যখন থেকে তার বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকে তার উপর ভরসা একেবারেই উঠে গেছে আমার। আমি প্রতি দিন আমার ছাত্রদের বলি, তারা যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থাকে। আর শামস হচ্ছে সেই সাক্ষাৎ শয়তান। আমি নিশ্চিত যে তার বুদ্ধিতেই পানশালায় গিয়েছিলেন রুমি। সৃষ্টিকর্তাই জানেন যে রুমিকে কিভাবে রাজি করাল সে। কিন্তু তারপরেই আবার মনে হয়, ধার্মিক লোকদের বিপথে নেয়াই তো শয়তানের কাজ।

শামসের আসল চেহারা সেই শুরু থেকেই ধরে ফেলেছি আমি। কত বড় সাহস তার, আমাদের নবী মুহাম্মদের সাথে তুলনা দেয় ওই বিধর্মী সুফি বিস্তামির! বিস্তামিই তো বলেছিল, "দেখো আমাকে, আমি কত মহান!" আরও বলেছিল, "আমি দেখেছি যে কাবা আমাকে প্রদক্ষিণ করছে!" এমনকি এমন কথা বলারও সাহস দেখিয়েছিল যে "আমি নিজেই আমার সত্তার কারিগর।" এটা যদি ধর্মদ্রোহীতা না হয় তাহলে ধর্মদ্রোহীতা কাকে বলে আমার জানা নেই। অথচ এমন সব লোকজনকেই সম্মানের সাথে সম্বোধন করে শামস। কারণ, ওই বিস্তামির মতো সে নিজেও এক ধর্মদ্রোহী।

তবে এত সব খারাপ খবরের মধ্যে একমাত্র ভালো খবরটা হলো, শহরের লোকদের বোধোদয় হতে শুরু করেছে। প্রতিটা দিন যাওয়ার সাথে সাথে বাড়ছে শামসের সমালোচকদের সংখ্যা। আর তাদের মুখে যে সব কথা ভেসে বেড়াচ্ছে সেগুলো শুনলে মাঝে মাঝে আমারই ভয় লাগে! গোসলখানায়, চায়ের দোকানে, শষ্যক্ষেতে, বাগানে, শামসের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠছে মানুষ।

BanglaBook.org

●●●

এসব চিন্তায় ডুবে থাকার কারণে মাদ্রাসায় পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেল আমার। শ্রেণিকক্ষের দরজা খুলে ভেতরে পা রাখার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঠিক নেই এখানে। আমার ছাত্ররা সবাই সারি ধরে বসে আছে, সবার মুখ ফ্যাকাসে। কেউ কোনো কথা বলছে না, যেন এইমাত্র ভূত দেখেছে তারা।

তারপর কারণটা বুঝতে পারলাম আমি। খোলা জানালার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে আমার ছাত্রদের সাথে বসে রয়েছে আর কেউ নয়, বরং সেই শামস তাবরিজি। দাড়ি-গোঁফবিহীন মুখে খেলা করছে এক উদ্ধত হাসি।

'সেলামুন আলেকুম,' শেখ ইয়াসিন,' কক্ষের অপর পাশ থেকে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

দ্বিধা করতে লাগলাম আমি, সালামের জবাব দেবো কি না বুঝতে পারছি না। ঠিক করলাম, না দেয়াই ভালো হবে। তার বদলে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এই লোক এখানে কি করছে? তাকে ঢুকতে দিয়েছ কেন তোমরা?'

অস্বস্তি আর ভয়ে রয়েছে ছাত্ররা, ফলে কেউ জবাব দিল না আমার প্রশ্নের। শামস নিজেই শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করল।

দুর্বিনীত, উদ্ধত চোখে সরাসরি আমার দিকে তাকাল সে, তারপর বলল, 'ওদের ধমক দেয়ার প্রয়োজন নেই, শেখ ইয়াসিন। আমি নিজেই এসেছি এখানে। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, একবার মাদ্রাসা থেকে ঘুরে গেলে কেমন হয়? এই শহরে যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, তার সাথে একবার দেখা করা উচিত!'

BanglaBook.org

হুসাম নামের ছাত্র

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

বরাবরের মতোই আজও আমরা সবাই শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে বসে ছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম আমাদের শিক্ষকের এসে পৌঁছানোর। এই সময় দরজা খুলে গেল হঠাৎ, এবং ভেতরে প্রবেশ করল শামস তাবরিজি। চমকে উঠল সবাই। এই ব্যক্তির সম্পর্কে এত খারাপ এবং অদ্ভুত কথাবার্তা শুনেছি আমরা, যার বেশিরভাগই আমাদের শিক্ষকের মুখ থেকে–যে তাকে সশরীরে শ্রেণিকক্ষে দেখে আমি নিজেও ভয়ে আঁতকে উঠলাম। তবে শামসকে দেখে মনে হলো আমাদের এই প্রতিক্রিয়া তার চোখেই পড়েনি। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাল সে, তারপর বলল যে শেখ ইয়াসিনের সাথে দেখা করতে চায়।

'আমাদের শিক্ষক অপরিচিত লোকজনদের শ্রেণিকক্ষে দেখলে রেগে যান। আপনি বরং অন্য কোনো সময়ে আসুন তার সাথে দেখা করতে,' বললাম আমি। মনে মনে ভাবছি যে শামস চলে গেলেই ভালো হয়, তা না হলে বেশ বিব্রতকর একটা ঘটনা ঘটে যাবে।

'কথাটা জানানোর জন্য ধন্যবাদ, বন্ধু। কিন্তু কিছু কিছু বিব্রতকর ঘটনা কেবল অনিবার্যই নয়, অত্যাবশ্যকও বটে,' যেন আমার চিন্তাধারা পড়তে পেরেই জবাব দিল শামস। 'তবে চিন্তা কোরো না। খুব বেশি সময় নেব না আমি।'

আমার পাশে বসেছিল ইরশাদ। এবার সে দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল, 'কত বড় সাহস, দেখেছ? লোকটা আসলে সাক্ষাৎ শয়তান!'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, যদিও শামসকে দেখে মোটেই তেমন কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে। বরং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তার সরাসরি কথা বলার ধরণ এবং সাহস দেখার পর তাকে বেশ পছন্দই হয়েছে আমার।

কয়েক মিনিট পরেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন শেখ ইয়াসিন, গভীর কোনো চিন্তায় কুঁচকে আছে ভ্রু। কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি, অপ্রত্যাশিত অতিথির দিকে তাকিয়ে আছেন চোখ বড় বড় করে।

'এই লোক এখানে কি করছে? তাকে ঢুকতে দিয়েছ কেন তোমরা?'

BanglaBook.org

ভয়ার্ত ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা, কি জবাব দেবো বুঝতে পারছি না। তবে কেউ কিছু বলার সাহস সঞ্চয় করে ওঠার আগেই কথা বলে উঠল শামস। বলল, সে নাকি এদিক দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ করে মাদ্রাসার থেকে একবার ঘুরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে তার, এই শহরে যে মানুষটা তাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে তার সাথে দেখা করতে শখ জেগেছে!

শুনতে পেলাম, অস্বস্তিভরে খুক খুক করে কেশে উঠল কয়েকজন, এবং আঁতকে উঠে সশব্দে শ্বাস টানল ইরশাদ। শ্রেণিকক্ষের বাতাসে বিরাজ করছে টান টান উত্তেজনা, এবং তা এত বেশি স্পষ্ট যে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলেই ছুরি দিয়ে কাটা যাবে।

'তুমি এখানে কেন এসেছ আমি জানি না। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমার,' থমথমে গলায় বললেন শেখ ইয়াসিন। 'খুব ভালো হয় যদি এই মুহূর্তে বিদেয় হও তুমি। আমার ছাত্ররা পড়াশোনা করতে এসেছে এখানে, দেরি হয়ে যাচ্ছে তাদের।'

'আপনি আমার সাথে কথা বলতে চান না, অথচ আমার *ব্যাপারে* ঠিকই কথা বলে বেড়াচ্ছেন,' মন্তব্য করল শামস। 'আমার এবং রুমির সম্পর্কে প্রতিনিয়ত খারাপ কথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি। সত্যি কথা বলতে সুফিবাদের অনুসারী কোনো ব্যক্তিই আপনার কাছ থেকে রেহাই পাচ্ছে না।'

অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল শেখ ইয়াসিনের নাক দিয়ে, মুখটা এমনভাবে বেঁকে গেল যেন হঠাৎ করেই তেঁতো কিছু একটা চিবিয়ে ফেলেছেন তিনি। 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তোমার সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। আমার যা জানা দরকার তা ইতোমধ্যেই জেনে গেছি। আমার মতামত থেকে আমি কোনোভাবেই সরে আসব না।'

এবার আমাদের দিকে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করল শামস, চোখে ব্যঙ্গ। 'এমন একজন মানুষ যার মতামত অনেক, কিন্তু কোনো কিছু জানার নেই! কি অদ্ভুত, তাই না?'

'অদ্ভুত হবে কেন?' শেখ ইয়াসিনের চেহারা দেখে মনে হলো কথাটা শুনে খুব মজা পেয়েছেন তিনি। 'তাহলে আমরা এক কাজ করি না কেন? আমার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করি যে তারা কি হতে চায় একজন জ্ঞানী মানুষ, যার সব উত্তর জানা আছে; নাকি একজন বিভ্রান্ত মানুষ, যে প্রশ্ন করা ছাড়া আর কিছুই জানে না?'

আমার সব বন্ধুই অবশ্য শেখ ইয়াসিনের পক্ষে মত দিল, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হলো যে যতটা না একমত হওয়া, তার চাইতে বেশি শিক্ষকের কাছে ভালো সাজার জন্যই কাজটা করল তারা। আমি চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

'যে ব্যক্তি ভাবে যে তার সব উত্তর জানা আছে, সেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকা,' দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল শামস। তারপর আমাদের

banglaBook.org

শিক্ষকের দিকে তাকাল। 'তবে আপনি যখন এত কিছু জানেন, তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?'

এখান থেকেই দুশ্চিন্তা শুরু হলো আমার মনে, বুঝতে পারলাম যে এই কথোপকথনের গতিপ্রকৃতি খুব একটা ভালো নয়। কিন্তু এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিকে রুখবার মতো কোনো উপায় নেই আমার হাতে।

'আপনি তো বলেন যে আমি শয়তানের চেলা, অথবা নিজেই শয়তান। তাহলে আমাকে বলুন যে শয়তান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?' প্রশ্ন করল শামস।

'নিশ্চয়ই বলব,' জবাব দিলেন শেখ ইয়াসিন। জ্ঞান বিতরণের সুযোগ কখনও হাতছাড়া করেন না তিনি। 'আমাদের ধর্ম, যা ইব্রাহিমীয় ধর্মগুলোর মধ্যে সর্বশেষ, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সেখানে বলা হয়েছে যে শয়তানই আদম এবং ইভকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল। আর সেই বিতাড়িত পিতামাতার সন্তান হিসেবে আমাদের সবার উচিত সদা সতর্ক থাকা, কারণ শয়তান অসংখ্য রূপে আসতে পারে। কখনও সে আসে জুয়াড়ি রূপে, আমাদের আহবান জানায় জুয়া খেলতে। কখনও হয়তো সুন্দরী রমণী সেজে আমাদের প্রলোভিত করে... এমনকি ভবঘুরে দরবেশের মতো নির্দোষ চেহারা নিয়েও আসতে পারে সে।'

যেন এই কথাটাই আশা করছিল, এমন ভঙ্গিতে হাসল শামস। 'বেশ, আপনার কথা বুঝতে পেরেছি আমি। শয়তান আমাদের বাইরে রয়েছে—এটা চিন্তা করে নিশ্চয়ই দারুণ স্বস্তি পান আপনি?'

'কি বলতে চাও?' প্রশ্ন করলেন শেখ ইয়াসিন।

'আপনি যেমনটা বললেন, শয়তান যদি সত্যিই তেমন খল এবং ধূর্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মানুষরা তো বেঁচেই গেলাম। নিজেদের পাপের জন্য আর নিজেদের দায়ী করতে হবে না আমাদের। ভালো যা কিছু ঘটবে তা সৃষ্টিকর্তার অবদান বলে ধরে নেব, আর খারাপ জিনিসগুলো চাপিয়ে দেবো শয়তানের উপর। কোনো দিক দিয়েই কোনো রকম আত্ম-সমালোচনা বা আত্ম-সমীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে না আমাদের। তাহলে সব কিছু কত সহজ হয়ে গেল না?'

কথা বলতে বলতেই এবার কক্ষের ভেতর পায়চারি করতে শুরু করল শামস, প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে চড়ায় উঠছে তার কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য যদি কল্পনা করা হয় যে শয়তান বলে আসলে কিছু নেই, নরকের অন্ধকার আগুনে তার কোনো চ্যালা আমাদের পুড়িয়ে কয়লা বানানোর জন্য অপেক্ষা করছে না। এই রক্ত হিম করা ধারণাগুলোকে তৈরি করা হয়েছিল আমাদের কিছু একটা বোঝানোর জন্য। কিন্তু সেই ধারণাগুলোকে মানুষ পরে ভুলে গেছে, মনে রেখেছে কেবল উপমাগুলোকে।'

'সেই কিছু একটা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে প্রশ্ন করলেন শেখ ইয়াসিন।

BanglaBook.org

'এই তো, শেষ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকেও প্রশ্ন বের হতে শুরু করেছে,' বলল শামস। 'সেটা হচ্ছে–মানুষ নিজেই নিজের উপর অন্তহীন দুর্দশা ডেকে নিয়ে আসতে পারে। নরক আমাদের মাঝেই রয়েছে, স্বর্গও। কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর আমরা, কিন্তু একই সাথে নিকৃষ্টের চাইতেও নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে। যদি এই কথার পূর্ণ অর্থকে আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে অনেক আগেই শয়তানকে খোঁজা বাদ দিয়ে নিজেদের অন্তরে দৃষ্টিপাত করতাম। আমাদের যা করা উচিত তা হলো আত্ম-সমালোচনা, অপরের দোষ খোঁজা নয়।'

'তুমি ইচ্ছে করলে যত খুশি আত্ম-সমালোচনা করতে পারো, কেউ বাধা দিচ্ছে না তোমাকে,' জবাব দিলেন শেখ ইয়াসিন। 'কিন্তু একজন আদর্শ গবেষকের দায়িত্ব হচ্ছে তার সমাজের দিকে খেয়াল রাখা।'

'তাহলে আপনাকে একটা গল্প বলি,' বলল শামস। কণ্ঠস্বরে এমন গাম্ভীর্য যে সে মজা করছে কি না বোঝা মুশকিল।

সে যা বলল তা এ রকম

চার সওদাগর এক মসজিদে প্রার্থনা করছিল। এই সময় মুয়াজ্জিন ভেতরে প্রবেশ করল। প্রথম সওদাগর তার প্রার্থনা থামিয়ে প্রশ্ন করল, 'মুয়াজ্জিন! প্রার্থনার সময় কি শেষ হয়ে গেছে? নাকি এখনও সময় আছে আমাদের হাতে?'

দ্বিতীয় সওদাগর এবার তার প্রার্থনা থামিয়ে প্রথমজনের দিকে তাকাল। বলল, 'আরে, তুমি প্রার্থনার মাঝখানে কথা বললে কেন? তোমার প্রার্থনা তো নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আবার নতুন করে শুরু করতে হবে!'

এই কথা শোনার পর তৃতীয় সওদাগর দ্বিতীয়জনের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'আরে বোকা, তুমি ওকে দোষ দিচ্ছ কেন? তোমার উচিত ছিল নিজের প্রার্থনায় মনোযোগ ধরে রাখা। এখন তো তোমার প্রার্থনাও নষ্ট হয়ে গেল!'

এবার চতুর্থজনের মুখে হাসি ফুটল। উঁচু গলায় বলে উঠল সে, 'কি বোকা ওরা! সবাই গড়বড় পাকিয়ে ফেলেছে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমি ওদের মতো বোকামী করিনি।'

এই গল্প বলার পর শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত সবার দিকে তাকাল শামস। প্রশ্ন করল, 'কি মনে হয় তোমাদের? সওদাগরদের মধ্যে কার প্রার্থনা নষ্ট হয়েছে বলে তোমাদের ধারণা?'

কিছুক্ষণ নিচু গলার গুঞ্জন শোনা গেল কক্ষের ভেতর, নিজেদের ভেতর সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সওদাগরের প্রার্থনা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রথম সওদাগরের কোনো দোষ নেই, কারণ সে শুধু মুয়াজ্জিনের কাছ থেকে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল।'

BanglaBook.org

‘হ্যাঁ, কিন্তু তাই বলে নিজের প্রার্থনা বাদ দিয়ে এভাবে কথা বলে ওঠা উচিত হয়নি তার,’ পাল্টা জবাব দিল ইরশাদ। ‘বোঝাই যাচ্ছে সে সওদাগরদের সবারই ভুল হয়েছে, শুধু চতুর্থজন বাদে। সে তো স্রেফ নিজের সাথে কথা বলছিল।’

কারও দিকেই তাকালাম না আমি, কারণ দুটো উত্তরের কোনোটাই আমার পছন্দ হয়নি। তবুও ঠিক করেছি যে এ ব্যাপারে কিছু বলব না। কারণ আমার যা মতামত, তা সবার পছন্দ হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই চিন্তাটা আমার মাথায় আসার সাথে সাথেই শামস তাবরিজি আমার দিকে আঙুল তাক করল। বলল, ‘এই যে, তুমি! তোমার কি মনে হয়?’

কথা বলার সাহস পাওয়ার জন্য জোরে একটা ঢোক গিলতে হলো আমাকে। ‘সওদাগরদের যদি ভুল হয়েও থাকে তবে তা এ জন্য হয়নি যে তারা প্রার্থনার মাঝখানে কথা বলেছে,’ বললাম আমি, ‘তাদের ভুলটা ছিল, সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজেদের মনকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয়ার বদলে তারা নিজেদের চারপাশে কি ঘটছে সে দিকে বেশি খেয়াল করেছে। তবে তারপরেও, আমি বলব যে তাদের দোষ ক্রুটির বিচার করতে গেলে আমরাও একই রকম ভুল করব।’

‘তাহলে তোমার জবাবটা কি দাঁড়াল?’ প্রশ্ন করলেন শেখ ইয়াসিন। হঠাৎ করেই যেন এই আলোচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তিনি।

‘আমার জবাব হচ্ছে, সওদাগরদের মধ্যে সবাই একই কারণবশত ভুল করেছে। কিন্তু তাদের কাউকেই দোষী বলা যায় না, কারণ তাদের দোষ ক্রুটি বিচার করার ভার আমাদের উপর নেই।’

এক পা এগিয়ে এল শামস তাবরিজি, তারপর অদ্ভুত মায়া আর মমতা ভরা চোখে তাকাল আমার দিকে। মনে হলো, আমি একটা ছোট্ট ছেলে, বাবা-মা’র ভালোবাসা ভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি। আমার নাম জানতে চাইল সে। বললাম আমি। এবার শেখ ইয়াসিনের দিকে ফিরে সে মন্তব্য করল, ‘আপনার ছাত্র হুসাম হচ্ছে প্রকৃত সুফি হৃদয়ের অধিকারী।’

লজ্জায় কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল আমার। আজ পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর যে শেখ ইয়াসিন আমাকে ধমকাবেন, এবং বন্ধুদের সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে–এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল দুশ্চিন্তা যেন এক মুহূর্তের মধ্যেই হারিয়ে গেল কোথায়। সোজা হয়ে বসলাম আমি, তারপর শামসের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। জবাবে আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপল সে, তারপর হাসি মুখেই আবার ফিরে গেল নিজের ব্যাখ্যায়।

‘সুফি ব্যক্তি বলে, “আমার উচিত অপর মানুষকে বিচার করার চাইতে স্রষ্টার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া।” আর অন্য দিকে একজন গবেষক কেবল অপরের দোষ ক্রুটি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু প্রিয় ছাত্রগণ,

BanglaBook.org

এটা ভুলে যেও না যে অপরের প্রতি যে ব্যক্তি অভিযোগ তোলে, বেশিরভাগ সময় সে নিজেই দোষী থাকে।'

'আমার ছাত্রদের মনকে বিষিয়ে তোলা বন্ধ করো!' তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন শেখ ইয়াসিন। 'গবেষক হিসেবে অন্যান্য মানুষের ভুল থেকে চোখ সরিয়ে রাখতে পারি না আমরা। মানুষ আমাদের কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে, সেগুলোর সঠিক জবাব আশা করে, যাতে ধর্মকে সঠিকভাবে পালন করতে পারে তারা। অজু করার সময় নাক দিয়ে রক্ত বের হলে আবার অজু করা লাগবে কি না, ভ্রমণ করার সময় রোজা রাখা জরুরি কি না-ইত্যাদি প্রশ্নের সঠিক জবাব চায় তারা। শাফিয়ী, হানাফি, হাম্বলী এবং মালিকি মতামত অনুসারে এসব ব্যাপারের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রতিটি ধর্মীয় আইন ব্যবস্থাই তাদের নিজস্ব রীতিনীতির সংকলন তৈরি করেছে, যেগুলো অবশ্যই পড়তে হবে, জানতে হবে।'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে ছোটখাট পার্থক্যের দিকে এত বেশি মনোযোগ দেয়া কি ঠিক?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শামস। "সৃষ্টিকর্তার আইন তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ জ্ঞানকে এড়িয়ে গিয়ে খুঁটিনাটির দিকে নজর দিয়ে কি লাভ?'

'খুঁটিনাটি?' বিস্মিত গলায় প্রতিধ্বনি করলেন শেখ ইয়াসিন। 'বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মপালনকে খুবই গুরুত্বের সাথে নেয়, বুঝলে? আমরা গবেষকরা তাদের সেই পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্য সঠিক পথ দেখাই।'

'দেখাতে থাকুন, কোনো অসুবিধে নেই-অন্তত যতক্ষণ আপনারা মনে রাখছেন যে আপনাদের পথ দেখানোর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং সৃষ্টিকর্তার কথার উপরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না,' বলল শামস। তারপর যোগ করল, 'তাই বলে যারা ইতোমধ্যেই পথ খুঁজে নিয়েছে তাদের কাছে জ্ঞান বিতরণ করতে যাবেন না। কোরআনের ভাষার গভীরতর অর্থ জেনে নিয়েছে তারা, কোনো শেখের কাছ থেকে পথ নির্দেশ পাওয়ার দরকার নেই তাদের।'

এই কথা শুনে তীব্র ক্রোধে টকটকে লাল হয়ে উঠল শেখ ইয়াসিনের মুখ, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এল। 'আমরা যা শেখাই তাতে সাময়িক বলে কিছু নেই,' বললেন তিনি। 'ধর্মীয় আইনে সেই সব কথাই আছে যা প্রতিটি মুসলিমের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জীবনের সবক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।'

'সত্যের মহাসাগরে ধর্মীয় বিধিনিষেধ হচ্ছে একটি নৌকামাত্র। সৃষ্টিকর্তাকে যে সত্যিকার অর্থে খুঁজতে চায়-সে আগে হোক আর পরে, নৌকা থেকে ঝাঁপ দেয় সমুদ্রে।'

'হ্যাঁ, যাতে হাঙরে তাকে গিলে নিতে পারে,' বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে উঠলেন শেখ ইয়াসিন। 'যারা পথ নির্দেশ চায় না তাদের কপালে এটাই জুটবে।' ছাত্রদের কয়েকজন তার সাথে হাসিতে যোগ দিল, কিন্তু বেশিরভাগই

BanglaBook.org

বসে রইল থমথমে মুখে। নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে আসছে, এবং এখনও এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যাতে মনে হতে পারে যে আজকের আলাপ কোনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে শেষ হবে।

শামস তাবরিজির মনেও নিশ্চয়ই একই অনুভূতি জেগেছে, কারণ এখন তার চেহারা গম্ভীর, প্রায় বিষণ্ন। হঠাৎ চোখ বন্ধ করল সে, যেন এই দীর্ঘ বিতর্ক তাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঘটল, প্রায় দৃষ্টির অগম্য।

'অনেক দেশ ঘুরেছি আমি, এবং বহু শেখের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার,' বলল শামস। 'তাদের কেউ কেউ ছিল সৎ মানুষ। কিন্তু বেশিরভাগই ছিল ভণ্ড, ইসলামের ব্যাপারে কিছুই জানত না তারা। তাদের মাথার বদলে এমনকি স্রষ্টার খাঁটি প্রেমিকের জুতোর ধুলো পেতেও রাজি আছি আমি। এমনকি যেসব বাজিকর পর্দার আড়ালে ছায়াবাজির খেলা দেখায় তারাও তাদের চাইতে উত্তম, কারণ তারা অন্ততপক্ষে স্বীকার করে যে তাদের সব কিছুই বানোয়াট।'

'যথেষ্ট হয়েছে! তোমার বিষাক্ত জিভের বকবকানি অনেক শুনেছি আমরা,' ঘোষণা করলেন শেখ ইয়াসিন। 'এবার আমার শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হও!'

'ভাববেন না, এমনিতেও যাওয়ার সময় হয়েছে আমার,' বিরক্ত গলায় বলল শামস। তারপর আমাদের দিকে ফিরল সে। 'আজ তোমরা এখানে যা দেখলে তা বহু প্রাচীন এক বিতর্ক, যার শুরু হয়েছে সেই নবী মুহাম্মদের সময় থেকে, শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর। কিন্তু এই বিতর্ক শুধু ইসলামের ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ইব্রাহিমীয় ধর্মের মাঝেই এর অবকাশ রয়েছে। গবেষক এবং সাধকের মাঝে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মাঝে চিরকাল চলমান এই বিতর্ক। কোন পক্ষকে বেছে নেবে তা নির্ভর করছে তোমাদের ইচ্ছার উপর!'

একটুখানি থামল শামস, তার কথাগুলো আমাদের মনে ঢোকার সময় দিল। আমার উপর তার দৃষ্টি অনুভব করতে পারলাম আমি। মনে হলো যেন গোপনে কিছু বলে যাচ্ছে সেই দৃষ্টি—আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এক গোপন, অলিখিত ভ্রাতৃত্বে যোগ দিতে।

তারপর সে যোগ করল, 'সবচেয়ে বড় কথা এটাই যে আমি তোমাদের শিক্ষক নই, এবং সৃষ্টিকর্তা আমাদের যতটুকু জানতে দেন তার চাইতে বেশি জানার সাধ্যও নেই কারও। আমরা কেবল আমাদের ভূমিকাটুকু পালন করে যাই। কেবল একটি কথাই মনে রাখবে। সূর্যকে কেউ যদি দেখতে অস্বীকার করে, চোখ বন্ধ করে রাখে, তাহলে কিন্তু সূর্যের আলো একটুও ম্লান হয় না।'

এ কথা বলার পর নিজের ডান হাত হৃৎপিণ্ডের উপর রাখল শামস তাবরিজি, আমাদের সকলকে বিদায় জানাল। শেখ ইয়াসিনের দিকেও ঘুরে

BanglaBook.org

গেল তার দৃষ্টি, যদিও পাথরের মুর্তির মতো গম্ভীর চেহারায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, কোনো কথা বললেন না। তারপর বের হয়ে গেল দরবেশ, পেছনে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা। অদ্ভুত এক নীরবতার চাদর যেন ঢেকে দিয়ে গেছে আমাদের উপর, সে চলে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না আমরা কেউ।

শেষ পর্যন্ত ইরশাদই আমার হুঁশ ফিরিয়ে আনল। খেয়াল করলাম, চোখে নীরব ভ্রুকুটি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। এবং তখনই কেবল বুঝতে পারলাম যে আমার ডান হাত কখন যেন উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ডের উপর, যেন এইমাত্র উপলব্ধি করা সত্যকে সম্মান জানাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বেবার্স নামের প্রহরী

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি ১২৪৬

বেশরম আর কাকে বলে! নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার, যখন শুনলাম যে ছাত্রদের সামনে আমার চাচার সাথে তর্ক করেছে শামস। এই লোকটার কি কোনো সভ্যতার জ্ঞানও নেই? যে সময় সে মাদ্রাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল, তখন আমি সেখানে থাকলে খুব ভালো হতো। তাহলে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করার আগেই তাকে লাথি মেরে বের করে দিতাম আমি। কিন্তু কপাল খারাপ, তেমন কিছু ঘটেনি। ছাত্রদের উত্তেজিত কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শামস এবং আমার চাচার মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে আলাপ হয়েছে। তবে ছাত্রদের কথাগুলোকে গুরুত্ব না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, কারণ খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা, এবং সেই বদমাশ দরবেশকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।

আজ রাতে বেশ দুশ্চিন্তা বোধ করছি আমি। এর কারণ হচ্ছে সেই বেশ্যাটা, মরুগোলাপ যার নাম। কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না ওকে। ওর কথা ভাবলেই গোপন প্রকোষ্ঠসহ গহনার বাক্সের কথা মনে হয় আমার, চাবি না থাকলে যার ভেতরে কি আছে জানা অসম্ভব। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে বাক্সের মালিক সে নিজে, কিন্তু তার ভেতরে কি রয়েছে সেটা তার অজানাই রয়ে যায়।

ওর হার মেনে নেয়াতেই আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি। বারবার নিজেকে জিজ্ঞেস করছি যে কেন আমার মার খেয়েও কিছু বলল না ও। নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো কেবল মেঝের উপর পড়ে থেকে আমার মার সহ্য করে গেল? যদি পাল্টা আঘাত করত আমাকে, অথবা চিৎকার করে সাহায্য চাইত, তাহলেই মার থামিয়ে দিতাম আমি। কিন্তু তা না করে ও এমনভাবে পড়ে ছিল যেন প্রাণহীন জড় পদার্থ। চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, অথচ মুখ থেকে একটা শব্দও বের হচ্ছে না–যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে শেষ দেখে ছাড়বে। সে দিন যদি ওকে পিটিয়ে মেরেও ফেলতাম, তাহলেও কি কিছু বলত না ও?

BanglaBook.org

অনেক চেষ্টায় গত কয়েকদিন নিজেকে সামলে রেখেছি। কিন্তু আজ আর পারলাম না। মরুগোলাপকে দেখতেই হবে একবার। যাওয়ার পথে মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে আমাকে দেখার পর ওর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। যদি চেঁচামেচি করে বা ধরা দিতে না চায় তাহলে ওদের ওই মোটা মালিকটাকে ঘুষ দিতে হবে কিছু। সম্ভাব্য সব কিছুই মাথার ভেতর সাজিয়ে নিয়েছি আমি, যা যা ঘটতে পারে তার সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত। কিন্তু ও যে পালিয়ে যেতে পারে এটা একেবারেই আমার মাথায় আসেনি।

'ও নেই মানে? কি বলতে চাও তুমি?' গর্জে উঠলাম আমি। 'কোথায় গেছে?'

'ওই ছুঁড়ির কথা ছাড়ো তো,' বলল গণিকালয়ের মালিক, তারপর কোলের উপর রাখা বাটি থেকে একটা লোকুম (তুরস্কের জনপ্রিয় মিষ্টি) তুলে নিয়ে মুখে পুরে রসটা চেটে পরিষ্কার করল আঙুল থেকে। তারপর আমি দারুণ রেগে আছি দেখে আরেকটু নরম গলায় যোগ করল, 'অন্য মেয়েদের তো কোনো দিন ভালো করে তাকিয়েও দেখলে না। আজ একটু দেখবে নাকি, বেবার্স?'

'আরে মুটকি বুড়ি, তোমার ওই সব সস্তা মেয়েগুলোর দিকে কোনো আগ্রহ নেই আমার, বুঝলে? মরুগোলাপকে চাই আমার, এবং এই মুহূর্তেই চাই।'

আমার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে মালিকের মোটা ভ্রুগুলোর একটা উঁচু হয়ে উঠল। তবে তর্ক করতে এল না সে। তার বদলে গলা নামিয়ে আনল, যেন কথাটা বলতে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। 'ও তো পালিয়েছে। সবাই যখন ঘুমিয়ে ছিল সেই সুযোগে পালিয়ে গেছে ও।'

কথাটা এমনই অদ্ভুত যে আমি হাসতেও পারলাম না। 'আরে, বেশ্যারা আবার বেশ্যাপাড়া থেকে পালাতে শুরু করল কবে?' প্রশ্ন করলাম তাকে। 'এখনই খুঁজে আনবে ওকে! এখনই!'

এবার অবশেষে রাগ ফুটে উঠল মালিকের চোখে। মনে হলো যেন প্রথমবারের মতো আমাকে ভালো করে দেখছে সে। 'আমার সাথে এমন সুরে কথা বলার সাহস তোমার হলো কি করে? নিজেকে কি মনে করো তুমি?' ছোট ছোট, কুতকুতে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে। মরুগোলাপের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম তার সাথে একেবারেই মিল নেই।

'আমি একজন নিরাপত্তা প্রহরী, যার চাচা অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে তোমার এই আস্তানা বন্ধ করে দিতে পারি, পথে বসিয়ে দিতে পারি তোমাকে,' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে তার কোলের বাটি থেকে একটা লোকুম তুলে এনে মুখে পুরলাম আমি। নরম, রসালো লাগল খেতে।

BanglaBook.org

আঠালো আঙুলগুলো এবার মালিকের রেশমি জামায় মুছে নিলাম আমি। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল তার চেহারা, কিন্তু আমার সাথে ঝগড়া করার সাহস নেই তার।

'আমাকে ধমকাচ্ছ কেন?' এবার বলল সে। 'সব দোষ ওই দরবেশের। সে-ই মরুগোলাপকে বুঝিয়েছে এখান থেকে পালাতে, সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে বের হতে।'

প্রথমে বুঝতে পারলাম না যে কার কথা বলছে গণিকালয়ের মালিক। তবে তারপরেই মনে হলো, শামস তাবরিজি ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

প্রথমে আমার চাচাকে তার ছাত্রদের সামনে অপমান করেছে লোকটা, এবং এখন আবার এই ঝামেলাও পাকিয়েছে। মনে হচ্ছে নিজের সীমানা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তার।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২৬ জুন, ২০০৮

বেশি চিন্তাভাবনা করল না এলা। ওর মনে হচ্ছে যে আজিজকে একটা চিঠি লেখা খুবই দরকার, ইমেইলের চাইতে মাঝে মাঝে চিঠির উপযোগিতা বেশি হয়ে পড়ে। ওর লেখা চিঠিটা হলো এ রকম

প্রিয় আজিজ,
এবার তোমাকে একটা চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই পুরনো দিনের মতো–কালি, সুগন্ধী কাগজ, ম্যাচ করা রঙের খাম, এবং ডাকটিকেট। আজ বিকেলে এটা আমস্টারডামের উদ্দেশ্যে পোস্ট করব আমি। কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে আমাকে, কারণ ভয় হচ্ছে যে দেরি হলে হয়তো আর কখনই পোস্ট করা হবে না। জীবনে কখনও কখনও এমন কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হবে তোমার–যে তোমার চারপাশের মানুষগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যে সব কিছুকে দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, তোমার ব্যক্তিত্বকেও সে বদলে দেবে, সব কিছুকে নতুন করে বুঝতে শেখাবে। ভেতরে এবং বাইরে–দুই দিকেই বদলে যাবে তুমি। তোমার মনে হবে, এই মানুষটার কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত। মনে হবে, এই ভয়ঙ্কর সুন্দর ঝড়ের মাঝ থেকে তুমি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এক সময় দেখবে, কোনো কিছুই আর তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি জানি না যে ঠিক কখন থেকে তোমার কথাগুলো আমাকে আটকে ফেলতে শুরু করল। শুধু জানি যে আমাদের এই আলাপ ধীরে ধীরে আমাকে বদলে দিচ্ছে। সেই শুরু থেকেই। এই কথাগুলো বলার জন্য খুব সম্ভব পরে আফসোস করতে হবে আমাকে। কিন্তু সারা জীবন ধরে যে কাজগুলো করতে পারিনি সেগুলোর জন্য আফসোস করেই কেটেছে আমার। তাই এখন মনে হচ্ছে, কোনো কিছু না করার জন্য অনুশোচনায় ভোগার চাইতে করে আফসোস করাই ভালো। তোমার উপন্যাস এবং ইমেইলের সাহায্যে যখন থেকে তোমাকে চিনতে শুরু করেছি, সেই মুহূর্ত থেকেই তুমি আমার চিন্তাগুলোকে দখল করে নিয়েছ। প্রতিবার তোমার কাছ থেকে আসা ইমেইল পড়ার সময় আমার মনে হয় কিছু একটা বদলে যাচ্ছে আমার ভেতরে। শপথ

BanglaBook.org

করে বলতে পারি, এমন উত্তেজনা আর আনন্দ আমি অনেক দিন হলো বোধ করিনি। সারা দিন আমার মন জুড়ে থাকো তুমি। নিঃশব্দে তোমার সাথে কথা বলি আমি, কল্পনা করার চেষ্টা করি যে আমার জীবনের প্রতিটা দিক সম্পর্কে তোমার মনোভাব কেমন হতো। ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে যখন যাই, মনে হয় তোমাকে পাশে দরকার ছিল আমার। আশ্চর্য কোনো কিছু দেখলে তা তোমাকে দেখাতে পারছি না ভেবে খারাপ লাগে। সে দিন আমার ছোট মেয়ে জিজ্ঞেস করল যে আমার চুলে নতুন কোনো স্টাইল দিয়েছি কি না। কিন্তু না, আমার চুল তো সেই আগের মতোই আছে! কিন্তু এটা সত্যি যে আমার চেহারা বদলে গেছে, কারণ আমার ভেতরে আমি আর আগের মতো নেই। তারপরেই আবার নিজেকে মনে করিয়ে দেই যে আমাদের এখনও দেখা হয়নি। আর সাথে সাথে বাস্তবতায় ফিরে আসতে হয় আমাকে। বাস্তবতা তো এটাই যে তোমাকে নিয়ে কি করব তা আমার জানা নেই। তোমার উপন্যাসটা পড়ে শেষ করেছি আমি, রিপোর্ট জমা দেয়ার কাজও হয়ে গেছে। (ও হ্যাঁ, তোমার উপন্যাসের উপর একটা রিপোর্ট লিখেছি আমি। মাঝে মাঝে মনে হতো যে আমার মতামতগুলো তোমাকে জানানো উচিত, অন্তত লিটারেরি এজেন্টকে আমি যে রিপোর্টটা দিয়েছি সেটা তোমাকেও দেখানো উচিত। কিন্তু সেটা আসলে ঠিক হতো না। তবে এটা বলতে পারি যে তোমার বইটা আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। এই আনন্দের সন্ধান দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কথাগুলো সব সময় আমার সাথে থাকবে।) যাই হোক, আমার এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্তের সাথে মধুর অবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই, অথবা কে জানে, হয়তো আছে। আমি চিঠিটা লিখছি কারণ আমাদের মাঝে যে ব্যাপারটা গড়ে উঠেছে তার নিয়ন্ত্রণ আর আমার হাতে নেই। আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। প্রথমে তোমার কল্পনা, তোমার গল্পকে ভালোবেসেছিলাম আমি, তারপর আবিষ্কার করলাম যে এই গল্পগুলোর পেছনের মানুষটাকেও আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এখন আমি বুঝতে পারছি না যে আমার কি করা উচিত। আগেই বলেছি, এই চিঠিটা তোমার কাছে যত দ্রুত সম্ভব পাঠাতে হবে আমার। যদি তা না করি তাহলে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলব। এমন আচরণ করব যেন আমার জীবনে নতুন কিছুই ঘটেনি, সব কিছু স্বাভাবিক আছে। হ্যাঁ, আগে যেমন ছিলাম এখনও তেমন জীবনেই ফিরে যেতে পারি আবার। সেই অভিনয়টা করতে একটুও কষ্ট হত না আমার, যদি না বুকের মধ্যকার এই সুখের মতো ব্যথাটার অস্তিত্ব না থাকত...

ভালোবাসা নিও,
এলা

BanglaBook.org

কেরা

কোনিয়া, ফেব্রুয়ারি, ১২৪৬

বিভ্রান্তিকর এক অবস্থায় পড়ে গেছি আমি, জানি না যে এই পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত। আজ সকালে হুট করেই কোথা থেকে এক মেয়ে এসে হাজির হয়েছে শামস তাবরিজির খোঁজে। তাকে পরে আসতে বলেছিলাম আমি, কারণ শামস তখন বাড়িতে ছিল না। কিন্তু মেয়েটা জবাব দিল যে সে কোথাও যাবে না, উঠোনে বসে বসেই শামসের জন্য অপেক্ষা করবে। তখনই আমার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করে। মেয়েটার পরিচয় জানতে চাইলাম আমি, জিজ্ঞেস করলাম যে কোথা থেকে এসেছে। তখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মুখের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে নিল সে। দেখলাম, নানা রকম ছোট বড় ক্ষতে ভরে আছে তার মুখ, নিষ্ঠুরভাবে কেউ মেরেছে তাকে। কিন্তু সেই ক্ষতচিহ্নগুলো সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে যে অত্যন্ত সুন্দরী সে, এবং নিখুঁত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। কাঁদতে কাঁদতে নিজের পরিচয় প্রকাশ করল সে, যা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। শহরের গণিকালয়ের বাসিন্দা সে।

'কিন্তু ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি আমি,' বলল মেয়েটা। 'তারপর শহরের গণ-গোসলখানায় গিয়ে চল্লিশবার গোসল করেছি, প্রতিবার উচ্চারণ করেছি আলাদা আলাদা প্রার্থনা। পুরুষদের কাছ থেকে দূরে থাকার শপথ করেছি আমি। এখন থেকে আমার জীবন কেবল সৃষ্টিকর্তার জন্য।'

কি বলব বুঝতে পারলাম না আমি, কেবল ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। একেবারেই অল্প বয়স মেয়েটার। নিজের পরিচিত একমাত্র জীবনধারাকে পেছনে ফেলে নতুন জীবনে পা রাখার সাহস কিভাবে পেল সে? আমার বাড়ির চারপাশে এই ধরনের কোনো মেয়েকে দেখতে চাই না আমি, কিন্তু এই মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমার মনকে নরম করে দিল। অদ্ভুত এক নিষ্পাপ খেলা করছে ওর ভেতরে, যা আগে কখনও দেখিনি আমি। বাদামি চোখগুলো আমাকে মা মেরি'র কথা মনে করিয়ে দিল। কিছুতেই ওকে তাড়িয়ে দিতে মনে সায় দিল না আমার। তাই উঠোনে বসে থাকতে দিলাম ওকে। এর বেশি কিছু করার সাধ্য নেই আমার। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বসে রইল সে, পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ, স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল এক দিকে।

BanglaBook.org

এক ঘণ্টা পর যখন শামস আর রুমি বাড়ি ফিরে এল, তখন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত অতিথির কথা তাদের জানালাম আমি।

'কি বললে? একজন গণিকা এসে বসে আছে আমাদের উঠোনে?' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল রুমি।

'হ্যাঁ। বলছে, সে নাকি গণিকালয় ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, এখন সৃষ্টিকর্তাকে জীবন উৎসর্গ করতে চায়।'

'ওহ, তাহলে নিশ্চয়ই মরুগোলাপ,' বলে উঠল শামস। কণ্ঠস্বরে যতটা না বিস্ময়, তার চাইতে বেশি উচ্ছ্বাস। 'ওকে বাইরে বসিয়ে রেখেছ কেন? ভেতরে নিয়ে এসো!'

'কিন্তু আমরা আমাদের ছাদের নিচে একজন গণিকাকে ঢুকতে দিয়েছি–এ কথা শুনলে প্রতিবেশীরা কি বলবে?' প্রতিবাদ জানালাম আমি, দুশ্চিন্তায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আমার গলা।

'আমরা সবাই তো ওই একই ছাদের নিচের বাসিন্দা, তাই না?' আকাশের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করল শামস। 'রাজা বলো আর ভিখারী বলো, কুমারী বলো বা পতিতা, সবার মাথার উপরেই ওই একই আকাশ!'

শামসের সাথে তর্ক করে কিভাবে জিতব আমি? সব কথার একটা না একটা জবাব থাকেই তার কাছে।

তাই এবার সেই গণিকাকে ভেতরে নিয়ে এলাম, মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন প্রতিবেশীদের শ্যেন দৃষ্টি এদিকে না পড়ে। ভেতরে ঢুকেই শামসকে দেখতে পেল মরুগোলাপ, এবং ফুঁপিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে তার হাতে চুমো খেল।

'তুমি এখানে আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি,' উজ্জ্বল হাসি ফুটেছে শামসের ঠোঁটে, যেন বহু দিনের পুরনো কোনো বন্ধুর দেখা পেয়েছে। 'ওই জায়গায় আর ফিরে যাওয়ার দরকার নেই তোমার। জীবনের ওই অংশটাকে সম্পূর্ণভাবে পেছনে ফেলে এসেছ তুমি। আমি আশা করব, সৃষ্টিকর্তা তোমার বাকি জীবনে সত্যের অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছু লিখবেন না।'

এবার আরও বেড়ে গেল মরুগোলাপের কান্নার মাত্রা। 'কিন্তু গণিকালয়ের মালিক কখনও শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে। শেয়ালমুখোকে পাঠাবে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে। আপনি জানেন না, সে–'

'মনকে শান্ত রাখো, মেয়ে,' বাধা দিয়ে বলল শামস। 'আরেকটি নীতিকে মনে রেখো   *এই পৃথিবীর সবাই কোথাও না কোথাও পৌঁছাতে চাইছে, নিজের পরিচয় তৈরি করতে চাইছে। অথচ মৃত্যুর পর এই সবই পেছনে ফেলে যেতে হবে তাদের। তার চেয়ে তুমি চেষ্টা করো শূন্যতার সাথে একাত্ম হওয়ার। এই জীবনকে অতিবাহিত করো আলোর মতো হালকা হয়ে, শূন্য নামের সংখ্যাটির মতো শূন্য হয়ে। আমাদের তুলনা করা যায় একটি পাত্রের সাথে : বাইরের*

BanglaBook.org

কারুকাজ বা অলংকরণ নয়, ভেতরে বিরাজমান শূন্যতাই আমাদের স্থির রাখে। আর সে জন্যই, আমরা জীবনে কি অর্জন করলাম তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং সব কিছুর অসারতা সম্পর্কে সচেতনতাই আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।'

●●●

রাতের বেলা মরুগোলাপকে তার বিছানা দেখিয়ে দিলাম আমি। সেখানে শুতে না শুতেই ঘুমে ঢলে পড়ল সে। এবার প্রধান কক্ষে ফিরে এলাম আমি। দেখলাম, রুমি এবং শামস কথা বলছে সেখানে।

'আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে পারো তুমি,' আমাকে দেখে বলল শামস।

'কিসের অনুষ্ঠান?' জানতে চাইলাম আমি।

'এক আধ্যাত্মিক নাচ, কেরা। এমন এক নাচ যা তুমি আগে কখনও দেখোনি।'

অবাক হয়ে আমার স্বামীর দিকে চাইলাম আমি। কি হচ্ছে এখানে? কোন নাচের ব্যাপারে কথা বলছে ওরা?

'মাওলানা, আপনি, একজন সম্মানিত গবেষক, কোনো সামান্য নর্তক নন। লোকে কি ভাববে?' প্রশ্ন করলাম আমি, টের পাচ্ছি যে রাগে লাল হয়ে উঠছে আমার মুখ।

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' জবাব দিল রুমি। 'শামস এবং আমি এ ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরেই আলোচনা করছি। দরবেশদের ঘূর্ণিনৃত্যের সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমরা। এই নাচের নাম হচ্ছে সেমা। ঐশ্বরিক ভালোবাসার জন্য হৃদয়ে পিপাসা আছে এমন যে কোনো মানুষই আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে।'

দপদপ করে উঠতে শুরু করল আমার মাথা, তীব্র ব্যথা হচ্ছে সেখানে। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে তীব্র ক্ষোভ কাজ করছে তার তুলনায় মাথার ব্যথাকে সামান্যই বলা চলে।

'লোকে যদি আপনাদের এই কাজকে পছন্দ না করে? নাচ জিনিসটা সবার কাছে প্রিয় নয়,' শামসের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। মনে মনে আশা করছি যে এই কথায় হয়তো তার ইচ্ছের মোড় ঘুরলেও ঘুরতে পারে। 'অন্তত পিছিয়ে দিন অনুষ্ঠান, এত দ্রুত আয়োজন করার কি দরকার?'

'সৃষ্টিকর্তাও সবার কাছে প্রিয় নন,' আমার কথাটার জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না শামসের। 'তাই বলে কি তার উপর বিশ্বাস রাখাকেও পিছিয়ে দেবো আমরা?'

এই কথার পর আর কিছু বলার রইল না। বিতর্কের শেষ হয়ে গেল ওখানেই। কেবল বাড়ির ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল বাতাসের হাহাকার। দেয়ালের ফাটল, খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল তারা, বাড়ি খেতে লাগল আমার কানের পর্দায়।

সুলতান ওয়ালাদ

কোনিয়া, মার্চ ১২৪৬

'বস্তুর মাঝে কতখানি সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা নির্ভর করে তার দর্শকের চোখের উপর,' বলে এসেছে শামস। 'সবাই একই নাচ দেখবে, কিন্তু এক একজনের চোখে তা এক এক রূপে ধরা দেবে। তাই এত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এটা তো জানা কথা যে কারও পছন্দ হবে আর কারও হবে না।'

তারপরেও, সেমার দিন সন্ধ্যায় আমি শামসকে বললাম, আমার ভয় হচ্ছে যে কেউ আসবে না অনুষ্ঠানে।

'চিন্তা কোরো না,' জোর দিয়ে বলল শামস। 'শহরের লোকেরা হয়তো আমাকে পছন্দ করে না, এমনকি তোমার বাবার উপর থেকেও হয়তো তাদের ভালোবাসা উঠে গেছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের অগ্রাহ্য করতে পারবে না তারা। কৌতুহলের বশেই এখানে আসবে সবাই।'

ঠিক তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে খোলামেলা হলঘরের ভেতরে আর তিলধারণের জায়গা নেই। সওদাগর, কামার, কাঠমিস্ত্রী, কৃষক, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, ওষুধ বিক্রেতা, স্বর্ণকার, কেরানী, কুমোর, রুটিপ্রস্তুতকারক, গোরখোদক, জ্যোতিষী, সুগন্ধি বিক্রেতা–কে নেই তাদের ভেতরে! এমনকি শেখ ইয়াসিনও তার একদল ছাত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন। পেছনের দিকে বসেছে মহিলারা।

সামনের সারিতে আমাদের শাসক সুলতান কায়খুসরুকে তার উপদেষ্টাদের নিয়ে বসে থাকতে দেখে স্বস্তি পেলাম আমি। এমন উচ্চপদস্থ একজন মানুষ আমার বাবাকে সমর্থন জানিয়েছেন শুনলে সবার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

দর্শকদের শান্ত হয়ে বসতে বসতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। এমনকি তারা বসার পরেও ভেতরের গুঞ্জন সম্পূর্ণ স্তিমিত হলো না, মনে হতে লাগল যেন এক দল রাগী মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে হলঘরের ভেতরে। শামসের সম্পর্কে খারাপ কথা বলবে না এমন কারও পাশে বসার ইচ্ছে ছিল আমার, তাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে বসলাম মাতাল সুলায়মানের পাশে। লোকটার শরীর থেকে মদের গন্ধ আসছে, তবে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

BanglaBook.org

পা কাঁপছে আমার, হাতের তালু ঘামছে। ভেতরে বেশ গরম পড়েছে, তা সত্ত্বেও বাড়ি খাচ্ছে দাঁতে দাঁত। আজকের অনুষ্ঠানটা আমার বাবার ক্ষয়িষ্ণু সম্মানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছি আমি, কিন্তু ঠিক কি চাইতে হবে তা বুঝতে পারছি না। ফলে কেবল বলছি যেন সব কিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হয়। একেবারেই হালকা শোনাচ্ছে আমার কথাগুলো।

কিছুক্ষণ পরেই একটা শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল। প্রথমে দূর থেকে, তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল তা। এমন অদ্ভুত, মনকাড়া সেই শব্দ যে সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগল তার আওয়াজ।

'কোন যন্ত্র থেকে বের হচ্ছে এমন শব্দ?' বিস্ময় এবং আনন্দমিশ্রিত কণ্ঠে ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করল সুলায়মান।

'এর নাম *নে,*' শামস এবং আমার বাবার মধ্যকার একটা আলাপের কথা মনে পড়তে জবাব দিলাম আমি। 'এর শব্দকে বলা হয় প্রিয় ব্যক্তির জন্য প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস।'

নে'র শব্দ থামার পর আমার বাবা উঠে এলেন মঞ্চের উপর। মাপা, মৃদু পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন তিনি। তাকে অনুসরণ করে উঠে এল আরও ছয় দরবেশ, সবাই আমার বাবার শিষ্য। প্রত্যেকের পরনে লম্বা, সাদা পোশাক, নিচের দিকটা ঢোলা। দুই হাত বুকে বেঁধে আমার বাবার সামনে মাথা নোয়াল তারা, তার আশীর্বাদ চাইল। তারপর বাজনা শুরু হলো। এক এক করে ঘুরতে শুরু করল দরবেশরা। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর রুদ্ধশ্বাস দ্রুততায় বাড়তে শুরু করল তাদের গতি; ঢোলা পোশাকের নিচের দিক ফুলে উঠল পদ্মফুলের মতো।

অদ্ভুত এক দৃশ্য। গর্ব আর আনন্দের হাসি ফুটল আমার মুখে, কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। চোখের কোণ দিয়ে দর্শকদের অভিব্যক্তিও খেয়াল করলাম একবার। দেখলাম, বাবা আর শামসের সম্পর্কে সবচেয়ে খারাপ খারাপ কথাগুলো যাদের মুখ দিয়ে বের হতো তারাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকে।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে এভাবেই ঘুরে চলল দরবেশরা। তারপর এক সময় বাড়তে শুরু করল বাজনার শব্দ। *নে* এবং তবলার শব্দের সাথে পর্দার আড়াল থেকে এবার যোগ হলো *রবাবের* সুর। আর সেই মুহূর্তেই মঞ্চে প্রবেশ করল শামস তাবরিজি, যেন ভেসে এল এক ঝলক মরুভূমির বুনো হাওয়া। অন্য সবার চাইতে গাঢ় রঙের পোশাক তার পরনে, সবার চাইতে লম্বাও যেন মনে হলো তাকে। অন্যদের চাইতে তার ঘূর্ণনের গতিও বেশি। দুই হাত উপরের দিকে তুলে রেখেছে সে, চেহারাও আকাশের দিকে তুলে ধরা, যেন সূর্যের সন্ধান করছে সূর্যমুখী ফুল।

BanglaBook.org

দর্শকদের মাঝ থেকে অনেকের মুখ থেকে বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ বের হয়ে আসতে শুনলাম আমি। এমনকি যারা শামস তাবরিজিকে ঘৃণা করত তারাও যেন এই মুহূর্তটির মায়ায় পড়ে গেছে। এক ঝলক তাকালাম আমার বাবার দিকে। শামস যখন ঘূর্ণিবায়ুর মতো ঘুরে চলেছে, অন্য দরবেশরাও ঘুরছে তাদের নিজস্ব গতি এবং কক্ষপথে; আমার বাবা তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কোনো প্রাচীন বৃক্ষ। সম্পূর্ণ শান্ত তার চেহারা, দ্রুত প্রার্থনায় কেবল নড়ছে তার ঠোঁটগুলো।

শেষ পর্যন্ত ধীর হয়ে এল সুরের ঝংকার। একই মুহূর্তে ঘূর্ণন থামিয়ে দিল সব কজন দরবেশ, মনে হলো যেন প্রতিটি পদ্মফুল একই সাথে নিজের পাপড়িকে টেনে নিল নিজের ভেতর। মঞ্চের উপর থেকে সবার উদ্দেশ্যে আলতো করে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালেন আমার বাবা। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, আমরা সবাই যেন কোনো এক নিখুঁত বন্ধনে বাধা পড়ে গেছি। পরিপূর্ণ, শাশ্বত নীরবতা নেমে এসেছে চারপাশে। কেউ জানে না এখন তাদের কি করা উচিত। আগে কখনও এমন কিছু দেখেনি কেউ।

সেই নীরবতাকে চিরে দিল আমার বাবার শান্ত কণ্ঠস্বর। 'বন্ধুরা, এই নাচকে বলা হয় সেমা-দরবেশদের ঘূর্ণিনৃত্য। আজ থেকে, প্রতিটি যুগের দরবেশই এই সেমা নৃত্যের অংশীদার হবে। এক হাত থাকবে আকাশের দিকে, আরেক হাত মাটির দিকে। এভাবেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসার প্রতিটি কণা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবো আমরা।'

হাসি ফুটল দর্শকদের মুখে, সম্মতিসূচক গুঞ্জন শোনা গেল। পুরো হলঘরে বিরাজ করছে এক উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া। মানুষের কাছ থেকে এমন উষ্ণ প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়ে অশ্রুতে ভরে উঠল আমার চোখ। শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছ থেকে সেই ভালোবাসা আর সম্মান পেতে শুরু করেছেন আমার বাবা এবং শামস, যা শুরু থেকেই তাদের প্রাপ্য ছিল।

এভাবে সব কিছুই ভালোভাবে শেষ হতে পারত, সুখী মানুষ হিসেবেই বাড়ি ফিরতে পারতাম আমি। আশা করতে পারতাম যে এখন থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু এর পরেই এমন এক ঘটনা ঘটল যা ধূলিসাৎ করে দিল আমার সকল আশাকে।

BanglaBook.org

সুলায়মান নামের মাতাল

কোনিয়া, মার্চ ১২৪৬

বুকের ভেতরটা এখনও ধড়ফড় করছে আমার! কি একটা সন্ধ্যা গেল আজ! এখনও সম্পূর্ণ স্থির হতে পারিনি আমি। আর আজ রাতে যা যা দেখলাম, তার মাঝে সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনাটা ঘটল সবার শেষে।

সেমার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মহান শাসক দ্বিতীয় কায়খুসরু উঠে দাঁড়ালেন। হলঘরের চারপাশে একবার ঘুরে এল তার দৃষ্টি। তারপর ধীর, রাজকীয় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। প্রথমে প্রাণ খুলে হাসলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'অভিনন্দন, দরবেশগণ! তোমাদের নাচ দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

প্রত্যুত্তরে রুমিও ধন্যবাদ জানালেন তাকে। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সকল দরবেশই তাই করল। তারপর বাদকরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করল। সন্তুষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কায়খুসরুর মুখ। এবার প্রহরীদের একজনের প্রতি ইঙ্গিত করলেন তিনি। সাথে সাথে কাছে এগিয়ে এসে কায়খুসরুর হাতে একটা মখমলের বটুয়া তুলে দিল সে। সেটাকে হাতের তালুতে কয়েকবার নাচালেন তিনি, ফলে বটুয়ার ভেতরে থাকা স্বর্ণমুদ্রার ঝনঝনানি পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই। তারপর সেটাকে ছুঁড়ে দিলেন মঞ্চের উপর। লোকজনের মাঝখান থেকে ধ্বনিত হলো প্রশংসাসূচক বাক্য, এবং দীর্ঘশ্বাস। আমাদের শাসকের অন্তর সত্যিই মহান।

এবার বের হওয়ার জন্য পা বাড়ালেন কায়খুসরু। কিন্তু দরজার দিকে এক পা না এগোতেই সেই একই বটুয়াটা আবার উড়ে এল তার দিকে, যেটাকে একটু আগে মঞ্চে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তিনি। ঝনঝন শব্দে তার পায়ের কাছে এসে পড়ল মুদ্রাগুলো, মনে হলো যেন নববধুর চুড়ির শব্দ। সব কিছু এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে মিনিটখানেকের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা সবাই, কি ঘটছে যেন বুঝতে পারছি না। কিন্তু নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলেন কায়খুসরু নিজে। সরাসরি অপমান করা হয়েছে তাকে, যা প্রায় ক্ষমার অযোগ্য। কাঁধের উপর দিয়ে বিস্মিত চোখে পেছনে তাকালেন তিনি, দেখতে চান যে এমন ভয়ানক কাজ কে করল।

BanglaBook.org

শামস তাবরিজি ছাড়া আর কেউ নয়। সবগুলো মাথা এবার ঘুরে গেল তার দিকে। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে, লাল চোখে উন্মাদ দৃষ্টি।

'আমরা টাকার জন্য নাচিনি,' ভারি গলায় বলে উঠল সে। 'সেমা হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক নাচ, যার একমাত্র কারণ হচ্ছে ভালোবাসা। আপনার স্বর্ণমুদ্রা আপনিই রেখে দিন, হে মহান সুলতান! ওই টাকার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে।'

ভয়ঙ্কর এক নীরবতা নেমে এল হলঘরের ভেতর। রুমির বড় ছেলেকে দেখে মনে হলো ভূত দেখেছে সে চোখের সামনে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কেউ কোনো কথা বলার সাহস পেল না। একটা নিঃশ্বাস না ফেলে, কোনো শব্দ না করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। যেন এই মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিল আকাশ, কারণ হঠাৎ করেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। হলঘরটি ছাদবিহীন, তাই সাথে সাথে সবাই ডুবে যেতে শুরু করল সে বৃষ্টির ধারায় আর একঘেয়ে শব্দে।

'চলো!' নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন কায়খুসরু।

রাগে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ, ঠোঁটগুলো কাঁপছে অদম্যভাবে। ঝুলে পড়েছে কাঁধ দুটো। দ্রুত পায়ে বের হওয়ার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, তার প্রহরীরাও গেল সঙ্গে সঙ্গে। বটুয়ার মুখ খুলে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে মুদ্রাগুলো, সেগুলোকে মাড়িয়ে গেল তাদের ভারি জুতো পরা পা। মুদ্রাগুলোকে তুলে নেয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে।

প্রশাসক চলে যাওয়ার সাথে সাথেই দর্শকদের মধ্য থেকে ভেসে আসতে শুরু করল অসন্তোষ এবং বিরক্তিসূচক কথাবার্তা।

'নিজেকে কি মনে করে সে?' বলে উঠল কেউ কেউ।

'কত বড় সাহস তার, আমাদের শাসককে অপমান করে?' অন্যরা যোগ দিল তাদের সাথে। 'এখন যদি কায়খুসরু এই সম্পূর্ণ শহরের উপর তার ক্ষোভ ঝাড়েন, তাহলে কি হবে?'

এক দল মানুষ উঠে দাঁড়াল, তারপর অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বোঝা গেল, এটা তাদের প্রতিবাদ জানানোর নিজস্ব ধরণ। দলটার শুরুতে দেখা গেল শেখ ইয়াসিনকে, সাথে তার ছাত্ররা। অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম, তাদের মাঝে রুমির অনেক পুরনো দুই শিষ্যও আছে। এবং আছে তার আপন পুত্র, আলাদিন।

BanglaBook.org

আলাদিন

কোনিয়া, জুন ১২৪৬

বুকে হাত রেখে কসম খেয়ে বলতে পারি, জীবনে কোনো দিন এত লজ্জিত হইনি আমি। ওই ধর্মদ্রোহীর সাথে গলাগলি করেই যেন আমার বাবার শখ মেটেনি। এবার তিনি তার সাথে উঠে পড়েছেন মঞ্চের উপর, নাচের দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পুরো শহরের সামনে এভাবে নিজের সম্মানকে ধুলোয় লুটাতে একটুও বাঁধল না তার? তার উপর যখন আমি শুনলাম যে দর্শকদের মাঝে নাকি গণিকালয় থেকে পালিয়ে আসা এক পতিতাও আছে তখন প্রচণ্ড লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। পুরো সময়টা সেখানে বসে বসে কেবল ভাবলাম যে এই শামস তাবরিজি আমাদের জীবনে আর কত পাগলামি, কত ধ্বংস বয়ে আনবে? জীবনে প্রথমবারের মতো আমার মনে হতে লাগল যে আমি যদি অন্য কোনো ব্যক্তির সন্তান হতাম তাহলেই বোধহয় ভালো হতো।

পুরো অনুষ্ঠানটা আমার কাছে এক কথায় পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু এর পর যা ঘটল তাকে তো পাগলামি বললে কিছুই বলা হয় না। ওই বেয়াদব লোকটার সাহস হলো কি করে, আমাদের শাসককে এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলার? কায়খুসরু যে ওই মুহূর্তেই তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝোলাননি এ জন্য তো তার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত।

কায়খুসরুর পেছন পেছন যখন শেখ ইয়াসিনকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম, বুঝলাম যে আমাকেও এই একই কাজ করতে হবে। শহরের মানুষ আমাকে কোনো ধর্মদ্রোহীর সমর্থক ভাবুক তা আমি একেবারেই চাই না। সবাই অন্তত একবারের জন্য হলেও দেখুক যে আমার বাবার হাতের পুতুল নই আমি, সুলতান ওয়ালাদের সম্পূর্ণ উল্টো।

সেই রাতে আমি বাড়ি ফিরলাম না। কয়েক বন্ধুর সাথে থেকে গেলাম ইরশাদের বাড়িতে। সমস্ত দিনের ঘটনা নিয়ে অনেক আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে। সিদ্ধান্ত নিতে চাইলাম যে এবার আমাদের কি করা উচিত।

'ওই লোকটা তোমার বাবার উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে,' তিক্ত গলায় বলল ইরশাদ। 'এখন আবার এক পতিতাকেও এনে ঢুকিয়েছে তোমাদের বাড়িতে। তোমাদের পরিবারের সম্মান ফিরিয়ে আনার ভার তোমাকেই নিতে হবে, আলাদিন।'

BanglaBook.org

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে শুনতে রাগে লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল মনের ভেতরে শামস আমাদের জন্য দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনেনি।

অনেক আলোচনার পর অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলাম আমরা। সবাই একমত হলাম যে এই শহরকে শামসের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। বিদেয় করতে হবে তাকে—স্বেচ্ছায় রাজি হলে ভালো, না হলে জোর করে।

●●●

পরের দিন সরাসরি শামস তাবরিজির সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম আমি। দেখলাম, উঠোনে একা একা বসে আছে সে, নে বাজাচ্ছে। মাথা নিচু, আমার দিকে পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে বসে আছে সে। বাজনার ভেতর সম্পূর্ণ ডুবে থাকায় খেয়াল করেনি আমাকে। ইঁদুরের মতো নিঃশব্দ পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। এটাই সুযোগ, শত্রুকে ভালো করে চিনে নেয়ার।

বেশ কয়েক মিনিট পর হঠাৎ থেমে গেল বাজনা। আস্তে করে মাথাটা উঁচু করল শামস, তারপর আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'এই যে, আলাদিন। আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে নাকি?' নিচু গলায় বলল কথাগুলো, যেন নিজের সাথেই কথা বলছে।

কোনো কথা বললাম না আমি। আমার জানা আছে যে এই লোক বন্ধ দরজা ভেদ করেও দেখতে পারে। তাই তার মাথার পেছনেও যদি চোখ থাকে তাহলে একটুও অবাক হবো না আমি।

'গতকালের অনুষ্ঠান কেমন লেগেছে তোমার কাছে?' এবার আমার দিকে ঘুরে বসে আবার প্রশ্ন করল শামস।

'আপনারা যা করেছেন তাতে আমাদের সবার মাথা লজ্জায় হেট হয়ে গেছে,' সাথে সাথে জবাব দিলাম আমি। 'একটা কথা আপনাকে পরিষ্কার বলে দিতে চাই। আমি আপনাকে পছন্দ করি না। কখনই না। আর আমি চাই না যে আপনি আমার বাবার সম্মানকে এভাবে ভূলুণ্ঠিত করুন। ইতোমধ্যেই অনেক ক্ষতি করেছেন আপনি, আর নয়।'

এক লহমার জন্য জ্বলে উঠল শামসের চোখজোড়া। নে'টা সরিয়ে রাখল সে, তারপর বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার? নাকি অন্য কোনো ভয় আছে তোমার? রুমির সম্মান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ আর তোমাকে একজন সম্মানিত ব্যক্তির ছেলে হিসেবে খাতির করবে না। তুমি কি সেটারই ভয় পাচ্ছ?'

এই লোকটাকে কোনোভাবেই আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলার সুযোগ দেবো না, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। তাই অগ্রাহ্য করে গেলাম তার

BanglaBook.org

বিদ্রূপগুলোকে। তারপরেও আবারও মুখ খোলার আগে বেশ কিছুটা সময় চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিতে হলো আমাকে।

'আপনি বিদেয় হচ্ছেন না কেন? শান্তিতে থাকতে দিন আমাদের। আপনি আসার আগে আমরা অনেক ভালো ছিলাম,' বলে উঠলাম আমি। 'আমার বাবা একজন সম্মানিত গবেষক, বক্তা। তার একটা পরিবার আছে। আপনাদের দুজনের মাঝে আকাশ পাতাল তফাত।'

একটু সামনে এগিয়ে এল শামস, ভ্রুগুলো কুঁচকে উঠেছে হঠাৎ। বড় একটা শ্বাস নিল সে। হঠাৎ করেই অনেক বেশি বৃদ্ধ আর দুর্বল মনে হলো তাকে। মনের ভেতর একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল আমার। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে লোকটাকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে পারি, কিমা বানিয়ে ফেলতে পারি। কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসার আগেই কাজটা করতে একটুও অসুবিধে হবে না আমার। চিন্তাটা একই সঙ্গে যেমন ভয়ানক আর অপ্রীতিকর, তেমনই তীব্র আকাঙ্খারও সৃষ্টি করল আমার মনে। এত বেশি যে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি।

যখন আবার তার দিকে তাকালাম, দেখলাম যে শামস তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখগুলো উজ্জ্বল, ধারাল। সে কি আমার চিন্তা পড়ে ফেলেছে? অদ্ভুত এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল আমার শরীরে। হাত থেকে শুরু হয়ে পায়ের দিকে নেমে যেতে লাগল, মনে হলো যেন হাজার হাজার সুঁই ফুটিয়ে দেয়া হয়েছে আমার শরীরে। হাঁটুগুলো দুর্বল মনে হতে লাগল, যেন আর আমার ভার বইতে পারছে না। নিশ্চয়ই কালো জাদুর ফল! শামস যে ভয়াবহ সব জাদুতে পারদর্শী যে ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

'তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ, আলাদিন,' একটু সময় চুপ করে থেকে বলল শামস। 'তোমাকে দেখে আমার কার কথা মনে হচ্ছে, জানো? সেই ট্যারা-চোখ সহকারীর কথা!'

'কিসের কথা বলছেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'একটা গল্প। শুনবে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'গল্প-ফল্প শোনার সময় নেই আমার।'

এক ঝলক করুণার চিহ্ন ফুটে উঠল শামসের চেহারায়। 'যে মানুষের গল্প শোনার সময় নেই, তার কাছে তো সৃষ্টিকর্তাকে দেয়ার মতো কোনো সময়ও নেই,' বলল সে। 'তুমি কি জানো না যে স্রষ্টাই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় গল্প-কথক?'

তারপর আমার জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই সে আমাকে এই গল্পটা বলল

একদা এক কারিগর ছিল, যার সহকারীর একটা চোখ ছিল অনেক বেশি ট্যারা। ফলে সব কিছু দুটো করে দেখত সে। একদিন কারিগর তাকে বলল,

BanglaBook.org

গুদাম থেকে একটা মধুর বয়াম নিয়ে আসতে। কিন্তু সহকারী কিছুক্ষণ পর খালি হাতে ফিরে এল। "ওখানে তো দুটো বয়াম দেখলাম, হুজুর," অভিযোগ করে বলল সে। "কোন বয়ামটা নিয়ে আসতে বলেছেন আপনি?" কিন্তু কারিগর তার সহকারীর সমস্যার কথা খুব ভালোভাবেই জানত। তাই সে বলল, "এক কাজ করো। একটা বয়াম ভেঙে ফেলো, আর আরেকটা নিয়ে এসো আমার কাছে।"

কিন্তু এই কথার পেছনে লুকিয়ে থাকা কারিগরের আসল উদ্দেশ্যের কথা ধরতে পারার মতো বুদ্ধি ছিল না সহকারীর মাথায়। যা বলা হয়েছে সে অনুযায়ীই কাজ করল সে। একটা বয়াম তুলে নিয়ে আছাড় মারল মাটিতে, এবং অবাক হয়ে দেখল যে দ্বিতীয় বয়ামটাও একই সাথে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

'এই গল্প আমাকে কেন বললেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম আমি। শামসের সামনে বদমেজাজের চিহ্ন দেখালে তাতে নিজেরই ক্ষতি করা হবে, আমি জানি। কিন্তু এবার নিজেকে সামলাতে পারলাম না। 'আপনি আর আপনার গল্প–দুটোই গোল্লায় যাক! কখনও সোজাসুজি কথা বলতে শেখেননি?'

'গল্পটা তো সোজাই, আলাদিন। আমি তোমাকে বলতে চাইছি যে সেই ট্যারা–চোখ সহকারীর মতো তুমিও সব কিছুকে দুটো করে দেখো,' বলল শামস। 'কিন্তু আমি এবং তোমার বাবা একই মানুষ। তুমি যদি আমাকে ভেঙে ফেলো, তাহলে তোমার বাবাকেও ভেঙে ফেলবে।'

'আমার বাবার সাথে আপনার কোনো মিলই নেই,' প্রতিবাদ জানালাম আমি। 'আপনাকে ভেঙে ফেললে প্রকারান্তরে আমার বাবাকে মুক্তি দেয়া হবে।'

সেই মুহূর্তে তীব্র ক্রোধ আর ক্ষোভে ভরে ছিল আমার হৃদয়, এত বেশি যে নিজের কথাগুলোর অর্থ আমি নিজেও ভেবে দেখলাম না। অন্তত তখন নয়। আর আরও অনেক পরে যখন ভেবে দেখলাম তখন খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

খুব বেশি।

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, মার্চ ১২৪৬

বোকা এবং সংকীর্ণমনারা মনে করে, নাচ মানেই অপবিত্র কোনো কিছু। তাদের কি মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে আমাদের সুরের সাথে পরিচিত করিয়েছেন– আমাদের কণ্ঠ এবং যন্ত্র থেকে তৈরি সুর শুধু নয়, বরং জীবনের সকল চিহ্নের মাঝে মিশে থাকা সুরই তো এসেছে তার কাছ থেকে–তারপর নিজেই আবার সেই সুরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন? তারা কি দেখতে পায় না যে প্রকৃতির সব কিছুই প্রতি নিয়ত গান গাইছে? এই মহাবিশ্বের সব কিছুই কাজ করে এক মহান সুরকে অনুসরণ করে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, পাখির ডানা ঝাঁপটানো, ঝোড়ো রাত্রিতে হু হু করে বয়ে চলা বাতাস, কামারের হাতুড়ি ঠোকার শব্দ, অথবা গর্ভের মাঝে বেড়ে ওঠা শিশুকে যে সব শব্দ ঘিরে থাকে... সবই অত্যন্ত মমতার সাথে, যত্নের সাথে মিলেমিশে গড়ে তুলছে এক সুমহান সুরকে। দরবেশদের ঘূর্ণিনৃত্য সেই মহান সুরের সাথে যুক্ত হওয়ারই এক উপায়। সমুদ্রের এক ফোঁটা পানিতে যেমন পাওয়া যায় মহাসাগরের চিহ্ন, আমাদের নাচও ঠিক একইভাবে মহাবিশ্বের গূঢ় রহস্যকে একই সাথে উন্মোচন করে, আবার গোপন রাখে।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে একটি নীরব কক্ষ বেছে নিয়ে সেখানে ধ্যানে বসলাম আমি আর রুমি। সন্ধ্যায় আরও যে ছয় দরবেশ আমাদের নৃত্যে অংশগ্রহণ করবে তারাও আমাদের সাথে যোগ দিল। পানি দ্বারা একই সাথে নিজেদের পবিত্র করলাম আমরা, তারপর প্রার্থনা করলাম। তারপর পরে নিলাম নাচের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক। এর আগে দীর্ঘ সময় আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা ঠিক করেছি যে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো পোশাক কি হতে পারে। সব শেষে ঠিক হয়েছে যে সাধারণ পোশাক পরব আমরা, মাটির রঙের সাথে মিল রেখে। মধু-রঙা টুপি দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হবে কবরফলকের। লম্বা, ঢোলা সাদা পোশাক দিয়ে বোঝানো হবে মৃত ব্যক্তির আবরণ, এবং কালো জামার মাধ্যমে কবর। আমাদের নাচের মাঝে লেখা থাকবে কিভাবে সুফিরা তাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে পরিত্যাগ করে।

কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে মঞ্চের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগে রুমি একটি কবিতা আবৃত্তি করল

BanglaBook.org

“গূঢ় জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে যে মানুষ
পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ষড়ঋপুকে সে পরিত্যাগ করে
জানতে চায়, এগুলোর আড়ালে কি লুকিয়ে আছে।”

এই অনুভূতিকে বুকে নিয়েই আমরা প্রস্তুত হলাম। প্রথমে ভেসে এল নে'র শব্দ। তারপর *সেমাজেনবাশি* (সুফি নর্তকদের নেতা) হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করল রুমি। এক এক করে দরবেশরা তাকে অনুসরণ করল, বিনয়ে অবনত হয়ে আছে সবার মাথা। সবার শেষে যে প্রবেশ করবে সে হবে শেখ। যদিও আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আজ রাতে আমাকে মঞ্চে থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করেছে রুমি। শেষ পর্যন্ত আমি রাজি হয়েছি।

এবার কোরআন থেকে একটি বাক্য পাঠ করল হাফিজ (যে ব্যক্তি কোরআনকে মুখস্ত করেছে), *“নিশ্চয়ই মানুষের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন, এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। তারা কি তা দেখতে পায় না?”*

তারপর নে এবং রবাবের শব্দের সাথে সাথে শুরু হলো *কুদুমের* (বাদ্যযন্ত্র) সুর।

নলখাগড়ার বাঁশির শব্দ শোনো, শোনো তার কণ্ঠে বিচ্ছেদের সুর

যে দিন আমাকে বিচ্ছিন্ন করা হলো আপন আলয় থেকে, সে দিন থেকে আমার হাহাকারে কেঁদে উঠল মানুষের অন্তর।

এবার স্রষ্টার হাতে নিজের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে প্রথম দরবেশ তার ঘূর্ণি শুরু করল। তার ঢোলা জামার প্রান্তগুলো যেন প্রাণ পেয়ে আপনা থেকেই ফুলে উঠল। আমরা সবাই এক এক করে যোগ দিলাম তার সাথে, ঘুরতে শুরু করলাম। এক সময় অনুভব করলাম, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব মিলে গেছে একই বিন্দুতে। আকাশ থেকে, স্রষ্টার কাছ থেকে আমরা যা কিছু পাচ্ছি, তা তুলে দিচ্ছি পৃথিবীর মানুষের হাতে। আমরা প্রত্যেকেই পরিণত হয়েছি প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মাঝে এক অদৃশ্য সংযোগে। সুর থেমে যাওয়ার পর মহাবিশ্বের মৌলিক শক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালাম আমরা, আগুন, বাতাস, মাটি, পানি, এবং পঞ্চম উপাদান : শূন্যতা।

•••

অনুষ্ঠানের শেষে আমার এবং কায়খসরুর মাঝে যে ঘটনা ঘটল তা নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই। তবে রুমিকে ঝামেলায় ফেলেছি বলে সত্যিই খারাপ লাগছে আমার। সব সময় সুবিধা এবং সুরক্ষা পেয়ে এসেছে সে, দেশের শাসকের কোপানলে পড়তে কেমন লাগে তা কখনও অনুভব করেনি। তবে এখন অন্তত তার একটু হলেও বোঝা উচিত যে সাধারণ মানুষ সব সময়

BanglaBook.org

কেমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়—শাসক এবং শাসিতের মাঝে সে বিশাল, বিপুল ব্যবধানকে এবার তার চেনা উচিত।

আর এরই সাথে সাথে আমি অনুভব করছি, কোনিয়ায় আমার সময় শেষ হয়ে আসছে।

প্রতিটি সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব হচ্ছে এক একটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের উপাখ্যান। ভালোবাসার আগে এবং পরে যদি আমরা একই মানুষ থাকি, তাহলে বলতে হবে যে আমরা যথেষ্ট ভালোবাসতে পারিনি।

কবিতা, সুর এবং নাচের প্রবেশ ঘটেছে রুমির জীবনে, সেই হিসেবে তার পরিবর্তনের অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে। এক সময় যে ছিল কাটখোট্টা গবেষক, কবিতা ছিল যার অপছন্দের বিষয়; একজন ধর্মপ্রচারক যে অপরের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসত; সেই রুমি এখন নিজেই পরিণত হচ্ছে এক কবিতে, রূপ নিচ্ছে বিশুদ্ধ শূন্যতার কণ্ঠস্বর হিসেবে। যদিও সে নিজেও হয়তো এখনও তা বুঝতে পারছে না। আর আমি? আমি নিজেও বদলে গেছি, এবং বদলে যাচ্ছি। অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। একটি ঋতু থেকে আরেক ঋতুর দিকে, একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরের দিকে, জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে।

আমাদের বন্ধুত্ব ছিল সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আশীর্বাদ, এক উপহার। পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা প্রস্ফুটিত হয়েছি, উন্নত হয়েছি, আলোকিত হয়েছি। সন্ধান পেয়েছি পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং বিশুদ্ধতার।

বাবা জামানের বলা একটা কথা মনে পড়ল আমার। রেশমকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়ার জন্য মারা যেতে হয় রেশম পোকাকে। হলঘর থেকে সবাই চলে যাওয়ার পর, কোলাহল কেটে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারছিলাম, রুমির সাথে আমার কাটানো সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। এই সময়ের মাঝে আমি এবং রুমি এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছি। জানতে পেরেছি, দুটো আয়না যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয়, যখন নিজেদের মাঝে তারা অসীমকে দেখতে পায় তখন তাদের কি অনুভূতি হয়। কিন্তু সেই পুরনো প্রবাদ যে এখনও সম্পূর্ণ বাস্তব যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে হৃদয় ভাঙার যন্ত্রণাও আছে।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ২৯ জুন, ২০০৮

বিপুল, বিশাল যে অনিশ্চয়তার চাদর আমাদের ঘিরে রেখেছে, তাকে যখন কোনো মানুষ মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে তার চারপাশে। অন্তত আজিজ তো তাই বলেছে। কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল তার জন্য এলা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ওর সাথে দেখা করার জন্য বোস্টন চলে এল আজিজ জাহারা।

দিনটা ছিল রবিবার, সন্ধ্যের দিকে। সবে রাতের খাবার খেতে বসবে রুবিনস্টাইন পরিবার, এই সময় সেল ফোনে একটা মেসেজ দেখতে পেল এলা। আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই ফিউশন কুকিং ক্লাব থেকে কেউ পাঠিয়েছে। ফলে খুব মেসেজটা দেখার জন্য খুব একটা তাড়া অনুভব করল না। তার বদলে আজ রাতের জন্য রান্না করা খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখতে শুরু করল ও বাদামী চালের ভাত, এবং মধু দিয়ে রোস্ট করা হাঁসের মাংস। তার সাথে ভাজা আলু এবং পেঁয়াজ। খাবারগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখার সাথে সাথে নড়েচড়ে বসল সবাই। এমনকি জিনেট পর্যন্ত। কয়েকদিন আগে স্কটের সাথে তার নতুন প্রেমিকাকে দেখতে পেয়েছে সে, এবং আবিষ্কার করেছে যে স্কটের প্রতি তার ভালোবাসা এখনও কমেনি। তবে আজকের খাবারটা অন্য সবার মতোই গোগ্রাসে খেতে দেখা গেল তাকে।

দীর্ঘ সময় লাগল ডিনার শেষ হতে। মাঝখানে চলল বেশ ভালো ওয়াইন, এবং হালকা কথাবার্তা। প্রতিটি আলোচনারই মধ্যমণি হয়ে রইল এলা। বাইরের বারান্দাটায় নীল রঙ করলে কেমন হবে তাই নিয়ে কথা বলল ডেভিডের সাথে, জিনেটের কাছে তার কলেজের ব্যস্ত শিডিউল নিয়ে জানতে চাইল, এবং দুই যমজ ছেলেমেয়ের সাথে নতুন কোনো কোনো সিনেমার ডিভিডি ভাড়া করলে ভালো হয় তাই নিয়ে কথা বলল। *পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান* সিরিজের নতুন একটা সিনেমা এসেছে, সেটা আনা যায়। ময়লা বাসনকোসনগুলো ডিশওয়াটারে ঢুকিয়ে সবার সামনে হোয়াইট চকলেট ক্রিম ব্রুলি পরিবেশন করার পরেই কেবল সেল ফোনে আসা মেসেজটা দেখার কথা মনে পড়ল ওর।

BanglaBook.org

হাই, এলা। স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনের একটা এসাইনমেন্টে বোস্টন এসেছি আমি। এইমাত্র নামলাম প্লেন থেকে। তুমি কি দেখা করতে চাও? অনিক্স হোটেলে আছি আমি, তোমার সাথে দেখা করতে পারলে খুবই খুশি হবো। আজিজ।

ফোনটা নামিয়ে রেখে ডিনার টেবিলে নিজের জায়গায় এসে বসল এলা। অনুভব করছে যে মাথাটা হালকা ঘুরছে ওর।

'কার মেসেজ এল?' নিজের প্লেট থেকে মুখ তুলে জানতে চাইল ডেভিড।

'মিশেল মেসেজ পাঠিয়েছে,' একটুও দ্বিধা না করে জবাব দিল এলা।

মুখ ঘুরিয়ে নিল ডেভিড, কষ্টের চিহ্ন পরিষ্কার সেখানে। ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছল সে, তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং নিখুঁতভাবে সেটাকে চারকোণা করে ভাঁজ করল। কাজটা শেষ হতে কেবল একটা শব্দই উচ্চারণ করল সে, 'বুঝেছি।'

এলা জানে যে ওর স্বামী ওর কথা একটুও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এটাও বুঝতে পারল যে এই মিথ্যে গল্পটাকেই সত্যি বলে চালিয়ে নিতে হবে ওকে। স্বামী বা ছেলেমেয়েদের সামনে অজুহাত তৈরি করার জন্য নয়, বরং ওর নিজের জন্যই। বাড়ি থেকে বের হয়ে আজিজের হোটেলে পৌঁছানোর জন্য নিজেকে এই গল্পটা বিশ্বাস করাতে হবে ওকে। তাই এবার শান্ত, মাপা গলায় আবার বলে চলল ও, 'মেসেজে লিখেছে কাল সকালে এজেন্সিতে একটা মিটিং হবে। আগামী বছরের ক্যাটালগ নিয়ে আলোচনা করা হবে সেখানে। মিশেল আমাকে যোগ দিতে বলেছে মিটিঙে।'

'তাহলে তো তোমার যাওয়া উচিত,' বলল ডেভিড। তার চোখ দেখে বোঝা গেল, এলার নিয়মেই খেলাটা খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। 'কাল সকালে আমি না হয় পৌঁছে দেবো তোমাকে। এক সাথেও তো যেতে পারি আমরা। তেমন জরুরি কোনো এপয়েন্টমেন্ট নেই আমার।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এলা। কি করতে চাইছে ডেভিড? ছেলেমেয়েদের সামনে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা পাকাতে চায় না সে?

'খুব ভালো হয় তাহলে,' মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল ও। 'কিন্তু সকাল সাতটার আগেই বাড়ি থেকে বের হতে হবে আমাদের। মিশেল বলেছে যে অন্য সবাই আসার আগে আমার সাথে একটু ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চায় সে।'

'তাহলেই হয়েছে,' এবার বলে উঠল অরলি। তার খুব ভালো করেই জানা আছে যে ভোরে ঘুম থেকে ওঠাকে কতটা অপছন্দ করে ডেভিড। 'বাবা কখনও এত সকালে উঠতেই পারবে না!'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল এলা এবং ডেভিড। ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি এড়িয়ে পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ রইল ওদের চোখ, দুজনেই চাইছে যে পরবর্তী চালটা অপর ব্যক্তির কাছ থেকে আসুক।

BanglaBook.org

‘তা অবশ্য ঠিক,’ শেষ পর্যন্ত হার মানল ডেভিড।

স্বস্তির সাথে মাথা ঝাঁকাল এলা। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আরও একটা সাহসী চিন্তা চলে এল ওর মাথায়, এবং সেটার জন্য একটু লজ্জাও অনুভব না করে পারল না।

‘হ্যাঁ, অনেক বেশি সকালে হয়ে যায়,’ বলল ও। ‘আচ্ছা, এখনই রওনা দিলে কেমন হয়?’

কাল সকালে বোস্টন গিয়ে আজিজের সাথে বসে নাস্তা করার কথা ভাবতেই ওর হৃৎপিণ্ড বুকের খাঁচায় বাড়ি মারতে শুরু করেছে। কিন্তু একই সাথে আবার মনে হচ্ছে, আজিজকে ওর এই মুহূর্তেই দেখা দরকার, আগামীকাল নয়। মনে হচ্ছে, আগামীকাল অনেক দূরে। ওর বাড়ি থেকে বোস্টন পর্যন্ত যেতে গাড়িতে ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় লাগবে, কিন্তু তাতে ওর আপত্তি নেই। সেই আমস্টারডাম থেকে এত দূরে যখন আসতে পেরেছে আজিজ, তখন ও কি তার জন্য দু'ঘন্টার দূরত্ব পাড়ি দিতে পারবে না?

‘রাত দশটার আগেই বোস্টন পৌঁছে যেতে পারব আমি। আর কাল সকালে এজেন্সির অফিসে সময়মতো পৌঁছে যেতেও অসুবিধে হবে না।’

কষ্টের ছায়া পড়ল ডেভিডের মুখে। মনে হলো যেন অনন্তকাল পর এলার কথার জবাবে কিছু বলার শক্তি সঞ্চয় করতে পারল সে। আর সেই দীর্ঘ সময়টার মাঝে তার চোখ পরিণত হলো এমন এক পুরুষের চোখে, যার স্ত্রী চলে যাচ্ছে আরেক পুরুষের কাছে; কিন্তু স্ত্রীকে আটকানোর মতো আবেগ বা শক্তি কোনোটাই তার মধ্যে অবশিষ্ঠ নেই।

‘আজ রাতে বোস্টন চলে যেতে পারি আমি, আমাদের এপার্টমেন্টটাতে থাকতে পারি,’ বলল এলা। কথাগুলো ওর ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে বলে মনে হতে পারে, তবে আসলে ও বলেছে ডেভিডের উদ্দেশ্যে। ডেভিড নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে যে এলা আসলে কারও সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। এলা তাকে আশ্বস্ত করতে চাইছে যে তেমন কিছু যদি হয়ও, ওদের মাঝে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

হাতে ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডেভিড। তারপর দরজার দিকে আস্তে করে হাত দিয়ে ইশারা করে হাসল এলার দিকে চেয়ে। একটু যেন বেশিই আগ্রহী গলায় বলল, ‘বেশ তো, তোমার যদি সেটাই ইচ্ছে হয় তাহলে এখনই রওনা দিলে ভালো হবে।’

‘কিন্তু মা, তুমি না আমাকে বলেছিলে যে আজ রাতে অংক দেখিয়ে দেবে,’ আপত্তি জানাল আভি।

লাল হয়ে উঠল এলার মুখ। ‘আমি জানি, সোনা। কিন্তু কাল করলে হয় না?’

‘আরে খোকাবাবু, যেতে দাও মাকে। সব সময় মায়ের আচলের নিচে ঢুকে বসে না থাকলে ভালো লাগে না, তাই না? বড় হবে কবে তুমি?’ ঠাট্টার সুরে ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলল অরলি।

BanglaBook.org

ভ্রু কোঁচকাল আভি, তবে আর কিছু বলল না। অরলি কোনো আপত্তি করছে না, জিনেটের এসব ব্যাপার নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তাই এবার সেল ফোনটা নিয়ে উপর তলায় উঠে এল এলা। বেডরুমের দরজাটা লাগিয়ে দিয়েই এক লাফে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ল, তারপর আজিজের মেসেজের জবাব লিখল ফোনে।

বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তুমি এসেছ। দুই ঘণ্টার ভেতর অনিক্সে আসছি আমি।

মেসেজটা ডেলিভারি হওয়ার সময় উদ্বিগ্ন চোখে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল এলা। কি করছে ও? কিন্তু এখন আর ভাবনার সময় নেই। আজ রাতের ব্যাপার নিয়ে যদি ওর আফসোসও হয়, তাহলে সেই আফসোসের জন্য পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন যা করার করতে হবে তাড়াতাড়ি। বিশ মিনিট সময়ের মধ্যেই গোসল করল ও, চুল শুকাল, দাঁত মাজল, একটা ড্রেস বাছাই করল, সেটাকে পরে আবার খুলে নতুন একটা তুলে নিল, তারপর আরেকটা, চুল আঁচড়াল, একটু মেকআপ লাগাল, আঠারোতম জন্মদিনে রুথ দাদীর কাছ থেকে পাওয়া কানের দুলগুলো খুঁজে বের করল, এবং আরও একবার পোশাক বদলাল।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে একটু পারফিউম লাগাল ও। কেলভিন ক্লেইনের তৈরি ইটার্নিটি। বহু দিন ধরে বাথরুমের ক্যাবিনেটে পড়ে ছিল বোতলটা। ডেভিড কখনই পারফিউম পছন্দ করেনি। তার মতে মেয়েদের শরীরে মেয়েদের মতোই গন্ধ থাকা উচিত, ভ্যানিলা বা দারুচিনির গন্ধ নয়। কিন্তু কে জানে, ইউরোপিয়ান পুরুষদের রুচি হয়তো অন্য রকমও হতে পারে, ভাবল এলা। ইউরোপে না পারফিউমকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়?

প্রস্তুতি শেষ হতে আয়নার দিকে তাকাল এলা। আজিজ আগে কেন বলেনি যে সে আসছে? জানলে ও হেয়ারড্রেসারের কাছে যেতে পারত, ম্যানিকিওর করাতে পারত, ফেসিয়াল করাত, এবং হয়তো নতুন একটা হেয়ারস্টাইলও দিতে পারত। আজিজ যদি ওকে পছন্দ না করে? যদি ওদের মাঝে কোনো আকর্ষণের সূচনা না হয়, যদি এত দূর বোস্টনে আসার জন্য মনে মনে আফসোস করতে শুরু করে সে?

তবে প্রায় সাথে সাথেই আবার সংবিৎ ফিরে পেল ও। নিজের চেহারাকে কেন বদলাতে হবে ওর? ওদের মাঝে আকর্ষণের সূচনা হলো কি না হলো তাতে কি আসে যায়? এই মানুষটার সাথে ওর যে কোনো সম্পর্কই তো ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। ওর একটা পরিবার আছে। ওর অতীত, এবং ভবিষ্যৎ-দুটোই এখানে। এই সব অসম্ভব কল্পনায় ডুব দেয়ার জন্য নিজেকে মনে মনে

BanglaBook.org

ধমক দিল এলা, তারপর সব চিন্তাকে সরিয়ে দিল মাথা থেকে। বরাবরের মতোই সহজ হলো কাজটা।

সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় ছেলেমেয়েদের চুমো খেয়ে শুভরাত্রি জানাল এলা, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ডেভিডকে কোথাও দেখা গেল না।

বোস্টন এপার্টমেন্টের চাবিটা হাতের তালুতে নাচাতে নাচাতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ও। মাথার ভেতরটা এখনও ফাঁকা হয়ে আছে, কিন্তু পাগলের মত নাচছে বুকের ভেতরে।

BanglaBook.org

পঞ্চম অংশ

শূন্যতা

সেই সমস্ত বস্তু, যাদের অনুপস্থিতির
মাঝেই তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান

সুলতান ওয়ালাদ

কোনিয়া, এপ্রিল ১২৪৬

ব্যাকুল, উন্মাদের মতো চেহারা নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন বাবা। নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে তার, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছেন না। যে মানুষকে আমি বাবা বলে চিনি এ যেন সে নয়, তার ছায়ামাত্র। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার, যেন সারা রাত জেগে ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক হলাম যে জিনিসটা দেখে তা হলো, তার দাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে।

'আমাকে সাহায্য করো, বেটা,' অচেনা, ভারি এক কণ্ঠস্বরে বললেন তিনি। তার এই গলা কখনও শুনিনি আমি।

দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরলাম। বললাম, 'কি হয়েছে, বাবা? বলুন আমাকে।'

দীর্ঘ এক মিনিট চুপ করে রইলেন তিনি, যেন যে কথাটা বলতে যাচ্ছেন তার ওজন এত বেশি যে কিভাবে বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তারপর বললেন, 'শামস নেই। আমাকে রেখে চলে গেছে সে।'

এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য বিভ্রান্তি এবং স্বস্তির এক অদ্ভুত ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল আমার মনের ভেতরে। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না আমি। যদিও বাবার এই অবস্থা দেখে আমি নিজেও অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু এটাও মনে হচ্ছে যে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। জীবন এখন আরও সহজ, শান্ত হয়ে আসবে আমাদের জন্য। ইদানীং অনেক শত্রু জন্মেছে বাবার, সবই শামসের কারণে। আমি চাই সব কিছু যেন আগের মতো হয়ে যায়। আলাদিন কি ঠিকই বলেছিল? শামসকে ছাড়াই কি ভালো থাকব আমরা?

'ভুলে যেও না, আমার কাছে সে কতটা দামী,' বললেন বাবা, যেন আমার চিন্তা পড়তে পেরেছেন পরিষ্কার। 'সে এবং আমি একই সত্তার অধিকারী। একই চাঁদের যেমন আলোকিত এবং অন্ধকার পাশ থাকে, আমরাও তাই। শামস আমারই দুর্বিনীত চেহারা।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, লজ্জিত বোধ করছি। বিষন্ন হয়ে উঠল আমার মন। এর বেশি আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই আমার। এর আগে কখনও একজন মানুষের চোখে এত বেশি দুঃখ দেখিনি আমি। আড়ষ্ট হয়ে এল আমার গলা। বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না আমি।

BanglaBook.org

'আমি চাই তুমি শামসকে খুঁজে আনো–অবশ্য, যদি সে তোমার কাছে ধরা দিতে চায় তবেই। ফিরিয়ে আনো তাকে। তাকে বোলো, আমার হৃদয় ব্যথিত হয়েছে,' গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন বাবা। 'বোলো, সে না থাকলে আমি মারা যাব।'

বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, শামসকে ফিরিয়ে আনব আমি। তার হাত দুটো চেপে ধরল আমার হাত, চাপ দিল। তার স্পর্শের মাঝে এত বেশি নির্ভরতা ছিল যে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি, কারণ চাই না যে আমার চোখে ফুটে ওঠা সিদ্ধান্তহীনতাকে দেখতে পান তিনি।

•••

পরবর্তী এক সপ্তাহ কোনিয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম আমি, আশা করলাম যে শামস কোন দিকে গেছে জানতে পারব। ইতোমধ্যে শহরের সবাই জেনে গেছে তার উধাও হওয়ার খবর। সে কোথায় যেতে পারে এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে সবার মধ্যে। এক কুষ্ঠরোগীর সাথে দেখা হলো আমার, শামসের নামে যে পাগল। সে-ই আমাকে বহু অসহায় মানুষের ঠিকানা বলে দিল, যাদের সাহায্য করেছে সেই ভবঘুরে দরবেশ। এত বেশি মানুষ যে শামসকে ভালোবাসে তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি আমি। কারণ তারা সবাই এমন শ্রেণির মানুষ, যারা এই সময়ের আগ পর্যন্ত আমার কাছে অদৃশ্য ছিল।

এক সন্ধ্যায় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলাম আমি। গোলাপজল দিয়ে রান্না করা এক থালা ক্ষীর এনে দিল কেরা। আমার সামনে বসে মুখে কষ্টমিশ্রিত হাসি নিয়ে নীরবে আমার খাওয়া দেখতে লাগল সে। গত এক বছরে অনেকটা বুড়িয়ে গেছে সে, খেয়াল না করে পারলাম না আমি।

'শুনলাম তুমি শামসকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। তোমার কি জানা আছে যে সে কোথায় গেছে?' প্রশ্ন করল কেরা।

'গুজব শুনছি, সে নাকি দামেস্ক চলে গেছে। কিন্তু এমন কথাও শুনেছি যে সে ইস্পাহান চলে গেছে, অথবা কায়রোতে। কেউ কেউ তো তাবরিজ, অর্থাৎ তার জন্মস্থানের কথাও বলছে। সবগুলো জায়গাতেই ঘুরে দেখতে হবে। আমি দামেস্কে যাব। বাবার শিষ্যদের কয়েকজন যাবে বাকি তিনটে শহরে।

গম্ভীর হয়ে উঠল কেরার মুখ। বিড়বিড় করে, অনেকটা নিজের সাথেই কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'মাওলানা তো কবিতা লিখছেন। কি সুন্দর সব কবিতা... শামসের অনুপস্থিতি তাকে কবিতে রূপান্তরিত করেছে।'

পায়ের নিচের পারস্য গালিচার দিকে তাকিয়ে রইল কেরা, ভিজে উঠেছে চোখ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, তারপর হঠাৎ কয়েকটা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে উঠল

"মহান রাজাধিরাজকে দেখেছে আমার চোখ,

BanglaBook.org

যে দীপ্যমান সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে আকাশে”

কেমন যেন বদলে গেল পরিবেশটা। আমি দেখতে পাচ্ছি, অত্যন্ত কষ্টে আছে কেরা। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে স্বামীর দুর্দশা তাকে কতটা কষ্ট দিচ্ছে। আর একবার স্বামীর হাসিমুখ দেখার জন্য যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত সে। অথচ তারপরেও তার মনের আরেকটা অংশ একই রকম আনন্দিত, একই রকম স্বস্তি পেয়েছে–কারণ শামস আর আমাদের সাথে নেই।

‘আমি যদি তাকে খুঁজে না পাই?’ নিজেকে প্রশ্ন করতে শুনলাম আমি।

‘তাহলে তো তেমন কিছু করার থাকবে না। আগে যেভাবে চলছিল সেভাবেই চলতে থাকবে সব,’ মন্তব্য করল কেরা। এক ঝলক আশার বিন্দু ফুটে উঠেছে তার চোখে।

সেই মুহূর্তে আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে সে কি বলতে চায়। শামস তাবরিজিকে খুঁজে বের করা আমার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এমনকি দামেস্কেও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার। ইচ্ছে করলে আগামীকাল কোনিয়া ছেড়ে বের হতে পারি আমি, তারপর কিছু দিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে উঠে পড়তে পারি কোনো একটা সরাইখানায়। সেখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে আবার ফিরে আসতে পারি, ভান করতে পারি যে এত দিন শামসকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার বাবা নিশ্চয়ই আমার কথা মেনে নেবেন, এবং এই ব্যাপারে আর কোনো কথাও উঠবে না কখনও। কে জানে, হয়তো এটাই ঠিক হবে। আলাদিন তো কখনই শামসকে পছন্দ করতে পারেনি। সে এবং কেরা এতে অবশ্যই খুশি হবে। আমার বাবার শিষ্য এবং ছাত্রদের জন্য, এবং হয়তো আমার জন্যেও এটাই সব দিক দিয়ে ভালো হবে।

‘কেরা,’ বললাম আমি, ‘এখন আমার কি করা উচিত?’

কেরা, যে আমার বাবাকে বিয়ে করার জন্যই কেবল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, যার কাছে মায়ের ভালোবাসার সবটুকু পেয়েছি আমি এবং আমার ভাই, এবং যে আমার বাবাকে এতই ভালোবাসে যে অন্য এক মানুষের উদ্দেশ্যে বাবার লেখা কবিতাও মুখস্ত করে রেখেছে; সে হঠাৎ ব্যথিত চোখে মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। কোনো কথা ফুটল না তার মুখে। হঠাৎ করেই যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার ভেতরে।

বুঝলাম, এই প্রশ্নের জবাব আমার নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে।

BanglaBook.org

রুমি

কোনিয়া, জুন ১২৪৬

বিরান হয়ে পড়েছে পৃথিবী, সূর্য যেন দুঃখে মুখ লুকিয়েছে। শামস চলে যাওয়ার পর থেকে এমনই দাঁড়িয়েছে আমার অবস্থা। এই শহর এখন এক বিষণ্ন, নির্জীব গোরস্থান, শূন্য হয়ে গেছে আমার অন্তর। রাতে আমি ঘুমাতে পারি না, দিনের বেলা কেবল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক। যেন থেকেও নেই কোথাও–মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়ানো এক প্রেতাত্মা। সবার উপর কেবল রাগ হয় আমার। কিভাবে আগের মতোই নিশ্চিন্তভাবে বেঁচে আছে ওরা, যেন কিছুই বদলায়নি? শামস তাবরিজিকে ছাড়া জীবন কিভাবে আগের মতো থাকতে পারে?

প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একা একা পাঠকক্ষে বসে থাকি আমি, এবং শামসের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। মনে পড়ে, একদিন সে কিছুটা বিষণ্ন গলায় আমাকে বলেছিল "একদিন তুমি ভালোবাসার কণ্ঠস্বরে পরিণত হবে।"

কথাটা সত্যি হয়েছে কি না আমি জানি না, কিন্তু এটা ঠিক যে এখন নীরবতাকে আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে যেন হৃদয়ে জমা হওয়া অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার একটা পথ পাই আমি। শামস তো শুরু থেকেই এটা চেয়েছিল, তাই না? আমাকে কবি বানাতে চেয়েছিল সে!

জীবন কখনই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। প্রতিটি ঘটনা, তা সে যতই বড় বা ছোট হোক না কেন; সেই সাথে আমাদের জীবনে তৈরি হওয়া সকল দুঃখই এক মহাজাগতিক পরিকল্পনার অংশ, যা আমাদের নিয়ে যায় পরিপূর্ণ শুদ্ধতার দিকে। সে জন্যই কোরআনে বলা হয়েছে, যারা আমার দিকে আসতে চায়, নিশ্চয়ই আমি তাদের পথ দেখাই। সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় কাকতাল বলে কিছু নেই। প্রায় দুই বছর আগে সেই অক্টোবরে শামসের সাথে যে আমার পথ মিলে গিয়েছিল, তাও কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না।

'আমি তোমার কাছে হাওয়ায় ভেসে আসিনি,' বলেছিল শামস।

তারপর আমাকে একটা গল্প বলেছিল সে।

BanglaBook.org

একদা এক সুফি সাধক ছিলেন যিনি তার অগাধ জ্ঞানের বদৌলতে এক অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন। জড় বস্তুতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন। একজন মাত্র শিষ্য ছিল তার। নিজের সব কিছু নিয়ে সেই সাধক অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, কোনো চাওয়া ছিল না তার। কিন্তু তার শিষ্যের মানসিকতা ছিল অন্য রকম। সবাইকে নিজের গুরুর ক্ষমতা দেখিয়ে অবাক করে দেয়ার ইচ্ছে হলো তার। সাধক যেন আরও শিষ্য গ্রহণ করেন সে জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল সে।

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন সাধক। 'যদি এতে তুমি খুশি হও, তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

সেই দিন কাছের বাজারে গেলেন তারা। সেখানে একটা দোকানে পাখির আকৃতি বিশিষ্ঠ মিষ্টান্ন বিক্রি হচ্ছিল। সাধক সেগুলোর উপর ফুঁ দিতেই পাখিগুলো জ্যান্ত হয়ে গেল, তারপর উড়ে গেল আকাশে। অবাক হয়ে তার চারপাশে ভীড় জমাল শহরের লোকজন। সেই দিন থেকে শহরের সবাই সাধকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। শীঘ্রই সেখানে তার এত বেশি শিষ্য আর ভক্ত হয়ে গেল যে তাদের ভীড়ে সেই পুরনো শিষ্যের জন্য সাধকের দেখা পাওয়াই ভার হয়ে উঠল।

'হুজুর, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়েছিল,' সাধককে বলল সে। 'আগের দিনগুলোই ভালো ছিল। দয়া করে কিছু একটা করুন। এই মানুষের স্রোতকে বিদায় করুন আপনার চারপাশ থেকে।'

'ঠিক আছে। যদি তুমি খুশি হও, তাহলে সবাইকে বিদায় করে দিচ্ছি আমি।'

পরের দিন সবার সাথে কথা বলছেন তিনি, এই সময় হঠাৎ সাধক বায়ু ত্যাগ করলেন। অবাক হয়ে গেল তার শিষ্যরা। এক এক করে তারা সবাই সাধকের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তারা সবাই চলে গেছে, রয়ে গেছে কেবল সেই পুরনো শিষ্য।

'তুমি কেন গেলে না ওদের সাথে?' প্রশ্ন করলেন সাধক।

শিষ্য উত্তর দিল, 'হাওয়ায় ভেসে আপনার কাছে আসিনি আমি। তাই হাওয়ায় ভেসে আবার চলে যাওয়ারও প্রশ্ন আসে না।'

●●●

শামস যা কিছু করেছে, আমার বিশুদ্ধতার জন্যই করেছে। এই ব্যাপারটাই শহরের মানুষ কখনও বুঝতে পারবে না। ইচ্ছে করেই গুজবের বিস্তার ঘটিয়েছে শামস, মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, এমন সব কথা বলেছে যেগুলো সাদা চোখে স্রেফ ধর্মদ্রোহীতা বলে মনে হবে। এমনকি যারা তাকে ভালোবাসত তাদেরও চমকে দিয়েছে সে। আমার বইগুলোকে পানিতে ফেলে

BanglaBook.org

দিয়েছে, বাধ্য করেছে আমার সকল জ্ঞানকে পরিত্যাগ করতে। যদিও সবাই তাকে গবেষক এবং শেখদের অনেক বড় সমালোচক হিসেবেই জানে, কিন্তু খুব কম মানুষই জানে যে কোরআনের ব্যাখ্যায় সে কতটা দক্ষ। আলকেমি, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বে তার অগাধ দখল। কিন্তু সবার চোখ থেকে নিজেকে আড়ালে রেখেছে সে। সুফি ফকিরের মতো তার আচরণ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে একজন *ফকিহ্*, অর্থাৎ আইনশাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি।

এক পতিতার জন্যে এই বাড়ির দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে সে, আমাদের বাধ্য করেছে তার সাথে একই খাবার খেতে। আমাকে পানশালায় পাঠিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে মাতালদের সাথে কথা বলার জন্য। একবার এমনকি যে মসজিদে আমি বক্তৃতা দিতাম তার সামনে আমাকে ভিক্ষা করতেও বাধ্য করেছে সে। এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারির জায়গায় বসিয়েছে আমাকে। প্রথমে আমাকে আমার ভক্তদের কাছ থেকে দূরে সরিয়েছে, তারপর শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে। তার বদলে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে আমাকে। তার কারণেই এখন এমন সব মানুষকে আমি চিনি, যাদের সাথে এমনিতে আমার কখনই পরিচয় হতো না। শামসের মতামত ছিল, ব্যক্তি এবং স্রষ্টার মাঝে সকল মাধ্যমকেই সরিয়ে দিতে হবে–হোক তা খ্যাতি, সম্পদ, পদমর্যাদা, এমনকি পরিবার। আর সেই বিশ্বাসেই আমাকে আমার পরিচিত জীবনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সে। যখনই সে কোনো ধরনের মানসিক সীমাবদ্ধতা, কুসংস্কার বা অপসংস্কারকে দেখেছে, ঘাড় ধরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে।

শামসের কারণে নানা ধরনের পরীক্ষা, স্তর এবং পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমি। প্রতিটি পদক্ষেপে আমার সবচেয়ে কাছের ভক্তদের কাছেও পরিণত হয়েছি বদ্ধ উন্মাদে। আগে আমার অসংখ্য ভক্ত এবং অনুরাগী ছিল, কিন্তু এখন তাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার। একের পর এক আঘাতে আমার খ্যাতিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শামস। তার কারণেই আমি জেনেছি উন্মাদনার মূল্য, পেয়েছি একাকীত্ব, অসহায়ত্ব, অপমান, অবহেলা, এবং সব শেষে সুহৃদ হারানোর যন্ত্রণার স্বাদ।

যা কিছু পার্থিব বলে মনে হবে, তার কাছ থেকে পালাও! পান করো বিষ, ফেলে দাও অমৃতের পেয়ালা। নিরাপদ জীবনকে ঠেলে দাও দূরে, ছুটে যাও বিপদের কাছে! খ্যাতিকে ভেবে নাও শত্রু তোমার, লজ্জা আর অসম্মানকে জড়িয়ে নাও বুকের মাঝে।

দিনের শেষে আমাদের সবাইকেই তো পরীক্ষার মাঝ দিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রশ্ন করছেন, তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে আমাদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল তার কথা মনে

BanglaBook.org

আছে? আমার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে নিজের ভূমিকার কথা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?

বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত নই। বড় ভীতিকর এই প্রশ্নেরা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, তাই বারবার একই প্রশ্ন করে যান তিনি।

এই যন্ত্রণাও যদি কোনো পরীক্ষার অংশ হয়ে থাকে, তাহলে আমার একমাত্র ইচ্ছে হলো এর শেষে যেন শামসকে খুঁজে পাই। আমার বই, বক্তৃতা, পরিবার, সম্পদ, নাম-সব কিছুকে চিরতরে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি আমি, বিনিময়ে শুধু একবার দেখতে চাই তার মুখ।

সে দিন কেরা বলছিল, আমি নাকি নিজের অজান্তেই কবিতে রূপান্তরিত হয়েছি। যদিও আগে কখনও কবিদের সম্পর্কে খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না আমার, কিন্তু কেরার কথা শুনে অবাক হইনি। অন্য যে কোনো সময় হয়তো তার এই কথায় প্রতিবাদ করতাম, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

প্রতিনিয়ত, আপনা থেকেই কবিতার পঙ্‌ক্তি বের হয়ে আসছে আমার মুখ থেকে। সেগুলো শুনলে যে কেউ ভাবতে পারে যে আমি সত্যিই কবি হয়ে উঠেছি। শব্দের সুলতান! কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি যত দূর বুঝতে পারছি, এই কবিতারা কেউ আমার নয়। আমি কেবল এক বাহন মাত্র, যার মাধ্যমে কবিতারা তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে। একটি কলম যেমন লেখকের হাতে লিখে চলে, বাঁশি যেমন বাজিয়ে চলে সুরের মাধুরী, তেমনি আমিও স্রেফ নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছি মাত্র, আর কিছু নয়।

তাবরিজের প্রজ্জ্বলিত সূর্য! তুমি কোথায়?

BanglaBook.org

শামস

দামেস্ক, এপ্রিল ১২৪৭

বসন্তের সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠেছে দামেস্ক। কোনিয়া থেকে আমি চলে আসার পর এক বছর কেটে গেছে। এবং অবশেষে আমাকে খুঁজে বের করেছে সুলতান ওয়ালাদ। ঝকঝকে নীল আকাশের নিচে বসে এক খ্রিস্টান সাধুর সাথে দাবা খেলছিলাম আমি, যার নাম ফ্রান্সিস। এমন একজন মানুষ যার অন্তর্নিহিত ভারসাম্য খুব কমই বিচলিত হয়, এমন একজন মানুষ যে জানে নিজেকে সমর্পণের পরিপূর্ণ অর্থ। আর ইসলাম মানে যেহেতু সেই শান্তি যা কেবল আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, সেহেতু অন্য অনেক মুসলিমের তুলনায় ফ্রান্সিসকেই বেশি মুসলিম বলব আমি। চল্লিশ নীতির একটিতে বলা হয়েছে *আত্মসমর্পণের অর্থ দুর্বলতা বা নিষ্ক্রিয়তা নয়। এর মাধ্যমে অদৃষ্টবাদও বোঝায় না, হার মেনে নেয়াও বোঝায় না। বরং ঠিক তার উল্টো। নিজেকে সমর্পণ করতে পারলেই মেলে প্রকৃত শক্তি–যে শক্তি আসে ভেতর থেকে। যারা জীবনের স্বর্গীয় উৎসের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে পারে তারাই শুধু জানে, পৃথিবীতে একের পর এক ঝড় বয়ে গেলেও তার মাঝেই কিভাবে নিশ্চিত প্রশান্তির মাঝে বাস করা যায়।*

মন্ত্রীকে এগিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিসের রাজাকে জায়গা বদল করতে বাধ্য করলাম আমি। দ্রুত, এবং সাহসের সাথে সিদ্ধান্ত নিল সে–নৌকার চাল দিল। আমার সন্দেহ হতে শুরু করেছে যে এই খেলাটাও বোধহয় হারতেই হবে, এই সময় কি মনে হতে মুখ তুলে তাকালাম আমি, এবং দেখলাম যে সুলতান ওয়ালাদ তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'তোমাকে দেখে ভালো লাগল,' বললাম আমি। 'শেষ পর্যন্ত তাহলে আমাকে খুঁজে বের করারই সিদ্ধান্ত নিলে।'

বিষণ্ন হাসি ফুটল সুলতান ওয়ালাদের ঠোঁটে, তারপরেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। ওর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের কথা আমি বুঝতে পেরেছি জেনে চমকে গেছে। কিন্তু অন্তরের গভীরে একজন সৎ মানুষ ও, তাই সত্যকে এড়িয়ে গেল না।

'আপনাকে খোঁজার বদলে অনেক দিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়েছি আমি। কিন্তু একটা সময় আর পারিনি। বাবার কাছে মিথ্যা কথা

BanglaBook.org

বলার মতো ক্ষমতা নেই আমার। তাই দামেস্কে এসে আপনাকে খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু কাজটা খুব একটা সহজ হয়নি।'

'তুমি একজন সৎ মানুষ, এবং তোমার বাবার যোগ্য সন্তান,' বললাম আমি। 'খুব শীঘ্রই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের একজন হয়ে উঠবে তুমি।'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সুলতান ওয়ালাদ। 'আপনাকে ছাড়া আর কোনো সঙ্গীদের দরকার নেই আমার বাবার। আমি চাই আপনি আমার সাথে কোনিয়ায় ফিরে চলুন। বাবার আপনাকে প্রয়োজন।'

এই কথা শোনার পরেই অনেকগুলো চিন্তা ঘুরতে শুরু করল আমার মাথায়, যাদের মাঝে কোনোটাই প্রথমে পরিষ্কারভাবে ধরা দিল না। যেখানে সবাই আমাকে অপছন্দ করে, সেখানে আবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই ভয়ে কুঁকড়ে উঠতে চাইল আমার নাফস।

ওর কথা শুনো না। তোমার কাজ তো শেষ। এখন আর কোনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বাবা জামান কি বলেছিলেন মনে নেই তোমার? জায়গাটা তোমার জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক। যদি ওখানে ফিরে যাও তাহলে আর কোনো দিন ফিরে আসতে পারবে না!

পৃথিবীকে ঘুরে দেখতে চাই আমি, নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে চাই, নতুন নতুন শহরে পা রাখতে চাই। দামেস্ককে আমার ভালো লেগেছে, ইচ্ছে করলে খুব সহজেই আগামি শীত পর্যন্ত এখানে থেকে যাওয়া যায়। যে কোনো নতুন জায়গায় যাওয়ার পর মানুষের অন্তরে একাকীত্ব এবং বিষন্নতা জাগতে বাধ্য। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমার পাশে আছেন, তাই একাকীত্বের মাঝেই আমি সন্তুষ্ট বোধ করি।

কিন্তু এটাও আমি খুব ভালো করে জানি যে আমার হৃদয় রয়েছে কোনিয়ায়। রুমির অভাব এত বেশি বোধ করেছি যে এমনকি তার নাম উচ্চারণ করাও আমার জন্য কষ্টদায়ক। তাছাড়া, রুমি যদি আমার সাথে না থাকে তাহলে আমি যেখানেই থাকি না কেন, তাতে কোনো তফাত হবে না। রুমি যেখানে আছে, সে জায়গাই আমার নিয়তি।

দাবার ছকের উপর আমার রাজার চাল দিলাম আমি। বিপজ্জনক অবস্থাটা বুঝতে পেরে বড় বড় হয়ে উঠল ফ্রান্সিসের চোখ। কিন্তু জীবনের মতো দাবার ছকেও কিছু চাল দিতে হয় জেতার জন্য, আর কিছু চাল দিতে হয় কারণ সেটাই সঠিক পন্থা।

'আমার সাথে চলুন,' আমার চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়ে বলে উঠল সুলতান ওয়ালাদ। 'যারা আপনার নামে গুজব ছড়াত, আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করত তারা সবাই অত্যন্ত কষ্টে রয়েছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এবার আর কোনো অসুবিধা হবে না আপনার।'

এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, ওকে বলতে ইচ্ছে হলো আমার। কারও পক্ষেই নয়!

BanglaBook.org

কিন্তু তার বদলে কেবল মাথা ঝাঁকালাম আমি, বললাম, 'আজকের সূর্যাস্তটা দামেস্কে দেখতে চাই আমি। আগামিকাল সকালে আমরা কোনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারব।'

'সত্যি? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে!' দারুণ স্বস্তির হাসি ফুটল সুলতান ওয়ালাদের ঠোঁটে। 'আপনি জানেন না, আপনাকে দেখলে কতটা খুশি হবেন আমার বাবা।'

এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকালাম আমি। খেলার দিকে আমার মনোযোগ ফিরে আসার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সে। এবার সেই অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে বাচ্চাদের মতো দুষ্টুমির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'খেলা শেষ, বন্ধু,' বিজয়ীর সুরে বলল সে। 'কিস্তিমাত।'

BanglaBook.org

কিমিয়া

কোনিয়া, মে ১২৪৭

বিরহের পালা শেষ হয়েছে, শামস তাবরিজি আবার ফিরে এসেছে আমার জীবনে। যদিও তার দৃষ্টিতে এখন এক নতুন রহস্যময়তা, আচরণে এমন এক দূরত্ব যা আমি আগে দেখিনি কখনও। মনে হচ্ছে, অনেকটাই বদলে গেছে সে। মাথার চুল লম্বা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দামেস্কের কড়া সূর্যের নিচে থাকায় পুড়ে গেছে চামড়া। আগের চাইতে অল্পবয়স্ক এবং সুদর্শন লাগছে তাকে। কিন্তু তার ভেতর আরও কিছু একটা বদলে গেছে, যাকে ঠিক ধরতে পারছি না আমি। কালো চোখগুলো সেই আগের মতোই উজ্জ্বল, অন্তর্ভেদী, কিন্তু এখন যেন তার মাঝে নতুন আরও কিছু একটা যোগ হয়েছে। মনে হচ্ছে, চোখগুলো যেন এমন কোনো মানুষের যার আর কোনো কিছু দেখার বাকি নেই, যে এখন আর কোনো কিছুতেই বাধা দিতে চায় না।

তবে আমার ধারণা, রুমির ভেতরে যে পরিবর্তনটা এসেছে তার মাত্রা আরও গভীর। ভেবেছিলাম যে শামস ফিরে এলে তার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। শামস যে দিন ফিরে এল, সে দিন ফুল নিয়ে তাকে শহর প্রাচীরের বাইরে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল রুমি। কিন্তু প্রথম দিনের আনন্দ কেটে যাওয়ার পর রুমি যেন আরও বেশি বিষণ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমার ধারণা আমি কারণটা জানি। শামসকে একবার হারিয়েছে সে, এখন ভয় পাচ্ছে যে আবারও না হারিয়ে ফেলে। রুমির এই কষ্ট আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পারি, কারণ অন্তরের গভীরে আমি নিজেও শামসকে হারানোর ভয়ে ভীত।

আমার অনুভূতির কথা কেবল গেভারের কাছেই বলি আমি। রুমির মৃত স্ত্রী গেভার। তাকে যে সত্যিকার অর্থে কোনো ব্যক্তি বা মানুষ বলা যায় তা নয়, তবে তাই বলে প্রেতাত্মাও বলা যায় না। আমি অন্য যে সব আত্মাদের দেখেছি তাদের সবার চাইতে গেভার অনেক বেশি বাস্তব, কাছাকাছি। এই বাড়িতে আসার পর থেকেই আমার চার পাশে মৃদু স্রোতের মতো বিরাজ করেছে তার উপস্থিতি। যদিও অনেক কিছু নিয়েই আমাদের মধ্যে কথা হয়, তবে ইদানীং আলাপের বিষয়বস্তু থাকছে কেবল একটি : শামস।

BanglaBook.org

'রুমিকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। আমি যদি তাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারতাম,' আজ কথায় কথায় গেভারকে বললাম আমি।

'হয়তো তেমন উপায় সত্যিই আছে তোমার সামনে। রুমির মনে ইদানীং একটা চিন্তা ঢুকেছে, কিন্তু সেটা এখনও কারও কাছে বলেনি সে,' রহস্যভরা গলায় বলল গেভার।

'কি কথা?' জানতে চাইলাম আমি।

'রুমির ধারণা, শামস যদি বিয়ে করে, সংসারে মনোযোগী হয় তাহলে এই শহরের লোকজনের কোপদৃষ্টি কিছুটা হলেও কমে আসবে। গুজবের মাত্রা কমে যাবে, এবং শামসও আবার পালানোর চিন্তা করবে না।'

কেঁপে উঠল আমার বুক। শামসের বিয়ে! কিন্তু কার সাথে?

আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকাল গেভার। তারপর বলল, 'রুমি ভাবছে, তুমি শামসকে বিয়ে করতে রাজি হবে কি না।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। যদিও বিয়ের চিন্তা যে এই প্রথম আমার মাথায় এল এমন নয়। পনেরো বছর বয়স হয়েছে আমার, জানি যে এটাই বিয়ের সময়। কিন্তু সেই সাথে আরও জানি যে মেয়েদের যখন বিয়ে হয় তখন তারা চিরতরে বদলে যায়। নতুন এক দৃষ্টি এসে নামে তাদের চোখে, আচরণে আসে পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন এত বেশি হয় যে এমনকি তাদের প্রতি মানুষের আচরণও বদলে যায়। এমনকি বাচ্চারাও সহজেই বলে দিতে পারে যে কোন মেয়েটির বিয়ে হয়েছে আর কার হয়নি।

মৃদু হেসে আমার হাত ধরল গেভার। সে বুঝতে পেরেছে যে আমি চিন্তিত ঠিকই। তবে বিয়ে করা ব্যাপারটা নিয়েই চিন্তা হচ্ছে আমার, শামসকে বিয়ে করা নিয়ে নয়।

●●●

পর দিন বিকেলে রুমির সাথে দেখা করতে গেলাম আমি। দেখলাম, *তাহাফুত আল-তাহাফুত* নামের একটা বইয়ের মাঝে নিমগ্ন হয়ে আছেন তিনি।

'এসো, কিমিয়া,' আমাকে দেখে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন রুমি। 'তোমার জন্য কি করতে পারি আমি?'

'আমার বাবা যখন আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এলেন, তখন আপনি বলেছিলেন যে মেয়েরা কখনও ছেলেদের মতো ভালো ছাত্র হতে পারে না। কারণ তাদের বিয়ে করতে হয়, সংসার করতে হয়, সন্তান লালন পালন করতে হয়। মনে আছে আপনার?'

'অবশ্যই মনে আছে,' জবাব দিলেন তিনি। চোখগুলোতে ভর করেছে কৌতুহল।

'সেই দিনই আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কখনও বিয়ে করব না, যাতে আজীবন আপনার ছাত্রী থাকতে পারি,' বললাম আমি। যা

BanglaBook.org

বলতে চাইছি তার গুরুত্ব অনুভব করে শুকিয়ে আসছে গলা। 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমার বিয়ে হলো ঠিকই, কিন্তু এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে হলো না। মানে, এখানেই থাকে এমন কারও সাথে বিয়ে হলে...'

'তুমি কি আলাদিনকে বিয়ে করতে চাও, কিমিয়া?' প্রশ্ন করলেন রুমি।

আলাদিন?' অবাক হয়ে বলে উঠলাম আমি। রুমির কেন মনে হলো যে আমি আলাদিনকে বিয়ে করতে চাই? তাকে তো আমি ভাইয়ের মতো দেখি।

রুমি নিশ্চয়ই আমার অবাক হওয়ার ব্যাপারটা টের পেলেন। 'কয়েক দিন আগে আলাদিন এসে তোমাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়েছে আমার কাছে,' বললেন তিনি।

চমকে উঠলাম আমি। এসব ব্যাপারে মেয়েদের খুব বেশি কিছু জানতে চাওয়া ঠিক নয় সেটা আমি জানি, কিন্তু আমার যে জানা খুব দরকার। 'আপনি তখন কি বললেন, হুজুর?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি বলেছি, প্রথমে তোমার মতামত জানতে হবে আমার,' বললেন রুমি।

'আমি...' মৃদু স্বরে উচ্চারণ করতে চাইলাম, কিন্তু জড়িয়ে যেতে লাগল গলা। 'আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে আমি শামস তাবরিজিকে বিয়ে করতে চাই।

প্রায় অবিশ্বাস মাখানো চেহারায় আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন রুমি। 'তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি। আরও কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছে আমার, আবার ভেতর থেকে কে যেন বাধা দিচ্ছে বেশি কথা না বলার জন্য। 'এতে অনেক দিক দিয়েই সুবিধা হবে। শামস আমাদের পরিবারের অংশ হয়ে উঠবে, আর কখনও আমাদের ছেড়ে চলে যাবে না সে।'

'তাহলে কি এ জন্যই তাকে বিয়ে করতে চাইছ তুমি? যাতে সে এখানে থেকে যায়?' প্রশ্ন করলেন রুমি।

'না,' জবাব দিলাম আমি। 'মানে, হ্যাঁ, কিন্তু এটাই সবটুকু নয়... আমার বিশ্বাস, শামস তাবরিজির সাথেই আমার ভাগ্য লেখা রয়েছে।'

শামস তাবরিজিকে আমি ভালোবাসি, এ কথা স্বীকার করতে হলে এর চাইতে বেশি কিছু বলতে পারব না আমি।

•••

বিয়ের খবরটা প্রথম যে শুনল সে হচ্ছে কেরা। অবাক বিস্ময়ে খবরটা শুনল সে, তারপর আমাকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু আমাকে একাকী পাওয়ার পরেই শুরু হলো তার প্রশ্নের ঝড়। 'তুমি কি নিজের ইচ্ছে সম্পর্কে নিশ্চিত, কিমিয়া? এমন তো নয় যে শুধু রুমিকে সাহায্য করার জন্যই এ কাজ করছ

BanglaBook.org

তুমি?' বলল সে। 'তাছাড়া, তোমার বয়স তো একেবারেই কম। নিজের কাছাকাছি বয়সের কাউকে বিয়ে করলেই কি ভালো হতো না তোমার জন্য?'

'শামস বলে, ভালোবাসায় নাকি সকল পার্থক্য মুছে যায়,' তাকে বললাম আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেরা। 'খুকুমণি, সব কিছু যদি এত সহজ হতো তাহলে তো ভালোই হতো,' মন্তব্য করল সে। ওড়নার বাইরে চলে আসা একগোছা ধূসর চুল আবার ভেতরে ঠেলে দিয়ে বলল, 'শামস একজন ভবঘুরে দরবেশ, অবাধ্য মানুষ। এদের মতো পুরুষরা কখনও সংসার জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে না, স্বামী হিসেবেও কখনও ভালো হয় না।'

'তাতে কোনো অসুবিধে নেই, ওকে বদলে নেব আমি,' দৃঢ় গলায় বললাম। 'এত বেশি ভালোবাসব যে ওকে অবশ্যই বদলাতে হবে। সময় হলে সে নিশ্চয়ই শিখে নেবে যে কিভাবে একজন ভালো স্বামী, একজন ভালো পিতা হতে হয়।'

এর পর আর কোনো কথা হলো না আমাদের মাঝে। আমার মুখে কেরা কি দেখেছিল জানি না, কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন তুলল না সে।

সেই রাতে শান্তিতে, আনন্দের সাথে ঘুমালাম আমি। তখনও জানি না, চিরকাল মেয়েরা যে ভুল সবচেয়ে বেশি করে এসেছে সেই একই ভুল করতে যাচ্ছি আমিও; নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছি যে ভালোবাসা দিয়েই পরিবর্তন আনতে পারব আমার ভালোবাসার মানুষের মাঝে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কেরা

কোনিয়া, মে ১২৪৭

বাতাসের ঝাঁপটাকে যেমন হাতের মুঠোয় আটকানো যায় না, ভালোবাসার মতো গভীর এবং সূক্ষ্ম বিষয়কে বোঝার চেষ্টা করাও অনেকটা তেমনি। বাতাসের ফলে সৃষ্টি হওয়া ঝড়ে কি ক্ষয়ক্ষতি হবে তা হয়তো আন্দাজ করা যায়, কিন্তু তাকে কোনোভাবেই এড়ানো যায় না। তাই, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কিমিয়াকে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না আমি। ওর উত্তরগুলো আমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে বলে নয়, বরং ওর চোখের মধ্যে ভালোবাসায় আকুল এক নারীকে দেখতে পেয়েছি আমি। এই বিয়ে নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন তুললাম না। ধরে নিলাম, জীবনে যে ব্যাপারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এটাও তাদেরই একটি।

দ্রুত এল, আবার চলেও গেল রমজান মাস। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল সময়টা, ফলে বিয়ের ব্যাপারে নতুন করে কিছু ভাবার সময় পেলাম না। রবিবারে ঈদ হলো। চার দিন পর কিমিয়ার সাথে শামসের বিয়ে দিলাম আমরা।

বিয়ের আগের দিন রাতের বেলা এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে সম্পূর্ণ বদলে গেল আমার মনোভাব। রান্নাঘরে একা বসে ছিলাম আমি, কাঠের পাত্রে ময়দা মাখিয়ে অতিথিদের জন্য রুটি তৈরি করছিলাম। হঠাৎ করে, অনেকটা যেন সচেতন কোনো ইচ্ছা ছাড়াই এক দলা ময়দাকে নির্দিষ্ট একটা আকৃতি দিতে শুরু করলাম আমি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, মা মেরির একটা ছোট্ট মূর্তি তৈরি হয়েছে আমার হাতে। একটা ছুরির সাহায্যে তার লম্বা পোশাক, এবং দয়ালু মুখটা ফুটিয়ে তুললাম এবার। কাজটা করতে গিয়ে এতই ডুবে গিয়েছিলাম যে আমার পেছনে কেউ একজন এসে দাঁড়ানোর পরেও বুঝতে পারিনি।

BanglaBook.org

'কি বানাচ্ছ, কেরা?'

বুকের ভেতর লাফ দিয়ে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা। ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে শামস। কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একবার মনে হলো ময়দার টুকরোটা লুকিয়ে ফেলি, কিন্তু

ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সামনে এগিয়ে এল শামস, আমার হাতে ধরা মূর্তিটার দিকে তাকাল।

'এ তো দেখছি মেরি,' বলল সে। আমি কিছু বলতে পারলাম না। এবার হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল শামস। বলল, 'খুব সুন্দর হয়েছে তো। তুমি কি মেরির অভাব বোধ করো?'

'অনেক আগেই ধর্মান্তরিত হয়েছি আমি। এখন আমি একজন মুসলিম,' কাটা কাটা গলায় জবাব দিলাম আমি।

কিন্তু শামস এমন ভাবে কথা বলে চলল যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। 'হয়তো তোমার মনে হয়েছে যে ইসলামে কেন মেরির মতো কোনো নারীকে তুলে ধরা হয়নি। আয়শা আছেন, ফাতিমা আছেন। তারা অবশ্যই আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ উদাহারণ। কিন্তু তোমার কাছে নিশ্চয়ই তাদের মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি, কি বলব বুঝতে পারছি না।

'তোমাকে একটা গল্প বলতে পারি?' প্রশ্ন করল শামস।

তারপর এই গল্পটা আমাকে শোনাল সেঃ

একদা চার ভ্রমণকারী কোনো এক জায়গায় যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল গ্রিক, একজন আরব, একজন পারসিক, এবং একজন তুর্কী। একটি ছোট্ট শহরে পৌঁছানোর পর তারা কিছু খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু কারও কাছেই টাকা খুব বেশি ছিল না, ফলে চারজন মিলে ঠিক করল যে এমন কিছু খাবে যাতে সবার হয়ে যায়। প্রত্যেকেই বলল যে পৃথিবীর সেরা খাবারটার কথা রয়েছে তার মাথায়। সেই খাবারটা কি, এই প্রশ্নের জবাবে পারসিক জবাব দিল, "আংগুর", গ্রিক বলল "স্টাফালিওন", আরব বলল "আনিব," এবং তুর্কী বলল "উজুম"। কেউই অপর জনের প্রিয় খাবারকে চিনতে পারল না, ফলে এবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

এভাবে হয়তো ঝগড়া করেই যেত তারা, এবং প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে বিবাদ আরও বাড়িয়ে তুলল, যদি না সেই মুহূর্তে পাশ দিয়ে যাওয়া এক সুফি সাধক তাদের বাধা না দিতেন। তাদের কাছ থেকে সব শুনলেন তিনি, তারপর তাদের টাকাগুলো এক জায়গায় করে সেই টাকা দিয়ে এক গুচ্ছ আঙুর কিনলেন। সেগুলোকে একটি পাত্রে রেখে চাপ দিয়ে রস বের করলেন তিনি। তারপর ভ্রমণকারীদের বললেন সেই রস পান করতে। আঙুরের খোসাগুলো তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, কারণ ফলের ভেতরে যা আছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, খোসা নয়।

'খ্রিস্টান, ইহুদী এবং মুসলিমরা হচ্ছে ওই ভ্রমণকারীদের মতো। তারা যখন বাইরের খোসা নিয়ে ঝগড়া করে চলেছে, সুফি তখন খুঁজে ফিরছে ভেতরের অংশকে,' বলল শামস। অদ্ভুত, সংক্রামক এক হাসি ফুটল তার মুখে, যা দেখার পর নিজেও না হেসে থাকা অসম্ভব।

BanglaBook.org

'আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, মা মেরির জন্য দুঃখ বোধ করার কোনো কারণ নেই তোমার, কারণ তাকে তো তোমার ত্যাগ করারই প্রয়োজন হচ্ছে না। মুসলিম হওয়ার পরেও তুমি তাকে ভালোবাসতে পারো।'

'আমি... আমার মনে হয় না কাজটা ঠিক হবে,' দ্বিধান্বিত গলায় বললাম আমি।

'কেন হবে না? ধর্ম হচ্ছে নদীর মতো; সবগুলোই ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়ে পড়ে একই সাগরে। মা মেরি হচ্ছেন দয়া, মমতা, স্নেহ এবং অবিমিশ্র ভালোবাসার প্রতীক। একই সাথে তিনি ব্যক্তি এবং বিশ্বের। মুসলিম নারী হয়েও তুমি তাকে ভালোবাসতে পারো, এমনকি তোমার মেয়ের নামও রাখতে পারো তার নামে।'

'আমার তো কোনো মেয়ে নেই,' বললাম আমি।

'হবে।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

'মনে হয় না, আমি জানি।'

কথাগুলো শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু খুব দ্রুতই সেই উত্তেজনা মিলিয়ে গেল, আরেকটি অনুভূতি দখল করল সেই জায়গা একাত্বতা। অদ্ভুত প্রশান্তি যেন ঘিরে ধরল আমাদের। একই সাথে মা মেরির মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। শামসের প্রতি উষ্ণ হয়ে উঠল আমার হৃদয়, এবং আমাদের বাড়িতে সে পা রাখার পর এই প্রথমবারের মতো আমি বুঝতে পারলাম যে রুমি তার মধ্যে কি দেখেছে বিশাল হৃদয়ের অধিকারী একজন মানুষ সে।

কিন্তু তারপরেও, কিমিয়ার জন্য স্বামী হিসেবে সে কতটা ভালো হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ দূর হলো না আমার মন থেকে।

BanglaBook.org

এলা

বোস্টন, ২৯ জুন, ২০০৮

ব্যস্তসমস্ত হয়ে হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামল এলা। এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে চিন্তাগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না মাথার ভেতর। লবিতে এক দল জাপানিজ ট্যুরিস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবার বয়সই হবে সত্তরের কাছাকাছি। একই রকম ছাট দিয়েছে চুলে। তাদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল ও, লবির দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো দেখছে। মনে মনে আশা করছে যে এভাবে অন্তত আশেপাশের মানুষের দিকে তাকাতে হবে না ওকে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই কৌতুহলের কাছে পরাজিত হলো অস্বস্তি। যেই মুহূর্তে লবিতে পেতে রাখা সোফাগুলোর দিকে গেল ওর দৃষ্টি, সাথে সাথে তাকে দেখতে পেল ও। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে আজিজ।

খাকি রঙের শার্ট রয়েছে তার পরনে, গাঢ় রঙের করডুরয় ট্রাউজার। মুখে দুই দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এলার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো দেখতে। কোঁকড়া, তামাটে চুলগুলো এসে পড়েছে সবুজ চোখের উপর, ফলে একই সাথে আত্মবিশ্বাস এবং দুষ্টুমি মেশানো একটা অভিব্যক্তি এসেছে। হালকা পাতলা, একহারা গড়ন; দামী স্যুট পরা ডেভিডের অবয়বের ঠিক উল্টোটা যেন তার চেহারা। কথায় স্কটিশ টান, শুনতে বেশ ভালো লাগল এলার। সহজ হাসি, বোঝা গেল যে এলাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হয়েছে সে। এলা নিজেও মনে মনে ভাবল, এই মানুষটার সাথে বসে এক কাপ কফি তো খাওয়াই যায়।

যদিও পরে এলার আর মনে রইল না যে এক কাপ থেকে কিভাবে কফির পরিমাণ কয়েক কাপ হয়ে গেল, অথবা কিভাবে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ওদের আলাপ। এক পর্যায়ে ওর আঙুলের ডগায় একটা চুমো খেল আজিজ। কাজটা সে কেন করল জানে না এলা, এবং এটাও জানে না যে তাকে ও বাধা দিল না কেন। কিছুক্ষণ পর মনে হতে লাগল যে আজিজ যতক্ষণ কথা বলে যাচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই কিছু আসে যায় না, এখানে বসে আজিজের গালের ছোট্ট টোলটার দিকে তাকিয়েই সারা জীবন পার করে দিতে পারবে এলা। মনে মনে ভাবল, ওখানে চুমো খেতে কেমন লাগবে? কথায় কথায় রাত সাড়ে

BanglaBook.org

এগারোটা বেজে গেল। এমন একজন মানুষের সাথে রয়েছে এলা, যার সম্পর্কে বলতে গেলে ও কিছুই জানে না, কিছু ইমেইল, ফোনকল আর তার লেখা উপন্যাসটা ছাড়া আর কিছুই জানা হয়নি তার ব্যাপারে।

'তাহলে স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এখানে এসেছ তুমি?' প্রশ্ন করল এলা।

'সত্যি কথা বলতে, আমি এখানে এসেছি তোমার জন্য,' জবাব দিল আজিজ। 'তোমার চিঠিটা পড়ার পর মনে হয়েছিল তোমার সাথে দেখা করা উচিত।'

এই দ্রুত গতির হাইওয়ে থেকে ইচ্ছে করলে এখনও বের হয়ে আসা যায়। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত এটা ভান করা যায় যে সব কিছুই ছিল বন্ধুত্বের ইঙ্গিত–ইমেইল, ফোনকল, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু হয়তো খুনসুটি হয়েছে দুজনের মধ্যে, কিন্তু তার বেশি কিছু তো নয়। ইচ্ছে করলে এখনও নিজেদের মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দিতে পারে এলা। তবে এক পর্যায়ে সেটাও আর সম্ভব রইল না, বিশেষ করে যখন আজিজ তাকে প্রশ্ন করল, 'এলা, তুমি কি আমার রুমে আসতে চাও?'

ব্যাপারটা যদি এমন হয়ে থাকে যে এর আগে দুজনেই কোনো একটা খেলা খেলছিল, তাহলে এই মুহূর্ত থেকেই সেই খেলাটা চলে গেল গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে। আজিজের প্রশ্নটার সাথে সাথে সব কিছু যেন বাস্তবতায় ফিরে এল, মনে হলো যেন ঢাকনা সরিয়ে উন্মোচিত করা হয়েছে নগ্ন সত্যের চেহারা। এখন তা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, অপেক্ষা করছে ওদের সিদ্ধান্তের। পেটের ভেতর কিছু একটা নড়ে উঠল বলে মনে হলো এলার। অনুভূতিটাকে চিনতে পারল ও–ভয়। তবে তাই বলে আজিজের কথায় না বলল না ও। এই প্রথমবারের মতো ঝোঁকের মাথায় এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিল এলা, কিন্তু একই সাথে ওর মনে হতে লাগল যে সিদ্ধান্তটা যেন আগে থেকেই নেয়া ছিল। ও কেবল সেটাকে মেনে নিয়েছে, আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

●●●

৬০৮ নাম্বার রুমটা কালো, লাল ধুসর এবং বাদামি রঙের বিভিন্ন মিশেলে সুন্দর ভাবে সাজানো। ভেতরটা উষ্ণ, আরামদায়ক। শেষবার কবে হোটেলে থেকেছিল মনে করার চেষ্টা করল এলা। স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক আগে একবার মনট্রিল গিয়েছিল, মনে পড়ল ওর। তারপর থেকে প্রতিটা ছুটিই ওরা কাটিয়েছে রোড আইল্যান্ডে নিজেদের বাড়িতে। যে জায়গায় প্রতি দিন তোয়ালে অন্য কেউ বদলে দিচ্ছে, নাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে; সেখানে থাকার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি ও। হোটেল রুমে থাকা মানে যেন অন্য কোনো দেশে গিয়ে থাকা। হয়তো ওর কাছে সত্যিই তাই। ইতোমধ্যেই সেই

ছটফটে ভাবটা দেখা দিতে শুরু করেছে ওর মাঝে, যেই ভাবটা আসে কোনো অচেনা দেশে, সম্পূর্ণ অচেনা আগন্তুকদের মাঝে পা রাখার পর।

কিন্তু কামরাটায় ঢোকার সাথে সাথে যেন আগের সেই জড়তা আবার ফিরে এল ওর মাঝে। ভেতরের সাজসজ্জা বা পরিবেশ যতই আরামদায়ক হোক না কেন, কামরার ঠিক মাঝখানে কিং সাইজের বিছানাটা তো ঠিকই রয়েছে। ওটার পাশে এসে দাঁড়াতেই নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল ওর। মনের ভেতর মাথাচাড়া দিল একরাশ প্রশ্ন, কোনোটারই জবাব মিলছে না। এখন কি ওদের বিছানায় ওঠা উচিত? কাজটা কি ঠিক হবে? যদি তাই করে, তাহলে পরে স্বামীর চোখে চোখ রাখবে কিভাবে ও? কিন্তু ডেভিড কখনও ওর চোখে তাকাতে লজ্জা পায়নি, তাই না? আর ওর শরীরের সম্পর্কে আজিজের কি ধারণা হবে? যদি তার ওকে পছন্দ না হয়? ছেলেমেয়েদের কথা কি ভাবা উচিত নয় ওর? এখন ওরা কি করছে, ঘুমিয়ে পড়েছে না জেগে জেগে টিভি দেখছে? ওরা যদি এলার বর্তমান অবস্থার কথা জানতে পারে, তাহলে কি কোনো দিন ওকে ক্ষমা করবে?

ওর অস্বস্তি বুঝতে পেরেই যেন ওর হাত ধরল আজিজ, তারপর ঘরের এক কোণে রাখা একটা আর্মচেয়ারের দিকে নিয়ে এল।

'শান্ত হও,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তোমার মনের ভেতর অনেক ভীড়। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর কথা বলছে সেখানে।'

'আমাদের আরও আগে দেখা হওয়া উচিত ছিল,' নিজেকে বলতে শুনল এলা।

'আরও আগে বা আরও পরে বলে কোনো কথা নেই আমাদের জীবনে,' জবাব দিল আজিজ। 'সব কিছুই তার সঠিক সময়েই ঘটে।'

'সত্যিই তাই মনে হয় তোমার?'

হাসল আজিজ, ওর চোখের উপর এসে পড়া এক গোছা চুল সরিয়ে দিল আলগোছে। তারপর একটা স্যুটকেস খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল গুয়াতেমালা থেকে কেনা সেই পর্দাটা। তার সাথে আরও বের হলো একটা ফিরোজা এবং লাল রঙের প্রবাল পাথরের নেকলেস। তার সাথে লকেটে হিসেবে রয়েছে রুপার তৈরি একজন ঘুরন্ত দরবেশ।

নেকলেসটা এলার গলায় পরিয়ে দিল সে। বাধা দিল না এলা। যেখানে যেখানে আজিজের আঙুলের স্পর্শ লাগল, সেখানে উষ্ণ হয়ে উঠল ওর ত্বক। 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে?' আজিজকে প্রশ্ন করল ও।

'ইতোমধ্যেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি,' জবাব দিল আজিজ।

'কিন্তু তুমি তো আমাকে চেনই না!'

'ভালোবাসার জন্য আমার কোনো পরিচয়ের দরকার হয় না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলা। 'এটা একেবারেই পাগলামি।'

BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে এলার চুল থেকে একটা কাঁটা খুলে আনল এলা, ফলে এলিয়ে পড়ল খোপায় বেঁধে রাখা চুলগুলো। তারপর ওর হাত ধরে ধীরে ধীরে বিছানার দিকে নিয়ে গেল সে। সেখানে শুইয়ে দিল এলাকে, তারপর ধীরে ধীরে, হালকাভাবে ওর পায়ে হাত বোলাতে লাগল। ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসতে লাগল তার হাত। একই সাথে নিঃশব্দে নড়তে লাগল তার ঠোঁটগুলো, মনে হলো যেন প্রাচীন কোনো মন্ত্র পড়ছে বলে মনে হলো এলার কাছে। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল ও, প্রার্থনা করছে আজিজ। চোখগুলো বন্ধ করে রেখেছে সে, এবং তার ঠোঁটগুলো এলার জন্য প্রার্থনায় ব্যস্ত। এর আগে কখনও এমন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়নি এলার। দুজনের কেউই কাপড় খোলেনি, এবং যা ঘটছে তার মাঝে শারীরিক চাহিদারও কোনো চিহ্ন নেই, তারপরেও এলার মনে হতে লাগল যে ওর জীবনে এটাই সবচেয়ে উত্তেজক অভিজ্ঞতা।

অদ্ভুত এক শক্তির প্রাচুর্যে যেন পূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করল ওর হাত, কনুই, কাঁধ, সম্পূর্ণ শরীর। মনে হলো যেন উষ্ণ, আরামদায়ক পানির উপর ভাসছে ও, আর কোনো দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই কোথাও। আজিজের চারপাশে কোনো জীবন্ত সত্তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারল এলা, তারপর নিজের চারপাশেও। মনে হলো যেন আলোর ঝর্না এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের দুজনকে।

এবার এলাও চোখ বন্ধ করল, সব চিন্তা দূর করে দিয়ে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। স্রোতের শেষে কি অপেক্ষা করছে জানে না, হয়তো জলপ্রপাত; কিন্তু নিজেকে ও থামাতে পারলেও এই মুহূর্তে থামতে চাইবে কি না সন্দেহ।

নিজের শরীর সম্পর্কে দ্বিধা জেগে উঠল এলার মনে। ওর কোমর, উরু, বুক–বহু বছরের সংসার এবং তিনটে সন্তান জন্ম দেয়ার পর তাদের কোনোটাই আকর্ষণীয় থাকার কথা নয়। কিন্তু দ্বিধাটা যেমন হঠাৎ করে এসেছিল তেমন হঠাৎ করেই কেটে গেল আবার। তার বদলে অদ্ভুত এক আনন্দময় প্রশান্তির মাঝে প্রবেশ করল ও। অনুভব করল, এই মানুষটাকে ও ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে চায়।

এই অনুভূতি জেগে ওঠার পরেই দুই হাতে আজিজকে বেষ্টন করল ও, নিজের দিকে টেনে আনতে চাইল। আরও গভীরে যাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে ওর মনে। কিন্তু সেই মুহূর্তে খুলে গেল আজিজের চোখ। এলার নাকের ডগায় একটা চুমো খেল সে, তারপর সরিয়ে নিল নিজেকে।

'তুমি আমাকে চাও না?' প্রশ্ন করল এলা, এবং নিজের কণ্ঠে ফুটে ওঠা দুর্বলতার চিহ্ন দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

'আমি এমন কিছু করতে চাই না যাতে পরে তুমি কষ্ট পাও।'

দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল এলার মন। একটা ভাগ মনে হলো কেঁদে ফেলবে, আরেকটা ভাগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অদ্ভুত এক ওজনহীনতা যেন

BanglaBook.org

ঘিরে ধরল ওকে। পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে ও, কিন্তু একই সাথে দারুণ অবাক হয়ে অনুভব করছে যে এই বিভ্রান্তির মাঝে কোনো দুশ্চিন্তা বা ভয় নেই।

রাত দেড়টার দিকে বোস্টন এপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এলা। চামড়ার কাউচের উপর শুয়ে রইল ও, মাস্টার বেডরুমে ঘুমানোর কোনো ইচ্ছে নেই। ওর স্বামী ওখানে অন্য মেয়েদের সাথে শুয়েছে এটা ওর জানা আছে বলে নয়, বরং এভাবেই ওর ভালো লাগছে বলে। মনে হচ্ছে যেন এই বাড়িটাও ওর নয়, কোনো একটা হোটেল রুমের মতোই। মনে হচ্ছে, ও এখানে একজন অতিথি, আর ওর আসল অস্তিত্ব অপেক্ষায় রয়েছে অন্য কোথাও।

BanglaBook.org

শামস

কোনিয়া, মে ১২৪৭

বধূ আমার, কেঁদো না। বাবাকে বিদায় জানাও, বিদায় দাও মাকে। কাল সকালেও একই সুরে ডাকবে পাখিরা, কিন্তু আর কিছুই তখন আগের মতো থাকবে না...

বিয়ের রাতে সবার অলক্ষ্যে চুপিসারে উঠোনে বেরিয়ে এলাম আমি, বসে রইলাম কিছুক্ষণের জন্য। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে পুরনো একটা আনাতোলিয়ান গানের সুর, তার সাথে আরও নানা রকম শব্দ। হাসি, গান, গল্পগুজব। মেয়েদের অংশে বাজনা বাজাচ্ছে মহিলা বাদকের দল। বসে বসে মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে লাগলাম আমি, একই সাথে থরথর করে কাঁপছি আবার অবশ বোধ করছি। গানের কথাগুলো একবার ভেবে দেখলাম আমি। আচ্ছা, বিয়ের রাতে মহিলারা সব সময় দুঃখের গান গায় কেন? সুফিরা বলে যে মৃত্যু আর বিয়ে নাকি অনেকটা একই রকম। যে দিন তারা মারা যায় সে দিনটাকে আনন্দের সাথে পালন করা হয়, কারণ সৃষ্টিকর্তার সাথে অবশেষে মিলিত হতে পারে তারা। মেয়েরাও বিয়ের সাথে মৃত্যুর যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়, যদিও তা সম্পূর্ণ আলাদা কারণে। সম্পূর্ণ হাসিমুখে বিয়েতে বসলেও তাদের উপর এক বিষণ্নতা ঠিকই এসে ভর করে। প্রতিটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দের পাশাপাশি সেই কুমারীর জন্য শোকও প্রকাশ করা হয়, যে খুব শীঘ্রই হতে যাচ্ছে কারও স্ত্রী, কারও মা।

অতিথিরা চলে যাওয়ার পর বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম আমি, একটি নীরব জায়গা বেছে নিয়ে ধ্যানে বসলাম। তারপর প্রবেশ করলাম সেই ঘরে, যেখানে কিমিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করছে। দেখলাম, বিছানার উপর বসে আছে সে। পরনে সোনালি সুতোর কাজ করা সাদা পোশাক। চুলে অনেকগুলো বিনুনী, প্রতিটিকে সাজানো হয়েছে নানা রঙের পুঁতি দিয়ে। চেহারার অভিব্যক্তি দেখার উপায় নেই, কারণ গাঢ় লাল ঘোমটায় ঢেকে আছে মুখ। জানালার পাশে একটা মোমবাতি ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো আয়নাটাকে ঢেকে দেয়া হয়েছে মখমলের কাপড় দিয়ে, কারণ একজন নববধূর পক্ষে বিয়ের প্রথম রাতে আয়নায় মুখ দেখা দুর্ভাগ্যের কারণ

BanglaBook.org

হতে পারে। বিছানার পাশে রয়েছে একটা ডালিম আর একটা ছুরি, যাতে ফলটা খেতে পারি আমরা, এবং ভেতরে যতগুলো বীজ আছে ঠিক ততগুলো সন্তানের পিতা-মাতা হতে পারি।

স্থানীয় এসব রীতিনীতি সম্পর্কে আগেই আমাকে জানিয়েছে কেরা, সেই সাথে মনে করিয়ে দিয়েছে যে নববধূর ঘোমটা তোলার পর তাকে স্বর্ণমুদ্রার তৈরি একটি কণ্ঠহার উপহার দিতে হয়। কিন্তু জীবনে কখনও স্বর্ণমুদ্রার মালিক হতে পারিনি আমি, আবার এটাও চাইনি যে কারও কাছ থেকে ধার করে বধুর মুখ দেখব। তাই কিমিয়ার ঘোমটা তোলার পর ওকে কচ্ছপের খোলের তৈরি একটি চিরুনী দিলাম কেবল, তারপর ওর ঠোঁটে চুমো খেলাম একবার। হাসল ও। এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো ছোট্ট ছেলে বলে মনে হলো আমার।

'সুন্দর লাগছে তোমাকে,' বললাম আমি।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। কিন্তু তারপরেই আবার সোজা হয়ে বসল ও, নিজের মাঝে শান্ত এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছে।

'আমি এখন তোমার স্ত্রী,' বলল ও।

তারপর মেঝের উপর পাতা সুন্দর গালিচাটার দিকে আঙুল তাক করল কিমিয়া। বিয়ের যৌতুকের অংশ হিসেবে এই গালিচাটা সম্পূর্ণ নিজের হাতে বুনেছে ও। উজ্জ্বল রঙ, গাঢ় এবং হালকার সমান মিশেল। এক নজরেই বুঝে গেলাম যে এই গালিচার প্রতিটি সুতো, প্রতিটি গিঁট কেবল আমাকে মাথায় রেখেই বুনেছে কিমিয়া। গালিচা নয়, বরং নিজের স্বপ্নকে বুনেছে ও।

আবারও ওকে চুমো খেলাম আমি। ওর ঠোঁটের উষ্ণতায় কামনার ঢেউ বয়ে গেল আমার শরীরে। জুঁই আর বুনোফুলের গন্ধ ওর শরীরে। ওর পাশে শুয়ে পড়লাম আমি, স্পর্শ করলাম ওর বুক। এখন ওর মাঝে প্রবেশ করে হারিয়ে যেতে চাই আমি, আর কিছুই চাওয়ার নেই আমার। গোলাপ যেভাবে বৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়, তেমনিভাবে আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিল কিমিয়া।

সরে গেলাম আমি। বললাম, 'আমি দুঃখিত, কিমিয়া। এটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। চোখে স্পষ্ট আশা হারানোর বেদনা, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না সে চোখে। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'আমার যাওয়া দরকার,' বললাম ওকে।

'এখন তুমি যেতে পারো না,' প্রায় অচেনা এক কণ্ঠস্বরে বলল কিমিয়া। 'তুমি এখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে মানুষ কি বলবে? সবাই জেনে যাবে যে আমাদের বিয়ে সম্পূর্ণ হয়নি। এবং এর জন্য আমাকেই দোষ দেবে তারা।'

BanglaBook.org

'কি বলতে চাও তুমি?' বিড়বিড় করে বলে উঠলাম আমি। যদিও কথাটার অর্থ আমি শোনার সাথেই বুঝতে পেরেছি।

চোখ সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল কিমিয়া। তারপর গলার স্বর আরেকটু উঁচু করে বলল, 'সবাই ভাববে যে আমি কুমারী নই। চিরকাল লজ্জার মাঝে জীবন কাটাতে হবে আমাকে।'

মানুষের উপর সমাজের চাপিয়ে দেয়া এসব আইনকানুনের কথা শুনলে রাগে টগবগ করে ফুটে ওঠে আমার রক্ত। সৃষ্টিকর্তা যেভাবে এই পৃথিবীকে চালাতে চান, তার সাথে এসব আইনের কোনো মিল নেই, মানুষের ইচ্ছার সাথেই বরং মিল বেশি।

'বাজে কথা। মানুষের কি এসব নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া কোনো কাজ নেই?' প্রতিবাদ জানাতে চাইলাম আমি, কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি যে কিমিয়া ঠিকই বলেছে।'

তাই এবার বিছানার পাশ থেকে ছুরিটা তুলে নিলাম আমি। কিমিয়ার চোখে প্রথমে ভয় দেখতে পেলাম আমি, তারপর সেই জায়গা দখল করে নিল অসহায়ত্ব। একটুও দ্বিধা না করে ছুরি দিয়ে হাতের তালুতে টান দিলাম আমি। ফোঁটায় ফোঁটায় বিছানার উপর ঝরে পড়ল আমার রক্ত, গাঢ় লাল রঙের দাগ তৈরি হলো কয়েকটা।

'ওদের এই চাদরটা দেখিও। তাহলে আর কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে না, এবং তোমার কোনো বদনামও হবে না।'

'দাঁড়াও! যেও না,' অনুনয় করে উঠল কিমিয়া। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল ও, কিন্তু কি করবে জানে না। সে জন্যই হয়তো আবার বলে উঠল, 'আমি এখন তোমার স্ত্রী।'

সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কিমিয়াকে বিয়ে করে আমি কত বড় ভুল করেছি। তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল আমার ভেতরটা। এক দৌড়ে কামরার বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। আমার মতো মানুষের কখনই বিয়ে করা উচিত হয়নি। বৈবাহিক দায়িত্ব পালন করার মতো করে তৈরি করা হয়নি আমাকে। এখন তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু এই ব্যাপারটা জানার জন্য অনেক বড় মূল্য দিতে হলো।

সব কিছু থেকে পালিয়ে যাওয়ার এক তীব্র ইচ্ছা জাগল আমার মনে। শুধু এই বাড়ি, এই বিয়ে, এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং যে শরীর আমাকে দেয়া হয়েছে তার কাছ থেকেও। কিন্তু আগামীকাল সকালে রুমিকে দেখতে পাওয়ার চিন্তাটা যেন শেকড়ের মতো আটকে রাখছে আমাকে। আবারও তাকে ছেড়ে যাওয়ার সাধ্য নেই আমার।

ফাঁদে পড়ে গেছি আমি।

BanglaBook.org

আলাদিন

কোনিয়া, মে ১২৪৭

বাধ্য হয়েই সবার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছে আমাকে, শামস এবং কিমিয়ার বিয়েতে খোলাখুলি কোনো আপত্তি তুলিনি আমি। যদিও জানি যে সারা জীবন এর জন্য আফসোস করতে হবে আমাকে। কিন্তু যে দিন শামসের সাথে কিমিয়ার বিয়ে হওয়ার কথা, সে দিন সকালে তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল আমার। ডুবন্ত মানুষের মতো খাবি খেতে খেতে এক ঝটকায় বিছানার উপর উঠে বসলাম আমি, তারপর নিজের প্রতি করুণা আর দুঃখের চোটে একের পর এক থাপ্পড় মারলাম নিজের গালে। থরথর করে কাঁপতে থাকা ঠোঁটের ফাঁক বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। আর সেই নিঃশ্বাসের শব্দেই বুঝতে পারলাম, আজ থেকে আমি আর আমার পিতার সন্তান নই।

কোনো মা নেই আমার। বাবা নেই। ভাই নেই। কিমিয়াও নেই। এই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা। বাবার জন্য যে টুকু সম্মান অবশিষ্ঠ ছিল আমার মনে তা রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেছে। কিমিয়া ছিল তার মেয়ের মতো। ভেবেছিলাম ওকে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু না, শামস তাবরিজি ছাড়া আর কেউই তার ভালোবাসা পায়নি। তার মতো একটা মানুষের সাথে কিভাবে কিমিয়ার বিয়ে ঠিক করলেন আমার বাবা? যে কেউই বলবে যে স্বামী হিসেবে শামস তাবরিজি একেবারেই নিম্নশ্রেণীর। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যত চিন্তা করছি, ততই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে কেবল শামসকে ধরে রাখার জন্যই কিমিয়ার সুখকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন বাবা–সেই সাথে আমারও।

সমস্ত দিন এসব চিন্তার ভার মাথায় নিয়ে কাটালাম আমি। আমার চোখের সামনেই ঘটল বিয়ের সকল প্রস্তুতি। দক্ষ হাতে সাজানো হয়েছে বাড়িটা, নবদম্পতি যে ঘরে রাত কাটাবে সেটা গোলাপজল ছিটিয়ে পবিত্র করা হয়েছে; যাতে কোনো অশুভ বস্তুর নজর না পড়ে। অথচ সবচেয়ে বড় অশুভ জিনিসটার কথাই সবাই ভুলে গেছে সবাই! শামস তাবরিজির অশুভ প্রভাবকে ওরা কিভাবে তাড়াবে?

সন্ধ্যের দিকে আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। যে উৎসব কেবল আমার কষ্টই বাড়াচ্ছে তার অংশ হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

‘আলাদিন, দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছ তুমি?’ পেছন থেকে জোরালো, তীক্ষ্ণ গলায় আমাকে ডাক দিল আমার ভাই।

‘আজ রাতে ইরশাদের বাড়িতে থাকব আমি,’ তার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলাম আমি।

‘তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বিয়ের অনুষ্ঠানে তোমাকে অবশ্যই থাকতে হবে। এই কথা যদি আমাদের বাবা শোনেন তাহলে তিনি কত কষ্ট পাবেন ভেবে দেখেছ?’

এবার আর রাগ সামলাতে পারলাম না আমি। ‘আর আমাদের বাবার কারণে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের কথা একবার ভেবে দেখবে না?’

‘কিসের কথা বলছ তুমি?’

‘এখনও বুঝতে পারোনি, ভাই? আমাদের বাবা এই বিয়ের আয়োজন করেছেন কেবল শামসকে খুশি করার জন্য। তিনি নিশ্চিত করতে চাইছেন যেন সে আবার পালিয়ে না যায়। তাই রুপার থালায় কিমিয়াকে সাজিয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি।’

ব্যথিত হয়ে উঠল আমার ভাইয়ের অন্তর। ‘তোমার মাথায় কি চিন্তা চলছে আমি জানি,’ বলল সে। ‘কিন্তু ভুল হচ্ছে তোমার। বাবা জোর করে বিয়ে দিচ্ছেন না কিমিয়াকে। সত্যি কথা বলতে, কিমিয়া নিজেই শামসকে বিয়ে করতে চেয়েছে।’

‘এ ব্যাপারে কিমিয়ার কোনো মতামত নেয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি না,’ ধমকে উঠলাম আমি।

‘ওহ, এখনও বুঝতে পারছ না তুমি?’ অবাক হয়ে বলে উঠল সুলতান ওয়ালাদ, হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত ছড়িয়ে দিল দুদিকে। ‘কিমিয়া শামসকে ভালোবাসে।’

‘খবরদার এই কথা বলবে না। এ কিছুতেই হতে পারে না,’ কথাটা বলতে গিয়ে ভেঙে গেল আমার গলা।

‘ভাই,’ বলল সুলতান ওয়ালাদ, ‘দয়া করে বোঝার চেষ্টা করো। হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তোমার মন। কিন্তু সেই হিংসাকেও ইতিবাচক উপায়ে ব্যবহার করা যায়, ভালো কোনো কাজে লাগানো যায়। অবিশ্বাসও হতে পারে উপকারী। পঁয়ত্রিশতম নীতিতে এমনই বলা হয়েছে *এই পৃথিবীতে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি আমাদের মধ্যকার মিল অথবা ধারাবাহিকতার কারণে নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। মহাবিশ্বের বুকে যত অমিল এবং পার্থক্য রয়েছে, তারা সবাই আমাদের প্রত্যেকের মাঝে উপস্থিত। তাই বিশ্বাসীর উচিত তার মাঝে লুকিয়ে থাকা অবিশ্বাসীর মুখোমুখি হওয়া। এবং অবিশ্বাসীর উচিত তার ভেতর যে নীরব বিশ্বাসী রয়েছে তাকে সামনে নিয়ে আসা। ইনসান-ই-কামিল, অর্থাৎ নিখুঁত মানবে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই*

BanglaBook.org

প্রয়োজন হয় বিশ্বাসের। আর সেই বিশ্বাস চলে তারই বিপরীতের পাশাপাশি; যার নাম অবিশ্বাস।

ধৈর্যের শেষ বিন্দুটাও উধাও হয়ে গেল আমার মধ্য থেকে।

'শোনো, এসব সুফি কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে। তাছাড়া, তোমার কথা আমি কেন শুনতে যাব? সব তো তোমারই দোষ! ইচ্ছে করলেই শামসকে দামেস্কে রেখে ফিরে আসতে পারতে তুমি। কেন তাকে নিয়ে এলে এখানে? কখনও যদি কোনো ঝামেলা হয়, এবং আমি নিশ্চিত যে তা হবেই; তাহলে তোমাকেই দায়ী করা হবে তখন।'

ভয়ার্ত হয়ে উঠল আমার ভাইয়ের চেহারা। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না সে। এবং তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে জীবনে প্রথমবারের মতো আমাকে ভয় পাচ্ছে সুলতান ওয়ালাদ, বোঝার চেষ্টা করছে যে আমি কি কি করতে পারি। অনুভূতিটা অদ্ভুত কষ্টের, কিন্তু একই সাথে দারুণ সুখদায়কও বটে।

ইরশাদের বাড়ির দিকে এগোনোর পথে অলিগলি ধরে হাঁটতে লাগলাম আমি, যে সব রাস্তায় লোকজন কম। চাই না যে আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি কেউ দেখে ফেলুক। কেবল একটা দৃশ্যই অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায় শামস আর কিমিয়া একই বিছানায় শুয়ে আছে। শামসের কড়া পড়া, নোংরা হাতগুলো কিমিয়ার ধবধবে সাদা, পরিষ্কার ত্বকের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে–ভাবতেই পাক দিয়ে উঠল আমার পেটের ভেতর, বমি উঠে আসতে চাইল।

আমি বুঝে গেছি, ফেরার আর কোনো পথ নেই। কাউকে না কাউকে কিছু করতেই হবে।

BanglaBook.org

কিমিয়া

কোনিয়া, ডিসেম্বর ১২৪৭

বর আর কনে আমরা। অন্তত তেমনই তো হওয়া উচিত। আমাদের বিয়ের পর সাত মাস হয়ে গেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমার স্বামী একবারও আমার সাথে ঘুমাতে আসেনি। মানুষের কাছ থেকে কঠিন সত্যটা লুকিয়ে রাখার যতই চেষ্টা করি না কেন, কেবলই মনে হয় যে সবাই সব কিছু জেনে গেছে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, সত্যটা আমার চেহারাতেই লেখা হয়ে গেছে কি না। আমার দিকে কেউ তাকালেই হয়তো বুঝে ফেলবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলি, যখন বাগানে কাজ করি, অথবা বাজারে কেনাবেচা করার সময় দোকানীর সাথে দরদাম করতে হয়, তখনও নিশ্চয়ই তারা এক নজরেই বুঝে ফেলে যে বিয়ে হলেও এখনও কুমারীই রয়ে গেছি আমি।

শামস যে কখনও আমার ঘরে আসে না তা কিন্তু নয়। আসে। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যের দিকে গল্প করতে আসে আমার ঘরে। প্রতিবারই ভেতরে ঢোকার আগে অনুমতি চায়। আর আমিও তাকে একই জবাব দিই প্রতিবার।

'কোনো অসুবিধে নেই,' বলি আমি। 'তুমি তো আমার স্বামী।'

তারপর আবার সারা দিন তার জন্য অপেক্ষা করি আমি, মনে মনে আশা করি যে আজ হয়তো আমাদের বিয়েটা তার পূর্ণতা পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সে আমার ঘরে আসে, তখন কেবল আমার পাশে বসে গল্প করা ছাড়া আর কোনো দিকেই আগ্রহ দেখা যায় না তার মধ্যে। আমার সাথে বসে বই পড়তেও ভালোবাসে সে। *লায়লা মজনু, শিরি ফরহাদ, ইউসুফ জুলেখা, গোলাপ ও বুলবুলি* সহ অনেকগুলো গল্প পড়ে শেষ করেছি আমরা—প্রেমিকদের গল্প, যারা সকল বাধাকে অগ্রাহ্য করে পরস্পরকে ভালোবেসে গেছে। গল্পের চরিত্রগুলোর শক্তি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব সত্ত্বেও তাদের কেমন যেন একঘেয়ে লাগে আমার কাছে, আরও বিষন্ন হয়ে ওঠে মন। হয়তো ভেতরে ভেতরে আমি জানি বলেই যে এমন ভালোবাসার স্বাদ কখনই আমার ভাগ্যে জুটবে না।

যখন বই না পড়া হয়, তখন ইসলামের পথের ভবঘুরে সাধকদের তৈরি ভালোবাসার চল্লিশ নীতি নিয়ে আলোচনা করে শামস—তার মতে যা

BanglaBook.org

ভালোবাসার ধর্মের প্রধান ভিত্তি। একবার একটা নীতি বুঝিয়ে বলতে বলতে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল সে। আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এসেছিল তার চোখ, নেমে এসেছিল কণ্ঠস্বর। আমার আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার লম্বা চুলের ভেতরে, তার কপালে চুমো খেয়েছিল আমার ঠোঁট। মনে হয়েছিল যেন অনন্তকাল পর চোখ খুলেছিল সে। তারপর আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চুমো খেয়েছিল। আমাদের মাঝে এটাই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। আজ পর্যন্ত তার শরীর আমার কাছে এক অজানা মহাদেশ, এবং আমার শরীরও তার কাছে তাই।

এই সাত মাসে আমিও বেশ কয়েকবার তার কামরায় গিয়েছি। কিন্তু প্রতিবার যাওয়ার আগে কেঁপে উঠেছে আমার বুক, কারণ জানি না যে আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবে সে। শামসের মেজাজ কখন কেমন থাকে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। মাঝে মাঝে অত্যন্ত উষ্ণ, ভালোবাসাপূর্ণ হয়ে ওঠে তার আচরণ, সব দুঃখ ভুলে যাই আমি। কিন্তু কখনও কখনও দারুণ বদমেজাজীও হয়ে উঠতে পারে সে। একবার তো দড়াম করে আমার মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা, চিৎকার করে বলেছিল যে এখন সে একা থাকতে চায়। আমি বুঝে গেছি যে এসব আচরণে মন খারাপ করলে চলবে না। সেই সাথে এটাও শিখে নিয়েছি যে গভীর ধ্যানে থাকার সময় কখনও বিরক্ত করা যাবে না তাকে।

বিয়ের পর বেশ কয়েক মাস আমি ভান করেছি যেন আমার কোনো অসুবিধে নেই। অন্যদের চাইতে নিজের সাথেই যেন অভিনয়টা বেশি করতে হয়েছে আমাকে। শামসকে স্বামী হিসেবে না দেখে অন্য সব উপায়ে দেখার জন্য নিজেকে বাধ্য করেছি আমি বন্ধু, আত্মার সঙ্গী, শিক্ষক, সাথী, এমনকি ছেলে হিসেবে পর্যন্ত। যে দিন তার মেজাজ যে রকম থাকে তার উপর ভিত্তি করে তাকে নিজের কল্পনা অনুযায়ী এক এক রূপে সাজিয়ে নিই আমি।

কিছু দিন এভাবে ভালোই চলে গেল। খুব বেশি কিছু আশা না করে কেবল আমাদের গল্প করার সময়টুকুর জন্যেই বসে থাকতাম আমি। যখন ভাবতাম যে আমার চিন্তাভাবনাকে সে পছন্দ করে, আরও সৃষ্টিশীল উপায়ে চিন্তা করার জন্য উৎসাহ দেয়–তখন খুব ভালো লাগত। তার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখলাম আমি, এবং বুঝতে পারলাম যে আমিও তাকে পারিবারিক জীবনের আনন্দের মতো কিছু কিছু জিনিস শেখাতে পারি, যার স্বাদ সে কোনো দিন পায়নি। আমি ওকে যেভাবে হাসাতে পারি, সেভাবে আর কেউ কোনো দিন পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু এটা তো যথেষ্ট নয়। আমি যাই করি না কেন, মন থেকে এই চিন্তাটা সরাতে পারি না যে আমাকে সে ভালোবাসে না। শামস আমাকে পছন্দ করে, আমার ভালো চায়–এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু এটা তো

BanglaBook.org

ভালোবাসার ধারে কাছেও আসতে পারে না। চিন্তাটা এতই ভয়ানক যে দিনে রাতে আমাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়, শরীর আর মনকে দুর্বল করে দেয়। মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়তে লাগলাম আমি, বন্ধু বা প্রতিবেশী সবার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। এখন আর কারও সাথে কথা বলতেই ভালো লাগে না আমার, তার চেয়ে সারা দিন নিজের ঘরে বসে থাকি, কথা বলি মৃত মানুষদের সাথে। জীবিত মানুষদের মতো মৃতেরা কখনও কারও দোষ গুণ বিচার করতে যায় না।

মৃত ব্যক্তিদের আত্মা ছাড়া আর একজন মাত্র বন্ধু আছে আমার মরুগোলাপ।

সমাজের কাছ থেকে আমরা দুজনই নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছি, ফলে আমাদের বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মরুগোলাপ এখন একজন সুফি। একাকী জীবনযাপন করে সে, গণিকালয়ের সেই জীবনের আর কোনো চিহ্ন নেই তার মাঝে। একবার আমি ওকে বলেছিলাম, ওর সাহস এবং জীবনকে নতুন করে শুরু করার ইচ্ছা দেখা আমার হিংসা হয়।

মাথা নেড়েছিল সে। বলেছিল, 'আমি তো জীবনকে নতুন করে শুরু করিনি। বরং মৃত্যুর স্বাদ পাওয়া হয়ে গেছে আমার। শুধু নির্ধারিত সময়ের একটু আগে, এই যা।'

•••

আজ অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে মরুগোলাপের সাথে দেখা করতে গেলাম আমি। ঠিক করে রেখেছিলাম যে সম্পূর্ণ শান্তভাবে কথা বলব ওর সাথে, কিন্তু ওর ঘরে ঢোকার সাথে সাথে কি যেন হয়ে গেল আমার। কান্না আর থামাতে পারলাম না আমি।

'কিমিয়া, কি হয়েছে তোমার?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ও।

'আমার খুব খারাপ লাগছে,' স্বীকার করতে বাধ্য হলাম আমি। 'তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'অবশ্যই,' বলল ও। 'কি সাহায্য, বলো?'

'শামসের কথা বলছি... সে আমার কাছে আসে না... মানে, ওইভাবে আসে না,' কথাগুলো বলতে গিয়ে বারবার জড়িয়ে যেতে লাগল আমার গলা। তবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম। 'আমি নিজেকে আরও সুন্দরী করে তুলতে চাই। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও কিভাবে কি করতে হবে।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলল মরুগোলাপ, অনেকটা যেন দীর্ঘশ্বাস। 'আমি তো শপথ নিয়েছি, কিমিয়া,' ক্লান্ত সুরে বলল ও। 'সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে এসব ব্যাপার থেকে দূরে সরে থাকব, একজন নারী যে সব উপায়ে পুরুষকে আনন্দ দিতে পারে সেগুলোর কথা এমনকি চিন্তাও করব না।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তুমি তো তোমার শপথকে ভঙ্গ করতে যাচ্ছ না। শুধু আমাকে সাহায্য করো, তাহলেই হবে,' অনুনয় করলাম আমি। 'শামসকে খুশি করার উপায় জানতে হবে আমার।'

'শামস একজন অন্য ধরনের মানুষ,' গলা নামিয়ে বলল মরুগোলাপ, যেন ভয় পাচ্ছে যে কেউ শুনে ফেলবে তার কথা। 'আমার মনে হয় না এভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। আর কাজটা ঠিক হবে বলেও আমি মনে করি না।'

'কিন্তু সে তো একজন পুরুষ, তাই না?' বললাম আমি। 'সব পুরুষই তো আদমের সন্তান, এবং রক্তমাংসের তৈরি। অন্য রকম হোক আর যাই হোক, আমাদের সবাইকেই তো শরীর দিয়ে পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে। শামসেরও একটা শরীর আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...' কথা শেষ না করে তসবি তুলে নিল মরুগোলাপ, ব্যস্ত আঙুলে নাড়াচাড়া করতে লাগল সেটা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে তার মন।

'একটু ভেবে দেখো,' আবারও মিনতির সুরে বললাম আমি। 'তুমি ছাড়া আর কারও কাছে সাহায্য চাইবার উপায় নেই আমার। সাত মাস হয়ে গেছে। প্রতি সকালে বুকের উপর পাথর নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠি আমি, আর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমাতে যাই রাতের বেলা। এভাবে চলতে পারে না। আমার স্বামীর মন জয় করতেই হবে আমাকে!'

আর কিছু বলল না মরুগোলাপ। মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে ফেললাম আমি, তারপর ওর মুখটা দুই হাতে ধরে আমার দিকে ঘুরিয়ে বললাম, 'সত্যি করে বলো তো। আমি কি আসলেই খুব কুৎসিত?'

'মোটেই না, কিমিয়া। তুমি খুব সুন্দরী একটা মেয়ে।'

'তাহলে সাহায্য করো আমাকে। শিখিয়ে দাও কিভাবে পুরুষের মন জয় করতে হয়,' জোর করলাম আমি।

'পুরুষের মন জয় করতে গিয়ে অনেক মেয়ে এত দূর চলে যায় যে তারা নিজেকেও হারিয়ে ফেলে, কিমিয়া,' গম্ভীর গলায় বলল মরুগোলাপ।

'তা হোক,' জবাব দিলাম আমি। 'যত দূর যাওয়ার দরকার হয় আমি যাব।'

BanglaBook.org

মরুগোলাপ

কোনিয়া, ডিসেম্বর ১২৪৭

বিমর্ষ চিত্তে আমার কামরায় হাজির হলো কিমিয়া, কান্নায় ভারি হয়ে ওঠা গলায় সাহায্য চাইল আমার কাছে। যতক্ষণ না আমি বললাম যে তাকে সাহায্য করব ততক্ষণ আমার পাশ থেকে উঠল না ও। কিন্তু ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েও অন্তরের গভীরে বুঝতে পারছিলাম, এটা একেবারেই পণ্ডশ্রম হতে যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম, ওর দাবির কাছে হার মানা কখনও উচিত হয়নি আমার। এমনটা যে ঘটতে পারে সেটা আরও আগে ধরতে পারিনি কেন ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম নিজের উপরেই। তীব্র অপরাধবোধে ভুগতে ভুগতে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ঘটনাপ্রবাহ যে এমন দিকে মোড় নিতে পারে সেটা কেন বুঝিনি আগে?

কিন্তু যে দিন আমার কাছে ও কাঁদতে কাঁদতে সাহায্য চাইতে এল, সে দিন ওকে ফিরিয়ে দেয়ার কোনো উপায় দেখলাম না আমি।

'দয়া করে শেখাও আমাকে,' মিনতি করতে লাগল ও। হাত দুটো অসহায় ভঙ্গিতে কোলের উপর ভাঁজ করে রাখা, ঠিক যেভাবে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে ও। সব আশা হারিয়ে ফেলাই এখন স্বাভাবিক ওর, তবুও কণ্ঠস্বরে এখনও সেই আশার ছোঁয়া।

কি এমন ক্ষতি হবে ওর কথা শুনলে? করুণায় ভরে ওঠা মন নিয়ে ভাবলাম আমি। নিজের স্বামীকেই তো খুশি করতে চাইছে ও, কোনো অচেনা মানুষকে নয়! আর তার পেছনে কারণ শুধু একটাই ভালোবাসা। এ থেকে কি কখনও ভুল কোনো কিছুর জন্ম হতে পারে? ওর ভালোবাসা হয়তো অনেক বেশি তীব্র, কিন্তু তা তো অবৈধ বা অপরাধ নয়!

আমার ভেতর থেকে কেউ একজন সাবধান করে দিতে চাইল, বলতে চাইল যে সামনে ফাঁদ পাতা আছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যখন ফাঁদ পাতেন, তখন শিকারের সাধ্য কি তা এড়িয়ে যায়? তাই নিশ্চিন্তে সেই ফাঁদে পা দিলাম আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম যে কিমিয়াকে সাহায্য করব। গ্রামের সেই ছোট্ট মেয়ে কিমিয়া, যার কাছে রূপচর্চার সংজ্ঞা হচ্ছে হাতে মেহেদী দেয়া, আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

আমি ওকে শেখালাম কিভাবে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় এবং মোহনীয় করে তুলতে হবে। অত্যন্ত আগ্রহী ছাত্রী ও, শিখতে উদগ্রীব। ওকে দেখালাম কিভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করতে হবে সুগন্ধী পানিতে। কিভাবে মিষ্টি গন্ধের তেল এবং মিশ্রণ দিয়ে মসৃণ করে তুলতে হবে ত্বক, চামড়ায় লাগাতে হবে দুধ আর মধুর মিশ্রণ। চুলের সাথে বেঁধে রাখার জন্য অ্যাম্বারের দানা দিলাম ওকে, যাতে ওর মাথায় দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ তৈরি হয়। নানা রকম তেলের সঠিক ব্যবহার শেখালাম ওকে, দেখিয়ে দিলাম যে রাতে ঠিক কোন ধূপগুলো জ্বালাতে হবে। তারপর দেখালাম কি করে ঝকঝকে সাদা করে তুলতে হয় দাঁত, হাত আর পায়ের নখ কিভাবে রাঙিয়ে তুলতে হয় মেহেদীর রঙে। কিভাবে চোখ এবং ভ্রূতে দিতে হয় কাজল, লাল করে তুলতে হয় ঠোঁট আর গাল, চুলকে করে তুলতে হয় রেশমি এবং ঘন কালো, স্তনকে করে তুলতে হয় আরও উন্নত। ওকে নিয়ে বাজারে গেলাম আমি, তারপর অতীতে আমার পরিচিত ছিল এমন একটা দোকান থেকে কিনে দিলাম সব কিছু। এ ছাড়াও ওর জন্য রেশমের পোশাক এবং অন্তর্বাসও কিনে দিলাম, যেগুলো এর আগে কোনো দিন পরা তো দূরে থাক, চোখেই দেখেনি কিমিয়া।

তারপর ওকে শেখালাম, কিভাবে পুরুষের সামনে নাচতে হবে, কিভাবে সৃষ্টিকর্তার দেয়া এই শরীরকে ব্যবহার করতে হবে। দুই সপ্তাহের পরিশ্রমের পর অবশেষে সম্পূর্ণ হলো ওর প্রস্তুতি।

সে দিন বিকালে শামস তাবরিজির জন্য কিমিয়াকে সাজিয়ে দিলাম আমি, যেভাবে মেষপালক তার উৎসর্গের মেষকে সাজিয়ে নেয় সুন্দরভাবে। প্রথমে গরম পানিতে গোসল করল ও, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করল শরীর, তেল দিল চুলে। তারপর ওকে পোশাক পরতে সাহায্য করলাম আমি। এমন সব পোশাক পরল যেগুলো একজন নারী কেবল তার স্বামীর জন্যই পরতে পারে, এবং সেটাও জীবনে একবার-দুবারের বেশি নয়। চেরি ফলের রঙের একটা অন্তর্বাস আর গোলাপি ঢিলে জামা বাছাই করলাম আমি, যাতে পদ্মের নকশা আঁকা। ওর বুকের আভাস পাওয়া যেতে লাগল জামার ভেতর থেকে। সব শেষে প্রচুর পরিমাণে প্রসাধন লাগিয়ে দিলাম ওর মুখে। কাজ শেষ হতে কপালে পরিয়ে দিলাম মুক্তার তৈরি একটা টিকলি। এত সুন্দর লাগছে ওকে, আমি নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

যখন আমাদের প্রস্তুতি শেষ হলো, তখন আর কিমিয়াকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও অনভিজ্ঞ, ভীরু একটা মেয়ে; বরং মনে হতে লাগল ভালোবাসা আর কামনায় ভরে ওঠা পরিপূর্ণ এক নারী। এমন এক নারী যে তার দয়িতের জন্য যে কোনো কিছু করতে পারে, যে কোনো মূল্য দিতে পারে। ওকে দেখতে দেখতেই কোরআনে পড়া ইউসুফ জোলেখার সম্পর্কে বলা কথাগুলো মনে পড়ল আমার।

BanglaBook.org

জুলেখার মতোই কিমিয়াও আকৃষ্ট হয়েছে এমন এক পুরুষের প্রতি যে তার আহবানে কোনো ভাবেই সাড়া দিচ্ছে না। শহরের মেয়েরা যখন জুলেখার সম্পর্কে নানা রকম গুজব রটাচ্ছিল, তখন একদিন তাদের সবাইকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানাল জুলেখা। *প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি তুলে দিল সে; এবং (ইউসুফকে) বলল, "বেরিয়ে এসো।" যখন মেয়েরা ইউসুফকে দেখল, তখন তারা বিমোহিত হয়ে গেল, এবং (বিস্ময়ের চোটে) ছুরি দিয়ে তাদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, "সৃষ্টিকর্তা আমাদের রক্ষা করুন! এ তো কোনো সাধারণ মানুষ নয়, বরং স্বর্গের দেবদূত।"*

ইউসুফকে এত ভালোবাসার জন্য কেউ কি জুলেখাকে দোষ দিতে পারে?

●●●

"কেমন লাগছে আমাকে?" ঘোমটা পরে নেয়ার আগে দ্বিধান্বিত গলায় প্রশ্ন করল কিমিয়া। দরজা খুলে এখনই বের হবে ও।

'অসাধারণ লাগছে তোমাকে,' বললাম আমি। 'তোমার স্বামী শুধু আজই প্রেম করবে না তোমার সাথে, বরং আগামীকাল আবার ফিরে আসবে।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কিমিয়া, টুকটুকে লাল হয়ে উঠল ওর গালদুটো। হেসে ফেললাম আমি। এক মুহূর্ত নীরবতার পর ও নিজেও আমার সাথে হাসিতে যোগ দিল। সেই হাসি দেখে সূর্যের আলোর মতো উষ্ণতায় ভরে উঠল আমার ভেতরটা।

নিজের কথার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেই বলেছি আমি, নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে শামসের মন জয় করতে পারবে ও। ফুল যেভাবে মৌমাছিকে আকর্ষণ করে, শামসও একইভাবে আকর্ষিত হবে ওর প্রতি। কিন্তু দরজা খুলে বাইরে পা রাখার আগে কিমিয়া যখন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল, তখন হঠাৎ করেই অশুভ একটা সম্ভাবনার চিহ্ন দেখা দিল আমার মনের ভেতর। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন সাবধান করে দিয়ে বলল, খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে কিমিয়াকে থামালাম না আমি। যদিও সেটাই উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল আমার, কি হতে যাচ্ছে। যত দিন বেঁচে থাকব, এর জন্য কোনো দিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না আমি।

BanglaBook.org

কিমিয়া

কোনিয়া, ডিসেম্বর ১২৪৭

ব্যর্থ ভালোবাসার বেদনা কতখানি, তা কি কখনও জেনেছে শামস তাবরিজি? ভালোবাসা সম্পর্কে হয়তো অনেক কিছুই জানা আছে তার, কিন্তু কখনও কি কেউ তাকে বুঝিয়েছে যে ভালোবাসার প্রতিদান না পাওয়া গেলে কত কষ্ট পেতে হয়?

মরুগোলাপ যে সন্ধ্যায় আমাকে সাজিয়ে দিল, দারুণ উত্তেজিত হয়েছিলাম আমি, অজানা এক সাহস বোধ করছিলাম নিজের ভেতর। শরীরের সাথে রেশমি পোশাকের মৃদু ঘর্ষণ, সুগন্ধীর সুবাস, জিভের ডগায় গোলাপ পাপড়ির স্বাদ–সব কিছু কেমন যেন অস্বস্তি তৈরি করছিল, আবার সাহসও বাড়িয়ে দিচ্ছিল বহু গুণে। নিজের কামরায় ফিরে এসে একটা আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম আমি। দুধের মতো ধবধবে সাদা হয়ে ওঠেনি আমার চামড়া, যতটা ভেবেছিলাম ততটা উন্নতও হয়ে ওঠেনি বুক। কিন্তু তারপরেও মানতে বাধ্য হলাম, সুন্দর লাগছে আমাকে দেখতে।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর নিজেকে জড়িয়ে নিলাম একটা লম্বা, ভারি শালে, এবং পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম শামসের কামরার দিকে।

'কিমিয়া, তুমি? এত রাতে?' দরজা খুলেই বলে উঠল শামস।

'তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করল,' বললাম আমি, তারপর ভেতরে ঢোকার জন্য শামসের আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়লাম। 'দরজাটা বন্ধ করে দেবে?'

বিভ্রান্ত হয়ে উঠল শামসের চেহারা, তবে আমার কথা শুনল সে।

কামরায় আমরা দুজন একাকী হওয়ার পর সাহস সঞ্চয় করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে গেল আমার। তারপর শামসের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম আমি, এবং এক টানে সরিয়ে ফেললাম শালের আবরণ। তারপর খুলে ফেললাম গায়ের জামাটাও। প্রায় সাথে সাথেই আমার শরীরের উপর শামসের হতচকিত দৃষ্টি অনুভব করতে পারলাম আমি। ঘাড় থেকে শুরু করে পিঠ, ক্রমে পায়ে নেমে গেল তার চোখের দৃষ্টি; যেখানেই

BanglaBook.org

স্পর্শ করল সেখানেই যেন উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু খুব দ্রুতই সেই উষ্ণতার জায়গা দখল করল অদ্ভুত এক শীতলতা। পুরো কামরায় কোনো শব্দ নেই, নিস্তব্ধতা যেন বরফের চাদর হয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে আমাকে। ভয় আর উদ্বেগে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল আমার। তবুও যেন স্বর্গের অপ্সরীদের মতোই শামসের সামনে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি, নড়লাম না একটুও।

জানালার বাইরে শহরের অলিগলিতে বয়ে চলেছে নিঃসঙ্গ, পাগল বাতাস। কান পেতে তার হাহাকার শুনতে লাগলাম আমরা।

'এসব কি করছ তুমি?' এক সময় ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

নিজের কণ্ঠ থেকে শব্দ বের করতে বেশ বেগ পেতে হলো আমাকে। তবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম, 'আমি তোমাকে চাই।'

আমার পেছন থেকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল শামস, ঠিক আমার চোখের দিকে তাকাল। হাঁটু দুর্বল হয়ে এল আমার, তবুও একটুও নড়লাম না আমি তার বদলে বরং এক পা এগিয়ে গেলাম সামনে, তার শরীরের সাথে চেপে ধরলাম নিজেকে। নিজের শরীর থেকে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে চাইলাম তার মাঝে, ঠিক যেভাবে মরুগোলাপ শিখিয়েছে আমাকে। তার বুকে হাত রাখলাম, ফিসফিস করে বললাম ভালোবাসার কথা। তার শরীরের গন্ধ টেনে নিলাম বুক ভরে, সেই সাথে পিঠের উপর কাটলাম নখের আলতো আঁচড়।

যেন জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শ পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে ঝাঁকি দিয়ে উঠল শামস, সরে গেল আমার কাছ থেকে। 'তুমি বলছ যে তুমি আমাকে চাও। অথচ তুমি আসলে চাইছ শুধু নিজের আহত অহংকারের গায়ে মলম লাগাতে।'

তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম আমি। মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম আমার জিভ, নাড়াতে শুরু করলাম এদিক ওদিক। মরুগোলাপ আমাকে বলেছে, 'চুমো খাওয়ার সময় পুরুষরা এটা খুব পছন্দ করে, কিমিয়া।'

কালো জামের মতো স্বাদ পেলাম তার ঠোঁটে, একই সাথে মিষ্টি আবার কটু। কিন্তু যখনই আনন্দের একটা শিখা আমাদের মাঝে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে, সেই মুহূর্তে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল শামস।

'তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি আমি, কিমিয়া,' বলল সে। 'দয়া করে বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।'

তার কথাগুলো অত্যন্ত কড়া শোনাতে পারে, কিন্তু সেগুলো উচ্চারণ করার সময় তার মুখে কোনো অনুভূতির ছোঁয়া দেখলাম না আমি। কোনো রাগ নেই, বিরক্তি নেই। তার কথাগুলোর ধার, নাকি তার মুখের অভিব্যক্তিহীনতা–কোনটা আমাকে বেশি কষ্ট দিল আমি বলতে পারব না।

জীবনে কখনও এত অসহায়, অপমানিত বোধ করিনি আমি। ঝুঁকে এসে আমার জামাটা তুলে নিলাম মেঝে থেকে। দেখলাম, আমার হাত এত বেশি

BanglaBook.org

কাঁপছে যে পিচ্ছিল কাপড়ের তৈরি জামাটা ধরে রাখতে পারছি না আঙুলে। তাই এবার শালটা তুলে নিয়ে জড়িয়ে নিলাম আমার গায়ে। চোখে পানি নিয়ে সেই অর্ধনগ্ন অবস্থাতেই দৌড়ে বের হয়ে এলাম শামসের কামরা থেকে। শামসের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে; দূরে সরে যেতে হবে সেই ভালোবাসার কাছ থেকে, যার অস্তিত্ব আছে কেবল আমার কল্পনায়।

●●●

এর পর আর কখনও শামসকে দেখিনি আমি। নিজের ঘর থেকে বের হওয়াই বন্ধ করে দিলাম, সমস্ত দিন কাটাতে লাগল বিছানায় শুয়ে শুয়ে। বাইরে যাওয়ার শক্তি হয়তো ছিল শরীরে, কিন্তু ইচ্ছা হারিয়ে ফেললাম। এক সপ্তাহ কেটে গেল, আরেক সপ্তাহ। তারপর দিনের হিসাব রাখা বন্ধ করে দিলাম আমি। শরীর থেকে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। কেবল আমার হাতের তালুগুলোতেই মনে হতো যে প্রাণ আছে। শামসের হাতের স্পর্শ, তার চামড়ার উষ্ণতার স্মৃতি ধরে রেখেছে ওরা।

মৃত্যুরও যে গন্ধ আছে, তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি আমি। অদ্ভুত, কড়া একটা গন্ধ, অনেকটা আদা এবং ভাঙা পাইন ফলের মতো। ঝাঁঝালো, তেঁতো; তবে খারাপ বলা যাবে না। গন্ধটার সাথে আমি তখনই পরিচিত হলাম যখন সে আমার কামরার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, ঘন কুয়াশার মতো জড়িয়ে ধরতে শুরু করল আমাকে। প্রচণ্ড জ্বর এলো আমার, প্রলাপ বকতে লাগলাম। লোকজন দেখতে এল আমাকে। প্রতিবেশীরা, বন্ধুরা। বিছানার পাশে বসে থাকে কেরা। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছে তার, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আরেক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে গেভার, মুখে লেগে থাকে সেই বিষণ্ন, মৃদু হাসি।

'মরুক ওই শয়তান দরবেশটা,' এক দিন বলল সাফিয়া। 'মনের দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বেচারি। সব শুধু তার কারণে!'

কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু মুখ থেকে কোনো শব্দ বের করতে পারলাম না।

'তার সম্পর্কে এমন কথা কিভাবে বলো তুমি?' সাফিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল কেরা। 'সে তো একজন দরবেশ মাত্র, সৃষ্টিকর্তা তো নয়। মরণশীল মানুষের উপর অনেক বেশি ক্ষমতা আরোপ করছ তুমি।'

কিন্তু কেরার কথা শুনল না কেউ, আর আমিও কাউকে কিছু বোঝাতে পারলাম না। তবে এমনিতেও খুব তাড়াতাড়িই আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কথায় কিছু যায় আসে না, ফলাফল সেই একই থাকবে। মানুষ যারা শামসকে পছন্দ করে না তারা আমার অসুস্থতাকে ধরে নিয়েছে শামসকে অপছন্দ করার আরও একটি অযুহাত হিসেবে, আর কিছু নয়। অথচ আমি যে চাইলেও তাকে অপছন্দ করতে পারি না।

BanglaBook.org

খুব তাড়াতাড়িই এক অদ্ভুত শূন্যতা এসে ঘিরে ধরল আমাকে। আমার চারপাশে সব রঙ এখন পরিণত হয়েছে বিষণ্ন সাদায়, সব শব্দকে মনে হয় একঘেয়ে গুঞ্জন। মানুষের চেহারা এখন আর আলাদা করতে পারি না আমি, যে কারও কথাকে মনে হয় বহু দূর থেকে ভেসে আসা শোঁ শোঁ শব্দ।

জানি না, আমার এই অবস্থায় শামস তাবরিজি কখনও আমাকে দেখতে এসেছিল কি না। হয়তো আসেনি। হয়তো আসতে চেয়েছিল, কিন্তু কামরার ভেতরে থাকা মহিলারা তাকে ঢুকতে দেয়নি। অথবা কে জানে, হয়তো এসেছিল সে, আমার বিছানার পাশে বসেছিল। দীর্ঘ সময় নে বাজিয়ে শুনিয়েছিল আমাকে, আমার হাত ধরে রেখেছিল, প্রার্থনা করেছিল আমার আত্মার জন্য। এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করে আমার।

তবে যেমনই হোক না কেন, কি আসে যায় তাতে? এখন আর তার উপর রাগ নেই আমার, ক্ষোভও নেই। কিভাবে থাকবে, আমি নিজে যখন এক বিশুদ্ধ চেতনার স্রোতে ভাসতে শুরু করেছি?

সৃষ্টিকর্তার দয়া আর মমতা কি অসীম! সব কিছুর ব্যাখ্যা আছে তার কাছে, যার মূল নিয়ন্তা হচ্ছে ভালোবাসার এক নিখুঁত জাল। রেশমি পোশাক আর সুগন্ধী ঘোমটা পরে শামসের কামরায় যাওয়ার দশ দিন পর, অসুস্থ হয়ে পড়ার দশ দিন পর আমি ডুব দিলাম এক অস্তিত্বহীনতার এক বিশুদ্ধ নদীতে। মনের আনন্দে সেখানে সাঁতার কাটলাম আমি। মনে হলো, কোরআনের চতুর্থ স্রোত বোধহয় এমনই হবে–অনন্তে ঝাঁপ দেয়ার মতো!

সেই স্রোতই আমাকে পার করে দিল জীবন আর মৃত্যুর সীমানা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এলা

বোস্টন, ৩ জুলাই, ২০০৮

বোস্টনকে এর আগে কখনও এত বেশি উজ্জ্বল, রঙিন মনে হয়নি, ভাবল এলা। এই শহরের সৌন্দর্য কি আগে কখনও ধরা দেয়নি ওর চোখে? পাঁচ দিন বোস্টনে কাটিয়েছে আজিজ। প্রতি দিন এলা নর্দাম্পটন থেকে গাড়ি নিয়ে বোস্টন চলে এসেছে শুধু তার সাথে দেখা করতে। লিটল ইটালিতে খুব সস্তা, সাধারণ খাবার দিয়ে লাঞ্চ করেছে ওরা, মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টসে বেড়াতে গেছে, বোস্টন কমন এবং ওয়াটারফ্রন্টের রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়িয়েছে দীর্ঘ সময়, অ্যাকুয়ারিয়ামে গেছে তিমি মাছ দেখতে, সেই সাথে হার্ভার্ড স্কয়ারে ছোট্ট, ব্যস্ত ক্যাফেগুলোতে খেয়েছে কাপের পর কাপ কফি। স্থানীয় খাবারের রেসিপি থেকে শুরু করে ধ্যানের নানা রকম পদ্ধতি, আদিবাসী শিল্প, গথিক উপন্যাস, বার্ড-ওয়াচিং, বাগান করা, সেরা টমেটো চাষের উপায়, এমনকি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া পর্যন্ত নানা রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে ওরা। দুজনের চিন্তাধারা এত বেশি মিলে গেছে যে অসংখ্যবার পরস্পরের মুখের অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছে আরেক জন। আর কারও সাথে কখনও এত বেশি কথা বলেছে বলে এলার মনে পড়ে না।

রাস্তায় যখন হেঁটে বেড়িয়েছে তখন যেন পরস্পরের মধ্যে কোনো রকমের স্পর্শ না ঘটে সে জন্য সতর্ক থেকেছে দুজনই। কিন্তু দেখেছে, ধীরে ধীরে কাজটা যেন আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ভুলগুলো এক সময় মজা লাগতে শুরু করেছে, ইচ্ছাকৃত ভুলে আজিজের হাত ছুঁয়ে দেয়ার সুযোগ খুঁজতে শুরু করেছে এলা। অদ্ভুত এক সাহসে ভর করে রেস্টুরেন্টে, রাস্তায় আজিজের হাত ধরেছে এলা, চুমো খেয়েছে তার ঠোঁটে। লোকজন তাদের দেখছে এটা বোঝার পরেও ওর কোনো দ্বিধা জাগেনি, বরং মনে হয়েছে যেন এটাই ও চাইছিল। বেশ কয়েকবার একই সাথে হোটেলে ফিরে এসেছে ওরা। প্রতিবারই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রায় কাছাকাছি গিয়েও আবার থেমে গেছে দুজন।

আজিজ যে দিন আমস্টারডামে ফিরে যাবে সে দিন সকালে তার কামরায় বসে ছিল দুজন। সামনে রাখা ছিল আজিজের স্যুটকেসটা, যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে যে বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত।

BanglaBook.org

‘তোমাকে একটা কথা বলা দরকার আমার,’ বলল এলা। ‘ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই ভাবছি আমি।’

একটা ভ্রূ উঁচু করল আজিজ, বোঝা গেল যে এলার কণ্ঠস্বরের হঠাৎ পরিবর্তন তার কান এড়ায়নি। তারপর বলল, ‘আমিও তোমাকে একটা ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই, এলা।’

‘ঠিক আছে, তুমিই আগে বলো তাহলে।’

‘না, তুমি বলো।’

মুখে মৃদু হাসি ধরে রেখেই চোখ নামিয়ে নিল এলা, ভাবছে যে কথাগুলো কিভাবে বলবে। শেষ পর্যন্ত বলতে শুরু করল ও। ‘তুমি বোস্টনে আসার আগে এক সন্ধ্যায় বাইরে খেতে গিয়েছিলাম আমি আর ডেভিড। তখন দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে। তোমার ব্যাপারে জানতে চাইছিল সে। আমাদের ইমেইলগুলো সে পড়েছে, আমি জানতাম না। কথাটা শুনে খুব রাগ হয়েছিল আমার, তবে সত্যটা গোপন করিনি আমাদের ব্যাপারে।’

এবার আজিজের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মুখ তুলে তাকাল এলা। ‘সোজা কথায় বলতে গেলে, আমি আমার স্বামীকে বলেছি যে আমি আরেকজন পুরুষকে ভালোবাসি।’

জানালার বাইরে রাস্তায় বেশ কয়েকটা ফায়ার ট্রাকের সাইরেন শোনা গেল হঠাৎ। এক মুহূর্তের জন্য সে দিকে চলে গেল এলার মনোযোগ। তবে কথাটা শেষ করল ও। ‘শুনতে হয়তো পাগলামি মনে হবে, স্বীকার করছি। কিন্তু ব্যাপারটা অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখেছি আমি। তোমার সাথে আমস্টারডামে আসতে চাই আমি, আজিজ।’

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল আজিজ, রাস্তার ব্যস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে রইল। দূরে একটা বিল্ডিং থেকে ধোয়া বের হতে দেখা যাচ্ছে–আকাশে ঝুলে আছে ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ। ভবনের মানুষগুলোর জন্য নীরবে প্রার্থনা করল সে। তারপর এক সময় যখন মুখ খুলল, মনে হলো পুরো শহরের মানুষকে উদ্দেশ্য করেই যেন কথাগুলো বলছে সে।

‘তোমাকে আমস্টারডাম নিয়ে যেতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো, এলা। কিন্তু তোমাকে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না আমি।’

‘মানে?’ বিভ্রান্ত গলায় প্রশ্ন করল এলা।

এবার জানালার কাছ থেকে সরে এল আজিজ, তারপর এলার পাশে বসে ওর হাতের উপর রাখল নিজের হাত। আনমনে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ‘তুমি যখন আমার কাছে প্রথম ইমেইলটা পাঠালে, তখন আমার জীবনের খুব অদ্ভুত একটা সময় চলছে।’

‘তুমি কি বলতে চাইছ যে তোমার জীবনে আর কেউ আছে...?’

BanglaBook.org

'না, না, তেমন কিছুই নয়,' মৃদু হাসল আজিজ। তারপর মিলিয়ে গেল হাসিটা। 'ওসব কিছু নয়। তোমাকে আমার জীবনের তিনটে পর্যায়ের কথা লিখেছিলাম আমি, মনে আছে? 'সুফি' শব্দের প্রথম তিনটে অক্ষরের সাথে পরিচয়ের কথা বলেছিলাম তোমাকে। চতুর্থ পর্যায়ের কথা কখনও জিজ্ঞেস করোনি তুমি, এবং আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেও তোমাকে বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। 'আই' অক্ষরের সাথে আমার পরিচয়ের গল্প। এখন কি সেটা শুনতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল এলা। যদিও এই সুন্দর মুহূর্তটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে এমন যে কোনো কিছুকেই ওর ভয় লাগছে। 'হ্যাঁ, আমি শুনতে চাই।'

●●●

জুলাই মাসের সেই দিনটায়, হোটেল রুমে বসে আমস্টারডামের ফ্লাইটে ওঠার কয়েক ঘণ্টা আগে আজিজ এলাকে বলল, ১৯৭৭ সালে কিভাবে সুফি জীবনযাত্রায় পদার্পন ঘটেছিল তার। নিজের নাম বদলে ফেলেছিল সে, এবং আশা করেছিল যে জীবনকে নতুন করে বদলে ফেলতে পারবে। তার পর থেকে ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে সে, আর অন্তরের গভীরে পরিণত হয়েছে এক ভবঘুরে দরবেশে। ছয় মহাদেশে বহু মানুষ বন্ধু হয়েছে তার, এমন সব মানুষ যারা তাকে নিজেদের পরিবারের অংশ হিসেবেই দেখে। যদিও পরে আর কখনও বিয়ে করেনি, তবে পুব ইউরোপে দুই এতিমের দত্তক পিতা হয়েছে সে। শামস তাবরিজির স্মরণে যে সূর্যাকৃতির লকেটটা তার গলায় পরেছিল সেটা আর কখনও খোলেনি। ভ্রমণ, বই পড়া, এবং সুফি দরবেশদের অনুসরণে মানুষকে শিক্ষা দেয়াকেই জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছে সে, সব কিছুর মাঝে খুঁজে পেয়েছে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির চিহ্ন।

তারপর, দুই বছর আগে নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে প্রথম জানতে পারল সে।

শুরুটা হয়েছিল বগলের নিচে ফুলে ওঠার মাধ্যমে। তবে সে যখন খেয়াল করল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। গুঁটির মতো ফুলে ওঠা জায়গাটা ছিল এক ধরনের ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, বা প্রাণঘাতী স্কিন ক্যান্সার। ডাক্তাররা বলেছিল যে দেখতে খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না, তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকটা পরীক্ষা করা লাগবে। এক সপ্তাহ পর খারাপ খবরটা দিয়েছিল তারা আজিজের শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছে ক্যান্সার, এমনকি তার ফুসফুসেও সংক্রমিত হয়েছে।

সে সময় তার বয়স ছিল বায়ান্ন। আজিজকে বলা হলো, পঞ্চান্ন বছরের বেশি বাঁচবে না সে।

BanglaBook.org

এলার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কিছু একটা বলতে চাইল ও। কিন্তু কথাগুলো বের হলো না ওর মুখ থেকে, হঠাৎ করেই যেন শুকিয়ে গেছে গলা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুই ফোঁটা পানি, তাড়াতাড়ি সেগুলো মুছে ফেলল ও।

ওদিকে কথা বলে চলেছে আজিজ, দৃঢ় কণ্ঠস্বরে তাড়াহুড়োর আভাস। বলল, এভাবেই জীবনের সম্পূর্ণ নতুন, এবং কিছু কিছু দিক দিয়ে চিন্তা করলে আরও সৃষ্টিশীল এক পর্যায়ে প্রবেশ করল সে। এখনও অনেক জায়গা তার দেখার বাকি, তাই প্রথমেই সেগুলো দেখার একটা পথ খুঁজে নিল নিজের জন্য। আমস্টারডামে একটা সুফি সংগঠন খুঁজে বের করল সে, সারা পৃথিবীতে যাদের যোগাযোগ আছে। শখের নে বাদক হিসেবে সুফি মিউজিশিয়ানদের সাথে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মিশর সহ অনেক জায়গায় কনসার্টে অংশ নিয়েছে সে, এমনকি স্পেনের কর্ডোবায় একদল ইহুদী এবং মুসলিম সাধকদের সাথে মিলে একটা অ্যালবামও বের করেছে। মরোক্কোয় ফিরে গিয়ে সেই আশ্রমে জীবনে প্রথমবারের মতো দেখা করেছে সত্যিকারের সুফিদের সাথে। অনেক আগেই মারা গেছেন মাস্টার সামিদ। তার কবরের পাশে বসে প্রার্থনা করেছে আজিজ, চিন্তা করেছে সামিদের জীবনদর্শন নিয়ে।

'তারপর অবসর নিলাম আমি, সেই উপন্যাসটা লিখতে বসলাম যা লেখার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিল; কিন্তু অলসতা বা সাহসের অভাবের কারণে বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিলাম।' একবার চোখ টিপল আজিজ। 'বহু দিন ধরে এই কাজটা করতে চাচ্ছিলাম আমি। বই লেখা শেষ হতে তার নাম দিলাম মধুর অবিশ্বাস, তারপর পাঠিয়ে দিলাম আমেরিকার এক লিটারেরি এজেন্টের কাছে। খুব বেশি কিছু আশা করছিলাম না, তবে যে কোনো ধরনের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিল আমার মন। এক সপ্তাহ পর বোস্টনের এক অচেনা নারী ইমেইল করল আমার কাছে।'

মৃদু হাসি ফুটল এলার ঠোঁটে, ওর অজান্তেই। ভালোবাসা, মমতা এবং কষ্ট মেশানো দুর্বল এক টুকরো হাসি।

আজিজ বলল, তারপর থেকেই তার পৃথিবীর সব কিছু বদলে গেছে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা একজন মানুষ থেকে সে পরিণত হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রেমে পড়ে যাওয়া এক মানুষে। এতগুলো বছর ধরে যে ব্যাপারগুলোকে সে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিল সেগুলো আবার নতুন করে সাজাতে হলো। আধ্যাত্মিকতা, জীবন, পরিবার, মৃত্যু, বিশ্বাস, ভালোবাসা–এই সবগুলো বিষয়ের সংজ্ঞাকে নতুন করে আবিষ্কার করল সে। টের পেল, আবারও বাঁচার ইচ্ছা জেগেছে তার মনে।

জীবনের এই পর্যায়কেই সে আখ্যা দেয় 'আই' অক্ষরটির সাথে তার পরিচয়ের পর্যায় হিসেবে। এবং তার মতে, অন্য পর্যায়গুলোর তুলনায় এই পর্যায়টি অনেক বেশি কঠিন বলে মনে হয়েছে, কারণ এটা এমন এক সময়ে

BanglaBook.org

এসেছে যখন তার ধারণা হয়েছিল যে নিজের ভেতরে বিদ্যমান প্রায় সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব সে খুঁজে বের করতে পেরেছে।। যখন তার ধারণা হয়েছিল যে আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণতা পেয়েছে সে।

'সুফিবাদকে যখন কেউ ধারণ করতে চায়, তখন তাকে মরার আগে মরতে জানতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ের মাঝ দিয়ে গেছি আমি, এক এক করে। তারপর যখন ভাবতে শুরু করেছি যে সব জানা হয়ে গেছে আমার, তখনই যেন হুট করে হাজির হলো এই নারী। আমাকে চিঠি লিখল সে, আমিও জবাব দিলাম। প্রতিটি ইমেইলের পর তার উত্তর পাওয়ার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শব্দগুলো যেন হয়ে উঠল অনেক বেশি মূল্যবান। পুরো পৃথিবী রূপ নিল এক শূন্য সাদা পাতায়, যার উপর লিখতে শুরু করলাম আমি। বুঝতে পারলাম, এই মানুষটিকে আমার জানতে হবে। আরও সময় কাটাতে হবে তার সাথে। হঠাৎ করেই মনে হতে লাগল, জীবন অনেক বেশি ছোট। বুঝতে পারলাম, মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি আমি, আমার একটি অংশ সেই সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠতে চাইছে; যার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছি আমি।'

'কিন্তু আমাদের হাতে তো এখনও সময় আছে...' বলতে চাইল এলা।

'আমার ডাক্তাররা বলেছে, আর ষোল মাস বাঁচব আমি,' মৃদু, কিন্তু দৃঢ় স্বরে জবাব দিল আজিজ। 'হয়তো তাদের কথা ভুল। হয়তো ঠিক। আমি জানি না। এলা, বর্তমান মুহূর্তটি ছাড়া আর কিছুই তোমাকে দিতে পারব না আমি। এটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই আমার হাতে। কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, কারও কাছেই এর চাইতে বেশি কিছু নেই। আমরা শুধু অভিনয় করে যাই যে আছে, কিন্তু তা ভুল।'

মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল এলা, একপাশে হেলে পড়েছে একটু। মনে হচ্ছে যেন নিজের ভার ধরে রাখতে না পেরে পড়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল ও।

'কেঁদো না, প্লিজ। আমি চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে আমস্টারডাম চলো। অনেক বেশি চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, 'চলো আমরা একসাথে ঘুরে দেখি পৃথিবীটা। দূরের দেশ, সে সব দেশের মানুষ আর সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হই।''

'খুব ভালো হতো তাহলে,' কান্না থামিয়ে নাক টেনে বলল এলা, যেন কোনো ক্রন্দনরত শিশু, এইমাত্র উপস্থিত হওয়া উজ্জ্বল রঙের কোনো খেলনা দেখে যে কাঁদতে ভুলে গেছে।

আঁধার হয়ে এল আজিজের মুখ। এলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে জানালার দিকে তাকাল সে।

'কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম আমি। এমনকি তোমাকে স্পর্শ করতেও ভয় লাগছিল, ভালোবাসা তো দূরে থাক। আমি কিভাবে

BanglaBook.org

তোমাকে বলব সব ছেড়ে আমার সাথে চলে আসতে, যখন তোমাকে দেয়ার মতো কোনো ভবিষ্যৎ নেই আমার?'

প্রশ্নটা শুনে কুঁকড়ে উঠল এলা। বলল, 'তুমি এত হতাশ হচ্ছ কেন? এই অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তোমাকে। আমার জন্য, আমাদের জন্য হলেও তোমাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

'সব কিছুর বিরুদ্ধেই কেন *লড়াই* করি আমরা?' জানতে চাইল আজিজ। 'আমরা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করি, এইডস, ক্যান্সার, দুর্নীতি, এমনকি অতিরিক্ত ওজনের বিরুদ্ধেও লড়াই করি... এ ছাড়া আর কোনো পথ কি আমাদের জানা নেই?'

'আমি তো সুফি নই,' অধৈর্য, ভাঙা গলায় বলল এলা। মনে হলো যেন আরও বয়স্ক, অচেনা কেউ কথা বলছে ওর মুখ দিয়ে।

সেই মুহূর্তে অনেকগুলো চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে গেল ওর মাথায় ওর বাবার মৃত্যু, খুব কাছের কোনো মানুষকে আত্মহত্যা করতে দেখার ব্যথা, পরবর্তী বছরগুলোর কষ্ট এবং অনুশোচনা, মৃত মানুষটার প্রতিটি স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা, মনে হওয়া যে ওই স্মৃতিগুলোর কোনটা যদি কোথাও একটু বদলে যেত তাহলে হয়তো বর্তমানটা অন্য রকমও হতে পারত।

'আমি জানি যে তুমি সুফি নও,' মৃদু হাসল আজিজ। 'তোমাকে হতেও হবে না। শুধু রুমি হও। তোমার কাছে এর বেশি কিছু চাই না আমি।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' প্রশ্ন করল এলা।

'একবার তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে আমিই শামস কি না, মনে আছে? বলেছিলে যে আমাকে দেখে নাকি তোমার তার কথা মনে হয়েছে। কথাটা শুনে খুব ভালো লেগেছিল আমার, যদিও শামস হওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই আমার। আমার চাইতে অনেক, অনেক উন্নত ছিল সে। কিন্তু তুমি চাইলেই রুমি হতে পারো। যদি ভালোবাসার উপস্থিতি এবং পরবর্তীতে তার অনুপস্থিতির মাধ্যমে তাকে সুযোগ দাও তোমাকে দখল করে নেয়ার, তোমাকে বদলে দেয়ার-'

'আমি কবি নই,' এবার বলল এলা।

'রুমিও প্রথমে কবি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে কবিতে পরিণত হয়েছিল সে।'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। আমি তো এক স্রেফ একজন গৃহিণী, তিন সন্তানের মা,' লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে উঠল এলা।

'আমাদের সবারই এমন কোনো না কোনো পরিচয় আছে,' মৃদু স্বরে বলল আজিজ। 'এবং সেই পরিচয় বদলে যেতে এক মুহূর্তের বেশি লাগে না। কেবল এক পরিচয় থেকে আরেক পরিচয়ের পথে পাড়ি দেয়ার অপেক্ষা। ইচ্ছে করলেই সেই পথে নামতে পারো তুমি। আর যদি এই পথের শেষ পর্যন্ত সাহস

BanglaBook.org

ধরে রাখতে পারি আমরা, তাহলে কোনিয়াতেও যেতে পারি। আমার ইচ্ছা, সেখানেই মরণ হোক আমার।'

চমকে উঠল এলা। 'এমন কথা বোলো না!'

এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল আজিজ, তারপর চোখ নামিয়ে নিল। নতুন এক অভিব্যক্তি এসে ভর করেছে তার চেহারায়, কণ্ঠস্বরে অচেনা এক দূরত্ব। মনে হলো যেন অত্যন্ত দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে সে, বাতাসে ভেসে যাওয়া শুকনো পাতার মতো।

'আর তা না হলে,' ধীরে ধীরে বলল সে, 'বাড়ি ফিরে যাও, এলা। তোমার ছেলেমেয়ে, পরিবারের কাছে ফিরে যাও। সিদ্ধান্ত এখন তোমার। তুমি যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন, তাকে সম্মান করব আমি, এবং শেষ পর্যন্ত ভালোবেসে যাব তোমাকে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুলায়মান নামের মাতাল

কোনিয়া, মার্চ ১২৪৮

বাইরে থেকে আমাদের দেখলে মানুষ ভাবে, অলস লোকজন আমরা, পড়ে পড়ে মদ খাওয়া ছাড়া যাদের হাতে আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু তারা জানে না যে প্রতি দিন একটু একটু করে বেশি পরিমাণে মদ খেতে কত দৃঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। আমাদের কাঁধের উপর যেন চেপে বসে থাকে পৃথিবীর সমান ভার।

ক্লান্ত, বিরক্ত অবস্থায় টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে ঢুলছিলাম আমি। বেশ ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখছিলাম সেই অবস্থাতেই। দেখছিলাম, কালো রঙের বিশালদেহী এক ক্ষ্যাপা ষাঁড় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অচেনা সব রাস্তাঘাটে। প্রাণীটার হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি, আমার উপর এটা এমন ক্ষেপল কেন সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। সামনে যত দোকানপাট বা জিনিসপত্র পড়ছে সব ভেঙে চুরে দৌড়াচ্ছি, রেগেমেগে গালাগাল দিচ্ছে দোকানীরা। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ এক কানাগলিতে ঢুকে পড়লাম আমি। এবং ঢুকেই দেখলাম, বিশাল এক ডিম পড়ে আছে সেখানে, একটা বাড়ির চাইতেও বড়। হঠাৎ করে ফেটে গেল ডিমের উপরের দিকটা, এবং ভেতর থেকে বের হয়ে এল বীভৎস চেহারার এক ছানা। সারা গায়ে লেগে আছে আঠালো তরল, ডাকছে তীক্ষ্ণ স্বরে। গলি থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু সেই মুহূর্তে আকাশে দেখা দিল মা পাখিটা। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, যেন তার বাচ্চার এমন কুৎসিত চেহারার জন্য আমিই দায়ী। তীক্ষ্ণ নখ আর ঠোঁট তাক করে আমার দিকেই নেমে আসতে শুরু করল সে। খামচে ধরেছে প্রায়, এই সময় ঝটকা দিয়ে জেগে উঠলাম আমি।

চোখ খুলে বুঝতে পারলাম, জানালার পাশে রাখা একটা টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। মুখের ভেতর তিক্ত, কষা স্বাদ, তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুক। এক ঢোক মদের খুবই দরকার এখন, কিন্তু একটুও নড়তে ইচ্ছে করছে না আমার। তাই পাথরের মতো ভারি হয়ে আসা মাথাটা টেবিলের উপর রেখেই পড়ে রইলাম, টের পাচ্ছি যে আবার সেই ঝিমুনি এসে ঘিরে

BanglaBook.org

ধরছে আমাকে। চারপাশে শুঁড়িখানার নানা রকম হইহল্লার শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

কারও রাগান্বিত ঝগড়ার শব্দ শুনলাম একবার, মৌমাছির গুঞ্জনের মতো একবার উচ্চপর্দায় উঠে আবার নেমে গেল। পাশের টেবিলে বসে থাকা মানুষগুলোর কাছ থেকে আসছে শব্দটা। একবার মনে হলো মুখ তুলে দেখি কারা বসে আছে ওখানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর একটা পেশিও নাড়াতে ইচ্ছে করল না। আর তখনই হঠাৎ ভয়ানক একটা শব্দ ঢুকল আমার কানে খুন।

কথাগুলোকে প্রথমে মাতালের বকবকানি বলে উড়িয়ে দিতে চাইলাম আমি। শুঁড়িখানায় এসব কথাবার্তা অহরহ শোনা যায়, এবং যারা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে তারা জানে যে এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়ার কোনো দরকার নেই। কিন্তু লোকগুলোর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে অগ্রাহ্য করতে পারলাম না আমি, কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম। যখন বুঝতে পারলাম যে লোকগুলো ঠাট্টা করছে না, পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর, তখন হাঁ হয়ে গেল আমার মুখ। কিন্তু তার চাইতেও বেশি চমকে উঠলাম তখন, যখন তাদের সম্ভাব্য শিকারের নামটা ভেসে এল আমার কানে শামস তাবরিজি।

লোকগুলো টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর ঘুমের অভিনয় ছেড়ে এক লাফে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'রিস্টোস, এদিকে এসো! তাড়াতাড়ি!' চেঁচিয়ে ডাক দিলাম শুঁড়িখানার মালিককে।

'আবার কি হলো?' দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে এল রিস্টোস। 'এত চেঁচাচ্ছ কি মনে করে?'

কিন্তু তাকে কারণটা বলার উপায় নেই আমার। হঠাৎ করেই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছি আমি। কে জানে, শামসের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে আরও কত মানুষ জড়িত আছে? মুখ বন্ধ রাখতে হবে আমাকে, সেই সাথে খোলা রাখতে হবে চোখ কান।

'তেমন কিছু না, খিদে লেগেছে আমার,' রিস্টোসকে বললাম আমি। 'আমাকে একটু সুরুয়া এনে দিতে পারো? বেশি করে রসুন দিয়ে? নেশা কাটানো দরকার আমার!'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল রিস্টোস, তবে আমার মেজাজের সাথে সে পরিচিত থাকায় আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছাগলের ভুঁড়ি দিয়ে রান্না করা এক বাটি সুরুয়া এসে হাজির হলো আমার সামনে। আগুনের মতো গরম এবং ঝাল, তারপরেও যত দ্রুত পারি খেয়ে নিলাম আমি। নেশাটা সুবিধেমতো কেটে যেতেই দৌড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, শামস তাবরিজিকে খুঁজতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

প্রথমে গেলাম রুমির বাড়িতে। সেখানে পাওয়া গেল না তাকে। তারপর মসজিদে, মাদ্রাসায়, চায়ের দোকানে, রুটির দোকানে, গোসলখানায়... এমনকি কারিগরদের রাস্তার প্রতিটি দোকানেও খুঁজলাম তাকে। পুরনো কেল্লার মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসা জিপসি বুড়িদের তাবুতেও তাকে খুঁজে এলাম। বলা যায় না, হয়তো দাঁতের ব্যথা বা বদনজরের হাত থেকে রেহাই পেতে ওখানে যেতে পারে সে। পাওয়া গেল না। প্রতি মুহূর্তে কেবল বাড়তে লাগল আমার উদ্বেগ, ভয়ে কাঁপতে লাগল বুক। খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি তো? ওরা কি ইতোমধ্যেই খুন করে ফেলেছে তাকে?

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর আর কোথায় খুঁজব বুঝতে না পেরে শুঁড়িখানায় দিকে ফিরে যেতে শুরু করলাম আমি। ভেঙে পড়েছি ভেতরে ভেতরে, দারুণ ক্লান্ত লাগছে। আর ঠিক তখনই, শুঁড়িখানার দরজা থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে থাকতে হঠাৎ স্বয়ং শামস তাবরিজির সাথেই ধাক্কা খেলাম আমি।

'এই যে, সুলায়মান। খুব দুশ্চিন্তায় আছ মনে হচ্ছে?' হেসে বলে উঠল সে।

'ওহ, সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! তুমি বেঁচে আছ!' স্বস্তির চোটে প্রায় চেচিয়ে উঠলাম আমি, তারপর গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে।

নিজেকে কোনোমতে ছাড়িয়ে নিল শামস, তারপর এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল যেন দারুণ মজা পেয়েছে। বলল, 'তা তো অবশ্যই বেঁচে আছি। আমাকে দেখে কি ভুত-প্রেত ধরনের কিছু মনে হচ্ছে তোমার?'

হাসলাম আমি, তবে স্রেফ কয়েক মুহূর্তের জন্য। দারুণ ব্যথা করছে আমার মাথাটা। অন্য কোনো সময় হলে এতক্ষণে ঢক ঢক করে কয়েক বোতল মদ গিলে ঝিমোতে শুরু করতাম।

'কি হয়েছে তোমার, বন্ধু? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?' প্রশ্ন করল শামস।

ঢোক গিললাম আমি। আমার কথা শোনার পর যদি শামস বিশ্বাস করতে না চায়? যদি মনে করে যে নেশার ঘোরে ভুলভাল শুনেছি আমি? কে জানে, হয়তো সত্যিই তাই। এখন এমনকি আমি নিজেও নিশ্চিত হতে পারছি না।

'ওরা তোমাকে খুন করতে চাইছে,' বললাম আমি। 'ওদের পরিচয় আমার জানা নেই। কারও চেহারা দেখতে পাইনি। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম... কিন্তু স্বপ্ন দেখিনি, বিশ্বাস করো। মানে, স্বপ্ন একটা দেখেছি, কিন্তু সেটা এমন কিছু ছিল না, আর আমি মাতালও ছিলাম না। মানে, কয়েক পেয়ালা মদ খেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাই বলে-'

আমার কাঁধে হাত রাখল শামস। 'শান্ত হও, বন্ধু। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাইছ।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। এখন যাও, পানশালায় ফিরে যাও। আর আমাকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'না, না! আমি কোথাও যাচ্ছি না, এবং তোমাকেও যেতে দিচ্ছি না,' আপত্তি জানালাম আমি। 'ওই লোকগুলো মোটেই ঠাট্টা করছিল না। সাবধান হতে হবে তোমাকে। এখন আর রুমির বাড়িতে ফিরে যেও না। ওখানেই তোমাকে প্রথম খুঁজবে ওরা।'

আমার কণ্ঠে লুকানো ভয় যেন শামসকে স্পর্শই করতে পারল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'শোনো, দরবেশ। আমার বাড়িটা ছোট, একটু নোংরাও বটে। কিন্তু তোমার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে যত দিন খুশি আমার সাথে থাকতে পারো।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' বিড়বিড় করে বলল শামস। 'কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না। আমার নীতিগুলোর একটিতে এই কথাই বলা হয়েছে *ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে এই পৃথিবী। ভালোবাসার একটি বিন্দুও যেমন কখনও বৃথা যায় না, তেমনি কণামাত্র পাপও তার শাস্তি ঠিকই পায়। অন্যরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চালাকি করলে তা নিয়ে ভয় পেও না। যদি কারও ফাঁদকে ভয় পেতেই হয় তবে তিনি হলেন স্রষ্টা। তার ফাঁদই সবচেয়ে বড় ফাঁদ। তার অনুমতি ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। এই কথাটির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখো। সৃষ্টিকর্তা যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।*'

এই কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল শামস, তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানাল। দেখলাম, আমার সাবধানবানী সত্ত্বেও কাদামাখা পথ ধরে দ্রুত পায়ে রুমির বাড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

খুনী

কোনিয়া, মার্চ ১২৪৮

বেজন্মার দল! গর্দভের দল! ওদের নিষেধ করেছিলাম আমার সাথে যেন না আসে। বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলাম যে সব সময় একাকী কাজ করি আমি, এবং কেউ আমার কাজে নাক গলালে সেটা একেবারেই পছন্দ করি না। কিন্তু তারপরেও জেদ ধরে লেগেছিল ওরা, বলেছিল যে দরবেশের নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। নিজের চোখে তাকে মরতে না দেখলে কিছুতেই মানবে না তারা।

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিয়েছিলাম আমি। 'তবে সব কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার ধারে কাছে যেন না দেখি তোমাদের।'

রাজি হয়েছিল ওরা। এখন ওদের তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি আমি। এর আগে ওদের দুজনের সাথে দেখা হয়েছিল আমার, মানে কথা হয়েছিল আর কি। তৃতীয় ব্যক্তির গলা শুনে মনে হলো তার বয়সও বাকি দুজনের মতোই হবে। সবাই কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। যদিও ওদের পরিচয় জানার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই আমার।

মধ্যরাতের পরপর রুমির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছালাম আমি। লাফ দিয়ে পাথরের পাঁচিল টপকে নামলাম ওপাশের উঠোনে, তারপর একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে পড়লাম। মক্কেলদের কাছ থেকে জানা গেছে, প্রতি রাতে উঠোনে ধ্যান করতে বসে শামস তাবরিজি। এখন শুধু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।

ঝোড়ো বাতাস বইছে আজ রাতে, বছরের এই সময়ের জন্য একটু অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। তলোয়ারের বাঁটটা ভারি লাগছে আমার হাতে, হাতলের সাথে লাগানো প্রবালের টুকরো দুটো ঘষা খাচ্ছে হাতের তালুর সাথে। সাবধানের মার নেই ভেবে সাথে করে একটা ছোট ছুরিও নিয়ে এসেছি আমি।

আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা চাঁদকে ঘিরে আছে হালকা নীল রঙের একটা বলয়। বহু দূর থেকে ভেসে এল কয়েকটা নিশাচর প্রাণীর ডাক। গোলাপের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল আমার নাকে। অদ্ভুত হলেও সত্যি, গন্ধটা কেমন অস্বস্তি

BanglaBook.org

জাগিয়ে তুলল আমার মধ্যে। এমনিতেও আজ আমার মন মেজাজ খুব একটা ভালো নেই, কিন্তু এখন যেন সেই অস্বস্তিটা আরও বেড়েছে। ঝোপের আড়ালে বসে গোলাপের অতিরিক্ত মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ করেই আমার ইচ্ছে হলো, সব কিছু বাদ দিয়ে এই জায়গাটা ছেড়ে এখনই পালিয়ে যাই দূরে কোথাও।

কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছি আমি, এখন আর তার নড়চড় করা যাবে না। কতক্ষণ সময় কাটল ঠিক খেয়াল নেই আমার। চোখের পাতাগুলো ভারি হয়ে আসতে শুরু করল, চেষ্টা করেও হাই তোলা থেকে বিরত রাখতে পারলাম না নিজেকে। ধীরে ধীরে বাড়ছে বাতাসের বেগ। কেন কে জানে, মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা অন্ধকার স্মৃতিগুলো এক এক করে মনে পড়তে লাগল আমার। যতগুলো মানুষের প্রাণ গেছে আমার হাতে, তাদের সবার চেহারা ভেসে এল চোখের সামনে। নিজের অস্বস্তি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম আমি। সাধারণত অতীতের কথা মনে পড়লে এতটা ভয় কখনও লাগে না আমার। হয়তো গম্ভীর এবং চুপচাপ হয়ে উঠি, মাঝে মাঝে মেজাজও চড়ে যায় সামান্য কারণে, কিন্তু ভয় লাগে না কখনও।

নিজেকে সাহস যোগানোর জন্য নিচু স্বরে শিষ দিয়ে গানের সুর ভাঁজার চেষ্টা করলাম। কোনো কাজ হলো না। অগত্যা বাড়িটার পেছনের দরজার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলাম, 'বেরিয়ে এসো, শামস। আর অপেক্ষা করিয়ে রেখো না আমাকে। উঠোনে নেমে এসো।'

কোনো শব্দ নেই। কোনো নড়াচড়া নেই কোথাও।

হঠাৎ করেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বসে থাকা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। যেখানটায় রয়েছি সেখান থেকে উঠোনের নিচু পাঁচিল এবং তার ওপাশটা দেখা যাচ্ছে। খুব দ্রুত বাড়তে শুরু করল বৃষ্টির বেগ, এত বেশি যে রাস্তার উপর দিয়ে বইতে শুরু করল পানির স্রোত। ভিজে চুপসে গেলাম আমি।

'ধ্যাত্তেরি!' দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকেই অভিশাপ দিতে শুরু করলাম এবার।

যখন ভাবতে শুরু করেছি যে সব বাদ দিয়ে আজ রাতের মতো ফিরে যাব কি না, তখনই হঠাৎ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ ভেসে এল আমার কানে। উঠোনে নেমে এসেছে কেউ!

হ্যাঁ, শামস তাবরিজি। এক হাতে একটা তেলের প্রদীপ ধরে রেখেছে সে, এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। আমি যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছি তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে এসে থামল সে।

'কি সুন্দর একটা রাত, তাই না?' বলে উঠল সে।

নিজের বিস্ময় গোপন করতে পারলাম না আমি, চমকে উঠলাম। লোকটার সাথে কি আর কেউ আছে, নাকি নিজের সাথে কথা বলছে সে? আমি যে এখানে আছি তা কি সে জানে? আমার উপস্থিতি সম্পর্কে কিভাবে জানল সে? একের পর এক প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করল আমার মাথার ভেতর।

BanglaBook.org

তারপরই আরেকটা কথা মনে পড়ল আমার। এই তীব্র ঝোড়ো বাতাস, আর বৃষ্টির পরেও তার হাতের প্রদীপটা জ্বলছে কি করে? এবং কথাটা মনে পড়তেই অনুভব করলাম, শীতল শিহরণ নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

শামসের সম্পর্কে যত গুজব শুনেছি সব একে একে মনে পড়তে শুরু করল আমার। লোকে বলে, কালো জাদুতে তার দক্ষতা এত বেশি যে কোনো মানুষের পোশাক থেকে নেয়া একটা সুতোয় গিঁট দিয়ে এবং মন্ত্র পড়ে ইচ্ছে করলেই তাকে বাদুড় বা গাধা বানিয়ে ফেলতে পারে সে। যদিও এসব বাজে কথায় আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না, এবং এখনও নেই; কিন্তু এই মুহূর্তে শামসের হাতের বাতিটাকে জ্বলতে দেখার পর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলাম না আমি, কাঁপতে শুরু করলাম থরথর করে।

'বহু বছর আগে, তাবরিজে একজন শিক্ষককে পেয়েছিলাম আমি,' বাতিটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল শামস, ফলে সেটাকে আর দেখতে পেলাম না আমি। 'তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন যে সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। শেষ নীতিগুলোর একটিতে বলা হয়েছে এই কথা।'

কোন নীতির কথা বলছে সে? এসব রহস্যময় কথাবার্তার মানে কি? দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে–এখনই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব, নাকি শামস আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করব। শামস যদি জেনে গিয়ে থাকে যে আমি এখানে লুকিয়ে আছি, তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। আর যদি এখনও না জেনে থাকে, তাহলে সঠিক সময়টা নির্বাচন করতে হবে আমাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই আরও বেড়ে উঠল আমার বিভ্রান্তি, যখন দেখলাম যে বাগানের পাঁচিলের ঠিক ওপাশেই একটা ছাউনির নিচে নড়েচড়ে উঠল তিনটে ছায়ামূর্তি। ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে যে দরবেশ বেরিয়ে আসার পরেও কেন তাকে এখনও আঘাত করছি না আমি।

'সাইত্রিশতম নীতিতে বলা হয়েছে,' ওদিকে বলে চলেছে শামস, *'সৃষ্টা হচ্ছেন এক দক্ষ ঘড়ি-নির্মাতা। তার হিসাব এতই সূক্ষ্ম যে পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনাই তাদের নির্ধারিত সময়ে ঘটে। এক মুহূর্ত আগে নয়, এক মুহূর্ত পরেও নয়। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণীর জন্যই এই ঘড়ির হিসাব নিখুঁত। প্রত্যেকের জন্যই সময় আসে ভালোবাসার, এবং সময় আসে মৃত্যুর।'*

সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছে শামস। আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানে সে। এমনকি উঠোনে নেমে আসার আগেই আমার কথা জানত সে। পাগলের মতো লাফাতে শুরু করল আমার হৃৎপিণ্ড। মনে হলো যেন আমার চারপাশ থেকে সবটুকু বাতাস শুষে নিয়েছে কেউ। আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। তাই এবার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। যেমন হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ

করেই থেমে গেল আবার। সব কিছুকে ঢেকে দিল নিস্তব্ধতার চাদরে। মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা, খুনী এবং তার শিকার। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি, তা সত্ত্বেও সব কিছু কেমন যেন স্বাভাবিক, প্রায় শান্ত বলে মনে হলো।

এক টানে তলোয়ারটা বের করে এনেই আঘাত করলাম আমি। অকল্পনীয় দ্রুততায় সরে গেল দরবেশ, যা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। আবারও আঘাত করতে যাব, এই সময় হঠাৎ অন্ধকারে নড়াচড়ার আভাস পেলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই যেন শূন্য থেকে উদয় হলো ছয়জন লোক, লাঠি আর বর্শা নিয়ে দরবেশের উপর আক্রমণ করল তারা। বোঝা গেল, সেই তিন যুবক তাদের আরও তিন বন্ধুকে ডেকে এনেছে। সাথে সাথে শুরু হলো তীব্র লড়াই। পরস্পরের উপর গড়াগড়ি খেতে লাগল তারা। উঠে দাঁড়াল, আবার পড়ে গেল, বেশ কয়েকজনের বর্শা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল এর মধ্যে।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম আমি, প্রচণ্ড রেগে গেছি। যেই খুনটা আমার করার কথা সেটা করছে অন্য কেউ, আর আমি স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি–এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল আমার সাথে। তিন যুবকের উপর আমার এতই রাগ হলো যে দরবেশকে ছেড়ে ওদের খুন করতে একটুও খারাপ লাগত না আমার।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওদের মধ্যে একজন পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও, শেয়ালমুখো! না হলে ও আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে!'

এক ঝটকায় তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমি, তারপর কোমরের ভাঁজ থেকে বের করে আনলাম ছুরিটা, এবং এগিয়ে গেলাম সামনে। সাতজন মিলে দরবেশকে চেপে ধরলাম মাটির উপর, তারপর ছুরি ধরা হাতটা মাথার উপরে তুলেই আবার নামিয়ে আনলাম তার হৃৎপিণ্ড বরাবর। একটা মাত্র চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, শেষ দিকে নিস্তেজ হয়ে এল কণ্ঠস্বর। আর নড়ল না সে, নিঃশ্বাসও পড়ল না।

সবাই মিলে এবার তার শরীরটা উঁচু করে ধরলাম আমরা। অদ্ভুত রকম হালকা মনে হলো সেটাকে। ধরাধরি করে দেহটাকে বয়ে নিয়ে এলাম কুয়োর কাছে, তারপর ফেলে দিলাম নিচে। এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালাম এবার, অপেক্ষা করছি যে পানিতে পড়ার শব্দ পাওয়া যাবে এখনই।

তেমন কিছুই হলো না।

'হচ্ছেটা কি, হ্যাঁ?' লোকগুলোর মাঝে একজন বলে উঠল। 'ব্যাটা পড়েনি পানিতে?'

'অবশ্যই পড়েছে,' আরেকজন বলল। 'না পড়ে যাবে কোথায়?'

ভয় পেতে শুরু করেছে সবাই। আমি নিজেও।

BanglaBook.org

‘কে জানে, হয়তো কুয়োর দেয়ালে কোনো কিছুর সাথে আটকে গেছে,’ তৃতীয় একজন বলে উঠল এবার।

কথাটায় যুক্তি আছে বলে মনে হলো। অন্তত অন্য কোনো যুক্তি খুঁজে বের করার হাত থেকে বেঁচে গেলাম আমরা, এবং সম্মতি জানালাম তার কথায়। যদিও সবারই জানা আছে যে লাশ আটকে যাওয়ার মতো কোনো কিছু নেই কুয়োর ভেতরের দেয়ালে।

কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম জানা নেই, কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছিলাম না। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল উঠোনের উপর দিয়ে, উইলো গাছের সরু পাতা ঝরিয়ে গেল আমাদের উপর। আকাশের গায়ে, দিগন্তের কালো বুক চিরে দেখা দিতে শুরু করল ভোরের গাঢ় নীল আভা। কে জানে, হয়তো দিনের আলো ফোটা পর্যন্তই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমরা, যদি না বাড়ির দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে আসত। সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলাম আমি। মাওলানা রুমি।

‘শামস, কোথায় তুমি?’ গলা চড়িয়ে ডাক দিল সে। ‘তুমি কি আছ ওখানে, শামস?’

নামটা শুনেই যেন প্রাণ সঞ্চার হলো আমাদের মধ্যে, যে যেদিকে পারি দৌড় দিলাম। বাগানের প্রাচীর টপকে পালিয়ে গেল ছয় যুবক। আমি রয়ে গেলাম পেছনে, কারণ ছুরিটা হারিয়ে ফেলেছি। একটা ঝোপের আড়ালে পাওয়া গেল সেটা, কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। বুঝতে পারছি যে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয় এখানে, কিন্তু একবার পেছনে ফিরে তাকানোর ইচ্ছেটা সামলাতে পারলাম না।

এবং যখন তাকালাম, দেখলাম কম্পিত পায়ে উঠোনে নেমে এল রুমি, তারপর হঠাৎ যেন কোনো অদৃশ্য সংকেত পেয়ে এগিয়ে গেল কুয়োর দিকে। কুয়োর কিনারে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিল সে, ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই। তারপরেই চমকে উঠে পিছু হঠল সে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তীব্র, তীক্ষ্ণ এক চিৎকার বের হয়ে এল তার গলা দিয়ে।

‘ওরা ওকে খুন করেছে! আমার শামসকে ওরা খুন করেছে!’

লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকে ওপাশে চলে এলাম আমি, তারপর ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম উন্মাদের মতো।

BanglaBook.org

এলা

নর্দাম্পটন, ১২ আগস্ট, ২০০৮

বরাবরের মতো আজও ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠল এলা। আগস্টের অন্য সব দিনের মতোই সাধারণ একটি দিন আজ, উজ্জ্বল সূর্যের আলো ধুয়ে দিচ্ছে চারদিক। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই স্বামী এবং সন্তানদের জন্য নাস্তা বানাল ও। তারপর অফিসে, দাবা এবং টেনিস ক্লাবে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো সবাই, তাদের বিদায় জানাল। তারপর রান্নাঘরে ফিরে এসে রান্নার বই খুলে ঠিক করল আজ কি রান্না করবে

মাশরুম দিয়ে পালংশাকের ঘন স্যুপ,
মাস্টার্ড মেয়োনেজ দিয়ে ঝিনুক,
টারাগন-বাটার সস দিয়ে ভাজা ঝিনুক
ক্যানবেরির গার্ডেন সালাদ
জুকচিনি রাইস গ্রেটিন
রুবার্ব এবং ভ্যানিলা ক্রিমের লেটিস পাই

খাবারগুলো রান্না করতে সারা বিকেল লেগে গেল। কাজ শেষ হতে সবচেয়ে ভালো বাসনগুলো বের করল এলা। টেবিল সাজাল সুন্দর করে, পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখল ন্যাপকিনগুলো। ফুলদানীতে রাখল ফুল। ওভেনের টাইমার সেট করল ঠিক চল্লিশ মিনিটে, যাতে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গরম থাকে খাবার। সালাদের উপর ঘন করে ড্রেসিং দিল ও, ঠিক যেমনটা পছন্দ করে আভি। একবার মনে হলো মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু কি মনে করে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। টেবিলটাকে এভাবেই সবচেয়ে ভালো লাগছে, ঠিক যেন কোনো নিখুঁত চিত্রকর্ম। স্থির, নিষ্কম্প।

তারপর আগেই সাজিয়ে রাখা স্যুটকেসটা বের করল ও, এবং বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বের হওয়ার সময় শামসের নীতিগুলোর একটা বলে উঠল বিড়বিড় করে। *নিজের কাছে একটি প্রশ্ন যে কোনো সময়ই জিজ্ঞেস করা যায়,*

BanglaBook.org

আর তা হলো "আমি কি আমার জীবনধারাকে বদলাতে প্রস্তুত? আমি কি প্রস্তুত, ভেতর থেকে পরিবর্তিত হতে?"

'তোমার জীবনের অসংখ্য দিনের মধ্যে একটি মাত্র দিনও যদি তার আগের দিনের মতো হয়, তাহলে তাহলে তোমার জন্য করুণা। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মানুষের উচিত বারবার নতুন করে জন্ম নেয়া। নতুন করে জীবন শুরু করতে হলে একটি পদক্ষেপ বাধ্যতামূলক মৃত্যুর আগেই তার স্বাদ নেয়া।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আলাদিন

কোনিয়া, এপ্রিল ১২৪৮

বিভিন্ন ছোট বড় দুশ্চিন্তার জাল কাটিয়ে উঠে অবশেষে বাবার সাথে দেখা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম আমি। শামসের মৃত্যুর পর তত দিনে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। এত দিন পালিয়ে থেকেছি আমি, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেই কেঁপে উঠেছে বুক। বাড়ি ফিরে দেখলাম, পাঠকক্ষে বসে আছেন আমার বাবা। চুল্লীতে আগুন জ্বলছে তার সামনে, সেই আলোতে শ্বেতপাথরের তৈরি মুর্তির মতো লাগছে তাকে দেখতে। চেহারার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আলো ছায়ার খেলা।

'বাবা, আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

ধীরে ধীরে, যেন বহু দূর থেকে আমার কথা শুনতে পেয়েছেন এমন ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, কিন্তু কিছু বললেন না।

'বাবা, আমি জানি যে শামসের মৃত্যুর সাথে আমি জড়িত বলে আপনি সন্দেহ করছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন-'

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে একটা আঙুল উঁচু করলেন বাবা। বললেন, 'তোমার এবং আমার মাঝখানে আর কোনো কথা নেই, আলাদিন। সব কথা ফুরিয়ে গেছে। তোমার কাছ থেকে আর কিছু শুনতে চাই না আমি, তোমাকে কিছু বলতেও চাই না।'

'দয়া করে এ কথা বলবেন না। সব খুলে বলতে দিন আমাকে,' কাঁপা গলায় অনুনয় করলাম আমি। 'শপথ করে বলছি, আমি এর সাথে জড়িত নই। কাজটা যারা করেছে তাদের আমি চিনি, কিন্তু আমি তাদের ষড়যন্ত্রে ছিলাম না।'

'বেটা,' আবারও আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বাবা। চেহারা থেকে বিষণ্নতা কেটে যেতে শুরু করেছে তার, কঠিন কোনো সত্যকে মেনে নিতে পেরেছে এমন মানুষের মতো ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছে অভিব্যক্তি। শীতল গলায় তিনি বললেন, 'কাজটা যদি তুমি না-ই করে থাকো, তাহলে তোমার জামায় রক্ত লেগে আছে কেন?'

BanglaBook.org

ঝুঁকে উঠে আমার পোশাকটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম আমি। সত্যিই কি তাই? সেই রাতের ঘটনার চিহ্ন কি এখনও লেগে আছে আমার পোশাকে? জামার ভাঁজ, হাতা, কিনার, হাত, হাতের নখ–সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম আমি। কিন্তু কোথাও তেমন কিছু চোখে পড়ল না। যখন আবার মুখ তুললাম, দেখলাম আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন বাবা। এবং তখনই কেবল বুঝতে পারলাম, আমার জন্য ফাঁদ পেতেছিলেন তিনি।

জামায় রক্তের দাগ খুঁজতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজের দোষকেই স্বীকার করে নিয়েছি আমি।

●●●

হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। সেই সন্ধ্যায় পানশালার লোকগুলোর মধ্যে আমিও ছিলাম। আমিই খুনীকে বলেছিলাম যে শামস প্রতি রাতে আমাদের উঠোনে ধ্যানে বসে। সেই রাতেই পরে যখন শামস বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে খুনীর সাথে কথা বলছিল, তখন বাগানের প্রাচীরের ধারে লুকিয়ে থাকা ছয়জন লোকের মধ্যে আমিও ছিলাম। যখন সিদ্ধান্ত হলো যে আমাদেরই আক্রমণ করতে হবে, কারণ এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই, এবং আমাদের ভাড়া করা খুনী খুব বেশি সময় নিচ্ছে; তখন আমিই ওদের উঠোনে ঢোকার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এটুকুই। এর বেশি আর কিছুই করিনি আমি। হত্যাকাণ্ডে অংশ নিইনি একটুও। বেবার্সই শামসকে প্রথমে আক্রমণ করেছিল, ইরশাদ এবং অন্যরা সাহায্য করেছিল তাকে। যখন তারা ভয় পেয়ে গেল, তখন বাকি কাজটুকু শেষ করেছিল শেয়ালমুখো।

পরবর্তী সময়ে সেই রাতের ঘটনাগুলো মনের ভেতর এত বেশিবার পুনরাবৃত্তি করেছি যে কোনো অংশটা বাস্তব আর কোনো অংশটা কল্পনা সেটা ঠিক করাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। একবার কি দু'বার এমনও মনে হয়েছে যে শামস আসলে সে রাতে মরেনি, বরং আমাদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ঘন কালো রাতের আঁধারে। দৃশ্যটা এত বেশি বাস্তব মনে হয়েছিল যে প্রায় বিশ্বাসই করতে শুরু করেছিলাম।

শামস মারা গেছে, কিন্তু তার চিহ্ন রয়ে গেছে সর্বত্র। তার মৃত্যুর সাথে সাথে নাচ, কবিতা, গান, এবং অন্যান্য যা কিছু আমাদের জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে আমি ভেবেছিলাম, তাদের কিছুই মুছে যায়নি, বরং আরও যেন পোক্ত হয়েছে। কবি হয়ে উঠেছেন আমার বাবা। শামস ঠিকই বলেছিল। একটি বয়ামকে ভেঙে ফেলার সাথে সাথে দ্বিতীয় বয়ামটিও আর অক্ষত থাকেনি।

বরাবরই নরম মনের মানুষ ছিলেন আমার বাবা। সকল ধর্মের মানুষকেই ভালোবাসতেন তিনি। কেবল মুসলিম নয়, বরং ইহুদী, খ্রিস্টান, এমনকি

BanglaBook.org

মূর্তিপুজকরা পর্যন্ত সম্মান পেত তার কাছে। আর শামসের আগমন ঘটার পর তার ভালোবাসার গণ্ডি এত বড় হয়ে উঠল যে সমাজের সবচেয়ে নিচু স্তরের মানুষরাও জায়গা পেল সেখানে—পতিতা, মদ্যপ এবং ভিখারীরাই যেন প্রিয় হয়ে উঠল তার।

আমার মনে হয়, এমনকি শামসের খুনীদেরও তিনি ভালোবাসতে পারবেন।

তবে একজন মানুষকে ভালোবাসা তার পক্ষে কোনো দিনও সম্ভব হবে না তার ছেলে।

BanglaBook.org

সুলতান ওয়ালাদ

কোনিয়া, সেপ্টেম্বর ১২৪৮

বদলে গেছেন আমার বাবা। সেই রাতের পর থেকে আর কখনও আগের মানুষটার চিহ্ন দেখিনি তার মাঝে। ভিক্ষুক, মাতাল, পতিতা, চোর-ডাকাত... এদের মধ্যেই বিতরণ করে দিচ্ছেন নিজের সকল সম্পদ। সবাই বলছে, দুঃখে পাগল হয়ে গেছেন তিনি। এসব কাজের কারণ যখন জিজ্ঞেস করছে কেউ, তাকে ইমর'উল কায়েসের গল্প শোনাচ্ছেন। আরবের রাজা কায়েস, যাকে সবাই পছন্দ করত, যার ছিল অগাধ সম্পদ এবং সৌন্দর্য। কিন্তু একদিন সেই সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। পরে নিলেন দরবেশের আলখাল্লা, সকল সম্পদ দান করে দিলেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে, আর বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে ঘুরে।

'প্রিয় মানুষকে হারানোর বেদনায় এমনই হয়ে যায় মানুষ,' বলেন আমার বাবা। 'রাজ্যশাসনের বাসনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, মানুষের ভেতর থেকে বের করে আনে উদাসী দরবেশকে। শামস আর নেই, তাই আমিও নেই হয়ে গেছি। এখন আর আমি কোনো ধর্মপ্রচারক বা গবেষক নই। আমি কেবল অস্তিত্বহীনতার চিহ্ন। এই আমার ফানা (সত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার অবস্থা), এই আমার বাক্বা (ধ্বংসের পর যে স্থিতির আগমন ঘটে)।'

সে দিন এক লালচুলো ব্যবসায়ী এসেছিল আমাদের বাড়িতে। দেখেই মনে হচ্ছিল পাকা ধুরন্ধর লোকটা। বলল, বাগদাদে থাকতে নাকি শামস তাবরিজিকে চিনত সে। তারপর গোপন তথ্য দিচ্ছে এমন সুরে ফিসফিস করে বলল, সে নাকি খবর পেয়েছে যে শামস জীবিত আছে, সুস্থ আছে। ভারতের এক আশ্রমে লুকিয়ে রয়েছে সে, ধ্যান শিক্ষা করছে। সঠিক সময় এলে আবার নিজের রূপে ফিরে আসবে সে।

কথাগুলো বলার সময় তার চেহারায় সততার কোনো লক্ষণ দেখলাম না আমি। কিন্তু আমার বাবা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। লোকটার কাছে জানতে চাইলেন, এই আনন্দের খবর এনে দেয়ার বদলে সে কি চায়। নির্লজ্জের মতো লোকটা বলল, ছোটবেলায় তার খুব ইচ্ছে ছিল দরবেশ হওয়ার। কিন্তু জীবন তাকে অন্য পথে নিয়ে গেছে। এখন তাই অন্তত রুমির মতো বিখ্যাত একজন

BanglaBook.org

গবেষকের পরনের কাফতানটা নিজের কাছে রাখতে চায় সে। এই কথা শুনেই বাবা তার গায়ের মখমলের কাফতান খুলে তুলে দিলেন লোকটার হাতে।

লোকটা চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমি বাবাকে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু বাবা, আপনার এত দামী কাফতান ওই লোকটাকে এভাবে দিয়ে দেয়া কি ঠিক হলো? সে যে মিথ্যা কথা বলছিল এটা তো পরিষ্কার!'

আমার বাবা তখন জবাব দিলেন 'তোমার কি মনে হয় আমি ওই লোকটার মিথ্যের বদলে কাফতানটা দান করে খুব বেশি দাম দিয়ে ফেলেছি? একবার ভেবে দেখো, বেটা, তার কথা যদি সত্যি হতো, যদি সত্যিই বেঁচে থাকত শামস, তাহলে সেই সত্যটুকুর বদলে নিজের জীবনও দিতে পারতাম আমি!'

BanglaBook.org

রুমি

কোনিয়া, ৩১ অক্টোবর, ১২৬০

বহতা নদীর মতো বয়ে চলে সময়ের স্রোত। কষ্ট রূপ নেয় শোকে, শোক পরিণত হয় নীরবতায়। নীরবতা থেকে আসে একাকীত্ব, অন্ধকার মহাসাগরের মতো বিশাল, অন্তহীন একাকীত্ব। ষোল বছর আগে চিনি বিক্রেতাদের সরাইখানার সামনে আজকের এই দিনেই শামসের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষ দিনে আমি এমন এক নিঃসঙ্গতায় ডুব দেই, দিনে দিনে যার ভার কেবল বেড়েই চলেছে। চল্লিশ দিন নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনায় কাটাই আমি, ভাবি শামসের চল্লিশ নীতির কথা। প্রতিটি নীতিকে স্মরণ করি, নতুন করে চিন্তা করি তাদের নিয়ে। কিন্তু আমার মনের গহীন কোণে এখনও শামস তাবরিজির ছায়া উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার মনে হয়েছিল, আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আত্মার আলো নিভে গেছে আমার, বাকি জীবন এবার কাটবে অন্ধকারে। কিন্তু যখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার মানুষকে ঘিরে ধরে, যখন দুই চোখে এই পৃথিবীকে দেখা যায় না, তখন খুলে যায় হৃদয়ের তৃতীয় নয়ন। আর তখনই কেবল বোঝা যায় যে চামড়ার চোখ যতটা দেখে, তার চাইতে বেশি আড়াল করে রাখে। অন্তরের চোখের দৃষ্টি ব্যহত হয় বাইরের চোখের কারণে। ভালোবাসার চোখ যতটা স্বচ্ছ, যতটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, আর কোনো চোখের সাধ্য নেই সেভাবে দেখার। শোকের পরেই ঘটে আরেক ঋতুর আগমনি, সত্তার জন্ম হয় নতুন রূপে। যে সুহৃদকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে ভাবা হয়েছিল, তাকে তখন খুঁজে পাওয়া যায় সকল স্থানে।

মহাসাগরে পতিত হওয়া এক ফোঁটা পানির মাঝে তখন তাকে দেখতে পাওয়া যায়, খুঁজে পাওয়া যায় চাঁদের টানে তৈরি হওয়া জোয়ারভাটার মাঝে। সকালের তাজা বাতাসে পাওয়া যায় তার উপস্থিতি, মরুভূমির বালিতে তৈরি হওয়া জ্যামিতিক রেখাতেও মেলে তার অস্তিত্ব। সূর্যের আলোর নিচে চমকানো নুড়ির বুকে, সদ্যজাত শিশুর হাসিতে, অথবা নিজের শরীরের স্পন্দিত হতে থাকা শিরা-উপশিরায় মেলে তার সন্ধান। কিভাবে বলব যে শামস চলে গেছে, যখন সব জায়গাতে, সব কিছুর মাঝে তাকে খুঁজে পাই আমি?

BanglaBook.org

দুঃখ এবং আকাঙ্খার চক্রের গভীরে আটকা পড়ে আছি আমি, কিন্তু শামস আমার সাথেই আছে প্রতিটি ক্ষণ। আমার পাঁজর এমন এক গুহা যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে সে। পাহাড়ের মাঝে যেমন লুকিয়ে থাকে প্রতিধ্বনি, তেমনি শামসের কণ্ঠস্বরকে ধারণ করছি আমি। এক সময় আমি যে গবেষক এবং বক্তা ছিলাম, তার ছিটেফোঁটাও এখন আমার মাঝে অবশিষ্ঠ নেই। ভালোবাসা আমার সকল অস্তিত্ব, সকল অভ্যাসকে ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তার বদলে ভরিয়ে গেছে কবিতা দিয়ে। যদিও আমি জানি যে কোনো শব্দের, কোনো ভাষার সাধ্য নেই এই আধ্যাত্মিক অভিযাত্রাকে বর্ণনা করে, তারপরেও শব্দের উপর আমি বিশ্বাস রাখি। আমি শব্দের ক্ষমতায় বিশ্বাসী।

আমার সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে দুজন মানুষ আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার বড় ছেলে, এবং সালাদিন নামের এক সাধক। পেশায় সে স্বর্ণকার। ছোট্ট দোকানের ভেতর বসে যখন সে সোনার তৈরি পাতাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নিখুঁত আকৃতি দিতে ব্যস্ত ছিল, তখন তার সেই কাজের শব্দই আমাকে নতুন উদ্দীপনা যোগায়। দরবেশদের ঘূর্ণিনৃত্যকে নিখুঁত করে তোলার প্রয়াস পাই আমি। সালাদিনের দোকান থেকে যে ছন্দময় শব্দ বেরিয়ে আসছিল, তার সাথে যেন মিলে যাচ্ছিল মহাবিশ্বের হৃৎস্পন্দন; যে স্পন্দনের কথা বহুবার বলেছে শামস, যাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসত।

এক সময় সালাদিনের মেয়ে, ফাতিমাকে বিয়ে করে আমার বড় ছেলে। বুদ্ধিমতী এবং কৌতুহলী সে, তাকে দেখলেই কিমিয়ার কথা মনে পড়ে আমার। তাকে কোরআন শিখিয়েছি আমি। আমার কাছে সে এতই প্রিয় হয়ে উঠেছে যে তাকে আমার ডান চোখ বলে ডাকি আমি, আর তার বোন হিদায়াকে ডাকি আমার বাম চোখ বলে। অনেক আগেই কিমিয়া আমাকে একটি কথা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে কোনো কিছু শেখার ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের থেকে কোনো অংশে কম যায় না, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে। মেয়েদের জন্যেও এখন সেমা নাচের আয়োজন করি আমি, সুফি বোনদের বলি তারা যেন এই ঐতিহ্যকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

চার বছর আগে প্রথম মসনবী আবৃত্তি করতে শুরু করি আমি। প্রথম পঙতিটি যখন আমার ঠোঁটে উচ্চারিত হলো, তখন সময় ভোরবেলা। অন্ধকারের বুক চিরে সূর্যের আলোর আগমন ঘটতে দেখছিলাম আমি, এই সময় হঠাৎ করেই যেন বলে উঠলাম কথাগুলো। তখন থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তারা, আমার কোনো সচেতন প্রয়াস ছাড়াই। আমি কখনও লিখে রাখি না তাদের। প্রথম দিকে সালাদিন লিখে রাখত কবিতাগুলো। আর দারুণ ধৈর্যের সাথে সেগুলোকে কপি করে রাখত আমার ছেলে। কবিতাগুলো যে স্থায়ীত্ব পেয়েছে সে জন্য ওদের দুজনের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য। কারণ, সত্যি কথা বলতে আজ যদি আমাকে বলা হয় সেগুলো

BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার বলতে, আমি পারব না। গদ্য হোক বা কবিতা - শব্দগুলো হঠাৎ করেই এসে ভর করে আমার মুখে, আবার হঠাৎই চলে যায়, যেন পরিযায়ী পাখির দল। আমি কেবল এক জলাশয়, যেখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত থামে তারা, তারপর আবার উড়ে চলে যায় দূরের কোনো উষ্ণতর দেশের উদ্দেশ্যে।

যখন কোনো কবিতা শুরু করি, আমার জানা থাকে না যে কি বলতে যাচ্ছি। দীর্ঘ হতে পারে সেটা, অথবা ক্ষুদ্র। কোনো পরিকল্পনাই থাকে না আমার মাথায়। কবিতা শেষ হওয়ার পর আবার নীরব হয়ে যাই আমি। নীরবতার মাঝেই বাস করি। আর "নীরবতা", বা *খামুশ* হচ্ছে দুটি সাক্ষরের একটি, যা আমি ব্যবহার করি আমার গজলগুলোতে। আরেকটি হলো শামস তাবরিজি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী, যাকে বোঝার বা পরিবর্তন করার কোনো সাধ্য নেই মানুষের। ১২৫৮ সালে মোঙ্গলদের হাতে পরাজয় বরণ করল বাগদাদ। একমাত্র যে শহরটি তার সুরক্ষা এবং সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করতে পারত, নিজেকে দাবি করতে পারত পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলে; সেই শহরেরও পতন হলো। একই বছর মারা গেল সালাদিন। আনন্দের সাথে তার মৃত্যুকে উদযাপন করলাম আমি এবং আমার দরবেশরা। পথে পথে নাচলাম, গাইলাম, আনন্দ করলাম; কারণ একজন সাধককে এভাবেই সমাহিত করা উচিত।

১২৬০ সালে এলো মোঙ্গলদের পরাজিত হওয়ার পালা। মিশরের মামলুকরা পরাজিত করল তাদের। গতকালের বিজয়ীরা পরিণত হলো আজকের পরাজিতের দলে। প্রত্যেক বিজয়ীই ভাবে যে কখনও পরাজয় হবে না তার। প্রতিটি পরাজিত ব্যক্তি ভাবে, আজীবন পরাজিত হয়েই থাকতে হবে তাকে। কিন্তু উভয়ের চিন্তাধারাই ভুল, আর তার কারণ মাত্র একটি স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া বদলে যায় আর সব কিছুই।

সালাদিনের মৃত্যুর পর হুসাম নামের সেই ছাত্র আমাকে সাহায্য করল কবিতাগুলো লিখে রাখতে। আধ্যাত্মিক পথে সে এত দ্রুত এগিয়ে গেছে যে সবাই তাকে এখন হুসাম চেলেবি (জ্ঞানী, সাধক) বলে ডাকতে শুরু করেছে। তার কাছেই পুরো মসনবীকে বর্ণনা করেছি আমি। অত্যন্ত বিনয়ী এবং অবনত স্বভাবের মানুষ সে, এবং কেউ যদি তার কাছে তার পরিচয় জানতে চায়, তখন সে বলে "আমি শামস তাবরিজির একজন সামান্য শিষ্যমাত্র, আর কেউ নই।"

একটু একটু করে মানুষের বয়স হয় চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট; এবং প্রতিটি বছরে, প্রতিটি দশকের সাথে সাথে আরও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সে। এগিয়ে চলতে হয় আমাদের, যদিও গন্তব্য বলে কিছু নেই। এই মহাবিশ্ব ঘুরে চলেছে

BanglaBook.org

প্রতিনিয়ত, যেমন ঘুরে চলেছে এই পৃথিবী এবং তার চাঁদ। কিন্তু মানুষের মাঝে লুকানো এক গোপন জ্ঞানই এই বিপুল ঘূর্ণনের নিয়ন্তা। আর সেই জ্ঞানকে বুকে নিয়েই দরবেশরা সকল আনন্দ এবং সকল দুঃখের মাঝে ঘুরে চলে, কেউ তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল কি না তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। যুদ্ধ হোক আর সামান্য ঝগড়া, আমরা আমাদের মতো নেচে যাই। কষ্ট এবং শোক, আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস, একাকী এবং একত্রে–সকল অবস্থায় এই ঘূর্ণি চলমান থাকে আমাদের, পানির প্রবাহের মতোই ধীর এবং দ্রুত গতির। রক্তের সমুদ্রে ডুবে গেলেও আমরা নেচে যাব। পৃথিবীতে যা কিছু ছিল, যা কিছু আছে, এবং যা কিছু থাকবে–তাদের সবার মধ্যে এক নিখুঁত ঐক্য, বিশুদ্ধ বন্ধন বিদ্যমান। বিন্দুগুলো হয়তো প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে, জায়গা বদল করছে, কিন্তু তাদের সমষ্টিতে যে বৃত্ত তৈরি হয়েছে তার কোনো পরিবর্তন নেই। ঊনচল্লিশতম নীতিতে বলা হয়েছে *পরিবর্তন আসে উপাদানসমূহে, কিন্তু তাদের সমষ্টিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া প্রতিটি তস্করের বদলে নতুন একজন জন্ম নেয়, প্রতিটি ভালো মানুষের বদলে আসে আরেকজন ভালো মানুষ। এই নিয়মের কারণেই কোনো কিছু যেমন চিরকাল একই থাকে না, তেমনি আবার কোনো কিছুই কখনও বদলায় না।*

প্রতিটি সুফির মৃত্যুর সাথে সাথে জন্ম হয় আরেকজন সুফির।

আমাদের ধর্ম, ভালোবাসার ধর্ম। আমরা সবাই হৃদয়ের অদৃশ্য বন্ধনে যুক্ত। সেই বন্ধন যদি কোথাও ভেঙে যায়, তাহলে অন্য কোথাও তা জোড়া লাগে। প্রতিবার যখন কোনো শামস তাবরিজি মারা যায়; অন্য কোনো যুগে, অন্য কোনো নামে জন্ম নেয় আরেক শামস তাবরিজি।

নাম বদলায়, মানুষ আসে আর যায়। কিন্তু তাদের সত্তা, তাদের অস্তিত্ব কখনও বদলায় না।

BanglaBook.org

এলা

কোনিয়া, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

বিছানাটার পাশে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছিল এলা। হঠাৎ করে একটা অচেনা শব্দ জাগিয়ে তুলল ওকে। অন্ধকারের মাঝ থেকে কারও কণ্ঠে ভেসে আসছে কথাগুলো। তারপর বুঝতে পারল, প্রার্থনার ডাক এটা, বাইরের কোনো মসজিদ থেকে আসছে। শুরু হতে যাচ্ছে নতুন একটা দিন। কিন্তু কেন যেন ওর মনে হলো, কিছু একটার শেষও হতে যাচ্ছে আজ।

জীবনে প্রথমবারের মতো ভোরের প্রার্থনার ডাক শুনেছে এমন যে কাউকে জিজ্ঞেস করা হলে সবাই একই কথা বলবে। সুন্দর, রহস্যময় এবং অর্থপূর্ণ এক শব্দ এটা। আবার একই সাথে কেমন যেন শিহরণ জাগায় শরীরে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভীতিকর, অথচ সুন্দর। ঠিক ভালোবাসার মতো।

শেষ রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে সেই শব্দই জাগিয়ে তুলল এলাকে। অন্ধকারের মাঝে কয়েকবার চোখ পিটপিট করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চাইল ও, ঠিক বুঝতে পারছে না যে খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা শব্দটা আসলে কিসের। প্রায় এক মিনিট পর ওর মনে পড়ল যে এখন আর ম্যাসাচুসেটসে নেই ও। স্বামী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে যে বড় বাড়িটায় ও থাকত এটা সে জায়গা নয়। সে সব এখন অন্য কোনো সময়ের ঘটনা–যে সময়কে এখন বহু দূরের বলে মনে হয়, প্রায় রূপকথার গল্পের মতো। বিশ্বাস হতে চায় না যে ওই স্মৃতিগুলো ওর নিজেরই অতীত।

না, ম্যাসাচুসেটসে নেই ও। রয়েছে পৃথিবীর সম্পূর্ণ আলাদা একটা অংশে–তুরস্কের কোনিয়া শহরের এক হাসপাতালে। আর ভোরের প্রার্থনার ডাকের পাশাপাশি যে মানুষটার মৃদু, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে সে ওর বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গী নয়; বরং সেই প্রেমিক, যার জন্য গত গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ও।

'ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই এমন একটা মানুষের জন্য নিজের স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবে তুমি?' প্রতিবেশীরা, বন্ধুরা বারবার জিজ্ঞেস করেছে ওকে। 'আর তোমার ছেলেমেয়েরা? তারা কি কোনো দিন ক্ষমা করবে তোমাকে?'

BanglaBook.org

আর এভাবেই এলা বুঝতে পেরেছে, অপর কোনো পুরুষের জন্য কোনো নারী তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে-এর চাইতেও খারাপ জিনিস একটা আছে সমাজের চোখে। আর তা হলো, বর্তমান মুহূর্তের জন্য কোনো নারীর তার ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করা।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল ও। মৃদু লালচে আলোয় ভরে উঠল ঘরটা। এলা যেন নিশ্চিত হতে চাইছে যে কয়েক ঘণ্টা আগে ওর ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘরের মধ্যে কিছুই বদলায়নি। ওর দেখা হাসপাতালের ঘরগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে ছোট, যদিও এমন কামরা খুব বেশি দেখার সুযোগ পায়নি এলা। বিছানাটাই দখল করে রেখেছে ঘরের বেশিরভাগ জায়গা। বাকি সব কিছুই বিছানার সাথে লাগোয়া–একটা কাঠের ক্লোজেট, একটা চারকোণা কফি টেবিল, একটা চেয়ার, একটা খালি ফুলদানী, নানা রঙের পিলসহ একটা ট্রে, এবং তার পাশে একটা বই। এই ভ্রমণের শুরু থেকেই বইটা পড়ছে আজিজ : *আমি এবং রুমি।*

চার দিন আগে কোনিয়ায় এসেছে ওরা। প্রথম দিনগুলো কাটিয়েছে অন্যান্য সাধারণ ট্যুরিস্টদের মতোই–স্মৃতিসৌধ, জাদুঘর এবং স্থাপত্য নিদর্শনগুলোকে ঘুরে দেখেছে; স্থানীয় খাবার খেয়েছে পেট পুরে, সেই সাথে প্রতিটি নতুন জিনিসেরই ছবি তুলেছে। সব কিছু ভালোভাবেই চলছিল, অন্তত গতকালের আগ পর্যন্ত। গতকাল দুপুরে এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার সময় হঠাৎ মেঝেতে পড়ে যায় আজিজ, এবং সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাকে। তখন থেকেই আজিজের বিছানার পাশে অপেক্ষা করছে এলা, জানে না যে কি অপেক্ষা করছে ওর জন্য। ওর মনের একটা অংশ আশায় বুক বাঁধতে চাইছে, আরেকটা অংশ নিঃশব্দে স্রষ্টার প্রতি অভিযোগ জানিয়ে চলেছে–ওর জীবনে এত দেরিতে ভালোবাসার সন্ধান দিয়ে আবার এত তাড়াতাড়ি সেটা কেড়ে নেয়ার জন্য।

'আজিজ, তুমি কি ঘুমাচ্ছ?' প্রশ্ন করল এলা। তাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছে না ওর, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে জাগ্রত অবস্থায় দরকার।

কোনো জবাব এল না, কেবল নিঃশ্বাসের নিয়মিত ছন্দে হালকা পরিবর্তন ছাড়া। একটু যেন কেঁপে উঠল তার বুক।

'তুমি জেগে আছ?' আবারও প্রশ্ন করল এলা। এবারও ফিসফিসে গলায়, কিন্তু আগের চাইতে সামান্য উঁচু গলায়।

'হ্যাঁ, জাগলাম,' এবার ধীরে ধীরে জবাব দিল আজিজ। 'কি ব্যাপার, ঘুমাতে পারোনি?'

'ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু সকালের প্রার্থনার ডাক...' মাঝপথে থেমে গেল এলা, যেন এটুকু বললেই সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আজিজের ভগ্নপ্রায় স্বাস্থ্য, এলার মনের ভেতর ক্রমবর্ধমান ভয়, ভালোবাসা নামের এই বোকামি... সব কিছুর ব্যাখ্যাই যেন লুকিয়ে আছে ওই কয়েকটা শব্দের মধ্যে।

BanglaBook.org

এবার সোজা হয়ে উঠে বসল আজিজ, সরাসরি চাইল এলার দিকে। ল্যাম্পের মৃদু আলোয়, বিছানার ধবধবে সাদা চাদরের ফ্রেমে তার সুদর্শন মুখটাকে বিষণ্ন, ফ্যাঁকাসে মনে হলো। কিন্তু একই সাথে আরও শক্তিশালী কিছু যেন রয়েছে সেখানে, আজিজের মাঝে এনে দিয়েছে অমরত্বের অভিব্যক্তি।

'দিনের প্রথম প্রার্থনার কিন্তু আলাদা গুরুত্ব রয়েছে,' নিচু গলায় বলল সে। 'তুমি কি জানো যে একজন মুসলিমকে প্রতি দিন যে পাঁচটি প্রার্থনা আদায় করতে হয় তার মাঝে ভোরের প্রার্থনাটি কেবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণই নয়, সবচেয়ে কঠিনও বটে?'

'কেন?'

'কে জানে? হয়তো এই প্রার্থনার জন্য আমাদের স্বপ্নের মাঝ থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হয় বলে; যা আমরা কেউই পছন্দ করি না। আমরা সবাই চাই ঘুমিয়ে থাকতে। সে জন্যই এই প্রার্থনার ডাকে একটি আলাদা বাক্য যোগ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে : "ঘুম হতে প্রার্থনা উত্তম।"'

কয়েক মুহূর্ত পরেই শেষ হয়ে গেল সুরেলা শব্দটা, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল তার প্রতিধ্বনি। শেষ শব্দটাও মিলিয়ে যাওয়ার পর সব কিছু কেমন অদ্ভুত নিরাপদ মনে হলো, কিন্তু একই সাথে খুব বেশি চুপচাপ। এক বছর পেরিয়ে গেছে, একসাথে রয়েছে ওরা। ভালোবাসা এবং চেতনার মাঝে ডুব দেয়ার এক বছর। এই সময়ের মধ্যে আজিজ খুব কমই অসুস্থ থেকেছে, এলার সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে কোনো অসুবিধে হয়নি তার। কিন্তু গত দুই সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ করেই তার স্বাস্থ্য খুব বেশি খারাপ হয়ে গেছে।

তাকে আবার ঘুমিয়ে পড়তে দেখল এলা। শান্ত হয়ে আছে তার চেহারা, ঠিক কোনো শিশুর মতো। নানা রকম উদ্বেগে ভরে আছে এলার মন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, তারপর বেরিয়ে এল কামরা থেকে। সবুজের নানা রকম শেডে রাঙানো দেয়ালে ঘেরা করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল সামনে। ওয়ার্ডগুলোতে নানা রকম রোগীর ভীড়। কেউ বৃদ্ধ, কেউ যুবক, পুরুষ, মহিলা। কেউ সেরে উঠছে, কারও অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে ধীরে ধীরে। লোকজনের কৌতুহলী দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ওর সোনালি চুল আর নীল চোখের কারণে না চাইলেও প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে যে ও একজন বিদেশী। এর আগে কখনও কোনো জায়গায় এত বেশি বেমানান বলে মনে হয়নি নিজেকে। তবে এটাও ঠিক যে এর আগে তেমন কোনো জায়গাতেই যায়নি ও।

কয়েক মিনিট পর হাসপাতালের ছোট্ট, সুন্দর বাগানটার মাঝখানে তৈরি করা ফোয়ারাটার পাশে এসে বসল ও। ফোয়ারার ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা দেবদূতের ছোট্ট মূর্তি, আর তার নিচে পানির ভেতর পড়ে আছে কয়েকটা রুপালি পয়সা। প্রতিটি পয়সাই কারও গোপন কোনো ইচ্ছার চিহ্ন

BanglaBook.org

একটা পয়সার খোঁজে পকেট হাতড়াল ও, কিন্তু কয়েক টুকরো কাগজ আর একটা গ্রানোলা বারের অর্ধেক ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে। বাগানের মধ্যে এদিক ওদিক তাকাতে এক জায়গায় কয়েকটা নুড়ি পাথর পড়ে থাকতে দেখল ও। চকচকে, কালো রঙের। এগিয়ে গিয়ে একটা তুলে নিল এলা, তারপর চোখ বন্ধ করে সেটা ছুঁড়ে মারল ফোয়ারার পানির দিকে। ঠোঁটগুলো বিড়বিড় করে কোনো একটা ইচ্ছার কথা প্রকাশ করল, যদিও বলার আগেই জানে যে তা কোনো দিন বাস্তব হবে না। পাথরটা ফোয়ারার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে লাফিয়ে এক পাশে সরে গেল, গিয়ে পড়ল দেবদূতের কোলের উপর।

এলার মনে হলো, আজিজ যদি এখানে থাকত তাহলে এই ঘটনাকে নিশ্চয়ই কোনো দৈব সংকেত হিসেবে ধরে নিত সে।

আধ ঘণ্টা পর আবার যখন ফিরে গেল ও, দেখল কামরার ভেতর একজন ডাক্তার, আর অল্পবয়সী একজন নার্স দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাদা চাদরটা টেনে দেয়া হয়েছে আজিজের মাথার উপর।

মারা গেছে সে।

•••

আজিজের প্রিয় ব্যক্তিত্ব রুমির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাকেও কোনিয়ায় কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

শেষকৃত্যের প্রস্তুতি নিতে কোনো ত্রুটি রাখল না এলা। সব খুঁটিনাটি দিকেই নজর রাখার চেষ্টা করল ও, একই সাথে বিশ্বাস রাখল যে কোনো দিক ওর নজর এড়িয়ে গেলে সেখানে স্রষ্টা ওকে সাহায্য করবেন। প্রথমেই কবর দেয়ার জায়গাটা ঠিক করল ও, একটা মুসলিম কবরস্থানে, বিশাল এক ম্যাগনোলিয়া গাছের তলায়। তারপর কয়েকজন সুফি বাদককে খুঁজে বের করল, যারা নে বাজাবে শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে। আজিজের বন্ধুদের সবার কাছে ইমেইল করল ও, আমন্ত্রণ জানাল আসতে। দেখা গেল, অনেকেই ওর অনুরোধ রাখতে সক্ষম হয়েছে। কেপ টাউন, সেন্ট পিটার্সবার্গ, মুর্শিদাবাদ, এবং সাও পাওলোর মতো দূরবর্তী জায়গা থেকেও এল তারা। তাদের মধ্যে আজিজের মতো ফটোগ্রাফার যেমন আছে, তেমনি আছে গবেষক, সাংবাদিক, লেখক, নর্তক, ভাস্কর, ব্যবসায়ী, কৃষক, গৃহিণী, এবং আজিজের দত্তক নেয়া ছেলেরা।

উচ্ছল, প্রাণবন্ত এক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হলো সেখানে। সব ধর্মের মানুষের সমাগম ঘটল। আজিজের মৃত্যুকে আনন্দের ঘটনা হিসেবে ধরে নিল সবাই, কারণ সে নিজেও এমনটাই চাইত। বাচ্চারা খেলা করে বেড়াতে লাগল এদিক ওদিক। এক মেক্সিকান কবি সবার মাঝে বিতরণ করে দিল *প্যান দে লস*

BanglaBook.org

মুয়েতোঁস। এটা এক ধরনের রুটি, মৃত ব্যক্তির সম্মানে যা খাওয়া হয় মেক্সিকোতে। আজিজের এক বুড়ো স্কটিশ বন্ধু সবার উপর ছিটিয়ে দিল গোলাপ পাপড়ি। প্রতিটি পাপড়ি যেন সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে, মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার বা এ নিয়ে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। স্থানীয়দের মধ্য থেকে এক বুড়ো মুসলমান চোখ বড় বড় করে দেখছিল সব, ফোকলা মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। সে বলল, অনেক শতাব্দী আগে মাওলানার মৃত্যুর পর এমন অদ্ভুত শেষকৃত্য আর অনুষ্ঠিত হয়নি কোনিয়ায়।

শেষকৃত্যের দুই দিন পর অবশেষে একা হতে পারল এলা। শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াল ও, চেয়ে রইল পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া পরিবার, দোকানের মধ্যে বসে থাকা বিক্রেতা, ফুটপাতে নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে থাকা দোকানিদের দিকে। অতিরিক্ত কান্নায় ফুলে ওঠা চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এই আমেরিকান মহিলার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবাই। এখানে সে সম্পূর্ণ অচেনা আগন্তুক, এবং অন্য সব জায়গাতেও তাই।

হোটেলে ফিরে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হওয়ার আগে জ্যাকেট খুলে ফেলল এলা, তার বদলে পরে নিল একটা পীচ-রঙা নরম অ্যাঙ্গোরা সোয়েটার। রঙটা খুব বেশি শান্ত, নরম; যদিও এর ঠিক উল্টোটা হতে চায় ও, মনে মনে ভাবল এলা। তারপর জিনেটকে ফোন করল ও। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একমাত্র জিনেটই ওর সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। অরলি আর আভি এখনও ওর সাথে কথা বলছে না।

'মা! কেমন আছ তুমি?' ফোন ধরেই উষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল জিনেট।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল এলা, এমন ভঙ্গিতে হাসল যেন ওর মেয়ে ওর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর একদম নিচু গলায় বলল, 'আজিজ মারা গেছে।'

'আমি খুব, খুব দুঃখিত, মা,' ওপাশ থেকে বলল জিনেট।

একটুখানি নীরবতা। দুজনেই ভাবছে, এর পর কি বলবে। শেষ পর্যন্ত জিনেটই নীরবতা ভঙ্গ করল। 'মা, এখন কি তুমি বাড়ি ফিরে আসবে?'

মাথাটা একপাশে কাত করল এলা, মেয়ের প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করছে। প্রশ্নটা শোনার পর অন্য একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে ওর মাথায়। এখন কি ওর নর্দাম্পটন ফিরে যাওয়া উচিত? স্বামীর সাথে ওর ডিভোর্স সংক্রান্ত যে ব্যাপারগুলো চলছে, সেগুলোকে বন্ধ করা উচিত? ইতোমধ্যেই পরস্পরের উপর দুজনের বিরক্তি এবং দোষারোপ পাহাড় সমান আকার ধারণ করেছে। এখন তাহলে কি করবে ও? কাছে কোনো টাকা নেই, কোনো চাকরিও নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে ইংরেজি শিক্ষিকার কাজ নিতে পারে ও, কোনো ম্যাগাজিনে চাকরি নিতে পারে। কে জানে, একদিন হয়তো দক্ষ একজন সম্পাদকও হয়ে উঠতে পারে।

এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে রইল এলা। কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল, সামনের দিনগুলো ওর জন্য বয়ে আনছে আনন্দময় আত্মবিশ্বাসের বার্তা। এর

BanglaBook.org

আগে কখনও এমন একাকী হয়ে পড়তে হয়নি ওকে। কিন্তু এখন কেন যেন একটুও একা লাগছে না ওর।

'তোমাদের খুব মিস করি, সোনামণি,' বলল ও। 'তোমার ভাই আর বোনকেও মিস করি। তোমরা আমাকে দেখতে আসবে না?'

'অবশ্যই আসব আমি, মা–আমরা সবাই আসব। কিন্তু এখন তুমি কি করতে চাও? সত্যিই কি আর ফিরে আসার ইচ্ছে নেই তোমার?'

'আমস্টারডাম যাচ্ছি আমি,' বলল এলা। 'ক্যানালগুলোর ধারে ছোট্ট, কিন্তু সুন্দর সব ফ্ল্যাট পাওয়া যায় ওখানে। এমন একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব ওখানে গিয়ে। সাইকেল চালানোটাও শিখতে হবে ভালো করে। আমি আসলে ঠিক জানি না... তেমন কোনো পরিকল্পনা করে এগোনোর ইচ্ছে নেই আমার, জানো? ঠিক করেছি যে একবারে এক দিনের বেশি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করব না। দেখা যাক, আমার হৃদয় আমাকে কোন দিকে নিয়ে যায়। নীতিগুলোর একটায় তো তেমনই বলা আছে, তাই না?'

'কোন নীতি, মা? কিসের কথা বলছ তুমি?'

জানালার কাছে এগিয়ে গেল এলা, আকাশের দিকে তাকাল। যে দিকে চোখ যায়, কেবল ঘন নীল আকাশের রঙ। আকাশের গায়ে যেন অদৃশ্য ঘূর্ণি উঠেছে সর্বত্র, নিশ্চিহ্নে মিশে গিয়ে খুঁজে নিচ্ছে অসীম সম্ভাবনা। ঠিক যেন নৃত্যরত কোনো দরবেশ।

'চল্লিশতম নীতিতে বলা হয়েছে,' মৃদু গলায় বলল এলা, *'ভালোবাসা ছাড়া যে জীবন, তার কোনো মূল্য নেই। নিজেকে প্রশ্ন কোরো না যে কেমন ভালোবাসা চাই তোমার; আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত, স্বর্গীয় বা পার্থিব, পুবের অথবা পশ্চিমের... বিভেদ থেকে কেবল নতুন বিভেদেরই জন্ম হয়। ভালোবাসার কোনো নাম হয় না, কোনো সংজ্ঞা হয় না। ভালোবাসা হলো ভালোবাসা, বিশুদ্ধ এবং খাঁটি ভালোবাসা।*

'ভালোবাসা হলো জীবনের জন্য পানি স্বরূপ। আর যে ভালোবাসে, তার সত্তায় জ্বলে ওঠে আগুন!

আগুন যখন পানিকে ভালোবাসে, তখন এমনকি এই মহাবিশ্বের গতিও বদলে যায়।'

●

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG